✍ **jqi¢jc BMa¡l ýp¡Ce ®eS¡j£**
c¢r Z Ld l M£m, ®h¡u¡mM¡m£, Q–N¡j

◈ f ÐÀ আমাদের দেশে কিছু বাতিল ফেরকা আছে যাদের নিয়ে সব সময় মিলাদুন্নবী নিয়ে ঝগড়া হয়, অর্থাৎ তারা বলে যে মিলাদুন্নবী করার প্রয়োজন নেই সিরাতæh£ করলে হয়। তাই আমি জানতে চাই, মিলাদুন্নবী আর সিরাতুন্নবী এর মধ্যে আসল সমস্যাটা কী? দলিল সহকারে জানালে উপকৃত হব।

🕮 Eš l x পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী mাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম BS সারা বিশ্বে স্বীকৃত এক সম্পূর্ণ শরীয়তসম্মত অশেষ ফজিলতপূর্ণ ইবাদত ও অনুষ্ঠ¡ez যা বিশ্বজগতের প্রাণ রহমাতুল্লিল আলামীন হুজূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়¡p¡Õ¡j এর শুভাগমনকে উপলক্ষ করে উদ্‌যাপন করা হয়। মিলাদুন্নবী উদ্‌যাপন করা পবিত্র কোরআনের নির্দেশ। পাশাপাশি হাদীস, ইজমা, ক্বিয়াস ইত্যাদি দ্বারা প্রমাণিaz পক্ষান্তরে সিরাতুন্নবী কাকে বলে? এর মৌলিকতা যথার্থতা ইত্যাদি গবেষণা অবnÉC প্রয়োজন। এ পর্যায়ে সর্বজন সমাদৃত ব্যক্তিত্ব শায়খুল হাদীস ওয়াল ফিকহ ওয়¡a তাফসীর আল্লামা সৈয়দ মুফতী আমীমুল ইহসান মুজাদ্দেদী বারকাতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র মতে-

السیـر جـمـع سیـرة وهی الطریقة سوآء کانت خیرا او شرا ثم غلب فی الشرع علـی طـریـقة الـمسـلـمـیـن فی الـمـعـامـلـة مـع الکافرین والبغاة و غیرهما من الـمسـتـامـنـیـن والـمـرتـدین۔ قال ابن همام غلب فی عرف الفقهآء علی الطریق الـمـامـور فی غزو الکفار وفی الکفایة انه یختص بسیر النبی ﷺ فی المغازی سـمـیـت الـمـغـازی مسیـرا لان اول اموره السیر الی الغزو وقال النسفی السیر امور الغزو کالمناسک امور الحج قواعد الفقة۔ ص ۳۳۱

Ab¡v: p£l¡a në¢V HLhQe, a¡l hýhQe ¢pulz B¢idj¢eL Ab fÜ¢a, i¡m হোক কিংবা মন্দ হোক। আর পারিভাষিক অর্থে কাফির, বিদ্রোহী, ধর্মবিরোধ£ Hhw মুরতাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ বিগ্রহ বা মোকাবেলার নাম সীরাত।

ইমাম ইবনে হুম্মাম বলেন- ফিকহবিদদের পরিভাষায় কাফিরদের সাথে যুদ্ধ জিহাc করার ক্ষেত্রে শরীয়তের যে সমস্ত কর্মপদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তার নামই সীরাত। Bm কিফায়া নামক কিতাবে রয়েছে- সিয়ারুন্নবী বা সীরাতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীর যুদ্ধ জীবনের জন্য সীমিত। আর সীয়র শব্দটি এসেছে সা-ইরুন থেকে k¡l Ab pgl Ll¡ ïjZ Ll¡ CaÉ¡¢cz pal¡w kÜ®L ¢pul H SeÉ hm¡ qu, যেহেতু যুদ্ধ করার জন্য প্রথমে যুদ্ধের ময়দানে সফর করতে হয়।

ইমাম নাসাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন- জিহাদের কর্মপদ্ধতির নাম হল সীরাa আর হজ্বের কর্মপদ্ধতির নাম মানাসিক।

[কাওয়ায়েদুল ফিকহ, ৩৩১ পৃষ্ঠা, কৃত: মুফতী আমীমুল ইহসান রহমাতুল্লাহি আm¡C¢q]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সীরাতুন্নবী নবীজির জাহেরী-বাae£ বিশাল জীবনের সীমিত একটা অংশমাত্র। আর মীলাদুন্নবী হলো ব্যাপক: যাতে নব£¢S l নূরী জগতের আদি সৃষ্টি হতে শুরু করে নূরানী জগতে লক্ষ লক্ষ বৎসর বিচরণ, দু¢eu¡l বুকে শুভাগমন ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় আধ্যাত্মিক কর্মময় জীবনের নবুয়তের এলান, দ্বীনের দাওয়াত মুজিযাসহ নবীজির জীবনে বিশাল অঙ্গণ নিয়ে বহুমুখি আলোচনার নামই হলো মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সাধ¡lZa: সীরাত শব্দের অর্থ- চরিত্র, অভ্যাস, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। কিন্তু সীরাত শব্দটি যখন eh£l দিকে সম্বোধন করা হয়, তখন নবীজির যুদ্ধ জীবন বা নবুয়ত প্রকাশের পরবর্তী ®aCn বৎসর জীবনের কথাই বুঝানো হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য সম্প্রতি একটি কুচক্রি jqm মিলাদুন্নবীর বিশাল আয়োজন আর বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান থেকে সাধারণ মুসলমান তথা নবীপ্রেমিকদের দূরে সরিয়ে রাখার অপকৌশল হিসেবে সীরাতুন্নবী মাহফিল এর অবতারণা করেছে। উদ্দেশ্য কেবল মিলাদুন্নবীর বিরোধিতা করা। তদুপরি মাহে l¢hEm আউয়াল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ধরা বুকে শুভাগমনের মাস হিসেবে এ মাসে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করাটাই যথাথ J যুক্তিযুক্ত। তাই যুগ যুগ ধরে সারা বিশ্বে ইসলামী স্কলারগণ বিশেষত পবিত্র l¢hEm আউয়ালে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্‌যাপন করে আসছেন। যা শরীয়তের আলোকে মুস্তাহাব এবং অনেক অনেক কল্যাণকর।

[আল হাবী লিল ফতোয়া- কৃত. ইমাম জালাল উদ্দিন সূয়ূতী (রহ.) ইত্যাদি]

✍ **মাজেদুল ইসলাম**
সিলেট

◈ f ÐÀ কোরআন-হাদীসের আলোকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিচিতি এবং বাতিলের কথা আলোচনা করলে খুশি হব।

🕮 Eš l x ইসলাম কালজয়ী ও শ্রেষ্ঠ দর্শন। আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম। ইয়াহুদী-নাসারা, কাফির-মুশরিকরা ইসলামের আদি শত্রু। এরা যুগে যুগে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল এবং অনেক ক্ষেত্রে বাহ্যিকদৃষ্টিকোণে সফলও হয়েছিল। ফলে মুসলমানদের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক অর্থলোভী, দূর্বল ঈমানদারকে তাদের অনুগত বানিয়ে মুসলমানদের সুদৃঢ় ঐক্যে ফাটল ধরাবার অপচেষ্টায় মেa ওঠে। তাই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক আগেই উম্মতকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন- ''বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত ছিল, আর আমার উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। সবই জাহান্নামে যাবে একটি দল ছাড়া। নবীজির খিদমতে

আরজ করা হলো ইয়া রসূলাল্লাহ্। সেই নাজাত প্রাপ্ত দল কোনটি? উত্তরে নবীজি ইরশাদ করেন- যে দলে আমি এবং আমার সাহাবাগণ রয়েছে।

-[Bh c¡Fc nl£g J ¢jnL¡a nl£g]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- রসূme করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সামনে একটি রেখা অঙ্কণ করলেন। অত:পর বললেন এটা আল্লাহর রাস্তা। অত:পর ঐ সরল রেখার ডানে-বামে আরো অনেক রেখা অঙ্কণ করলেন এবং বললেন এ হলো কতগুলো রাস্ত, এর প্রত্যেকটিতে একটি করে শয়তান রয়েছে। সে ঐ ভ্রান্তপথে আহবান করছে। অত:পর এরশাদ করলেন- **ان هٰذا صراطى مستقيما فاتبعوه** Ab¡v HV¡ (fÐj ®lM¡C) B j¡l সহজ-সরল পথ। তোমরা এ পথের অনুসরণ কর।

[মুসনাদে আহমদ মুসনাদুল মুকসিরিন মিনাস সাবাহ, মুসনাদি আব্দুল্লাহ ইবনে j¡pEc, q¡¢cp ew-3928, e¡p¡u£, সুনানু কুবরা, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ.৩৪৩, হাদিস নং-১১১৭৪, সুনানে দারেমী, বাবু ¢g L¡h¡¢quÉ¡¢a BM¢kl I¡k, 1j M™, f. ew-230, q¡¢cp ew-298 CaÉ¡¢c]

নবীজির নির্দেশিত সেই পথই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। আর আহলে সুন্নাত ওয়¡m জামাতের পরিপন্থী অবশিষ্ট মতবাদগুলো হলো বাতিল ফিরকা বা গোমরাহ দল। উল্লিখিত হাদীস শরীফে নবীজি যে বাহাত্তরটি জাহান্নামী দলের কথা উল্লেখ করেচRe মূলত: সেগুলোই হলো বাতিল ফিরকা। নবীজির সেই ভবিষ্যত বাণী পরবর্তীতে বাস্তবে পরিণত হয়েছিল।

মুহাদ্দিসীনে কেরাম ঐ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইসলামের নামে সৃষ্ট বাতিল ফিরকাগুলোর তালিকা প্রণয়ন করেছেন। প্রথমত: তাঁরা ৭২টি বাতিল ফিরকার মূল ছয়টি উল্লেM করেছেন। তা হলো ১.খারেজী, ২. ক্বদরিয়া, ৩.জাহমিয়া, ৪.মুরজিয়া, ৫. রাফেজী, ৬. জবরিয়া। আবার এগুলোর প্রত্যেকটি বার শাখায় বিভক্ত।

আমাদের দেশে প্রচলিত বাতিল মতবাদ, ওহাবী, মওদূদী, তবলীগী, কাদিয়ানী, ¢nu¡ ও খারেজী ইত্যাদি উপরোক্ত ছয়টি বাতিল ফিরকার কোন না কোন দলের অনুস¡l£ J তাদের আকীদায় বিশ্বাসী বলে এরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিপন্থী।

[গুনিয়াতুত তালেবীন, কৃত: পীরানে পীর শায়খ আবদুল কাদের জিলানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, তাফসীরাতে আহমদিয়া, কৃত: শায়খ আহমাদ জীওয়ান, বাগে খলীল, ১ম খন্ড (আমার রচিত), এhw j¡Jm¡e¡ L¡S£ jDeŸ£e আশরাফী রচিত 'কোরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামের মূলধারা ও বাতিল ফিরকা' CaÉ¡¢cz]

✍ **nvRx gnv¤§` Ave Zv‡ni**

হিরাপুর, নবীয়াবাদ, মুরাদনগর, কুমিল্লা

ck t "রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সৃষ্টি না হলে আল্লাহ্ তাআ'লv Avmgvb-Rwgb mw৩ó Ki‡Zb bv৷ †KviAvb I nv`x‡mi Av‡jv‡K G K_vwU Av‡jvPbv Ki‡j DcKZ n‡ev|

DËi t এটা হাদীসে কুদসী। যেখানে আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন স্বয়ং †NvlYv w`‡q‡Qb-

لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ

A_vr †n nvexe, Avcwb hw` bv n‡Zb Zvn‡j Avwg Avmgvb mg‡ni wKQB mwó KiZvg bv| GB nv`xm kixd Zvdmx‡i i¡û¡j evqvb, 1g LÛ 28 côvq Ges kvqL gnw°K Ave`j nK †`nj fx রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মাদারিজুন্ নুবুওয়্যত' কিতাবে সহীহ হাদীস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অপর হাদীসে উল্লেখ আছে-

لَوْلَاكَ لَمَا اَظْهرتُ الرّبوبيّة

ÒAvcwb hw` bv n‡Zb Zvn‡j Avgvi cfZI cKvk KiZvg bv|Ó

অপর বর্ণনায় হাদীসে কুদসীতে মহান আল্লাহ্ বলেন- হে হাবীব! আপনাকে সৃwó bv Ki‡j Av`g AvjvBwnm mvjvgÕ‡KI mwó KiZvg bv|

G mg¯ nv`xm we¯vwiZ eYbv K‡i‡Qb- kv‡i‡n mnxn eLvix Bgvg Avng` K¯jvbx ¯xq wKZve Avj gvlqv‡nej jv`wbqvq|

[মাওয়াহেবে লাদুনিয়া, ১ম খন্ড ও আন্ওয়ারে মুহাম্মদিয়া, কৃত: আল্লামা ইDmd নিবহানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইত্যাদি]

ck t রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি নূরের সৃষ্টি না কি স্বামী-স্ত্রীর Øviv †hfv‡e exh n‡Z mwó nq †mfv‡e mwó ? G e¨vcv‡i †KviAvb-nv`xm Øviv cgvY Ki‡j DcKZ n‡ev|

DËi t রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের সৃষ্টি। আঠার হাজার মাখলূকাত সৃষ্টির আগেই মহান আল্লাহ্ তাঁর হাবীব ও নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নূর মোবারক সৃষ্টি করেছেন এবং নূর মোবারক থেকেB সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত জাবের রদিয়াল্লাহু আনহু †_‡K ewYZ nv`xm kixd cwYavb‡hvM¨| তিনি নবীজির দরবারে আরজ করলেন- ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমাদের দয়া করে বলুন, আল্লাহ্ কোন জিনিসটি সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছিলেন? DË‡i wZwb Bikv` Ki‡jb-

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ قَبْلَ الْاَشْيَاۗءِ نُوْر نَبِيكَ

"আল্লাহ্ তায়ালা সর্বপ্রথম তোমার নবীর নূরকেই সৃষ্টি করেছেন। যখন চন্দ্র, mh, Avmgvb, hgxb, Avik, Kimx, †e‡nkZ, †`vhL wKQB wQj bv|Ó

-[Avj AvbIqvi"j gnv¤§w`qv wgbvj gvIqvwnwej jv`wbqv]

cwe Î †KviAv‡b Bikv` n‡q‡Q-

قَدْ جَآءَ كُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِيْن

A_vr-"আল্লাহর পক্ষ হতে তোমাদের নিকট এসেছে
gnvb bi Ges ¯úó wKZveÓ[miv gv‡q`v]

GB Avqv‡Zi e¨vL¨vq Zvdmx‡i RvjvjvCbmn AwaKvsk Zvdmxi kv‡¯¿ ÔbiÕ বলতে নবীয়ে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'কে বুঝানো হয়েছে। এQvov †KviAvb nv`x‡mi AmsL¨ `wjj I প্রমাণ রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাকীকত নূরের সৃষ্টি।

জাহেরীভাবে মাতা-পিতার মাধ্যমে ধরাবুকে প্রিয় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু অvjvBwn ওয়াসাল্লাম এর শুভাগমন হওয়া নূর হওয়ার অন্তরায় নয়। বরং এটা আল্লাহর K`i‡Zi †KŠkj I mbvZ| GUv Øviv Av`g RwZi ghv`v AwaKZi ew× Kiv n‡q‡Q| Zvi A_ GB bq †h, wZwb Avgv‡`i gZ mvaviY gvbe| GB RvZxq বিভ্রান্তিকর ধারণার বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। কারণ, তা প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাû AvjvBwn ওয়াসাল্লাম এর শানে চরম কটুি³ I †eAv`ex; hv ¯úó Kdixi bvgvšÍi| eis wZwb অতুলনীয় ও অসাধারণ নূরানী মানব এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর প্রিয় রসূল। এটাB cKZ ঈমানদারের আকীদা ও বিশ্বাস। আল্লাহ্ সবাইকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইwn ওয়াসাল্লাম এর শান-মান, মর্যাদা বুঝার তাওফীক দান করুন; আমীন।

[Zvdmx‡i Kvexi, iƒûj gvAvbx I Avj LvQv‡qQj Keiv, কৃত: ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইত্যাদি]

✍ gnv¤§` Bw`m †iRfx

‰eivM, Av‡bvqvi, PÆMÖvg

✪ck t Bmjvgx kixq‡Zi `wó‡Z Kw`qvbx‡`i Dch³ kiq¯¿ wK? Kw`qvbx‡`i cwZôvZv †K, Zvi Avevm¯'j †Kv_vq? †Kb †m wdZbvi †MvovcËb Ki‡jv? we¯—wiZ Rvb‡Z AvMÖnx|

🕮 DËi t gmwjg we‡ki mg¯— Av‡jg, dKxn HK¨g‡Z¨i wfwË‡Z d‡Zvqv w`‡q‡Qb †h, Kw`qvbx gZev` Kdix gZev`| Zviv Avgv‡`i wcq imj LvZvgb নাবীয়্যীন, শাফীউল মুযনিবীন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লvgÕ‡K †klbex ¯xKvi K‡i bv| A_P, cweÎ †KviAv‡bi dvqmvjv n‡jv-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ
وَلَكِن رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ(سورة الاحزاب)

অর্থাৎ- "হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের কারেv wcZv (সাধারণ মানুষ) নন, বরং তিনি হলেন আল্লাহর প্রিয় রসূল এবং সর্বশেষ নবx|Ó

[miv Avnhve]

Kw`qvbx gZev‡`i ceZK cwK¯v‡bi cvÄve c‡`‡ki ¸i"`vmc‡ii AšMZ

Kw`qvb wbevmx gxRv †Mvjvg Avng` Kw`qvbx (Rb¥ 1835, gZ¨ 1908 Bs‡iRx) এক ভন্ডনবী। মূলতঃ সে ইংরেজ শাসকদের ক্রীড়নক হিসেবে সরলমনা মুসলিম মিল্লাতের ঈমান আকীদাকে বিনষ্ট করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়েছিল। মনে ivL‡Z n‡e- mgM cw_exe¨vcx gmjgvb‡`i Aw` kÎ" n‡jv Bû`x I bvmviv G `ÖwU †kYx| Giv h‡M h‡M gmjgvb‡`i gv‡S ØØ-Kjn mwó K‡i Zv‡Z BÜb w`‡q Avm‡Q Ges gmjgvb‡`i ga¨ †_‡KB wKQ †jvK‡K †KŠk‡j c‡qvR‡b A‡_i wewbg‡q Zv‡`i AbMZ ewb‡q gmjgvb‡`i H‡K¨ dvUj mwó K‡i enËi gmwjg kw³‡K `ej K‡i †`qvi cqv‡m iZ| Avi ZviB GKwU avivewnKZvi djk"wZ n‡jv Kw`qvbx wdZbv| mZivs Zv‡`i e¨vcv‡i cwZwU gmjgvb‡`i m‡PZb _vKv `iKvi †hb †Kvb cZviYvi wkKvi n‡q wb‡R‡`i gj¨evb Cgvb nvwi‡q bv †d‡j|

✍ Gm.Gg.bwRg DÏxb Lvb

wbD Avj gw`bv K_ †÷vi, cwUqv, PÆMÖvg

✪ck t R‰bK e¨w³ K_vi cm‡½ e‡j‡Q- Ô‡gŠj fxiv ev †gŠj fx ej‡ZB wPwUsÕ| GLb Avgvi K_v n‡"Q me †gŠj fxiv‡Zv wPwUs bq Ges G K_vi g‡a¨ wK আমাদের প্রিয় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খোলাফায়ে রাশিদxb, Avmnv‡e imj, Zv‡eqxb, Zve‡q Zv‡eqxb, AvB¤§v‡q gm‡jgxb, weL¨vZ gnv‡দ্দসীনে কেরাম ও হযরত বড়পীর মুহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী রদিয়াল্লাহু Avbûg, ehMv‡b Øxbmn I eZgvb h‡Mi Qnxn Av‡jg m¤c`vq Ô‡gŠj fxÕ K_wUi Ašf³ n‡q D³ Acev‡` AvL¨wqZ n‡jb bv? hw` n‡q _v‡Kb, ZvÕn‡j Dল্লিখিত Dw³Kvix e¨w³ ev e¨w³‡`i Cgvb AvKx`vi cwiYwZ Kx n‡Z cv‡i? cbivq wK ZvIevn Ki‡Z n‡e ? we¯—wiZ †KviAvb-mbvni cgvY mnKv‡i R‰bK e¨w³i ms‡kvabxi Rb¨ Avgv‡K Rwbv‡q KZÁ Ki‡eb|

🕮 DËi t cKZ Av‡jg mgv‡Ri m¤§vb gnvb ieŸj AvjvgxbB ew× K‡i‡Qb| cweÎ †KviAv‡b Gikv` n‡q‡Q-وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات A_vr hv‡`i‡K Bjg `vb Kiv n‡q‡Q Zv‡`i Rb¨ A‡bK ghv`v|

g‡b ivL‡eb `wo †i‡L Uwc Avi cvÄvex Mv‡q w`‡j Av‡jg nq bv| G ai‡Yi Av‡j‡gi †jevmavix †Kvb e¨w³i `ðwi‡Îi Kvi‡Y XvjvIfv‡e mg¯— Av‡jg‡K wPwUs ejv wbtm‡›`‡n †eAv`ex, AwePvi I Pig Aciva|

AwaKš Av‡jg mgvR‡K †nq cwZcb Kivi D‡Ï‡k¨ hw` †KD G ai‡Yi gše¨ K‡i Zvn‡j Zvi Cgvb P‡j hv‡e| KviY, †dvKvnv‡q †Kivg G K_vi Dci GRgv (HK¨gZ) †cvlY K‡i‡Qb †h,

اِهَـانَةُ الْـعَـلَـمَاء كُفرٌ A_vr- cKZ n°vbx I jvgv‡q ‡Kiv‡gi cwZ Bj‡g Øx‡bi Kvi‡Y †nq cwZcb Kiv Kdix I †eCgvbxi bvgvši|
G ai‡Yi Dw³Kvix Aek¨B Lv‡jQ wbq‡Z Zv I ev Ki‡e Avi fwel¨‡Zi Rb¨ mRvM _vK‡e| -(d‡Zvqv‡q wnÜ`qv BZ¨w`)

✍ gnv¤§` bi"j Bmjvg Awidx

wmivRbMi dwRj gv`ivmv, kxg½j, †gŠtevRvi

✍ck t Bwjqvmx Zvewj‡Mi ZrciZv eZgv‡b Avgv‡`i †`‡k AZ¨š —†ekx cwijw¶Z n‡"Q| Zv‡`i Avmj D‡Ïk¨ wK? eZgv‡b mbx Rvgv‡Zi c¶ n‡Z I Ô`vIqv‡Z BmjvgxÕ bv‡g mbx Zvej xM ‡ei n‡q‡Q e‡j cKvk| Zv‡`i KZ¸‡jv ˆewkó¨ Rvbv‡j KZÁ _vKe|

📖 DËi t Bwjqvmx Zvej xM Rvgv‡Zi D‡Ïk¨ n‡jv ewn¨K Avg‡ji gva¨‡g mij gmjgvb‡`i g‡a¨ Invex gZev` Abc‡ek Kwi‡q †`qv| Zviv bex-Ajxi cwZ ZwRg c`kbmn wgjv`-wKqvg, dwZnvLwbmn A‡bK cY¨gq ‡bK আমলসমূহকে বিদ'আত-শিরক মনে করে এবং প্রিয় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমাদের মত সাধারণ দোষে-গুণে মাটির মানুষ মনে করে। এ ছvov Av‡iv eû åvš gZev` Zv‡`i i‡q‡Q|

✍ হাফেজ মুহাম্মদ নূরুল বাশার

ˆpuc f¡s¡, e¡e f l, g¢VLR¢s

✍ f**ÐÀ**x ঢাকার তুরাগ নদীর তীরে প্রতি বৎসর বিশ্ব ইজতেমা উদযাপিত হয়। যাতে বিশ্বের দেশ বরেণ্য অনেক মুসলিম ভাইয়ের সমাগম হয়। যা নিয়ে এক শ্রেণীর ®m¡L খুবই গর্বের সাথে বলে থাকেন- পবিত্র হজ্ব মোবারকের পর এটা দ্বিতীয় মুসলিj সমাবেশ। এরূপ বলার ভাষা ও ইসলামের স্তম্ভ পবিত্র হজ্বের সাথে তুলনা করা কaVL গ্রহণীয়? ব্যাখ্যা সহকারে উত্তরদানে খুশী করবেন।

📖 **Eš I x** টঙ্গীর ইজতেমা সম্পর্কে এ ধরণের বেশ কিছু অলিক, উদ্ভট আর হাস্যকর মন্তব্য-ধারণা শোনা যায়, যা একজন সত্যিকার মুসলমান মেনে নিতে পারে না। অধিকন্তু কোরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী এ জাতীয় কথাবার্তা বাতিল ফিরকা ওহাবীদের মুখেই মানায়। মূলতঃ টঙ্গীর ইজতেমার আয়োজকরা হলো ওহাবী-দেওবন্দী আক্বীc¡l অনুসারী। এদের মতবাদটাই কাল্পনিক। এরাই কিতাবে লিখেছে- 'আল্লাহ্ মিথ্যা বলতে পারে'। এরাই বলে থাকে- 'নামাযে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর খেu¡m আসা গরু-গাধার খেয়াল আসার চাইতেও মারাত্মক'। কোরআন-সুন্নাহ্ বিরোধী Dj¡e

বিধ্বংসী অসংখ্য আক্বীদা বুকে ধারণ করে গাড়ি নিয়ে এরা ঘুরে এ প্রান্তর থেকে অন্য প্রান্তরে। আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, এদের আমীর (প্রতিষ্ঠাতা) ইলিয়াছ মেওয়াa£z যে পরোক্ষভাবে নিজেকে নবী দাবী করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি।-

[মলফুজাতে ইলিয়াস মেওয়াতী ও আল্লামা আরশাদুল কাদেরী প্রণীত "তাবলীগী S¡j¡Ba"z

✍ jS¡¢qc Bqjc

76, S¡j¡mM¡e ®mCe, Q–NË¡j

✍ f**ÐÀ**x আল্লাহ্ পাক হযরত আদম আলাইহিস্ সালামকে সাজদা করার জন্য ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন কেন? কোরআন-হাদীসের আলোকে জানতে চাইz

📖 Eš I x পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে- واذا قـلـنا للملآئكة اسجدوا لآدم فسـجدوا الّا ابليس অর্থাৎ- স্মরণ করুন সেই সময়ের কথা যখন আমি ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলাম, তোমরা আদমকে সাজদা কর, তখন ইবলিস ব্যতীত সবাই সাজদা করেছিলেন। -]pl¡ h¡L¡l¡]

উক্ত নির্দেশের মূল উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর আনুগত্য এবং নবীগণের প্রতি সম্মান পÐne পরীক্ষা করা। আর সেই পরীক্ষায় সবাই উত্তীর্ণ হলেও শয়তান ধরা পড়ে যায়।

[তাফসীরে রূহুল বায়ান ও তাফসীরে কাবীর, সূরা বাক্বারা।]

✍ jq¡ç¿c S¡j¡m EŸ£e i¡ä¡l£

pq-pi¡f¢a, ¢lu¡c N¡E¢pu¡ qLÅ¡¢j¢V

✍ f**ÐÀ**xমে ২০০৩ সালের তরজুমানে খালেকুজ্জামানের উত্তরে লিখেছেন : নবী-রসূল, পীর-মাশায়েখ ও পিতা-মাতাকে সম্মানার্থে সিজদা করা হারাম। য¢c a¡C হয় তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছেন সেদিন খানায়ে কাবা ও ফেরেশতারা শীর ঝুকিয়ে সিজদা করেছিল কেন? আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে কেন আদম আলাইহিস্ সালামকে সিজদা করতে বলেছিলেন? সম্মানের জন্য না ইবাদতের জন্য?

আল্লাহর জাতে পাকের নূর থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁকে কীভাবে সম্মান করা যাবে? পীর-মাশায়েখের ব্যাপারে মুফতীয়ে BSj qkl am Bõ¡j¡ j¡Jm¡e¡ °puc B¢jem qL gIq¡c¡h¡c£ Iqj¡aõ¡q আলাইহি'র ফার্সি কিতাবে লিখেছেন তাজিমী সিজদা জায়েয। বেলায়তে মুতলাL¡ অছিয়ে গাউসুল আজম হযরত শাহ্ সূফী মাওলানা দেলোয়ার হুসাইন আল্-মাইজভান্ডারী রহমাতুল্লাহি আলাইহিও একই কথা লিখেছেন। তাঁরা কি মিথ্য¡ লিখেছেন? বাতিল ফিরকা তথা ওহাবী মওদূদীদেরকে আমরা ভয় করি না ভয় করি öd আল্লাহকে। অনুগ্রহ পূর্বক সঠিক উত্তর দিয়ে খুশী করবেন।

📖 Eš I x সিজদায়ে তাজিমী তথা কারো সম্মানার্থে সিজদা করা সম্পর্কে মাসিক

তরজুমানে আমরা একাধিকবার আলোচনা করেছি। ইসলামী শরীয়তে সিজদায়ে তা'জিমী হারাম -এটাই অধিকাংশ ফক্বীহগণের অভিমত। কারণ, সাহাবায়ে কেরাj রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম মুহাব্বতের অতিশয্যে হুজূরে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানার্থে সিজদা করার অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু হুজl f¡L সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি দেন্ নি, বরং বারণ করেছিলেন।
পূর্বেকার নবীগণ আলাইহিমুস্ সালাম এর যুগে তা'জিমী সিজদা জায়েয ছিল। পরবর্তীতে আমাদের শরীয়তে অধিকাংশ ইমামগণের মতে তা 'হারাম ও নাজায়েয' হিসেবে সাব্যস্ত হয়।
সিজদায়ে তা'জিমী নাজায়েয ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল থাকা সŠেJ খানায়ে কা'বা ইত্যাদি হুজূর পাকের শুভাগমনের মুহূর্তে সিজদা করেছে। মূলax a¡l অর্থ খানায়ে কা'বা নবীজিকে সম্মান প্রদর্শন করেছে। সুতরাং এ সব বলে সিজদায়ে তা'জিমী জায়েয বলা যুক্তিযুক্ত নয়। তদুপরি হুজূর পাকের শুভ পদার্পনের সমu ফেরেশতাগণ সিজদা করেছেন মর্মে কোন সুস্পষ্ট দলীল নেই। বরং তাঁরা ওই সju ýSl f¡L p¡õ¡õ¡ý a¡'Bm¡ Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j¡'l Efl p¡m¡a- p¡m¡jC BIS করেছিলেন এবং তাঁর গুণকীর্তন করেছেন মর্মে বর্ণনাসমূহ বিভিন্ন কিতাবে দেখ¡ k¡uz তবে প্রিয় নবীকে চতুষ্পদ জন্তু উট ইত্যাদিও সিজদা করেছে মর্মে বিভিন্ন বর্ণন¡ ®cM¡ যায়। যার অর্থ সম্মান প্রদর্শন করা। তদুপরি চতুষ্পদ জন্তু আর মানুষের হুকুম HL euz ইসলামী শরীয়তে মাতা-পিতা, শিক্ষক, পীর-মুরশিদ প্রমুখকে সম্মান জানানোর সুনির্দিষ্ট রীতি রয়েছে। আর তাহল- সালাম দেয়া, কদমবুচি বা হাত ও পায়ে Qðe ®cu¡, jp¡g¡q¡ J ®L¡m¡L¢m LI¡ Caÿ¡¢cz pal¡w ýSl f¡L p¡õ¡õ¡ý Bm¡C¢q ওয়াসাল্লামকে সাহাবায়ে কেরাম ও আল্লাহর পূণ্যাত্মা বান্দাগণ যেভাবে আদব বা nÜ¡ জানিয়েছেন আমরাও তাঁকে সেভাবে সম্মান জানাবো। যেমন, হুজূরের বেলাদত h¡ শুভাগমনের আলোচনান্তে দাঁড়িয়ে সালাত-সালাম আরজ করা। তাঁর প্রতি মুহাব্বa J ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করা ও তাঁর সুন্নাতসমূহের পূর্ণানুসরণ করা। মূলতঃ তাঁl fËa pÇj¡e প্রদর্শনের নামান্তর।
তবে কোন কোন ফকীহগণ আমাদের শরীয়ত তথা বর্তমানেও নবী-ওলী, গাউস-কুতh, মাতা-পিতা, উস্তাদ-মুরশিদ ও ন্যায়-পরায়ন বাদশাহের সামনে সম্মানার্থে সিজদায়ে তাহিয়্যা বা সম্মান সূচক সিজদা পেশ করা বৈধ মর্মে স্বীয় মতামত ব্যক্ত করেেRez ®kje- qkla jga£ Bj£em qL glq¡c¡h¡c£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q Hhw qkla দেলোয়ার হুসাইন মাইজভান্ডারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় কিতাবে কোন কোন ফক্বীহগণের উক্ত উক্তি ও উদ্ধৃতি পেশ করেছেন।
কিন্তু উক্ত মত অধিকাংশ ফক্বীহগণ সমর্থন করেন্ নি। বরং ইসলামী শরীয়তে সম্মানসূচক সিজদাকে নাজায়েয ও হারাম বলে অধিকাংশ ফক্বীহগণ ফতওয়া প্রদাe

করেছেন। যা ইমাম ইবনে নুজাইম আল্-মিসরী আল্-হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাই¢q কিতাবুল আশবাহ্ ওয়ান্ নাজায়ের, ১ম খণ্ডে এবং ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লা¢q আলাইহি 'ফতওয়া-ই রজভিয়া' ও আযযুবদাতুয্ যাকিয়্যাহ্'য় বিস্তারিত আলোQe¡ করেছেন। সুতরাং আমরাও মাসিক তরজুমানে একাধিকবার অধিকাংশ ইমামগণের ফতওয়া মর্মে আলোচনা করেছি মাত্র। যেহেতু ইখতিলাফী মাসআলাসমূহে অধিকাংn ইমাম ও ফক্বীহগণের মতামতের উপরই ফতওয়া ও চূড়ান্ত ফায়সালা প্রদান করা হuz

✍ gnv¤§` i"‡ej
iv½bxqv wekwe`¨vjq, PÆMvg

✪ck t c‡Z¨K m¤c`v‡qi I RwZ‡K wn`vqZ Kivi Rb¨ আল্লাহ তা'আলা bex imj †ciY K‡i‡Qb| Zvi Bkviv cvIqv hvq miv bvn‡ji 36 bs Avqv‡Z| GLb ck n‡jv- Avgv‡`i GB Dcgnv‡`‡ki g‡a¨ †Kvb bex-imj wK G‡mwQ‡jb?

📖 DËi t cwm× bex-imj hv‡`i bvg cweÎ †KviAvb-nv`x‡m †`Lv hvq, Zv‡`i †KD cvK-fviZ Dcgnv‡`‡k G‡mwQ‡jb e‡j BwZnv‡m cgvY cvIqv hvq bv| Z‡e, fvi‡Zi cvÄve c‡`‡ki evk bvgK Gjv‡Kvq ceeZx 14 Rb bexi gvhvi i‡q‡Q g‡g Rbk"wZ i‡q‡Q| g‡b nq, Zviv gvbI‡`i‡K †n`vq‡Zi উদ্দেশ্যে অত্র এলাকায় এসেছিলেন। উল্লেখ্য যে, উল্লেখিত নবীদের মাযার শরীফ সিরহিন্দ এ হযরত মুজাদ্দেদে আল্‌ফ সানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মাযার Gi wbKUeZx| Avi Avgv‡`i G Dcgnv‡`‡k †Kvb bexi AvMgb bv n‡jI †KviAvb-nv`xm gZ †Kvb Amweav bvB| †h‡nZ, me‡kô I me‡kl wcq bex (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)ô¨i G aive‡K ïfvMgb Avgivmn Avie-Abvie †KqvgZ chš— mKj gvbe †Mwôi Rb¨ Zvi beqZ-wimvjZ I cqMvg we¯—Z| mZivs miv bvn‡ji Dc‡iv³ Avqv‡Zi mv‡_ †Kvb cKvi Ø›Ø bvB|

✍ gnv¤§` Avng` QMxi †bvôgvb
MÛvgviv, evkLvjx, PÆMvg

✪ck t রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সব সময় আবূ বকর ছিদ্দীক রদিয়াল্লাহু আনহু থাকতেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস এর চেয়ে আবূ হুরায়রv রদিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা বেশী কেন? দলীলসহকারে জানালে DcKZ ne|

📖 DËi t হযরত আবূ বকর ছিদ্দীকে আকবার রদিয়াল্লাহু আনহু প্রিয়নবী সরকারে আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সান্নিধ্য ও ছোহবত অনেক A‡bK

†ekx cvIqvi Ges wcq im‡ji bivbx Revb †gvevi‡Ki nv`xm I evYxmgn †ekx †ekx ïbvi m‡hvM cvIqvi c‡il bexwRi nv`xmmgn Kg eYbv K‡i‡Qb|

c_gZ: †bnvqZ mZKZv I mveavbZv Aej¤b Kivi Kvi‡Y- hv‡Z wcq imj সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামviB nv`xm eYbvi †¶‡Î Î"wU-weP¨wZi wkKvi bv nb| wØZxqZ: wb‡R‡K †QvU I Z"Q g‡b Kivi Kvi‡Y- A_vr GZ weivU ¸i" `wqZ Av`v‡qi Awg †hvM¨ bq| ZZxqZ: Ab¨vb¨ `wqZ Av`vq Ki‡Z Ki‡Z nv`xm eYbv Kivi wekvj `vwqZ h_vh_ Av`vq Kiv †_‡K wb‡R‡K weiZ †i‡L‡Qb| PZ_Z: cig Ki"Yvg‡qi gwR hv‡K †h Kv‡Ri Rb¨ mwó K‡i‡Qb Zv Zvi Rb¨ wZwb mnR K‡i w`‡q‡Qb| nv`xm kix‡d wcq রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন كُـلٌّ ميسر لما خلق له‎__الحديث Òhv‡K †h Kv‡Ri Rb¨ mwó Kiv n‡q‡Q H mg¯ KvR Zvi Rb¨ mnR K‡i †`qv n‡q‡Q|Ó

[mbwb Be‡b gvRvn]

সুতরাং, মহান আল্লাহ্ হযরত আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এক বিশvj খেদমত (হাদীস বর্ণনা) কবূল করেছেন আর ছিদ্দীকে আকবার রদিয়াল্লাহু আনহু †_‡K Ab¨vb¨ wekvj wekvj †L`gZ Kej K‡i‡Qb| GUv cfi K`i‡Zi jxjv| তদুপরি, প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনেক বেশী বেশী mvwba¨ cvß eo eo mvnvev‡q †Kivg nv`xm kixd eYbv †_‡K wb‡R‡`i‡K mZKZv I mveavbZv Aej¤b ¯i¨c weiZ †i‡L‡Qb| GUv Zv‡`i nv`xm bv Rvbvi `wjj ev cgvY bq|

[ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক রচিত মুকাদ্দামায়ে সহীহ মুসলিg kixd I mbwb Be‡b gvRvn kixd, 1g LÛ BZ¨w`]

✍ jq¡Çjc Bhcm Bm£j

jdÉj ¢nLmh¡q¡, f¢Vu¡, Q–NË

◈ f ÐÀ গায়েবানা জানাযা জায়েয হবে কিনা জানালে উপকৃত হব।

📖 Ešl x হানাফী মাযহাব মতে গায়েবানা জানাযা নেই। রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা এ ধরনের কর্মকাণ্ডে fmç থাকে। এটা নিছক অজ্ঞতা। গায়েবানা জানাযা নয় বরং উচিত হবে মৃত ব্যক্তির ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তাদের জন্য ফাতিহার আয়োজন করা।

[Jg`াতুল ক্বারী শরহে ছহি বোখারী কৃত: ইমাম বদরুদ্দীন আয়নী রাহমাতুল্লাহি আm¡u¢q CaÉ¡¢c]

✍ jq¡Çjc Bh °Ruc

Ll¡w¢Nl£, ®n¡iecä£, f¢Vu¡

◈ f ÐÀ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিয়ম অনুযায়ী মুর্দাকে কবরে দাফন করার পর কবর তালক্বীন করা হয়। এই তালক্বীনের নিয়ম কোন ধরণের হবে? এটা কি ph¡l

উপস্থিতিতে যিয়ারতের আগে নাকি সবাই যিয়ারত করে চলে যাওয়ার পরে। এবং Lhl তালক্বীনের সময় কোন্ ধরণের দু'আ পড়তে হয় জানানোর অনুরোধ রইল।

📖 Ešl x কবর তলক্বীনের ব্যাপারে পবিত্র হাদীস শরীফের প্রমাণ পাওয়া যায়। রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

اذ مـات احدكم من اخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم احدكم على رأس قبـرهٖ ثـم ليـقل يا فلان بن فلانة فانه يسـمعه ثم يقول يا فلان بن فلانة فانه يستوى قاعدًا ثم يقول يا فلان بن فلانة فانه يقول ارشدنا يرحمـك الله ولكن لاتشعرون ـ فليقل اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة ان لّا الٰه الا الله وان محمدًا عبدهٗ ورسـولـهٗ ـ وانـک رضيت باللّٰه ربًا وّبالاسلام دينًا وّبمحمّدٍ نبيًا وّبالقراٰن اماما ـ فـان مـنـكـرا و نـكيرًا يأخذ كل واحد منهما بيدصاحبه ويقول انطلق بنا ماقعدنا عند من لقن حجته. وقال رجل يارسول الله فان لم يعرف امه قال فينسبه الى امه حواء ـ يقول يا فلان بن حوّاء ـ (رواه الطّبرانى)

অর্থাৎ- নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- তোমাদের কোe মুসলমান ভাই মারা গেলে তাকে কবরস্থ করে উপরে মাটি ঠিকঠাক করে দিয়ে তোমাদের কেউ যেন তার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে এভাবে আহবান করে বলে, হে AjL মহিলার পুত্র অমুক! (লোকটি মায়ের নাম এবং তার নাম ধরে ডাক দেবে)। তখe ja লোকটি ঐ আওয়াজ শুনতে পাবে। একই ভাবে দ্বিতীয়বার ডাক দিবে তখন সে সোS¡ হয়ে বসবে। তারপর আবার ডাক দিলে সে কবরের ভিতর থেকে বলবে আমাকে কিছু উপদেশ দিন; আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে রহম করুন। নবীজি এরশাদ করেন- যদিও তোমরা তা বুঝতে পারবে না। অতঃপর শিয়রের কাছে দাঁড়ানো ব্যক্তি যেন বলে- তুমি দুনিয়া হতে যে কালেমায়ে শাহাদাত নিয়ে বিদায় নিয়েছ তা স্মরণ করো। আর p¡lZ করো এ কথা যে, আমি রব হিসেবে আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট এবং দ্বীন হিসেবে ইসলা¢jl উপরে রাজি; নবী হিসেবে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপl সন্তুষ্ট এবং পথ প্রদর্শক হিসেবে পবিত্র কুরআনের উপর সন্তুষ্ট।

নবীজি এরশাদ করেন- তালক্বীনের পর মুনকার-নাকীর ফেরেশ্তাদ্বয় একে অপরের হাত ধরে বলাবলি করে চলো। যাকে নাজাতের দলিল শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তার কাছে বসে থেকে লাভ নেই। জনৈক সাহাবী আরজ করলেন- ইয়া রসূলাল্লাহ্! যদি মৃত ব্যক্তি2l মায়ের নাম জানা না থাকে তবে, কার পুত্র বলবো? হুজূর বললেন- সকলের মা qkla হাওয়া আলাইহাস্ সালাম'র দিকেই সম্পর্ক করে বলবে হে হাওয়ার পুত্র অমুক!

-[a¡hl¡e£]

সুতরাং, দাফনের পর যিয়ারত করবে আর যিয়ারতের পর একজন পরহেজগার আলেমে দ্বীন উপরোক্ত নিয়মে কবর তালক্বীন করবেন। এটা মুস্তাহাব ও পূণ্যময়z

[n¡lýp pcl, La: Cj¡j pua£ lqj¡aõ¡q Bm¡C¢q J lŸm jqa¡l, কৃত: ইমাম ইবনে আবেদীন শামী lqj¡aõ¡q Bm¡C¢q CaÉ¡¢c]

উল্লেখ্য থাকে যে, উপরোক্ত নিয়ম ছাড়া ফিকহ ফতোয়ার কিতাবে তালকিন করার সময় অন্য ইবারত দিয়েও তালকিনের নিয়মসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং উক্ত² নিয়ম সমূহের যে কোন নিয়মেও তালকিন করা যায় অসুবিধা নাই।[বাহারে শরিয়ত ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ জাবের আহমদ**

j¢ql¡, f¢Vu¡, Q–NË¡j

◈ f ÐÀ qkla Bm£ l¢cu¡õ¡ý Beýl fÐa j¡k¡l nl£g ®L¡b¡u Ah¢Ùa জানালে বাধিত হব।

📖 Eš l x হযরত আলী রদিয়াল্লাহু আনহুর মাযার ইরাকের নজফ নামক এলাকায় অবস্থিত। এটাই প্রসিদ্ধ মত। তবে মাওলা আলী রদিয়াল্লাহু আনহু'র দাফন ও মাযারl পাক নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে।

[সাফীনায়ে নূহ, কৃত: খতীবে পাকিস্তান আল্লামা শফী উকাড়ভী রহমাতুল্লাহি আm¡C¢q CaÉ¡¢cz]

✍ **মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম পারভেজ**

Lcmf l, l¡ES¡e, Q–NË¡j

◈ f ÐÀ আমি মাকছুদুল মো'মেনিন বইয়ে পড়েছি, "মুর্দার রূহের শাফায়াতের জন্য ৪/১০ ইত্যাদি কোন তারিখ ঠিক রাখিয়া খাওয়ানো হারাম।" যদি এ রকম তা¢lM ¢WL রাখিয়া খাওয়ানো হারাম হয়, তাহলে আমরা যে, মৃত মানুষের মেজবান তারিM ¢WL করিয়া থাকি তা কি হারাম হবে?

📖 Eš l x দিন তারিখ নির্ধারণ করে কোন আমল করা বা ইবাদত-বন্দেগী করা বা ঈসালে সাওয়াবের মাহফিল করা নিশ্চয়ই ঐ কাজের শৃঙ্খলার প্রমাণ। সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি আর শৃঙ্খলার অনুসরণ না করলে কোন কাজেই সফলতা আসে না।ইসলামের প্রতিটি কর্মই নিয়মতান্ত্রিক এবং সুশৃঙ্খল। বিশৃঙ্খলার সুযোগ ইসলামে নেই। সুতরাং দিন তারিখ ঠিক না করে ইসলামের কোন কাজ করা মানে ইসলামকে শৃঙ্খলা বিবর্জিত ধর্মে রূপান্তরের নামান্তর। মৃত ব্যক্তির ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দিন তারিখ ঠিক করে কোন জেয়াফতের আয়োজন করা হারাম এই জাতীয় ফতোয়া নিঃসন্দেহে গোমরাহী ও হাস্যকর।

ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলি যেমন- পাঞ্জেগানা ফরজ নামায, মাহে রমজানের ফরS রোযা, হজ্ব, কোরবানী, জুমু'আ, দু'ঈদের নামায ও আশুরা ইত্যাদি নির্ধাlla a¡¢lM J

সময়ের উপরেই প্রবর্তিত। বিয়ে-শাদী, জোড়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে যদি দিন-তারিখ ¢WL e¡ করে, তাহলে সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়ার কোন উপায়ই নেই। সুতরাং, মৃত ব্যক্তিl মাগফিরাত কামনায় দিন-ক্ষণ ঠিক করে ফাতিহাখানী, জিয়াফত, ঈসালে সাওয়াব ইত্যাদি করা যাবে না মর্মে বকাবকি করা বর্তমান বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগে q¡pÉLl ও পাগলামী ছাড়া আর কী! এ সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের নিমিত্তে বাজে বই-পুস্তক না পড়ে হক্কানী পারদর্শী সুন্নী অভিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের নির্ভরযোNÉ বই-পুস্তক, যেমন- গুলজারে শরীয়ত, আমলে শরীয়ত, কানুনে শরীয়ত এবং মুফতী আমজাদ আলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক রচিত 'বাহারে শরীয়ত' ইত্যাদি পড়াl fl¡jn ঁCmz

✍ **S¯eL hÉ¢š²**

◈ f ÐÀ আমাদের আলিমগণ বলে থাকেন- ওহাবীদের সাথে সুন্নী আক্বীদার লোকের কোন আত্মীয়তা করা ঠিক নয় এবং তাদের পেছনে আদায়কৃত নামায শুদ্ধ হবে না। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহাবীদেরকে ভালবাসেন্ না। Bn¡ করি এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরবেন।

📖 Eš l x কেবল ওহাবী ফেরকা নয় বরং বাতিল যত মতবাদী রয়েছে তাদেরকে হাদীসের পরিভাষায় আহলে বিদ'আত বলা হয় অর্থাৎ বিদ'আত ফিল আক্বায়েদ তথ¡ আক্বীদাগত ভ্রান্ত। সুতরাং এদের সাথে সকল ঈমানদার মুসলমানদের কোন সম্পক থাকতে পারে না। এ ব্যাপারে পবিত্র হাদীস শরীফে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

যেমন- সহীহ মুসলিম শরীফে আহ্লে বিদ'আত হতে দূরে থাকার হাদীস বর্ণিত রয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- ايّاكم واياهم لايضلونكم ولا يفتنونكم অর্থাৎ- তোমরা তাদের থেকে দূরে থেকো আর তারাও যেন তোমাদের থেকে দূরে থাকে; যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে এবং তোমাদেরকে ফিতনায় জড়াতে না পারে।

আবূ দাউদ শরীফে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদ£p শরীফে আরো একটু বাড়িয়ে বলা হয়েছে । নবীজী এরশাদ করেন- وان مرضوا فلا تعودهم وان ماتوا فلا تشهدوهم অর্থাৎ তারা রোগাক্রান্ত হলে তাদের দেখতে যেয়োনা আর তারা মৃত্যু বরণ করলে জানাযায় উপস্থিত হয়ো না।

হযরত আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েR- রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন-

لاتجالسوهم ولاتشاربوهم ولا تواكلوهم ولاتناكحوهم

অর্থাৎ "তোমরা তাদেরকে বসতে দিও না, তাদেরকে কিছু পান করতে দিও না,

তাদেরকে আপ্যায়ন করিও না এবং তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করবে না।'' ইবনে হিব্বান রদিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণনায় রয়েছে- لاتصلوا مع هم Ab¡v 'তাদের সাথে নামায পড়িও না'। আর গুনিয়াতুত তালেবীন কিতাবে রয়েছে- لا يسلم عليهم অর্থাৎ- ''তাদেরকে সালাম দেয়া যাবে না।''

এভাবে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে, যাতে বাতিল মতবাদীদের সাথে সম্পর্ক রাখা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেহেতু তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা, আল্লাহ্ এবং BÕ¡q¡ নবী-রসূলগণের শানে তাদের কটূক্তি ও বেআদবীসমূহ কুফর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সুতরাং, কোন প্রকৃত ঈমানদার জেনে শুনে তাদেরকে কোন ভাবেই সমর্থন করa h¡ তাদের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে না।

[এ ব্যাপারে গুনিয়াতুত তালেবীন, কৃত: পীরানে পীর গাউসুল আজম শায়খ সৈয়্যদ আবদুল কাদের জিলানী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, তাফসীরাতে আহমদিয়া, কৃত: শায়খ মোল্লা জিওয়ান রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং বাগে খলীল, ১ম খন্ড দেখার অনুরোধ রইল।]

✍ n¡¢qe¤l BMa¡l

Q¡¢cN¡J, Q—NË¡j

✧ fÐnÀx অনেক সময় আমাদের বাসায় এবং দেশের বাড়িতে তবলীগ জামাতের মহিলারা এসে আমাদেরকে ২/৪ দিনের ছিল্লায় যেতে বলে এবং সালোয়ার কামিজ পড়ে নামায না পড়লে নামায নাকি হবে না বলে জানায়। মহিলাদের মাঝে অনেকেই আছে বয়স্ক এবং মোটা, এই অবস্থায় সালোয়ার কামিজ পড়ার জন্য শরীয়তের বিধ¡e কি? জানালে উপকৃত হবো।

🕮 Eš¦l x ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত। আর ওহাবী মতবাদ হলো আহ্‌লে সুন্নাত এর পরিপন্থী বাতিল ফিরকা। সুতরাং পুরুষ হোক h¡ e¡l£ হোক কারো জন্য এই মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে প্রচলিত ইলিয়াছী ও ওহাবী-তবলীগে অংশ গ্রহণ করা, ছিল্লা দেয়া ইত্যাদি শরীয়ত সম্মত নয়। কারণ, এদের আক্বীদা বিশুদ্ধ euz উল্লেখ্য যে, মহিলাদের জন্য সেলোয়ার কামিজ, শাড়ি, পেটিকোট ইত্যাদি পরিধানের অনুমতি রয়েছে। তবে এমন পোশাক পরিধান করবে, যা দ্বারা সতর সম্পূর্ণ ঢেক£L k¡u এবং শরীর উন্মুক্ত না হয় এবং শরীরের আকৃতি-অবয়ব অস্পষ্ট থাকে।

-(¢jnL¡a J ¢j l L¡a, ®mh¡p Ad¡£u)

✍ jq¡¢jc j¡qjcm qL

f¢Vu¡, Q—NË¡j

✧ fÐnÀx সুন্নীদের সাথে ঝগড়া-ঝাটির মাধ্যমে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। সেই মসজিদের কমিটি হচ্ছে- ওহাবী-তাবলীগী এবং সুন্নী ইমাম সাহেব রাখলে কি আj¡l¡ নামায আদায় করতে পারব? এই ব্যাপারে জানালে আমরা আল্লাহর রহমতে উপকৃত qhz

🕮 Eš¦l x যিনি সুন্নী ইমাম ও বিশুদ্ধ আক্বীদার অনুসারী অবশ্যই তাঁর পিছনে

ইক্বতিদা করবে। আর জেনে শুনে বাতিল আক্বীদা পোষণকারী ইমাম ও ভন্ড মওলভী¡ পেছনে ইক্বতিদা করা যাবে না। না জেনে হঠাৎ করে ফেললে অবগত হওয়ার সাcb সাথে উক্ত নামায পুনরায় আদায় করবে এবং আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করchz

✍ মুহাম্মদ ফয়েজ ইসলাম

Jj¡e, CE.H.C.

✧ fÐnÀx হাশরের ময়দানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবেন। তবে যে উম্মতরা জঘণ্য অপরাধ করেছে, শির্‌ক-কুফরী এবং নবী-অলীর শানে বেআদবী করছে এরাও কি নবীজির সুপারিশ পাবে?

🕮 Eš¦l x পবিত্র হাদীস শরীফে নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- (رواه ابوداؤد) شَفَاعَتِىْ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِىْ আমার উম্মতের মধ্যে কবিরাগুনাহ্‌কারীদের জন্য আমার শাফায়াত রয়েছে। অর্থাৎ হাশরের ময়দানে নবীজি গুনাহ্‌গার উম্মতের জন্য শাফায়াত করবেন। কিন্তু যারা কুফরী করে, শিlL করলে তারাতো মুসলমানই না। বরং ঈমানের গন্ডি থেকে তারা বেরিয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে, নবীর উম্মতের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদের জন্যই নবীজি সুপারিn করবেন। এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্যতম আকীদা। মুশরিক, কাফির, মুনাফিক ও নবী-অলীগণের শানে কটূক্তিকারীদের জন্য হাশরের ময়দানে আল্লাহর cu¡ ও নবীজির সুপারিশ হবে না।

[¢ehl¡R, La: BÕ¡j¡ j q¡¢jc Bhcm B¢SS gl q¡l i£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q; শাফা'আতে মুস্তফা, কৃত: ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলাইহি; সহীহ বুখারী, শাফা'আতের হাদীস ইত্যাদি]

✧ fÐnÀx হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র রওজা মোবারকে কাউকে নাকি ঢুকতে দেয়া হয় না, কি জন্য দেয়া হয় না জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

🕮 Eš¦l x বর্তমানে সৌদি আরবে যারা ক্ষমতা দখল করে আছে তারা মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদীর বাতিল আকীদায় বিশ্বাসী। যারা নবীজির তাজিমকে সহ্য করতে পারে না। নবীপ্রেমিক মুসলমানদেরকে তারা পছন্দ করে না। এটা মূলত: ইহুদি-নাসারার ষড়যন্ত্রের অংশ, যার মাধ্যমে প্রিয়নবীর প্রেম ও মুহাব্বত থেকে মুসলমানদেরকে দূরে সরানোর অপপ্রয়াস। তাই, তারা ঈমানদারগণকে প্রিয় নব£l রওজা শরীফ থেকে দূরে সরানোর চেষ্টায় সর্বদা রত থাকে। তবে, যিয়ারতকারী গণের উচিত যেন প্রিয় রসূলের রওজা শরীফ যিয়ারতের সময় জালি শরীফ থেকে একটু দূরে অবস্থান করে এবং নেহায়ত তাজিম ও ভক্তি-শ্রদ্ধাসহকারে প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে সালাত-সালাম পেশ করে যিয়ারতের আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখে। যেন প্রিয়নবীর দুয়ারে আদবের পরিপন্থী কিছু না হয়।

[রদ্দুল মোহতার কৃত. ইমাম ইবনে আবেদীন শামী রহ]

✍ °puc jq¡¢jc S¡q¡‰£l Bmj

ছাত্র, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া

Q–N¡ªz

◈ fÐÀ বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলমানের জন্য এটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, ®r fZ¡Ù, ¢j p¡Cm CaÉ¡¢c Bd¤¢eL pj l¡Ù °al£ Ll¡ Cpm¡j£ nl£ua LaVL সমর্থন করে। কোরআন-হাদীসের আলোকে জানালে ধন্য হবো।

🕮 Eš l x আল্লাহ্ তা'আলা পৃথিবীতে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ দু'টি শক্তি সৃষ্টি করেছেন। আকিদা ও আমলের দিক দিয়েও মানুষ ভাল ও মন্দ এ দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত। তেমনিভাবে এ পৃথিবীতে মানুষ কাফির ও মুসলমান এ দু'জাতি সত্তায় ¢h i š²z এ দু'টি জাতিই পৃথিবীব্যাপী আবাদ রয়েছে। এ ছাড়াও তৃতীয় আরেক জাতি রয়েছে, তারা হল মুনাফিক সম্প্রদায়। প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক কাফির জনগোষ্ঠির পক্ষ হয়ে L¡S করে থাকে। তারা মুসলমানদের ঘরের শত্রু।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনে মুসলিম সম্প্রদায়কে কাফির, মুশরিL এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সর্বচেষ্টা-পন্থায় 'জিহাদ' করার নির্দেশ দিয়েছেন। p¢øl প্রারম্ভ কাল থেকে কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদের এ নির্দেশ সর্বদা বলবৎ ছিল, এখনe¡ আছে। মুসলমানদের উপর জিহাদ করা কিয়ামত পর্যন্ত ফরজে কিফায়া। কোন সময়ul জন্য জিহাদ থেকে বিমুখ হওয়া যাবে না। এমনকি অনেক সময় অন্যান্য ফরজ কায¡¢c থেকে জিহাদের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। এমনকি প্রিয় নবী এবং সাহাবায়ে কেরামের খন্দকের যুদ্ধের সময় জিহাদের কারণে চার ওয়াক্ত নামায কাজা করতে হয়েছিল। জিহাদের গুরুত্ব তুলে ধরতে গিয়ে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেe-

قل ان كان اباؤكم وابنائكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسٰكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى ياتى الله بامره والله لايهدى القوم الفٰسقين- (سورة التوبه ٢۴)

অর্থাৎ হে রসূল! আপনি আপনার উম্মতদের বলে দিন, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের পুত্র, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ওই ব্যবসা-বাণিজ্য যার ক্ষতি হবার তোমরা আশঙ্কা কর এবং তোমাদের পছন্দের বাসস্থান এ সব বস্তু আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা তোমাদের নিকট প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্ তাঁর নির্দেশ (শাস্তি) প্রদান করা পর্যন্ত। আর আল্লাহ্ ফাসিকদেরকে সৎপথ প্রদান করেন্ নাz

-(pl¡ a¡Jh¡, 24 Bu¡a)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় রসূল এবং আল্লাহর পথে

জিহাদ করার প্রেরণা ও ভালবাসা পার্থিব সকল বস্তু বিষয়ের ভালবাসা অপেক্ষা ®h¢n হতে হবে। অন্যথায় আল্লাহর শাস্তির অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। আর শাস্তিরও কে¡e সুনির্দিষ্ট করে বলে দেয়নি। তাই শাস্তির ধরণ ও প্রকৃতি এও হতে পারে যে, nœ¦l মোকাবেলা করা আমরা ছেড়ে দেব আর হাত-পা বেঁধে কাফিররা মুসলিম বিশ্বেl মুসলমানগণকে তাদের নতজানু করে রাখবে। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের এ করুণ AhÙ¡ মুসলমানদের অলসতার কারণে আল্লাহর শাস্তি নয় কি? আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের মুহাব্বত এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা থেকে বিমুখ হওয়ার পরিণতি নয় কি?

শত্রুর মোকাবেলায় শত্রুর চেয়ে উন্নত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এবং ইসলামের ¢nr¡ x আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনে এরশাদ করছেন-

وَاعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّ مِنْ رباط الخَيْل ترهبون بِهِ عدُوا الله وعدوّكم- (سورة انفال، ٦٠)

অর্থাৎ আর তাদের (মোকাবেলার) জন্য প্রস্তুত রাখো তোমাদের সামর্থ ও শ¢š² Aek¡u£ Hhw fÐ pwMÉL ®O¡s¡ m¡me-f¡me Ll k¡ à¡l¡ ®a¡j l¡ Bõ¡ql nœ¦ এবং তোমাদের শত্রুদের ভীতি প্রদর্শন করবে।-pl¡ Beg¡m, 60

উপরোক্ত আয়াতে জিহাদের উপকরণ অর্থাৎ অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে শত্রুর মোকাhm¡u প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ভরসা রেখে মুসলমানদেরকে সমরাস্ত্রে সজ্জিত থাকারও নির্দেশ করা হয়েছে যাতে কেউ শুধুমাœ আল্লাহর উপর ভরসা করে অস্ত্র ছাড়া বসে না থাকে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এসব উপকরণের মধ্যেও অনেক প্রভাব রেখেছেন। সে সব প্রভাব শক্তিকে নিজেদের কাS লাগানোর জন্য নির্দেশ করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে কোন নির্দিষ্ট অস্ত্রের কথা বলা হয়নি বরং 'শক্তি' (কুওয়্যাত) p ' ¡l করার জন্য নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং যে সব শক্তি যুদ্ধের মধ্যে কাজে আসচh ph ধরনের শক্তিকেই 'কুওয়্যাত' বলা হয়। যেমন, ইমাম বায়দ্বাভী রহমাতুল্লাহি আল¡C¢q قُوَّةٌ (কুওয়্যাত) শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, **كل ما يتقوى به فى الحرب** Ab¡v 'শক্তি' হল প্রত্যেক সে সব বস্তু যা দ্বারা যুদ্ধ ও রণাঙ্গনে শক্তি অর্জন করা য¡uz

ইমাম আবূ জাস্সাস রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'আহকামে কোরআন এ قُوّة (শক্তি) শব্দের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে, **عموم اللفظ شامل لجميع مايستعن به على العدو من سائر الانواع السلاح وآلات الحرب** Ab¡v قُوّةٌ শব্দটা সাধারণভাবে বলাতে বুঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক ওই সব অস্ত্রশস্ত্র (আধুনিক ও পুরাতন) যা দ্বারা যুদ্ধে শক্তি অর্জন Ll¡ pñh quz

হুজূর আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত তিলাওয়াত করে এরশাদ করেছেন **اعدوا لهم ما استطعتم من قوة الا انّ القوّة الرمى الا ان القوة**

(ابوداؤد، کتاب الجہاد باب الرمی) الرمى الا ان القوة الرمى - Ab¡v ýSI p¡õ¡õ¡ý Bm¡C¢q ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন তাদের জন্য প্রস্তুত রেখো যে শক্তি তোমাদের মdÉ রয়েছে। সাবধান! শক্তি হল শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করা, সাবধান! শক্তি হল, শত্রুl fÐa নিক্ষেপ করা, সাবধান! শক্তি হল শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করা।

-(Bh c¡Fc, ¢La¡hm ¢Sq¡c)

এখানে গায়েবের সংবাদদাতা নবী হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘শক্তি’ বলতে নিক্ষেপ করাকে নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ প্রত্যেক নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্র, বোমা-বারুদ ইত্যাদি যা কিয়ামত পর্যন্ত আবিষ্কার হবে তাঁর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এ আয়াত ও তাফসীর এবং হাদীসের আলোকে বুঝা গেল যে, শত্রু তথা কাফির-মুশরিক ও ইয়াহুদী-নাসারা এবং মুনাফিক ইত্যাদির মোকাবেলায় বর্তম¡e যুগের প্রত্যেক আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র অর্জন করা মুসলমানের উপর একান্ত কর্তব্য। pl¡ আনফালে বর্ণিত এ সব শক্তি প্রস্তুত রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য হল শত্রুর মনে ভয় সৃষ্টি করা। আর ভয় সৃষ্টি তখনই হবে যখন শত্রুর মোকাবেলায় ভারী ও শক্তিশালী সমরাস্ত্রের মালিক হওয়া যাবে। তাই কাফির মুশরিকগণকে সর্বদা মুসলমানদের আনুগত্যে র¡M¡l জন্য তাদের চেয়ে উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করা বর্তমান প্রেক্ষাপটে jpmj¡e নেতৃবৃন্দ ও বৈজ্ঞানিকদের উপর ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে একান্ত দায়িত্ব। উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক যুগে যুগে খোদাদ্রোহী ও নবী-দ্রোহীরা যে সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ঈমানদারদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে, নবীগণের ঈমানদার উম্মতগণ উক্ত সময়ের অস্ত্র-শস্ত্রের মাধ্যমে শত্রুকে প্রতিহত করেছেন এবং আল্লাহর দ্বীন কায়েম করেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় সাহাবায়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সরকারে দু’আলম সাল্লাল্লাহু আলাই¢q ওয়াসাল্লাম এর প্রত্যক্ষ নির্দেশে আল্লাহর রসূলের দুশমনের মোকাবেলায় তৎকালীe সমরাস্ত্র তীর, বল্লম, নেযা, বর্শা, তলোয়ার ইত্যাদি জিহাদের ময়দানে ব্যবহার করেছেন এবং শত্রুকে প্রতিহত করেছেন। বদর, ওহুদ, হুনাইন, তবুক, ইয়ারমুক ইত্যাদি যুদ্ধসমূহ ইসলামের ইতিহাসে তারই জ্বলন্ত প্রমাণ। সুতরাং বর্তমান আধুনিক বিশ্বে শত্রুর মোকাবেলায় আধুনিক মারণাস্ত্রসমূহ এটম বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র বিভিন্ন প্রযুক্তি ও °h ‘ ¡¢eL সরঞ্জাম ইত্যাদির প্রয়োগ ও ব্যবহার মুসলিম মুজাহিদদের একান্তই জরুরী। আদি যুগের তীর-বল্লম-তলোয়ার নিয়ে বসে থাকলে শত্রুর মোকাবেলা করা মোটেই সম্ভবপর নu, বরং শত্রুরা আধুনিক শক্তিশালী মারণাস্ত্র দিয়ে মুসলিম শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে সহজেই। তাই আল্লাহ্-রসূলের দুশমনদের বিরুদ্ধে কুফর ও তাগুতী শক্তির মোকাবেলায় জিহাদের নিয়্যতে মুসলিম রাষ্ট্রনায়কগণ বোমা ও ক্ষেপণাস্ত্রসহ আধ¢eL j¡lZ¡Û fÐÙ¹a Ll¡ fl£r¡- ¢el£r¡ Ll¡ Hhw jS¡¢qc£-C Cpm¡j LaL nœ¦l মোকাবেলায় তা প্রয়োগ করা মোটেই ইসলাম পরিপন্থী নয়, বরং কোরআন-সুন্ন¡q

মোতাবেক অবশ্যই জরুরী। এটাই ইসলামী শরীয়তের চূড়ান্ত ফায়সালা। তবে এ pjÙ মারণাস্ত্রের সাহায্যে এক মুসলিম রাষ্ট্র আরেক মুসলিম রাষ্ট্রকে বা এক মুসলিম Afl মুসলমানকে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ধ্বংস করা, ঘায়েল করা বা ক্ষতিগ্রÙ Ll¡ অবশ্যই জঘণ্যতম জুলুম ও নিন্দনীয় অপরাধ। যা ইসলামের দৃষ্টিকোণে অবশ্যই হ¡l¡j J hSe£uz

✍ jq¡Çjc p¡Cgm Cpm¡j

üZ¡ ¢im¡, h¡L¢mu¡, Q–N¡¡j

⟐ fÐnÀ জনৈক লোক বলেছেন, খতমে কোরআন, মিলাদ মাহফিল, দু’আ-মুনাজাত ইত্যাদি করে টাকা নেয়া ভিক্ষার ন্যায়। এর কোন প্রমাণ কোরআন-হাদীসে নেইz pal¡w HC f¿¡u S£¢hL¡ ¢eh¡q Ll¡ q¡l¡jz AbÇ pæ£ BLÆ¡u HV¡ q¡m¡mz a¡C উপরোক্ত বিষয়ের উপর কোরআন এবং হাদীসের মূল ইবারতসহ আলোচনার অনুরে¡d Ll¢Rz

📖 Eš l x খতমে কোরআন, মিলাদ মাহফিল, ইমামতি ইত্যাদি সৎকাজ করে টাকা নেয়া ইসলামী শরীয়তে জায়েয। তবে পূর্ববর্তী ফক্বীহ্গণের মতে এটাকে না বm¡ হয়েছে, কিন্তু বর্তমান যুগের অবস্থার প্রেক্ষিতে তা জায়েয। কারণ, পূর্ববর্তী আলেম উলামাদের জন্য সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট ভাতা, সম্মানী, জায়গীর ইত্যাদি নির্ধ¡lZ Ll¡ হত। ফলে, জীবিকা নির্বাহের জন্য তাঁদেরকে ওয়াজ-নসিহত, ইমামত, খেতাবত, দরস-তাদরীস ইত্যাদির বিনিময়ে হাদিয়া বা বেতন নেয়ার প্রতি তাঁরা মোটেC মুখাপেক্ষী ছিলেন না এবং তাঁদের জন্য প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু বর্তমানে বিশেষতঃ আমাদের দেশে আলেম-উলামাদের জন্য সরকার কর্তৃক সে রকম কোন সুযোগ-সুî¡hd¡ নেই। তাই, পরবর্তী মুফতীগণ অবস্থার চাহিদার প্রেক্ষিতে কোরআন পড়ে, মিলাc মাহফিল, ওয়াজ-নসিহত ও ইমামত ইত্যাদি সৎকাজ করে বেতন বা হাদিয়া গ্রহণ করাকে জায়েয বলে ফতোয়া দিয়েছেন। শুধু তা নয়, এক সাহাবী সূরা ফাতেহা পড়ে দম করে এর বিনিময়ে হাদিয়া স্বরূপ ছাগল/বকরি ইত্যাদি গ্রহণ করেছেন মর্মে q¡c£p শরীফ তথা ছহি বোখারীতে বর্ণিত আছে।

সুতরাং, শরীয়তের কোন প্রামাণ্য দলীল ছাড়া একে ভিক্ষা বা হারাম মনে করা SOeÉ অপরাধ এবং সীমালঙ্ঘণের নামান্তর।

[সহীহ বুখারী, সুনানে ইবনে মাজাহ, আহকামুল কোরআন, হেদায়া, ফাতহুল কুদীর এবং কিতাবুল আশবাহ্ ওয়ান নাজায়ের ১ম খণ্ড ইত্যাদি।]

⟐ fÐnÀ কোন আলেম ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে রাজনীতি করলে এবং এক সময় এক এক ধরনের কথাবার্তা বললে ঐ আলেমের তকরীর শুনা বা তার পেছনে নামায আদায় কl¡ জায়েয আছে কিনা জানালে উপকৃত হই।

📖 EšI x রাজনীতি মূলতঃ রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি বা আইনকে বুঝায়। ‘ইসলাম’ যেহেতু মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের উপর কার্যকর, সুতরাং রাষ্ট্রনীতি h¡ রাজনীতি ইসলাম থেকে ভিন্ন কিছু নয়। বরং একটি দেশ ও সমাজকে ইসলামের রীতি-নীতির আলোকে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করা। ইসলামী রাষ্ট্রনীতির সুফল জনসম্মুখে তুলে ধরা একজন সত্যিকার আলেমের দ্বীনী দায়িত্বও বটে। তবে ইসলামের নাম নিয়ে বা ইসলামী রাজনীতির কথা বলে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করা, অবস্থ¡ J সুযোগ বুঝে কথা-বার্তা বলা মুনাফিকীর নামান্তর। একজন সত্যিকার আলেমে দ্বীনের কাছে এ প্রকার আচরণ ও স্বভাব থাকা উচিত নয়।

এ স্বভাবের মুনাফিক আলেমের তকরীর শুনা ও তার পেছনে ইক্বতিদা করা অনুচিতz উল্লেখ্য যে, এ ধরনের আলেম বা ইমামের আকীদা ও আমল যদি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পরিপন্থী হয়, তবে তার তকরীর শুনা এবং তার পেছনে ইক্বতিদা করা নাজায়েয ও মাকরূহে তাহরীমা।

[gaJu¡-C M¡¢eu¡ J ¢q¢¾cu¡, ¢La¡hp p¡m¡a, Cj¡j a AdÉ¡uz

আরো উল্লেখ থাকে যে, রাজনীতির নামে হানাহানি,হিংসা,বিদ্বেষ, গালাগালি, S¡a£u সম্পদ বা অন্যের সম্পদ বিনষ্ট করা, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা ও ক্ষতি সাধন করা সম্পূর্ণ ইসলাম ভহির্ভূত, মূলত: এটা রাজনীতি নয় রাজনীতির নামে ভন্ডামী।

✍এম.কে.এ.হিরো

EšI ®S¡u¡I¡, Q¾ce¡Cn, Q–NË¡j

◈ fÐnÀ হযরত আদম আলাইহিস্ সালামতো সবারই পিতা। মুসলমানদের আদি পিতা কে জানালে উপকৃত হব।

📖 EšI x সমগ্র মানবজাতির আদি পিতা হলেন হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম। মানবজাতির বিস্তার তাঁর মাধ্যমেই হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম, বর্ণ ও মতে ¢hn¡p£ লোকেরা তাঁর সন্তান। পবিত্র কোরআনে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামকে মpm¡j¡e জাতির পিতা বলে আখ্যায়িত করা হয়। যেমন এরশাদ হচ্ছে- مِلَّةَ اَبِيْكُمْ اِبْرَاهِيْمَ هُوَ سَمّٰكُمُ الْمُسْلِمِيْنَ অর্থাৎ তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের দ্বীন, আল্লাহ্ তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন। [pl¡ qSÅ78 Bu¡a]

যেহেতু আমাদের ইসলাম ধর্ম হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম এর দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত, তথা দ্বীনে ইব্রাহীমের সাথে ইসলামের পুরোপুরি মিল রয়েছে, তাC, qkIa ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালামকে মুসলিম মিল্লাতের পিতা বলে সম্বোধন করা হয়।

[পবিত্র কোরআন সূরা হজ্জের উপরোক্ত আয়াত এবং উক্ত আয়াতের তাফসীর রূহুল বu¡e J তাফসীরে কাবীর ইত্যাদি]

✍ jq¡¢jc q¡p¡e

hÊS0¡V, ¢g¢I‰£ h¡S¡I, Q–NË¡j

◈ fÐnÀ হুজূর আমাদের এখানে শুনেছি, কোরআনের আরবী লেখা বা কোন জিনিস পত্র মাটিতে পড়লে যদি পায়ের সাথে লাগে তাহলে সেইগুলোকে কি সালাম করতে হবে। নাকি চুম্বন করতে হবে। সালাম ও চুম্বন কি একই। বিস্তারিত জানালে উপLa qhz

📖 EšI x যে কোন ভাষার বর্ণ দিয়ে লিখিত কাগজ, শুধু তা নয় সাদা কাগজও পায়ে মোড়ানো আদবের পরিপন্থী। আরবী যেহেতু কোরআনের ভাষা, বেহেশতবাসীদের ভাষা, সর্বোপরি আমাদের প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাতৃভ¡o¡ সেহেতু, এ ভাষার মর্যাদা অন্য সব ভাষার উপর অধিক। আর পবিত্র কোরআনের ¢L¡e ছেঁড়া কাগজ মাটিতে বা কোন অসম্মানজনক স্থানে পড়ে থাকলে দেখার সাথে সাথে তা পরিস্কার করে যথাযথ স্থানে সংরক্ষণ করা একজন মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। পÞhœ কোরআনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে কোরআনের ওই ছেঁড়া অংশ বা আল্লাহ্ ও রসূলের পবিত্র নামযুক্ত বিশেষ কাগজকে ভক্তিভরে চুমু খাওয়া বা কপালে jvMv‡Z দোষের কিছু নয়। এটা কোরআন করীমের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নামান্তর।

◈ fÐnÀ মাযারে গেলে দেখা যায় কোন লোক দাঁড়িয়ে মাযার যিয়ারত করে কেউ বসে করে কোনটি উচিত? মাযারে গিয়ে চারিদিকে চুমু দেয়া কি জায়েয, নাকি নাজায়েয? মাযার যিয়ারত করে আসার সময় মাযার পেছনে করে আসা ঠিক না বেঠিক? বিস্ত¡¢Ia জানালে উপকৃত হব।

📖 EšI x আল্লাহর পূণ্যাত্মা বান্দা তথা অলীদের কবর শরীফ যিয়ারত করা বা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয ও পূণ্যময় কাজ। যিয়ারত দাঁড়িয়ে বা বp উভয় অবস্থায় করা যায়। তবে যিয়ারতের সময় ততটুকু দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে বা বসে যিয়ারত করবে যতটুকু দূরত্ব তাঁর জীবদ্দশায় রাখা হত। আর যিয়ারতের পI আল্লাহর অলীগণের মাযারকে সামনে নিয়ে মুহাব্বত ও ভক্তিসহকারে ধীরে-আস্তে তাঁদের মাযার শরীফ থেকে বের হওয়াটা আদব ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের নামান্তর। আর আল্লাহর পূণ্যাত্মা বান্দাদের সাথে লাগানো মাটি ইaÉ¡¢c আল্লাহর তাজাল্লি, রহমত ও বরকত বর্ষণের স্থান। তাতে ভক্তিস্বরূপ চুম্বন করাতে ®L¡e কোন ফকিহ’র দৃষ্টিতে অসুবিধা নেই। কোন কোন ফকিহ নিষেধ করেছেন যাতে Pðe করতে গিয়ে বেয়াদবী হয়ে না যায়। তবে মাযারের সম্মানার্থে সিজদা করা অdL¡wn ফক্বীহ্গণের মতে নাজায়েয ও গুনাহ্।

[কিতাবুল আশবাহ্ ওয়ান্ নাজায়ের, কৃত ইমাম ইবনে নুজাইম আল্-মিসরি আলq¡e¡g£ Iqj¡aõ¡¢q আলাইহি, ১ম খন্ড, ফন্নে আওয়াল, ইমাম আহমদ রেযা কর্তৃক রচিত আয্ যুবদাতুয k¡¢LuÉ¡q Hhw IÜm মুহতার কৃত ইমাম ইবনে আবেদীন আশ্-শামী আল্ হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহিq ¢ku¡Ia AdÉ¡u CaÉ¡¢c

◈ f‡ÐÀx মাযারে মোমবাতি দিয়ে, দিনের বেলায় তা কবরে জ্বালিয়ে রাখা এবং আগরবাতি জ্বালিয়ে দেয়া কোরআন-হাদীসে আছে কিনা। কোন হিন্দু যদি কবরে সিজদা করে কি করতে হবে? মাযারে টাকা দেয়া কোরআন-হাদীসে আছে কি? কেE যদি মাযারে টাকা দেয় কি কাজে ব্যবহার করবে। দয়া করে জানাবেন।

📖 Eš l x দিনের বেলায় বা রাতে বিদ্যুতের বাল্বের আলোতে কোন মাযার বা কবরে বাতি জ্বালানো অধিকাংশ ফক্বীহগনের মতে সম্পদ অপচয়ের নামান্তর। পfhœ কোরআনে মহান আল্লাহ্ অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে কোন কবর বা মাযার পথের দ্বারে হয়, পথ চলাচল বা কবরে কোরআন তিলাওয়াত বা যিয়ারত করার জন্য আলোর দরকার হয় তখন কবরে বা মাযারে বা¢a জ্বালানো জায়েয এবং সাওয়াব জনক। সুগন্ধি লাভের জন্য আগরবাতি জালানো অসুবিধা নাই। কোন মুসলমানের জন্য কবর বা মাযারের সম্মানার্থে সিজদা cCu¡ অধিকাংশ ফক্বীহগণের মতে নাজায়েয ও হারাম। কোন হিন্দুর উপর আমাদের শরীয়তের কোন হুকুম যেহেতু বর্তায় না সেহেতু তার সিজদা দেয়াতে আমাদের ¢LR আসে-যায় না। তবে তার দেখা-দেখিতে শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞ কোন মুসলমান সিজc¡ দেয়া কোন বিচিত্রও নয়। তাই হিন্দুকেও এ ব্যাপারে সতর্ক করা উচিত।

✍ **B¢lgm qL**

পটিয়া সরকারী কলেজ

◈ f‡ÐÀx গাউসুল আযম, হাজত রওয়া, মুশকিল কুশা এ শব্দগুলোর অর্থ কি? আল্লাহ ব্যতীত এই বিশেষণগুলো আর কারো জন্য বলা কি অপরাধ হবে? আবদুল কাদের জিলানীকে কখন কেন গাউসুল আযম উপাধি দেয়া হয় ? জানালে উপকৃত হব।

📖 Eš l x "N¡Epm Bkj' Ab hs p¡q¡kÉL¡l£, "j¤n¢Lm Ln¡' Ab বিপদ-আপদ দূরীভূতকারী, 'হাজত রওয়া' অর্থ অভাব বা প্রয়োজন পূরণকারী। Bõ¡q তা'আলার দানকৃত বিশেষ ক্ষমতাবলে আল্লাহর প্রিয় বান্দা তথা প্রকৃত আউলিয়ায়ে কেরাম স্বীয় জাহেরী জীবদ্দশায় বা ইন্তিকালের পরেও তাঁদের কাছে সাহায্য প্রার্থীদেরকে সাহায্য করতে, অভাব অভিযোগ পূরণ করতে এবং বিপদ-আপদ দূর£ia করতে সক্ষম বিধায় তাঁদেরকে এ সব উপাধি বা বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করা হয়z আউলিয়ায়ে কেরামের জীবন এ ধরনের ঘটনায় পরিপূর্ণ। যাদের হৃদয়ে কপটতা এhw ঈমানের দূর্বলতা রয়েছে তারা ব্যতীত আউলিয়ায়ে কেরামের ওই সব কামালাত তb¡ কারামাতসমূহ কেউ অস্বীকার করে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলার দানকৃত ক্ষমতা বm¢ মানুষের বিপদ আপদে সাহায্য করা, অভাব-অভিযোগ দূর করা, প্রয়োজন পূর্ণ Ll¡l ঘটনা আল্লাহর অলীগণের পবিত্র জীবনে বা ওফাতোত্তরকালে এমন অধিকসংখ্যক হারে সংগঠিত হয়েছে এবং এ সব ঘটনা এমন সব লোকেরা বর্ণনা করেছেন, যাঁদের বZe¡u বিশ্বাস স্থাপন করা একজন ঈমানদার লোকের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং আল্লাহ ছ¡S¡

তাঁর ক্ষমতা ও দয়াপ্রাপ্ত আল্লাহর অলীগণের বেলায় এসব বিশেষণ বলা তাঁদের প্র¢a সম্মান প্রদর্শনের নামান্তর। তা অপরাধ বা অবৈধ হওয়ার কোন কারণ নেই।

আর 'গাউসুল আযম' শব্দের অর্থ যদিও 'বড় সাহায্যকারী' কিন্তু এটা বেলায়তের সর্বোচ্চস্তরের নাম। এটাকে 'গাউসিয়তে কুবরা'ও বলা হয়। প্রত্যেক যুগে 'গ¡Epm আযম' পদে একজন অধিষ্ঠিত থাকেন। প্রত্যেক যুগে একজন গাউসুল আযমের দু'জন অধঃস্তন থাকেন। একজনের অবস্থান ডানে অন্যজনের বামে। এ ক্ষেত্রে বামে অবস্থানকারী ডানের চেয়ে উত্তম হয়ে থাকেন। কারণ, মানুষের 'ক্বল্‌ব'র স্থান হলো বাম দিকে। হযরত সিদ্দীক-ই-আকবর হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বামে অবস্থানকারী ছিলেন আর ফারূক্ব-ই-আযম রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ডানে। হাবীবে কিবরিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র উসিলায় উম্মতের মধ্যে সর্বপ্রথম 'গা¡Epm আযম'র পদ মর্যাদায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু লাভ করেন। হযরত g¡l¦L-C-Bkj J qkla Epj¡e NZ£ kæl¡De l¢àu¡õ¡ý Beýj¡ a¡l c'Se অধঃস্তন নিযুক্ত হন। তাঁর ইন্তিকালের পর হযরত ফারূক-ই-আযম গাউসুল আযম'l মহান পদ লাভে ধন্য হন আর হযরত উসমান গণী ও হযরত মাওলা আলী রদ্বিয়াল্লাহু Beýj¡ a¡l AdxÙe ¢ekš² qez a¡l fl qkla Epj¡e NZ£ l¢àu¡õ¡ý Beý গাউসিয়তের মার্যাদায় অভিষিক্ত হন। হযরত মাওলা আলী ও হযরত ইমাম হাসান l¢àu¡õ¡ý Beýj¡ a¡l c'Se AdxÙe ¢ekš² qez a¡lfl qkla j¡Jm¡ Bm£ কাররমাল্লাহু ওয়াজহাহূ গাউসুল আযম পদ লাভ করেন। হযরত ইমাম হাসান ও ইম¡j ýp¡Ce l¢àu¡õ¡ý Beýj¡ a¡l AdxÙe ¢ekš² qez Aaxfl Cj¡j q¡p¡e l¢àu¡õ¡ý আনহু থেকে হযরত ইমাম হাসান আসকারী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত পর পর সকলেই আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতাবলে 'গাউসুল আযম' পদ লাভে ধন্য হন। ইমাম আসকার£ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে হযরত পীরানে পীর আবদুল কাদের জিলানী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত যত জন এসেছেন তাঁরা সবাই ইমাম আসকারী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নায়েব ছিলেন। তারপর হযরত পীরানে পীর শায়খ সায়্যিদ সুলতান আবদুল কাদের জিলান£ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বতন্ত্র 'গাউসিয়ত-ই-কুবরা' এর মহান পদে অধিষ্ঠিত হন। তাই fa¢e "N¡Epm Bkj'z

হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বেসালের পর ইমাম মাহ্‌দী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর আগমন পর্যন্ত পৃথিবীতে যত 'গাউস' বা 'কুতুব' S¾j NËZ করেছেন ও করবেন তাঁরা সবাই হুজূর গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নায়েব বা প্রতিনিধি হবেন। সর্বশেষ ইমাম মাহ্‌দী রদ্বিয়াল্ল¡ý আনহুকে 'গাউসিয়ত-ই-কুবরা তথা গাউসুল আযম' এর মহা মর্যাদা দান করা হবেz

[মালফূযাতে আ'লা হযরত, ১ম খন্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা এবং হযরত কাজী সানা উল্লাহ্ f¡¢efb£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q La: Bpp¡ucm j¡pmm, fù¡ 527-528z]

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে, গাউসুল আযম এটা বেলায়তেl সর্বোচ্চ পদ। এটাকে গাউসিয়তে কুবরা বা গাউসিয়তে উজমাও বলা হয়। এটা আõ¡q

তায়ালার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত উপাধি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছে করেন তাঁকে এ মহা বিcno মর্যাদায় ভূষিত করেন। নেক আমলের দ্বারা এ মর্যাদা অর্জন করা যায় না। তাই প্রত্যেক যুগের সমস্ত গাউস, কুতুব, আবদাল বেলায়তের এ সব স্তরে পৌঁছতে গাউসুল Bkj রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র ফুয়ূজাত ও বারাকাতের দিকে মুখাপেক্ষী। যেমন আল্লামা আবদm L¡¢cl Blhm£ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q La "a¡gl£ým M¡¢al' (تفريح الخاطر) কিতাবে উল্লেখ আছে যে, سيدنا عبد القادر الشيخ السيد عبد الاعظم لانه كلما ذكر الغوث فالمراد به هو رضى الله عنه لانه مخاطب من الحق به كذا ذكر فى الغوثية Ab¡v qkla n¡uM p¡¢uÉc Bhcm L¡¢cl I¢àu¡õ¡ý Beý Bõ¡ql মহানবান্দা। কারণ, যখন 'আল্ গাউস' বলে স্মরণ করা হয় তখন তা দ্বারা শুধু তাঁকেই বুঝানো হয়। কারণ, তিনি এ উপাধি আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হন।

উক্ত গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে যে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কোন বান্দাকে 'বেলায়ত' বা অলী করতে চান তখন এ বলে নির্দেশ দেয়া হয় যে, ان ياخذوه بحضور المصطفٰى ﷺ অর্থাৎ তাঁকে হুজুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে পেশ করা হোক। যখন তাঁকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্ল¡j এর দরবারে পেশ করা হয় তখন হুজূর আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন خذوه الى ولدى السيد عبد القادر يرٰى لياقته واستحقاقه بمنصب الولاية অর্থাৎ তাঁকে আমার প্রিয় আওলাদ আস্সায়্যিদ আবদুল কাদির এর কাছে নিয়ে যাও, তিনি তাঁর যোগ্যতা দেখেন এবং এও দেখেন যে, সে এ পদেl উপযুক্ত কি না। হুকুম মত তাঁকে হযরত গাউসুল আযম রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র খিদমca নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি ওই ব্যক্তিকে বেলায়তের উপযুক্ত দেখলে তাঁর নাম অলীদের দফতরে লিখে সীল মেরে দেন। তারপর তাঁকে হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে উপস্থিত করা হয় আর হুজূর গাউসে পাক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর লিখা মুতাবিক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নির্দেশ মত তাঁকে বেলায়তের পোশাক পরিধান করানো হয়, যা হুজূর গাউসে পাক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'l পবিত্র হাত দিয়ে দান করা হয়। সে ওই পোশাক পরে নেন এবং অদৃশ্য ও দৃশ্য pLm জগতে তিনি আল্লাহর অলী হিসেবে মান্যবর ও গ্রহণীয় হয়ে যান। فهذه العهدة متعلقة بحضرت الغوث الى يوم القيامة وليس لاحدٍ من الاولياء الكرام مماثلة ومشاركة مع الغوث فى هذا المقام ففى كل عصر وزمان تستفيض من حضرته الاقطاب والغوث وجميع الاولياء Ab¡v pal¡w, H jk¡c¡u ¢Lu¡ja fk¿ qkla গাউসে পাক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু অধিষ্ঠিত থাকবেন। এ মর্যাদায় কোন অলী তাঁর সমLr ও অংশীদার নেই। প্রত্যেক যুগের গাউসগণ, কুতুবগণ ও সমস্ত অলীআল্লাহ্ তাঁর থেকে কল্যাণ ও বরকত লাভ করতে থাকবেন।

[Cj¡j Bhcm L¡¢cl Blhm£ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q La "a¡gl£ým M¡¢al' পৃষ্ঠা ৩৮-৩৯ মিসর থেকে মুদ্রিত]

এদিকে ইঙ্গিত করে হযরত গাউসে পাক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর স্বীয় এক কসীদায় এরশাদ করেছেন-

افلت شموس الاولين وشمسنا ابداً على افق العلٰى لاتغرب

Ab¡v Bj¡l ceeZx সকল অলীগণের সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে, কিন্তু বেলায়তের আকাশে আমি আবদুল কাদির জিলানীর সূর্য কখনো অস্তমিত হবে না। অর্থাৎ আম¡l গাউসিয়তের ফুয়ূজাত কিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা জারী থাকবে।

[gvRnv‡i Rvgv‡j †gv¯dvqx KZ. ˆmq` bwmi"wÏb nv‡kgx]

উল্লেখ্য যে, সাহায্যকারী, মুশকিল আসানকারী, বালা-মুসিবত থেকে পরিত্রাণদাeL¡l£ অভাব মোচনকারী ও প্রয়োজন পূরণকারী হাকীকত বা প্রকৃত অর্থে সর্বশক্তিমাe Bõ¡q জাল্লা জালালুহূর বিশেষ গুণ- এ কথা চির সত্য। প্রত্যেক প্রকৃত ঈমানদারের আক্বীদা-বিশ্বাসও এরকমই। তবে আল্লাহর প্রিয় অলী ও বন্ধুগণ আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেo ক্ষমতা বলে আল্লাহর খাস দয়ায় আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হয়ে আল্লাহর বান্দাদের প্রfa তাঁরা ইন্তিকালের আগে ও পরে বিভিন্ন প্রকারের সাহায্য করে থাকেন, বালা-ম¢pha থেকে পরিত্রাণ দিয়ে থাকেন। প্রয়োজন পূরণ করে থাকেন। এটা (مجاز j¡S¡k) h¡ রূপক অর্থে ব্যবহৃত। যা কোরআন-সুন্নাহ ও শরীয়ত সমর্থিত। যেমন বর্তমানেও Blh বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যার জিম্মায় প্রবাসীরা কাজ-কর্ম ও চাকুরি ইত্যাদি করে থাকেন, তাকে কাফীল (كَفِيْلٌ) বলা হয় এটাও মাজায বা রূপক অর্থে। তদুপরি সহীহ বুখারী শরীফে হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে কুদসীতে মহান রব্বুল আলামীন এরশাদ করেন যে, আমার প্রিয় বান্দাগণ বেশি বেশি নফল এবাদতসমূহের মাধ্যমে যখন আমার প্রিয় পাত্র হয়ে যান- তখন আমি তাঁর হাত হয়ে যাই, যে হাত দিয়ে সে ধরে, আমি তার পা হয়ে যাই, যে পা দিয়ে সে চলাফেরা করে, আমি তাঁর কান হয়ে যাই, যা দ্বারা সে শুনে এবং আমি তার চক্ষু হয়ে যাই, যা à¡l¡ ®p দেখে। -[¢jnL¡a I mnxn †evLvix 2q LÊ c. 963]

সুতরাং, উপরোক্ত বিশেষণসমূহ আল্লাহর প্রিয় বন্ধু তথা হক্কানী অলী, গাউস, কah, আবদালের জন্য ব্যবহার করা শিরক বা অবৈধ হওয়ার প্রশ্নই আসেনা। বরং এর Ufl আপত্তি করাটা নিছক মুর্খতার নামান্তর। তবে এ জাতীয় বিশেষণ দ্বারা আউলিয়াCu কেরামকে ভূষিত করা হক্কানী আউলিয়া কেরামের মাধ্যমে আল্লাহর বিশেষ কুদরাত h¡ ক্ষমতা ও দয়া প্রকাশই উদ্দেশ্য। যেহেতু আল্লাহর খাস বান্দাগণ আল্লাহর কুদরত ও মহিমার প্রকাশস্থল। তথা তাঁরা হলেন মাযহারে জামালে ইলাহী। সুতরাং এ জ¡a£u বিষয়ে বাড়াবাড়ি না করে কোরআন হাদীস, তাফসীর, ফিক্বহ্-ফতোয়ার নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা করার নিবেদন রইল। পরম করুণাময় সবাইকে প্রকৃত আউলিয়ায়ে কেরামের শান-মান বুঝার তাওফীক দান করুন।

[মসনবী শরীফ, কৃত: ইমাম জালালুদ্দীন রুমী ও মালফূজাতে আ'লা হযরত রহমাaõ¡¢q Bm¡C¢q CaÉ¡¢cz]

উল্লেখ্য যে, যাকে তাকে গাউসূল আযম বলা আর কেউ না বললে তাকে গুন্ডাবাহিনী দ্বারা রক্তাক্ত করে দেয়া সম্পূর্ণ ভন্ডামী এবং শরিয়ত তরিকতের নামে এক মহাকm^z তাদের খপ্পর ও ষড়যন্ত্র হতে দুরে থাকার পরামর্শ রইল।

✍ j¡lu¡je ‡ep¡ epl¡a

®ha¡N£ BÙ¡e¡ nl£g, I¡%e£u¡, Q–N¤j

◈ fËnÀ আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, বড়দের বিশেষ করে মুরব্বীদেরকে তাঁদের পা ছুঁয়ে সালাম করতে হয়। কিন্তু অনেক মৌলভীর কাছ থেকে শুনেছি ®k, f¡ ছুঁয়ে সালাম করা যাবে না। এটি না করলে কি গুনাহ হবে। কিভাবে সালাম করতে হবে। কোরআন সুন্নাহর আলোকে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

🕮 EšI x j¡a¡-¢fa¡, ¢nrL-¢n¢rL¡, f£l-j¤¢nc J eÉ¡uf l¡ue h¡cn¡q প্রমুখের হাত-পা চুম্বন করা বা নিজের হাতে তাঁদের হাত-পা স্পর্শ করে ঐ হ¡a Qǒe করা ইত্যাদি জায়েয ও পুণ্যময়। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি আদাবুল jgl¡c, আবু দাঊদ ও বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হযরত যারিঈ ইবনে আমীর রদ্বিয়াল্ল¡ý আনহু হতে বর্ণনা করেন যে,

فجعلنا نتبادر فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله

অর্থাৎ "আমরা যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে যেতাম, Bj l¡ আমাদের সওয়ারী হতে তাড়াহুড়ো করে নেমে পড়তাম এবং রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু Bm¡C¢q Ju¡p¡õ¡j HI q¡a J f¡ (®j¡h¡IL) Qǒe LIa¡jz"

সুতরাং, মুরব্বীদের কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে প্রথমে 'আস্ সালামু আলাইকুম' বলে সালাম জানাবে পরে তাঁর হাত পা চুম্বন করবে অথবা হাত দিয়ে পা ছুঁয়ে ঐ q¡a Qǒe করবে। উল্লেখ্য যে, এটা আদব-মুহাব্বত, সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বহিঃপ্রকাশ।

[মেশকাত শরীফ, উমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহ বুখারী কৃত: ইমাম বদরুদ্দীন আCe£ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q Hhw B"m¡ qkIa ইমাম আহমদ রেযা ব্রেলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক কৃত: ফাতওয়ায়ে রেজভি uÉ¡q 10j M™;

✍ jq¡¿jc He¡j

ফতেহপুর ইসলামিয়া কে.জি.স্কুল,
q¡Vq¡S¡l£z

◈ fËnÀ ধর্ম নিরপেক্ষতা বলতে কি বুঝায়? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ছিলেন?

🕮 EšI x নিজ ধর্মের উপর অটল-অবিচল থাকা আর অন্য কারো ধর্মের উপর কটুক্তি না করা এ অর্থে ধর্ম নিরপেক্ষ ইসলামের দৃষ্টিতে আপত্তিকর নয়। কারণ, ¢fËueh£ mাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অন্য ধর্মের মূর্তি ও দেবতাদেরকে গালমন্দ করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় এবং বর্তম¡e

প্রচলিত অর্থে ধর্ম নিরপেক্ষতা হল- রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্মে ধর্মের বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলার নাম। এ ক্ষেত্রে একজন মুসলমান কোন দিন ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে নাz কারণ, 'ইসলাম' একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা যার মধ্যে মানবজাতির ইহ ও পরকালের k¡ha£u ¢h¢d-¢hd¡e ¢heত হয়েছে। সুতরাং, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের বিধি-বিধান মেনে নেয়া এবং সমাজ জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনে তা বাস্তবায়নে চেষ্টা করে যাওয়া একজন প্রকৃত ধর্মপরায়ন মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। তাই G A‡_ jpmj¡e কোন সময় ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারেনা। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা j আল্লাহর মনোনীত একমাত্র ধর্ম 'ইসলাম' প্রচার-প্রসার করার জন্য এ পৃথিবীতে তাশরীফ এনেছেন।

তদুপরি বিধর্মীদেরকে খুশী করার জন্য এবং নির্বাচনে তাদের থেকে ভোট ও pjbe লাভ করার জন্য স্বীয় ধর্ম ইসলাম ও অন্যান্য বাতিল ধর্মের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে ইসলাম ও অন্য সব বাতিল ধর্মগুলোকে এক কাতারে সংযুক্ত করে কেউ যদি ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়ায় যেমন- দেশের অধিকাংশ নেতা-নেত্রীদের বর্তমান সংস্কৃতি। এ জাতীয় ধর্মনিরপেক্ষতা মূলত: বাদশাহ আকবরের 'দ্বীন-ই-ইলাহী'র নË¡u মুসলিম-অমুসলিম সবাইকে খুশী করার অপচেষ্টা মাত্র। এটা আরেকটি বাতুলতা ও ইসলামের সাথে ষড়যন্ত্র। তবে স্বীয় দ্বীন ইসলামের উপর অটল-অবিচলভাবে প্রতিষ্ঠিa থেকে সংখ্যালঘু বিধর্মীদের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু রক্ষা করার দায়িত্ব অবশ্যই মুসলিম শাসকের উপর ন্যস্ত। তবে শর্ত হল- মুসলিম দেশের বিধর্মী সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ইসলাম ও মুসলমানের বিরুদ্ধে যেন ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ না করে।

✍ jq¡¿jc el¦m qL ¢Qna£

চৌধুরী ভিলা, ১৬১/বি, মিরাপাড়া, সিলেট-৩১০০

◈ fËnÀ সূরা বাকারার শেষের দিকে আল্লাহ্‌কে 'মাওলানা' বলা হয়েছে, দরূদ শরীফে নবীজীর নামের সাথে 'মাওলানা' এবং আলেম-ওলামাদের নামের সাথেও 'মাওলানা' যুক্ত করা হয়। প্রশ্ন হল- 'মাওলানা' শব্দের অর্থই বা কী বা কেন Hje qm? এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে জানালে উপকৃত হব।

🕮 EšI x 'মাওলা শব্দের অর্থ- মালিক, পালনকর্তা, অভিভাবক, অনুগ্রহকারী ইত্যাদি। এ সব অর্থে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য 'মাওলা' শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু রূপকার্থে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু উম্মতের মালিক, অভিভাবক এবw উম্মতের প্রতি অনুগ্রহশীল তাই, তাঁকেও 'মাওলানা' বা হে আমাদের মালিক বলে সম্বোধন করা হয়। তেমনিভাবে আলেম- ওলামা, পীর-মাশায়েখ যেহেতু প্রিয়নবী I নায়েব বা উত্তরাধিকারী তাই সম্মানার্থে তাঁদেরকেও রূপকার্থে 'মাওলানা' বা আমাদের অভিভাবক বলে সম্বোধন করা হয়। এটা একটি সম্মানসূচক সম্বোধন। এতে দোষের ¢LR ®eCz

◈ fÐÀx মুসলমানদের নামের পূর্বে 'মুহাম্মদ' যুক্ত করার কারণ ও প্রমাণ কি? সাহাবাদের নাম পড়তে আগে 'মুহাম্মদ' পড়া হয়না কেন? জানালে উপকৃত হব।

📖 Ešl x ¢fÐehÉ ýkl flel p¡õ¡õ¡ý Bm¡C¢q Ju¡p¡õ¡j Hl f¢hœ e¡j 'মুহাম্মদ' নামে মুসলিম নবজাতকের নামকরণ করার মধ্যে অনেক ফজীলত বর্ণিত হয়েছে, তাই বরকত লাভের আশায় নামের পূর্বে 'মুহাম্মদ' সংযুক্ত করা হয়। "jq¡Ç¡c' নামে নামকৃত বেশ কয়েকজন সাহাবীর নাম রয়েছে। সালফে সালেহীন'র প্রায় নামের পূর্বে 'মুহাম্মদ' নাম দেখা যায়। তাই এটা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। যে সh p¡q¡h£l নামের পূর্বে 'মুহাম্মদ' নেই, তাতে 'মুহাম্মদ' যোগ করার প্রয়োজন নেই। hÙa: বরকত লাভের আশায় এবং হাদীসে বর্ণিত শুভ সংবাদের ভিত্তিতে মুসলিম ছেলে-সন্তানের নামের পূর্বে 'মুহাম্মদ' নামটি যুক্ত করা হয়। এটা একটি Uš¡j a¢lL¡ J fZÉ¡u Bjmz [তাফসীরে রূহুল বয়ান]

✍ **মুহাম্মদ আনোয়ারুল করিম**

শিক্ষক, পতেঙ্গা হাইস্কুল, চট্টগ্রাম

◈ fÐÀx যাদু-টোনা কি? শুনেছি কোন এক মহিলা যাদু-টোনার দ্বারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র ক্ষতি করেছিল; এটা কতটা সত্য। যাদু-টোনা দ্ব¡l¡ নর-নারীর বিয়ে বন্ধ করে রাখা বা মানুষের অন্য কোন ক্ষতি করা কি সম্ভব? যাc-®V¡e¡ দ্বারা যারা মানুষের ক্ষতি করে তাদের জন্য মহান আল্লাহ্ কি শাস্তি রেখেছেন। ¢hÙ¡¢la আলোচনা করে চিরবাধিত করবেন।

📖 Ešl x যাদু-টোনা আরবীতে সেহর (سِــحْرٌ) বলা হয়। সেহেরের প্রকৃত সংজ্ঞা সম্পর্কে তাজুল উরূস গ্রন্থ প্রণেতা বলেন: واصـل السـحر صرف الشئ عن الحقيقة الـى غيـرهٖ فـكان الساحر لما ارى الباطل فى صورة الحق وحيل الشئ على غير حقيقةٖ فقد سحر الشئ عن وجههٖ اى صرفهٖ অর্থাৎ "সেহের বা যাদুর প্রকৃত অর্থ হল কোন কিছুর প্রকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া। যখন যাদুকর মিথ্যাকে সত্য করে cCM¡u Abh¡ ®L¡e ¢LR Bfe fÐal ¢hfl£a c¢ø®N¡Q¡l qu, aMe k¡cLl JC hÙl প্রকৃত (হাকীকত) পরিবর্তন করে দিয়েছে বলে মনে করতে হবে।

কোরআন-হাদীসের পরিভাষায়, যাদু এমন অদ্ভুত কর্মকাণ্ড, যাতে কুফর, শিরক Hhw পাপাচার অবলম্বন করে জ্বীন ও শয়তানকে সন্তুষ্ট করে তাদের সাহায্য নেয়া হয়। যেহেতু সর্বপ্রথম পৃথিবীতে যাদুবিদ্যা শয়তানই মানুষকে শিক্ষা দিয়েছে, সেহেতু যাদুর কুপ্রভাব বিদ্যমান। তাই, যেসব যাদুতে ঈমানের পরিপন্থী কথাবার্তা এবং কাSL¡j Ahmðe Ll¡ qu, a¡ AhnÉC Lgl£ a¡C H fÐl k¡c¢hcÉ¡ ¢nr¡ Ll¡ q¡l¡jz Bl যাদুর প্রভাব বিনষ্ট করার জন্য, মানবজাতির কল্যাণের নিয়্যতে যাদুবিদ্যা শিr¡ Ll¡ জায়েয, তবে এতে কুফরী শব্দাবলী থাকতে পারবে না। যাদু দ্বারা মানুষকে কষ্ট ®cu¡

কবীরা গুনাহ। ইমামে আযম রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর মতে যাদুকরের শাস্তি প্র¡Zc™z তার তাওবা কবূল করা হবে না। যেমন রূহুল মা'আনীতে উল্লেখ আছে যে, الـمشهـور عنـه ان السّـاحـر ليـقتل مطلقا...ولايقبل قوله اتوب عنه Ab¡v Cj¡j Bkj Bh হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে এ বর্ণনা প্রসিদ্ধি আছে যে, যাদুকরকে কতm Ll¡ হবে। তার তাওবাহ্ কবূল করা হবে না।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সাতটি কবীরাহ্ গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তন্মধ্যে যাদুও একটি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্ল¡j এরশাদ করেছেন حـد السـاحـر ضربه بالسيف অর্থাৎ 'যাদুকরের শাস্তি হল তরবারি দিয়ে হত্যা করা' (তিরমিযী)। হযরত আবু মূসা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ثـلاثة لايـدخـلـون الـجنة مـدمـن خُـمـر وقـاطـع رحـم ومصدق بالسحر অর্থাৎ তিন শ্রেণীর মানুষ বেহেশ্তে প্রবেশ করতে পারবে না। ১. শরাবখোর বা মদ্যপায়ী। ২. রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়a¡ ¢RæL¡l£ Hhw 3. k¡cl fÐ¢a BÙ¡ Ù¡feL¡l£z -[মুসনাদে আহমদ]

সুতরাং, যাদু নিজে করা, অন্যের gva¨‡g যাদু করানো উভয় হারাম ও কবীরাহ্ গুনাহ্। এমনকি শবে কদর ও শবে বরাতের মত পূণ্যময় রাতেও যাদুকরের গুনাহ্ ক্ষমা কর¡ হয় না। আল্লাহর দরবারে তার তাওবা কবূল হয় না। যদি শবে বরাত ও শবে কদেll পূর্বে খালিস নিয়্যতে তাওবা না করে। তাই বান-টোনা, যাদু ইত্যাদি থেকে ¢hla b¡L¡ প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য বাঞ্ছনীয়।

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কোরআনের আয়াত অথবা আল্লাহর নামে তাবিজ, ঝাড়-ফুঁক ইত্য¡¢c যা মানুষের উপকারার্থে করা হয় তা যাদু-টোনার অন্তর্ভূক্ত নয়। তা করা জায়েয।

হিজরী ৭ম সালে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ইহুদী নেতৃবৃন্দ লবীদ ইবনে আসাম ও ত¡l কন্যাগণের মাধ্যমে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'কে যাদু ক‡l¢Rmz k¡cl প্রভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েন। কোন কোন বণe¡u ®cM¡ k¡u, H ApM R'j¡p fk¿ Ù¡u£ ¢Rmz Bõ¡q ZvÕAvj¡v তাঁর প্রিয় রসূলকে ইহুদীদের এ যাদুর কথা জানিয়ে দেন। হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম আল্লাহl পক্ষ হতে সূরা নাস ও সূরা ফালাক্ব নিয়ে অবতীর্ণ হন। এ দু'টি সূরার মাধ্যমে যাদুর প্রভাব থেকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুক্তি লাভ করেন।

সুতরাং নবীর শরীর মোবারকেও যাদুর প্রভাব পড়া নুবুয়্যতের মর্যাদার পরিf¿£ euz এটা তীর-বল্লম ও তালোয়ারের আঘাতের মতই। সুতরাং, যাদুর প্রভাব দূরীভূত Ll¡l জন্য তাবীজ- দু'আর আশ্রয় নেয়াও জায়েয। তদুপরি হুজূরে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নূরানী শরীরে যাদুর কুপ্রভাব প্রতিফলন হওয়া উম্মতের তা'লীম বা শিক্ষার জন্য। যেমন রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র

খানা-পিনা, ঘর-সংসার ইত্যাদি করা উম্মতের তা'লীম তথা শিক্ষার জন্যই।

[তাফসীরে রূহুল মা'আনী, তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান, তাফসীরে নূরুল ইরফান, তাফসীরে জিয়াউল ®L¡lBe, ¢La¡hm L¡h¡¢ul La Cj¡j Bk-k¡q¡h¢ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q Hhw BqL¡jm ®L¡lBe La Cj¡j Ave eKi S¡pp¡p Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q CaÉ¡¢cz]

◈ fÐÀx আমাদের মসজিদের ইমামের কাছে তেমন ইল্‌ম-জ্ঞান নেই। কওমী মাদরাসায় অল্প পড়া-লিখা করেছেন। তিনি নিজেকে সুন্নীর কাছে গেলে সুন্নী, Jq¡h£l কাছে গেলে ওহাবী, মওদূদীপন্থীর কাছে গেলে মওদূদীপন্থী বলে দাবী করেন। Bpm সমস্যা হল তার বাম হাতের চেয়ে ডান হাত প্রায় ৫/৬ ইঞ্চি খাটো। তা নিয়ে অনেকে বলে তার পেছনে ইক্তিদা করলে নামায মাকরূহ/ভঙ্গ হবে। প্রশ্ন হল- এ ধরনেl ইমামের পেছনে ইক্তিদা শুদ্ধ হবে নাকি মাকরূহ?

📖 Eš l x হক্ব-বাতিল সকলের সাথে তাল মিলিয়ে চলা মুনাফিক্বী চরিত্র। তদুপরি বদ মাযহাব যাদের আক্বীদা-বিশ্বাস কুফরীর পর্যায়ে পৌঁছেছে। যেমন, ওহাবী-দেওবন্দী, শিয়া, মওদূদী প্রমুখ বদমাযহাবীদের সাথে প্রকাশ্যে উঠা-hp¡, লেন-দেন ও সম্পর্ককারী প্রকাশ্য ফাসিক্বী। এমন ফাসিক্ব ইমামের পেছনে ইক্তিac¡ করা জায়েয নেই।-[ফাতওয়ায়ে রেজভিয়া, ৩য় খন্ড, ২৬৯পৃষ্ঠা]

বাম হাতের চেয়ে ডান হাত প্রায় ৫/৬ ইঞ্চি খাটো এমন লোকেরও ইক্তিদা করতে অসুবিধা নেই। যদি উভয় হাত কার্যকর থাকে এবং উক্ত ইমাম ক্বিরআত ও মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে ওয়াকিফ হন এবং আক্বীদা ও আমল বিশুদ্ধ হয়।

◈**ck t** cwe Î †KviAvbÔi A_ bv e‡S co‡j mvIqve nq wKbv? Ges Bs‡iRx fvIvq wjwLZ †KviAvb co‡j (A_ e‡S) †m Abhvqx Avgj Ki‡j mvIqve n‡e wK? bwK cweÎ †KviAvb Aviex fvIvq covB eva¨ZvgjK? Rvbv‡j ab¨ ne|

📖**DËi t** cweÎ †KviAvb kixd wZjvIqvZ Kivi g‡a¨ eû dwRjZ i‡q‡Q| প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- "যে ব্যি³ cweÎ †KviAv‡bi GKwU eY cvV Ki‡e, †m GKwU e‡Yi wewbg‡q `k¸Y mvIqve cv‡e|Ó wZjvIqv‡Zi mv‡\_ cweÎ †KviAv‡bi Bs‡iRx/evsjv/ D` Abev` covI mvIqveRbK| Z‡e ïa Abev` co‡j †KviAvb wZjvIqv‡Zi mvIqve cvIqv hv‡e bv| †KD hw` Aviex co‡Z bv cv‡i, Bs‡iRx ev evsjvq D"PviY †`‡L †KviAvb cvV K‡i Zv‡ZI †Kvb Amweav †bB| Z‡e Aviex nid¸‡jvi h_vh_ D"PviY Ab¨ †Kvb fvIvi A¶i w`‡q nq bv| weavq Aviex nid¸‡jvi D"Pvi‡Yi †¶‡Î ÔgvLivRÕ ev D"Pvi‡Yi ¯'v‡bi cv\_K¨ †Kvb fvj Kvix mv‡n‡ei wbKU †\_‡K †R‡b †b‡eb| cweÎ †KviAvb wZjvIqvZ I Z`vbhvqx Avgj Kivi ফজিলত সম্পর্কে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- Ô‡h e¨w³ †KviAvb cvV K‡i‡Q Ges hv wKQ Zv‡Z i‡q‡Q Z`vbhvqx KvR (Avgj)

K‡i‡Q Zvi wcZv-gvZv‡K wKqvgZ w`e‡m Ggb ZvR cov‡bv n‡e, hvi Av‡jv mh A‡c¶vI DËg|Ó -[Ave `vE`]

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কোরআনের শুধু অনুবাদ পড়ে আমল করা সাধারণ লোকের Rb¨ AbwPZ| ZvB, Abev‡`i mv‡\_ mv‡\_ weï× Zvdmxi M‡ši mvnvh¨ †bqv DwPZ| ZvÔQvov wewfb ewwZj wdiKvn Zv‡`i åvšÍ AvKx`v gZ †KviAvb Abev` I Zvdmxi K‡i‡Q, IB me Zvdmxi I Abev` Mš covI mvaviY †jv‡Ki Rb¨ bvRv‡qh Ges wec`RbK| ZvB c‡Z¨K mij cvY mbx gmjgv‡bi DwPZ Avn‡j mbvZ Iqvj Rvgv‡Zi Av`k I AvKx`vi Av‡jv‡K wjwLZ cweÎ †KviAv‡bi Abev` I Zvdmxi cvV Kiv| G †¶‡Î AZ¨š weï× I meRbgvb¨ ÒKvbhj Cgvb LvhvBbj Bidvb I bi"j BidvbÓmn Avn‡j mbvZ Iqvj Rvgv‡Zi n°vbx cvi`kx Djvgv‡q †Kivg KZK wjwLZ †KviAv‡bi Abev` I Zvdmximgn cvV Kivi Rb¨ we‡kIfv‡e Ab‡iva iBj Ges Invex, wkqv, Lv‡iRx, iv‡dRx, gI``x, Kw`qvbx‡`i wjwLZ ZiRgv-G †KviAvb I Zvdmxi cov †_‡K `‡i _vKvi AvnŸvb iBj| †Kbbv, ewZj wdiKv KZK wjwLZ Zvdmxi I ZiRgv-G †KviAvb Øviv weåvšÍ I Cgvb bó n‡q hvIqvi Avk¼v AZ¨šÍ †ekx|

✍gnv¤§` kvLvIqvZ †nv‡mb

`w¶Y mwjgci, dwKinvU, PÆMvg

◈**ck t** সাম্প্রতিক একটি মাসিক ম্যাগাজীনে এক প্রশ্নের জবাবে উল্লেখ করা n‡q‡Q †h, ÒBqv bex mvjvg AvjvqKv...Ó G ai‡bi `i¡`-mvjvg cov bwK নাজায়েয ও বিদ'আত। শুধু নাকি "সাল্লি আলা সায়্যিদিনা..." এ ধরনের দর¡` covB Rv‡qh| GLb Avgvi ck nj- G K\_wU KZUK hw³h³? `qv K‡i Rvbv‡eb|

📖**DËit** 'ইয়া রসূলাল্লাহ্' আহবান সূচক বচন দ্বারা দরূদ শরীফ পাঠ করা wbtm‡› `‡n Rv‡qh I eiKZgq| wb‡eva I MÛgLivB G e¨vcv‡i evKweZÛv K‡i থাকে। অথচ ইমাম তক্বীউদ্দীন সুবকী, ইমাম আহমদ কুস্তালানী, আল্লামা যুরKvbx, মোল্লা আলী ক্বারী, শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, শায়খ অলীউল্লাহ্ gnwÏm দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহিম প্রমুখ ইমাম, ফক্বীহ, মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিmMY বিশুদ্ধ হাদীসের আলোকে 'ইয়া রসূলাল্লাহ্'র মত আহ্বান সূচক বচন দ্বারা fcq bex সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহ্বান করা এবং 'ইয়া রসূলাল্লাহ্' বcj Zvi cwZ দরূদ পাঠ করা জায়েয ও বৈধ বলেছেন। যেমন, ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি AvjvBwn ÒAvj Av`vej gdiv`Ó M‡š weï×m‡Î eYbv K‡ib †h,

انّ ابن عمررضی الله عنهما خدرت رجله وقيل له اذكر احب الناس اليک

فصاح يامحمد فانتشرت

অর্থাৎ "হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র উভয় পা অবশ হয়ে †Mj| Zv‡K ejv nj, Dbv‡K ¯§iY Ki"b, whwb Avcbvi me‡P †P‡q wcq| nhiZ Be‡b উমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু উচ্চ স্বরে 'ইয়া মুহাম্মদ' বলে আহ্বান করলেন। তখন mv‡_ mv‡_ Zvi cv L‡j hvq A_vr fvj n‡q hvq|Ó

এ হাদীসের ভিত্তিতে ইমামগণ ও মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্' বলে AvnŸvb করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা সম্পূর্ণ জা‡qh I eiKZgq|

শায়খুল ইসলাম ইমাম শিহাবুদ্দীন রামলী রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র ফাতওয়া গ‡š' উল্লেখ আছে যে, سئل عما يقع من العامة من قولهم عند الشدائد يا شيخ فلان ونحو ذالک من الاستغاثة بالانبياء والمرسلين والصالحين وهو للمشائخ اغاثة بعد موتهم ام لا؟ فاجاب ان الاستغاثة بالانبياء والمرسلين والاولياء والعلماء الصالحين جائزة وللانبياء والرسول والاولياء والصالحين اغاثة بعد موتهم

A_vr ÒBgvg wkne Ïxb ivgjx †_‡K †KD dvZIqv PvB‡jv †h, memvaviY †jv‡Kiv K‡Vvi wec‡`i gn‡Z bex, imj, Ajx I mr†jvK‡`i †_‡K ÔBqv রসূলাল্লাহ্' বা 'হে অমুখ শায়খ' ইত্যাদি বলে প্রার্থনা করে থাকেন, এমনিU wK Zv‡`i BwšKv‡ji c‡il ^ea n‡e bwK ^ea n‡e bv? DË‡i wZwb ej‡jb- wbðq bex, imj, Ajx I mr Awjg‡`i †_‡K mvnvh¨ cv_bv Kiv ^ea Ges Zviv BwšKv‡ji পরও আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সাহায্য করে থাকেন।"

সৈয়্যদ জামাল ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর মক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহিও তা i dvZIqvq Abi¦c AwfgZ e¨³ K‡ib| wZwb Zvi dvZIqvq e‡jb-

الاستغاثة بالاولياء ونداهم والتوسل بهم امر مشروع وشئ مرغوب لاينكره الامكابر ومعاند وقدحرم بركة الاولياء الكرام ـ

A_vr ÒAvDwjqv †Kivg †_‡K mvnvh¨ cv_bv Kiv, Zv‡`i AvnŸvb Kiv Ges Zv‡`i Dwmjv MnY Kiv kixq‡Zi `wó‡Z ^ea I cQ›`bxq| †Mvqvi I Aeva¨ †jvK e¨ZxZ Ab¨ †KD Zv A¯xKvi K‡i bv; wbðq †m AvDwjqv †Kiv‡gi eiKZ †_‡K ewÂZ|Ó

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'আত্বয়াবুন wbqvg dx মাদহি সায়্যিদিল আরব ওয়াল আযম' শিরোনামের কসিদায় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে يَـاخَيْـرَ خَلْقٍ (Bqv Lvqiv LvjK A_vr: †n †kô mwó) e‡j

AvnŸvb K‡i‡Qb| †hgb-

وصلّى عليک الله ياخير خلقه ويا خير مامول ويا خير واهب

অর্থাৎ "আল্লাহ্ আপনার উপর দরূদ প্রেরণ করেন হে সর্বোত্তম সৃষ্টি, হে সeŸËg আশা এবং হে সর্বোত্তম দাতা।" এখানে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ রহমাতুল্লাহি AvjvBwn ÔBqv Lvqiv LjwKwn, Bqv Lvqiv gvgj, Bqv Lvqiv Iqwne cfwZ e‡j ÔBqvÕ Øviv প্রিয়নবী রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আহ্বান করেছেন। †gŠs Avkivd Avjx _vbfxmn A‡bK Invex-‡`Ie›`x‡`i cxi-gwk` nvRx Bg`v`ল্লাহ্ মুহাজির মক্কী স্বীয় কসিদার মধ্যে 'ইয়া রসূলাল্লাহ্' 'ইয়া রসূলাল্লাহ্' ব‡j AmsL¨evi bexRx‡K m‡¤vab K‡i‡Qb|

সুতরাং, ইয়া রসূলাল্লাহ্, ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ্ ইত্যাদি বচনে দরূদ শরীফ পvV Kiv ïa Rv‡qh bq, eis A‡bK A‡bK eiKZgq Ges mvnve‡q †Kiv‡gi hM †_‡K G chš— n°vbx Bgvg I Ajx-Ave`vjM‡Yi DËg ZixKv Ges A‡bK cY¨gq Avgj wn‡m‡e ¯xKZ| Zvici I †KD G RvZxq cY¨gq Bev`Z‡K wkiK- we`ÔAv‡Zi †avqv Zjv AÁZv I wcqbexi cwZ KUw³i bvgvšÍi|

[আন্ওয়ারুল ইনতিবাহ ফী হাল্লে নিদা ইয়া রসূলাল্লাহ্, কৃত: ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ও 'শামাঈলে ইমদাদিয়া, কৃতঃ হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজের মক্কী ইত্যাদি।]

✍ gnv¤§` mvB`j nK mv‡n`

wiqv`, †mŠw` Avie

◈ ckt আমি শুনেছি হুজূরে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'নজ্দ' এর Rb¨ `ÔAv K‡ibwb| KviY, wn‡m‡e kqZv‡bi wks Gi K_v e‡jwQ‡jb| GLb Avgvi ck n‡"Q †mB kqZv‡bi Abmvix‡`i †cQ‡b Awg gmwR‡` bvgvh Av`vq bv K‡i GKvKx N‡i Av`vq Kwi| Avgvi bvgvh wK Av`vq n‡e? KL‡bv Zv‡`i †cQ‡b bvgv‡hi BKwZ`v Kwibv| KvZv‡i `vov‡jI wb‡Ri wbq¨Z Kwi A_ev whKi Kwi G‡Z wK ¸bvn n‡e|

📖 DËit bR‡`i Awaevmx c‡Z¨K Av‡jg IB nv`x‡mi †gQ`vK bq| eis †hme Av‡jg gnv¤§` Be‡b Ave`j Inve bR`xi Cgvb weaŸsmx AvKx`v †cvlYKvix Bgv‡gi †cQ‡b BKwZ`v mnxn n‡e bv| †Kvb KviYekZt Ggb Bgv‡gi †cQ‡b BKwZ`v K‡i _vK‡j Rvgv‡Zi ghv`vi LwZ‡i Zvi †cQ‡b RvgvZ Av`vq K‡i †b‡e| wKš cieZx‡Z IB bvgvh cbt Av`vq Ki‡Z n‡e| KviY, Invex-bR`x, wkqv, iv‡dhx, Kw`qvbx, Avn‡j nv`xm cfwZ e`-AvKx`v †cvlYKvix Bgv‡gi †cQ‡b BKwZ`v mnxn n‡e bv|

✍মুহাম্মদ মাছুম বিল্লাহ্ বাগদাদী

`:eoKj, nvRxMÄ, Pv`ci

◈**ckt** evq©Av‡Z kvqL I evq©Av‡Z imj wK? †KvbUv DËg? eZgv‡b evq©Av‡Z imj Rv‡qh wKbv †KviAvb-nv`xm I BRgv-wKqv‡mi gva¨‡g AKvU¨ `jxj †ck Ki‡eb e‡j Avkvev`x|

📖**DËi t** হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামগণ থেকে ঈমান I mZ¨-b¨v‡qi c‡_ Pjvi Rb¨ Ges wRnv‡`i Rb¨ †h evq©AvZ wb‡qwQ‡jb †m avivewnKZvq AvR‡Ki n°vbx cxi-gvk`MY gmjgvb‡`i †_‡K wcqbexi অনুসরণে অনুকরণে ওই একই বায়'আত নিয়ে থাকেন। যেহেতু হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাহেরীভাবে আমাদের থেকে পর্দা করাতে সরাসরি তাঁর cweÎ nv‡Z evq©AvZ m¤¢e bq, †m‡nZ mvnvexMY mivmwi nR‡ii cweÎ nvZ †gvevi‡K, Zv‡eCMY mvnvexM‡Yi nv‡Z, Gfv‡e evq©Av‡Zi ci¤úiv P‡j Avm‡Q| kvqL ci¤úivq evq©Av‡Zi †kl wkKjUv ûR‡ii cweÎ nv‡Z i‡q‡Q| Avi n°vbx cxi-gvkv‡qL †h‡nZz ûR‡ii bv‡qe ev DËiwaKvix, †m‡nZz Zvi bv‡q‡ei nv‡Z evq©AvZ MnY Kiv c¶vš‡i ûR‡ii nv‡Z evq©AvZ MnY Kivi bvgvši| ZvB evq©Av‡Z imj I evq©Av‡Z kvqL GK I Awfb GKUv‡K Ab¨Uv †_‡K c_K g‡b Kiv wbQK †Mvovgx I AÁZvi bvgvši| A‡bK cxi-ehM wb‡Ri evq©Av‡Zi নিছবত নিজের দিকে না করে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর w`‡K K‡i _v‡Kb e‡j G evq©AvZ‡K evq©Av‡Z imj e‡j| b_ev Df‡qi g‡a¨ †Kvb cv_K¨ †bB| -[ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত ফতোয়ায়ে আফ্রীকা ইত্যা`]

✍**gnv¤§` BKevj †nv‡mb** ✍**†kL Imgvb MwY**
✍**†K.Gg.Qwg DÏxb**

evsjv‡`k mB‡Wb cwj‡UKwbK BÝwUwUDU, KvßvB, iv½vgwU

◈**ck t** ©Avn‡j mbœvZ Iqvj RvgvZ© k‡ãi A_ wK? KLb †_‡K GwU ïi“ ev Gi/c bvgKiY Kiv n‡q‡Q| 73 `‡ji g‡a¨ GwU GKgvÎ `j hviv Rvbv‡Z hv‡e `wjjmn DË‡ii Avkv KiwQ|

📖**DËi t** ©Avnj© k‡ãi A_t cwievi, esk, Abmvix BZ¨w`| ©mbœvZ© k‡ãi A_t ZixKv, c_, c×wZ, wbqg, PwiÎ, Av`k, ixwZbxwZ I ¯fve| Avi ©Avj RvgvÔAvZ© A_t `j| mZivs, Bmjv‡gi mwVK gjaviv ©Avn‡j mbœvZ Iqvj জামাত'র শাব্দিক ব্যাখ্যা হল 'আহলে সুন্নাত' অর্থাৎ হুজূর পুরনূর সাল্লাল্লvû AvjvBwn ওয়াসাল্লাম'র সুন্নাত বা তরিকা অর্থাৎ আক্বীদা ও আমলের অনুসারীগণ আর ©Avj

RvgvÔAvZ© Øviv mvnvev‡q †KivgMY‡K eSvq| AZGe, †hme gmjgvb AvKx`v I আমলের ক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরা‡gi AKwÎg Abmvix Zv‡`i‡K ©Avn‡j mbœvZ Iqvj RvgvÔZ© e‡j| wcqbex সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন تفترق امتى على ثلاث و سبعين ملّة كلهم فى النار الا ملّة وّاحدة فقيل ماالواحدة قال ما انا عليه و اصحابى ـ (الحديث) A_vr ÔAvgvi D¤§Z wZqvËi `‡j wef³ n‡q co‡e| Gi GKwU `j Qvov Ab¨vb¨ me `jB Rvnvbœvgx| mvnvev‡q †Kivg AviR Ki‡jb, IB GKwU `j †KvbwU? হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন, যার উপর আমি এবং Avgvi mvnvevMY i‡q‡Qb|Ó -(wZiwghx I wgkKvZ)

mZivs, Dc‡iv³ nv`x‡mi Ask مَـا اَنَـا عَلَيْـهِ وَاَصْحَابِىْ A_vr Awg imj Ges Avgvi mvnvevM‡Yi AvKx`v I Avg‡ji Dci cwZwôZ `jB bvRvZcvß `j| GUvi Aci bvg Avn‡j mbœvZ Iqvj RvgvZ| ewYZ nv`x‡m bvRvZcvß GKgvÎ `jB Avn‡j mbœvZ Iqvj RvgvÔAvZ|

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত প্রখ্যাত তাবেঈ হযরত হাসান বসরী রদ্বিয়াল্লাû আনহুর সময় থেকে প্রচলণ বেশি শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, আববাসীয়া খলিফা মুতাওয়াক্কিল এর শাসনামলে ইমাম আবুল হাসান আশা'আরী রহমাতুল্লাহি আjvBwn KZK †ckKZ AvKvB` cKwkZ nevi ci Avn‡j mbœvZ Iqvj RvgvZ bvgwU gmjgvb‡`i g‡a¨ e¨vcKfv‡e cmvi jvf K‡i| IB mgq †_‡K ©Rgûi D¤§Z© RvgvÔAvZ, Ges Avn‡j mbœvZ -G RvZxq bv‡gi ¯‡j ©Avn‡j mbœvZ Iqvj RvgvZ© G cwifvIwU AwaKZi cPwiZ nq| †gvUK_v, Bmjvg we‡ivax kw³ Bmjv‡gi gjaviv †_‡K gmjgvb‡`i‡K weP¨Z Kivi gvb‡m Bmjv‡gi bv‡gB hLb gmjgvb‡`i g‡a¨ †KviAvb-mbœvn we‡ivax AvKx`v wekvm I a¨vb-aviYvi Abc‡ek NUvq| ZLb mijcvY gmjgvb‡`i AvKx`v I Bmjv‡gi †gŠjK wekvm i¶vq Bmjv‡gi gjavivq c_K bvgKi‡Yi c‡qvRbxqZv GKBfv‡e †`Lv †`q| Avi cweÎ nv`x‡mi Av‡jv‡K Avn‡j mbœvZ Iqvj RvgvZ bv‡g IB bvRvZcvß `‡ji bvgKiY Kiv nq| ZvB Zv‡eCb‡`i †mvbvjx hM †_‡K ewZj `jmg‡ni †gvKv‡ejvq Bmjv‡gi gjavivi bvg ©Avn‡j mbœvZ Iqvj RvgvZ© avivewnKfv‡e cwiPZ I e¨vcK ¯xKwZ jvf K‡i Avm‡Q|

[wgiKvZ ki‡n wgkKvZ, wKZvej wgjvj Iqvb bvnvj, wbeivm I মুকাদ্দামা ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইত্যাদি।]

◈ **fÐÀ** যমযম কূপের পানি কেন দাঁড়িয়ে পান করতে হয়? কোরআন-হাদীস দ্বারা বর্ণনা করলে উপকৃত হব।

📖**Ešl x** kjkj Lf qkla Cpj¡Dm Bm¡u¢qp p¡m¡j Abh¡ qkla ¢ShÐm

আলায়হিস্ সালাম'র পা মুবারকের আঘাতে আল্লাহর হুকুমে সৃষ্টি হয়েছে। এর মdÉ অসাধারণ বুযর্গী ও বরকত নিহীত রয়েছে বিধায়, সম্মান জানানোর নিমিত্তে যম্‌যমের পানি দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'কিa¡hm j¡e¡pL' باب ماجآء فى زمزم অধ্যায়ে হযরত ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র বর্ণনাসূত্রে বর্ণনা করেন اَنّ ابن عباس حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم অর্থাৎ হযরত ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ''আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে যম্‌যমের পানি পান করিয়েছি, তখন তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করেছেন।-[pq¢q hM¡l£ nl£g, 1j M™, fù¡ 221]

যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র আমল দ্বারা যম্‌যমের f¡¢e দাঁড়িয়ে পান করাটা প্রমাণিত সেহেতু সম্মানিত ফক্বীহ্ ও মুহাদ্দিসগণ তা দাঁড়িয়ে পান করাকে মুস্তাহাব ও বরকতমণ্ডিত বলেছেন।

✧ fÐnÀ আমাদের গ্রামে অনেকেই বলেন- ''ওহাবীদের পেছনে নামায আদায় করলে নামায হবে না কেন? তারা তো নবীর সুন্নাত পালন করে। কোরআন হাদীস মত S£he গড়ে। তাদের পেছনে নামায আদায় করতে পারব কি? দলিলসহ বর্ণনা করলে উপকৃa qhz

📖Eš l x আমাদের দেশের বর্তমান ওহাবীরা বাহ্যিকভাবে সুন্নাত পালন ও কোরআন-হাদীস মতে জীবন গড়তে দেখলেও মৌলভী আশরাফ আলী থানভীর কৃত 'হিফযুল ঈমান', রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর 'ফতোয়া-ই রশিদিয়া' ও মৌলভী কাpj নানুতবীর 'তাহযীরুন্ নাস' পুস্তকের যে সব ইবারতকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলিম ও মুফ্‌তিগণ কুফরী বলে মন্তব্য করেছেন, তা তারা বিশ্বাস করে। এসব কিতাবের কুফরী আক্বীদামূলক ইবারত ও কথাবার্তা হক বলে বিশ্বাস করার দরুe ওহাবীদের আক্বীদা-বিশ্বাস কুফরীর পর্যায়ভুক্ত। তাই, তাদের পেছনে নামায fs¡ হারাম। এ ধরনের বদআক্বীদা পোষণকারী মৌলভীর পেছনে নামায না পড়ার জনÉ হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করে গেছেন, এরশাদ হচ্ছে لَا تصلوا معهم (বদআক্বীদা পোষণকারী লোকের পেছনে নামায পড়োনা)। যেমন- 'গুনিয়া' নামক ফিক্বহ্‌গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, يكره تقديم المبتدع لانه فاسق من حيث الاعتقاد وهو اشد من الفسق من حيث العمل والمراد بالمبتدع من يعتقد شيئا على خلاف مايعتقده اهل السنّة والجماعة ـ وانما يجوز الاقتداء به مع الكراهة اذا لم يكن مايعتقده يؤدى الى الكفر عند اهل السنة والجماعة اما لو كان مؤديًا الى الكفر فلايجوز اصلاً ـ Ab¡v ""BL£Ù¡Na g¡¢pL Bj mNa g¡¢pL থেকেও গুরুতর। তাই তাকে ইমাম বানানো মাকরূহ-ই তাহরীমা, যদি তার গোj l¡q£

কুফরী পর্যন্ত না গড়ায়। হ্যাঁ, যদি তার গোমরাহী কুফরী হয়, তবে তার পেছনে ইক্বতিদা করাই জায়েয নেই।''

আর দুর্‌রে মুখতারে রয়েছে যে, كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجيب اعادتها অর্থাৎ ''যে নামায মাকরূহে তাহরীমার সাথে আদায় হবে তা পুনরায় পড়া ওয়¡¢Shz''

[দুর্‌রে মুখতার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৭]

সুতরাং, আমাদের দেশের ওহাবীরা যেহেতু মৌলভী আশরাফ আলী থানভী, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী ও কাসেম নানুতবী প্রমুখের কুফরী আক্বীদাগুলো আজও পোষণ করে থাকে, সুতরাং তাদের পেছনে ইক্বতিদা করা জায়েয নেই। করে থাকলে ওই নাম¡k আদায় হবে না; পুনরায় ওই নামায কাজা করতে হবে।

[দেওবন্দী-ওহাবীদের কুফরী আক্বীদা সম্পর্কে জানার জন্য পাঠ করুন "ýp¡jm ®ql¡j¡De (h‰¡eh¡c), La. Cj¡j Bqjc ®lS¡ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q CaÉ¡¢cz]

✍ jq¡¢jc Bhm ®j¡L¡lIj B¢jl£

B¢jl i¡äl, f¢Vu¡, Q–NË¡z

✧ fÐnÀ হাদীস শরীফ ওহী গায়রে মাতলূ, কোরআন শরীফ ওহী-ই মাতলূ; যা তিলাওয়াত করলে প্রতি অক্ষরে দশটি নেকী পাওয়ার কথা হাদীস শরীফে বর্ণনা বিদ্যমান। আর পবিত্র হাদীসের কিতাব ছহি বুখারী শরীফ তিলাওয়াত করলে সাওu¡h হবে কিনা এবং এ ধরনের খতম আদায়ের উপর কোরআন, হাদীস ও ফিক্বহ্ এর বিস্তারিত দলিল প্রদান করলে উপকৃত হব।

📖Eš l x দ্বীনের মৌলিকত্বের নিরিখে পবিত্র কোরআনের পরেই পবিত্র হাদীসে নববীর স্থান। যে পবিত্র যবান থেকে হিদায়তের মূল উৎস কোরআনুল করীম উচ্চ¡¢la হয়েছে, সেই পবিত্র যবান থেকেই নিঃসত হয়েছে 'আল্-হাদীস'। পার্থক্য এখানে যে, কোরআন মজীদ প্রকাশ্য ওহী আর হাদীসে নববী অপ্রকাশ্য ওহী, যা প্রকাশ্য ওহীl hÉ¡MÉ¡ ül¦f| পবিত্র কোরআনে এ দু'টি দিকের কথা তুলে ধরে এরশাদ হয়েছে, وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ""Bõ¡q B fe¡l fÐ¢a ¢La¡h J ¢qLja নাযিল করেছেন'' [pl¡ ¢ep¡, B. 113]

এখানে 'হিকমত' বলে অনেক তাফসীর বিশারদগণের মতে হাদীসকে নির্দেশ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা কিরমানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন যে,

فَانّ علم الحديث بعد القراٰن هو افضل العلوم واعلامها واجلّ المعارف واسناها من حيث انّه بهٖ يُعلم مراد الله تعَالٰى من كلامهٖ ومنه تظهر المقاصد من احكامهٖ

অর্থাৎ,''পবিত্র কোরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বাধিক উন্নত, উত্তম এhw তথ্য ও তত্ত্বসমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে 'ইলমে হাদীস'। এ কারণে যে, এটা দ্বারা Bõ¡ql কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং আল্লাহর যাবতীয় হুকুম-আহকামের

উদ্দেশ্যও তা হতে বুঝে যায়।'' [মুক্বাদ্দিমা-ই কিরমানী শরহে সহীহ বুখারী, পৃষ্ঠা- ১]

হাদীস শরীফ অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী প্রমুখ মনীষী লিখেছেন যে,

وامّا فائدته فهى الفوز بسعادة الدارين

অর্থাৎ, ''উভয়কালের চরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের সার্থকতা।''

[Ejc¡am LÅ£, 1j M™, fù¡ 11]

পবিত্র হাদীস শরীফ শ্রবণ করা, মুখস্ত করা এবং হাদীস শরীফের পর্যালোচনা LI¡ সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যে,

نَضر الله امرأ سمع مقالتى فحفظها ووَعَاهَا و ادَّاهَا فربُّ حاملٍ فقهٍ الى مَنْ هوَافقهُ منه (ترميذى)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ওই ব্যক্তির জীবন উজ্জ্বল করুক, যে আমার কথা শুনেছে, অতঃপর তা স্মরণ রেখেছে এবং পরিপূর্ণভাবে সংরক্ষণ করছে আর অপরের নিকট তা পৌঁছে দিয়েছে। অনেক জ্ঞান বহনকারী লোক এমন ব্যক্তির নিকট তা পৌঁছে cCU ®k, তার অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী ও বিজ্ঞ। [¢al¢jk£ nl£g]

এমনকি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জাহেরী জীবদ্দশায়ও সাহাবা-C কেরাম হাদীস শরীফ অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকতেন। যেমন, হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াÕ¡ý আনহু বলেন-

انِّیُ لاجزئ الليل ثلثة اجزءٍ فثلثُ انام وثلث اقوم وثلث اتذكراحاديث الرسول ﷺ

অর্থাৎ,'' আমি রাতকে তিন ভাগে ভাগ করে নিই। এক ভাগে আমি ঘুমাই, এক ভ¡N ইবাদতের মধ্যে অতিবাহিত করি আর এক ভাগ আমি রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শরীফ স্মরণ ও মুখস্ত করে থাকি। [মুসনাদে দারেমী]

সুতরাং, বুঝা গেল, পবিত্র কোরআনের পর পবিত্র হাদীসের স্থান। আর পবিত্র হাদীসের অধ্যয়ন, গবেষণা ও সে মতে আমলের মধ্যে উভয় জগতে অশেষ কল্যাণ লাভে ধন্য হওয়া যায়। পবিত্র হাদীস শরীফ অধ্যয়নকারী ও শ্রবণকারীর ব্যাপারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা দু'আ করেছেন। পবিত্র হাদীস শরীফ অধ্যয়ন করা সাহাবা-ই কেরামের পবিত্র আমল দ্বারা প্রমাণিত। আর বর্তমান বিশ্বে সঙ্কলিত হাc£p গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ হচ্ছে 'সহীহ বM¡l£ nl£g'z এ মহান গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে প্রত্যেক যুগের আলিম J মুহাদ্দিসগণ অনেক উক্তি করেছেন। এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত উক্তিটি সর্বজনপ্রিয় ও সকলের মুখে ধ্বনিত,

اصح الكتبُ بعد كتاب الله تحت السمآء صحيح البخارى

অর্থাৎ '' আল্লাহর কিতাবের পর আসমানের নিচে সর্বাধিক সহীহ (বিশুদ্ধ) গ্রন্থ হচ্ছে "pq£q hM¡l£ nl£g'z [jLÅ¡j¡-C g¡aým h¡l£ J Ejc¡am LÅ£]

হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি যেমন মকবূল হয়েছেন, তেমনি তাঁর এ সহীহ গ্রন্থটিও অত্যন্ত মকবূল হয়েছে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে নিজের কিতাব বলে সম্বোধন করেছেন। বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিস মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মিlL¡am মাফাতীহ' গ্রন্থে লিখেছেন যে, যে কোন বিপদের সময় সহীহ বুখারী শরীফের Maj পড়া হলে ওই বিপদ দূরীভূত হয়ে যায়। যে নৌযানে সহীহ বুখারী শরীফ থাকবে ওই নৌযান নদীবক্ষে কখনো ডুববে না। হাফিয ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, অনাবৃষ্টিকালে সহীহ বুখারী শরীফ পাঠের ব্যবস্থা করা হলে বৃষ্টি বর্ষিত হয়।

[¢jlL¡am j¡g¡a£q, 1j M™, fù¡ 14]

এ নানা উপকারিতার কারণে পবিত্র কোরআন শরীফের খতমের পাশাপাশি পবিত্র বুখারী শরীফের খতম অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে হয়ে আসছে। এতে অশেষ সাওয়াব রয়েছে এবং ইমাম, মুহাদ্দিস, ফক্বীহ, অলী, গাউস, কুতুব ও আবদালগণের আমল রয়েছে। সুতরাং ভক্তি-শ্রদ্ধাসহ সহীহ বুখারী শরীফের তিলাওয়াত ও খতম অত্যন্ত সাওয়াবজনক, মঙ্গলময়, বরকতমণ্ডিত এবং উভয় জাহানে কামিয়াবীর এক ¢hl¡V Jp£m¡ J ®p¡f¡ez

["¢jlL¡am j¡g¡a£q', La. ®j¡õ¡ Bm£ LÅ¡l£ Bm q¡e¡g£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q J "B¢nu¡am mj"Ba', La: n¡uM Bhcm qL jq¡¢Ÿp ®cqm¡i£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q Ca£¡¢cz]

✍ jq¡¢jc jDe EŸ£e

M¡c¢Lu¡, CFeQeNI, q¡Vq¡S¡l£, Q–N¡j

◈ **f®ÐÀ** হুজূর, মাসিক 'আদর্শ নারী' (জানুয়ারি, সংখ্যা-১২৫) ম্যাগাজিনে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছেন ''কোন আশা পূরণকে সামনে রেখে কোন ওলীআল্লাহর মাযারে গমন করা জায়েয হবে কি? উত্তরে বলা হয়েছে-

না, আশা ও মাকসূদ পূরণের উদ্দেশ্যে কোন পীর বা ওলী-বুযুর্গের কবর বা মাযারে গমন করা জায়িয হবে না। এককমাত্র যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এবং আখিরাতের স্মরণের লক্ষ্যেই কবর যিয়ারত করা জায়িয। কবর-মাযারে গিয়ে নিজের হাজত চাওয়া সম্পZ হারাম ও মারাত্মক শির্ক গুনাহ্। বস্তুতঃ মাকসূদ বা আশা পূরণে একমাত্র মহ¡e আল্লাহর নিকট চাইতে হবে, অন্য কারো কাছে নয়। সে জন্য মাযারে যাওয়ার কে¡eC প্রয়োজন নেই। বরং নিজের ঘরে বা মসজিদে ইবাদত-বন্দেগী করে কিংবা সালাam হাজাত পড়ে মহান আল্লাহর নিকট নিজের হাজত পেশ করে দু'আ করবে।

[Bqp¡em g¡a¡Ju¡, 1j M™]

এখন আমার প্রশ্ন ওই উত্তর কতটুকু গ্রহণীয়? যদি সঠিক না হয় তাহলে কোরআন-হাদীসের দলীলসহ উত্তর দিলে ধন্য হবো।

EšI x যে কোন বৈধ আশা ও মাকসূদ পূরণের উদ্দেশ্যে কোন হক্কানী কামিল

পীর-মুর্শিদ বা ওলী- বুযর্গের মাযার শরীফে গমন করা এবং আল্লাহ্ তা'আলা fÐš বিশেষ রূহানী ক্ষমতার অধিকারী মনে করে তাঁদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর¡ °hdz আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে মূলত সাহায্যের মূলউৎস হচ্ছে মহান আল্লাহ্z আর সম্মানিত নবীগণ ও আল্লাহর পুণ্যাত্মা ওলীগণ হলেন ওই সাহায্যের বিকাশস্থm মাত্র। প্রকৃত মুসলমানগণ এ সহীহ আক্বীদা পোষণ করে থাকেন। সুতরাং আল্লাহর পুণ্যাত্মা বান্দাদের মাযারে গিয়ে নিজের হাজত প্রার্থনা করাকে 'হারাম ও ¢nIL' hm¡ মুসলমানদের উপর জঘন্য অপবাদ এবং মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। এ প্রসঙ্গে উপমহাদেশের সর্বজনমান্য মুহাদ্দিস হযরত আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতõ¡¢q Bm¡C¢q a¡I I¢Qa "B¢kqvতুল লুমআত' গ্রন্থে হযরত ইমাম গায্যালী রহমাতুল্লাহি আলাইহির উক্তি নকল করে বলেন,

قَالَ الْإِمَامُ الْغَزَّالِى مَنْ يُّسْتَمَدُّ فِىْ حَيَاتِهِ يُسْتَمَدُّ بَعْدَ وَفَاتِهِ

''ইমাম গায্যালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, যাঁর কাছ থেকে জীবদ্দশায় p¡q¡kÉ চাওয়া যায়, তাঁর মৃত্যুর পরেও তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা যাবে।

[Bn"CBam mj Ba, ¢ku¡I¡am Lh¥I AdÉ¡u]

qkIa Bhcm Bk£k jq¡¢Ÿp ®cqm¢i£ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q a¡I I¢Qa "a¡gp£I-C আযীযী, সূরা বাক্বারাহ্-এর আয়াতের তাফসীরে বলেন, ''আল্লাহর সচরাচর কায¡hm£ যেমন, সন্তানদান, রুজি-রোজগার বৃদ্ধিকরণ, রোগমুক্তিদান ও এ ধরনের অন্য ph কার্যাবলীকে মুশরিকগণ দুষ্ট ও পাপী আত্মা এবং প্রতিমার সাথে সম্পর্কযুক্ত করে থাকে, ফলে তারা কাফির বলে গণ্য হয়। আর মুসলমান এসব বিষয়কে Aল্লাহর ýLj h¡ a¡I সৃষ্ট জীবের বিশেষত্বের ফলশ্রুতি বলে মনে করেন কিংবা তাঁর নেক বান্দাহ্গণের দু'আ। আল্লাহর এ নেকবান্দাহ্গণ মহান রবের কাছে প্রার্থনা করে জনগণের মনোবাঞ্ছা fZ করেন। এতে এই সব মুসলমানের ঈমানের কোন ক্ষতি হয় না।'' [তাফসীরে আযীযী, পৃষ্ঠা ৪৬০]

ফতোয়া-ই শামীতে 'কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ' শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখ আQR যে, ''ইমাম শাফেঈ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, যখনই আমি কোন সমস্যার সম্মুখীন হতাম তখনই ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহির মাযারে চলে যেতাম, তাঁর বরকতেই আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যেত।''

দেওবন্দের শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী স্বীয় 'তারজমা¢u ®L¡IBe' miv dwZnvq إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ আয়াতের প্রেক্ষাপটে লিখেছেন যে, ''যদি কোন প্রিয়বান্দাকে রহমতে ইলাহীর মাধ্যম মনে করে তাঁকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সত্ত্বাগতভাবে সাহায্যকারী জ্ঞান না করে তাঁর কাছ থেকে বাহ্যিক সাহায্য ভিক্ষ¡ LI¡ হয়, তা'হলে তা বৈধ। কেননা, তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়া মূলতঃ আল্লাহ্ তা'Bm¡I কাছ থেকেই সাহায্য প্রার্থনার নামান্তর।''

সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীরা কোন নবী বা ওলীকে Aল্লাহ্ ¢Lwh¡

Aল্লাহর পুত্র জ্ঞান করে না। কেবল 'ওসীলা বা মাধ্যম' বলে বিশ্বাস করে। তাই তাঁদেI কাছে গিয়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করা এবং তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা LI¡ সম্পূর্ণ জায়েয ও বরকতময়। তদুপরি সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''যদি তোমাদের ঘোড়া বা সাওয়ারি সফরে বা জঙ্গলে হারিয়ে যায়, অথবা কোন মুসীবতের শিকার হয়ে যাও আর সাহায্যপ্রার্থনা কর¡I বাহ্যিকভাবে যদি কেউ পাওয়া না যায়, তবে তোমরা এ বলে সাহায্য প্রার্থণা LI اَعِيْنُوْنِىْ يَاعِبَادَ اللّٰه অর্থাৎ, ''হে আল্লাহর প্রিয়বান্দাগণ! আমাকে সাহায্য করুন'' (তাবরানী শরীফ)। এই হাদীসে স্বয়ং রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরের কঠিন মুহূর্তে মুসীবতের শিকার হলে আল্লাহর প্রিয় বন্ধুগণ থেকে সাহাkÉ চাওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন। যেহেতু আল্লাহর রহমত, করুণা, কৃপা ও সাহায্য লাভ LI¡I ওসীলা ও মাধ্যম হলেন আউলিয়া-ই কেরাম তথা আল্লাহর খাস বান্দাগণ। সুতরাং তাঁদের নিকট তাঁদেরকে ওসীলা মনে করে সাহায্য প্রার্থনা করা শির্ক নয় বIw প্রিয়নবীর পবিত্র হাদীস শরীফের উপর বাস্তব আমল। একে শির্ক ও হারাম ইত্যা¢c বলা কোরআন ও হাদীস শরীফ সম্পর্কে অজ্ঞতা, মূর্খতা ও আউলিয়া কেরামের প্রfa হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করার নামান্তর।

[তাবরানী শরীফ, তাফসীরে আযীযী ও আ¢kqvam mj"Ba CaÉ¡¢cz]

✍ **ইকবাল হোসেন**

®j¡q¡¢j¡cf¤I, Q¿NË¡j

❖ **fÐnÀ** সাধারণত আমরা মা-বাবা, শিক্ষক ও পীর-মুর্শেদকে কদমবুচি করে থা‡Lz কিন্তু অনেকেই বর্তমানে কদমবুচির বিপক্ষে কথা বলে। তাদের যুক্তি হল আল্লাহ্ hÉa£a কারো সমীপে মাথা নত করা যায় না, কদমবুচি করার সময় মাথা নিচু হয়ে য¡u, a¡C তা শির্কে পরিণত হয়। আমার প্রশ্ন হল- কদমবুচি করার সময় তো স্বাভাবিকভাবে মাথা নিচু হয়ে যায়, তাই বলে কি তা শির্ক হবে? এ ব্যাপারে কোরআন্ ও pæ¡qI আলোকে বুঝিয়ে বললে ধন্য হব।

🕮Eš¶x সম্মানিত পীর-মুর্শেদ, হক্বানী আলেম, মাতাপিতা ও উস্তাদ প্রমুখের হাতে-পায়ে চুমু খাওয়া জায়েয। সাহাবা-ই কেরামের পবিত্র আমল দ্বারা তা প্রj¡¢Zaz fÐpÜ q¡c£pNË¿""¢j nL¡a nI£g''-HI بَابُ الْمُصَافَحَةُ وَالْمُعَانَقَةُ অধ্যায়ের اَلْفَصْلُ الثَّانِىُّতে বর্ণিত আছে যে,

وَعَنْ ذِرَاعٍ وَكَانَ مَنْ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَّوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلَ يَدَ رَّسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَرِجْلَهُ

অর্থাৎ, ''হযরত যিরা' রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, যিনি আবদুল কায়সের প্রতিনিধিভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, যখন আমরা মদীনা শরীফে আসলাম তখন আমI¡

নিজ নিজ বাহন থেকে তাড়াতাড়ি অবতরণ করতে লাগলাম। অতঃপর আমরা হুজূর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হাতে ও পায়ে চুমু দিয়েছিলাম।''

[মেশকাত শরীফ]

এখানে উল্লেখ্য, কাউকে আল্লাহ্ g‡b করে ইবাদতের নিয়্যতে মাথা নত করা হলে তা শির্ক ও হারাম হবে। কিন্তু কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করার জন্য তার পায়ে চুমু দেওয়ার কারণে মাথানত করাকে শির্ক বলা নিছক মূর্খতা ও বোকামী ছাড়া আl ¢LR নয়। কারণ, পা চুম্বন করা মাথা নোয়ানো ছাড়া সম্ভবপর নয়। পায়ে চুম্বন করা হলে অবশ্যই মাথা নিচু করতে হয়। এখানে পায়ে চুম্বন করার সময় মুসলমান ওই ব্যক্তিকে কখনো উপাস্য বা Aাল্লাহ্ মনে করেন্ না। শুধুমাত্র সম্মানের জন্যই পায়ে চুম্বন করা হয়। এ প্রকার চুম্বন সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত, বিধায় তা জা‌েukz 'মাথা নত' হওয়ার কারণে শির্ক বলাটা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, এমন হাজারো কাজ-কর্ম আছে যা মাথা নত করা ব্যতীত সম্পাদন করা যায় না। যদি 'মাথা নত' LI¡ শির্ক হয়, তবে মানুষের জীবনযাত্রা অচল হয়ে যাবে। মূলতঃ মানুষের অন্তরেl নিয়্যতই এখানে বিবেচ্য। সম্মানিত ব্যক্তি ও বুযর্গানে দ্বীনের হাত-পা চুম্বন LI¡l °hda¡l Efl Cj¡j hcl¦Ÿ£e BCe£ Bm q¡e¡g£ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q pq£q বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'উমদাতুল ক্বারী'তে এবং ইমাম ইবনে হাজার আpL¡m¡e£ রহমাতুল্লাহি আলাইহি সহীহ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাত্হুল বারী'তে ¢hÙ¡¢la আলোচনা করেছেন।

✍ jq¡¢j¢c CLh¡m ýp¡Ce

fh ®ha¡N£, I¡‰¢eu¡

◈ fÐnÀ কেউ কেউ বলে থাকে যে, যে সকল মানুষের ললাটে দু'টো কালো দাগের চিহ্ন থাকবে, তারা মুনাফিক -এ কথা কতটুকু সত্য? সত্যিই কি তারা মুনাফিL?

📖Eš¡l x আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবা-ই কিরামের প্রশংসা করতে গিয়ে এরশাদ করেন,

سِيۡمَاهُمۡ فِىۡ وُجُوۡهِهِمۡ مِنۡ اَثَرِ السُّجُوۡد

অর্থাৎ 'তাঁদের চিহ্ন তাঁদের চেহারার মধ্যে রয়েছে সাজদার চিহ্ন হতে।' স¡q¡h¡-C ¢LI¡j ও তাবিঈগণ এ 'সাজদার চিহ্ন' এর ব্যাখ্যায় চারটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা¡-

HL. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ ও ইমাম হাসান বসরী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার মতে, -এটা ওই নূর যা কিয়ামত দিবসে তাদের চেহারায় সাজদার বরকতে দেখা যাবেz

cC. হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস ও ইমাম মুজাহিদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার মতে, হৃদয়ের কাকুতি-মিনতি ও নম্রতা এবং সৎগুণাবলীর চিহ্নাদি যা পুণ্যবান বান্দাদের ®Qq¡I¡u ü¡i¡¢hK f\‡e ফুটে ওঠে।

¢ae. Cj¡j q¡p¡e hpl£ J cvnnাক রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার মতে, ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য রাত্রি জাগরণের ফলে চেহারায় যে হলদে বর্ণ প্রকাশ পায়, তাই 'সাজদার চিহ্ন'z

Q¡l. ইমাম সা'ঈদ ইবনে জুবাইর ও ইকরামাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার মতে, ওযূর পানিl সিক্ততা এবং মাটির চিহ্ন যা মাটিতে সাজদা করার দ্বারা নাক ও কপালে লেগে থাকে।

উল্লিখিত চারটি অভিমতের মধ্যে প্রথম দু'টি অভিমতই অধিক শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য। কারণ, হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র উক্তি দ্বারা প্রথম দ'¢V অভিমত সমর্থনযোগ্য। যেমন- ইমাম তাবরানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর মু'জাম গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে,

وعن ابى بن كعب رضى الله تعالٰى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله عزّوجلّ سيماهم فى وجوههم من اثر السجود قال النور يوم القيامة - (رواه الطبرانى)

অর্থাৎ হযরত উবাই বিন কা'ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলõ¡q p¡õ¡õ¡ý Bm¡C¢q Ju¡p¡õ¡j Bõ¡ql h¡Z£ **سِيۡمَاهُمۡ فِىۡ وُجُوۡهِهِمۡ** HI hÉ¡MÉ¡u এরশাদ করেছেন যে, 'সাজদার চিহ্ন' হল ওই নূর যা কিয়ামত দিবসে প্রকাশ পাবে।

তবে অনেক তাফসীরকারক, আয়াতের প্রকাশ্য অর্থও গ্রহণ করেছেন। যেমন, তাফসীরে মাফাতিহুল গায়ব-এ বর্ণিত আছে যে,

قوله تعالٰى سيماهم فيه وجهان احدهما ان ذالك يوم القيامة وثانيهما ان ذالك فى الدنيا وفيه وجهان احدهما ان المراد مايظهر فى الجباه بسبب كثيرة السجود -

অর্থাৎ কপালের এ চিহ্ন দ্বারা দু'টি বিষয়কে বুঝায়, প্রথমত, তা হল কিয়ামত দিবসে প্রকাশ হবে, দ্বিতীয়ত, তা দুনিয়াতে বেশি সাজদা করার কারণে কপালে প্রকাশ পাবে।

সুতরাং কপালে বা নাকে সাজদার দরুন দাগ পড়ে থাকলে, তা বদআকীদাধারীর ¢Qq² hm¡ ¢WL euz L¡IZ, Cj¡j Suem B¢hc£e J qkla Bm£ nhiZ আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম)'র মত প্রখ্যাত ইমামগণের অনেকের এ প্রকার সাজদার নূরানী চিহ্ন ছিল বলে বর্ণনায় দেখা যায়। তবে কপাল বা নাকে 'সাজদার দাN' qJu¡ সম্পর্কে সঠিক বিশ্লেষণ ও অভিমত হল:

1. লৌকিকতা বশত ইচ্ছে করে এ দাগ সৃষ্টি করা হারাম ও কবীরাহ্ গুনাহ্। আল্লাহ্ e¡ LI¦L, এ দাগ জাহান্নামে প্রবেশ করার কারণ হবে, যদি বিশুদ্ধ অন্তরে তাওবাহ্ না কIz
২. যদি বেশি সাজদার কারণে এ দাগ এমনিই হয়ে থাকে wVK Av‡Q BI k¢c JC সাজদা লোক-দেখানোর জন্য হয়, তবে এ দাগ জাহান্নামের চিহ্ন।
৩. যদি ওই সাজদা একমাত্র আল্লাহর জন্য ছিল। কিন্তু এ দাগ পড়ার কারণে মনে মনে এ ভেবে খুশি হয় যে, এ চিহ্নের কারণে লোকেরা আমাকে ইবাদতকারী ও সাজদাক¡l£ (নামাযী) বলে জানবে, তবে সাজদার এ চিহ্ন তার জন্য অত্যন্ত মন্দ।

৪. এ চিহ্নের কারণে উপরোক্ত কোন কিছুর প্রতি যদি তার দৃষ্টিপাত না হয় তবে তা অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য। তবে শর্ত হল, আকীদা বিশুদ্ধ হতে হবে।

কারণ, বদআকীদা পোষণকারীর কোন আমল আল্লাহর দরবারে কবূল হয় না। সুতরাw বদমাযহাবী লোকের সাজদার কপালের দাগ মন্দ। সুন্নী তথা আহলে সুন্নাতের আক¢c¡ J আমলে বিশ্বাসী লোকদের কপালে সাজদার চিহ্ন লৌকিকতার কারণে হলে, মন্দ। অন্যথায় উত্তম ও ভাল। আর কোন সুন্নী মুসলমানের কপালে এ প্রকার সাজদার চিq² দেখে রিয়া বা লৌকিকতার অপবাদ দেওয়া ও মন্দ ধারণা পোষণ করা অত্যন্ত গ¢qa কাজ। মন্দ ধারণা অনেক সময় মিথ্যা ও গুনাহের কারণ হয়ে যায়।

সুতরাং, ললাটে একটা বা দু'টো দাগ থাকা একমাত্র মুনাফিকের চিহ্ন এ কথা ®L¡l Be J pæ¡q à¡l¡ fË¢Za euz

[ইমাম আ'লা হযরত শাহ্ আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক লিখিত 'ফa¡u¡-C Bg£L¡, J 'ফতোয়া-ই রেজভিয়া' এবং তাফসীরে কাবীর, কৃত ইমাম রাযী রহমাতুল্লাহি আম¡C¢q Ca£¡¢cz]

✍ **jq¡Çjc q¡¢hhl lqj¡e j¡¢eL**

fh ®ha¡N£, l¡‰¢eu¡

◈ **fËnÀ** কোন পীর-মুর্শিদের ছবি চুম্বন করা এবং ঘরে রাখাকে কতিপয় লোক কবীরা গুনাহ্ ও শির্ক বলে আখ্যায়িত করে। এ সম্পর্কে কোরআন-হাদীসের ভিত্তিতে বিস্¹¢la জানালে ধন্য হব।

Eš l x কোন প্রাণীর ছবি ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখা জায়েয নেই। কারণ, যে ঘরে প্রাণীর ছবি ঝুলানো থাকে সে ঘরে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না। তch, মাতা-পিতা, পীর-মুর্শিদ বা অন্য কারো স্মৃতি ধরে রাখতে ছবি অ্যালবামে বা গোপন স্থানে সংরক্ষণ করলে তাতে অসুবিধা নেই। আর পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফ এবং হুযূর প¡L সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় পাদুকা শরীফের নকশা বা ছবি তৈরি Ll¡ এবং তা ভক্তিভরে চুম্বন করাতে কোন অসুবিধা নেই। বরং উত্তম ও ফজীলতময়; এV¡ ওই পবিত্র চিহ্নসমূহের প্রতি মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ। বরং এ প্রকার ভক্তি-শ্রদ্ধ¡ fËne করা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

ومن يعظم شعآئر الله فانها من تقوى القلوب

অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান জানানো অন্তরে খোদাভীতি থাকার পরিÇuz

[pl¡ qSÅ-Bu¡a:32]

সম্মানিত মাতাপিতা ও পীর-বুযর্গদের অ্যালবাম বা গোপনস্থানে সংরক্ষিত ছবিpjq শুধুমাত্র স্মৃতিস্বরূপ বা তাঁদেরকে স্মরণে আবদ্ধ রাখার নিমিত্তেই হবে। শোভা fËne h¡ চুম্বন করার উদ্দেশ্যে নয়। কারণ, শোভা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যেকোন প্রাণীর ছবি ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখা বা কোন ছবিকে চুম্বন করা ফকীহগণের মধ্যে অনেকেই নাজায়েয J মাকরূহে তাহরীমাহ বলেছেন। [ফতোয়া-ই রেজভিয়া-৯ম খণ্ড, আহকামে তাসভীর ইত্যাদি]

◈ **fËnÀ** আমার এক বৌদ্ধধর্মের লোকের সাথে সম্পর্ক আছে। সম্পর্ক সে আমার সহপাঠী। সে আমাকে প্রতিদিন তার বাড়িতে যাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করে। প্রশ্ন qm, B¢j মুসলমান সে বৌদ্ধ। তার সাথে বন্ধুত্ব ও তার ঘরে গিয়ে কোন কিছু খাওয়া বৈধ হবে কিনা। তার সাথে আমার সম্পর্ক কি রকম হওয়া উচিত অনুগ্রহ করে জানালে ধন্য qhz

Eš l x হিন্দু-বৌদ্ধসহ যেকোন কাফির-মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব করা, পার্থিব প্রয়োজনীয় লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ছাড়া তাদের সাথে সর্বদা উঠাবp¡, চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি একজন মুসলমানের জন্য নাজায়েয। মহান আল্লাq তা'আলা কোরআনে এ প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন واما يُنسِينَّكَ الشيطٰن فلا تَقعُد بعد الـذكرٰى مع القوم الظالمين অর্থাৎ ''শয়তান যদি তোমাকে ভুলিয়ে দেয়, সুতরাং স্মরণ হওয়া মাত্রই জালিমদের (কাফিরদের) সাথে বসো না।'' [pl¡ BeB¡j:68]

পবিত্র কোরআন শরীফে মহান আল্লাহ্ কাফিরদেরকে বড় জালিম বলে উল্লেখ করেছেনz এরশাদ হচ্ছে- فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كذب على الله وكذّب بالصدق اذجآئهُ اليس فى جهنم مثوىً للكٰفرين অর্থাৎ, ''তার চেয়ে বড় জালিম কে আছে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করেছে এবং তার কাছে সত্য আসার পর সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেcR, দোযখ কি কাফিরদের ঠিকানা নয়? Aek¨B [pl¡ Sj¡-Bu¡a:32]

সুতরাং বুঝা গেল যে, কাফিরগণ হল বড় জালিম, আর যেখানে জালিমদের সাথে ওঠাবসা করতে নিষেধ করা হয়েছে, সেখানে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা তো আরে¡ j¡l¡aL Af l¡dz

তাছাড়া হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন من جامع المشرك وسكن معه فانه مثله অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুশরিকের সাথে মিলিত হয়েছে এবং তার সাথে সহাবস্থান করেছে সে ওই মুশরিকের অনুরূপ। [Bh c¡Fc]

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন-

لاتصاحب الا مؤمناً ولا ياكل طعامك الا تقى অর্থাৎ ঈমানদার ছাড়া অন্য কারো সাথে বন্ধুত্ব করোনা, আর তোমার খাদ্য নেককার ছাড়া অন্য কেউ যেন না খাuz

[Bqjc J a¡l¢jk£]

অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, এক সাথে প্রায় পানাহার করা, ভালবাসা ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে আর কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব হত্যাকারী বিষতুল্য। মহান আল্লাহ্ বলেন ومن يتولهم منكم فانه منهم অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে তাদের (কাফিরদের) সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে।

হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, المرء مع من اَحَبَّ অর্থাৎ মানুষ যার সাথে বন্ধুত্ব রাখে তার সাথে তার হাশর হবে। [বুখারী]

সুতরাং, হিন্দু-বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদীসহ সকল কাফির-মুশরিকের সাথে বন্ধুতÄ l¡ নাজায়েয ও গুনাহ্। হ্যা পার্থিব লেন-দেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে তাদের সাথে প্রকাশ্যে

সদ্ভাব বজায় রাখা জায়েয। হিন্দু-বৌদ্ধসহ সকল কাফির-মুশরিকদের জবাইকৃত পö। মাংস খাওয়া নাজায়েয বরং হারাম। এ ছাড়া অন্যান্য হালাল ও পবিত্র বস্তু তাদের ঘর, দোকান বা অফিসে খাওয়া বা গ্রহণ করা প্রয়োজনবশতঃ জায়েয ও বৈধ। তবে স¡dÉ অনুযায়ী বিধর্মীদের ঘরে খাওয়া-দাওয়া ও ওঠা-বসা ইত্যাদি থেকে বিরত থাক¡C Ešj f¿¡ J ¢el¡fcz

কাফির ও বিধর্মীদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন না করা প্রসঙ্গে পবিত্র কালামে মজী¢c jq¡e আল্লাহ্ আরো এরশাদ করেন,

لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين فمن يفعل ذالك فليس من الله فى شيء الا ان تتقوا منهم تقاة ... الاية

অর্থাৎ মুমিন কাফিরদেরকে (বাহ্যিক লেনদেন ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে) বন্ধু বানাতে পারে না মুমিনকে বাদ দিয়ে, অতঃপর যে (কোন মুমিন) এ রকম করবে অর্থাৎ মুমিনকে বাদ দিয়ে কাফিরদেরকে বন্ধু বানাবে আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে ন¡z

[সূরা আলে ইমরান:২৮]

সুতরাং, হিন্দু, বৌদ্ধ তথা যে কোন কাফির-মুশরিক ও বিধর্মীদের সাথে আন্¢lLa¡fZ বন্ধুত্ব স্থাপন করা যাবে না এবং তাদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া ও আহার গ্রহণ Ll¡ সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত জরুরি। এটাই কোরআন-সুন্নাহ্ তথা Cpm¡j£ শরীয়তের ফায়সালা। [সহীহ বুখারী, জামে তিরমিযী, সুনানে আবূ দাঊদ ও মাসনাদে Bqjc Ca£¡¢c]

✍Bmq¡SÅ¡qi¡¢jc jq¢pe ✍jq¡¢jc C¢mu¡p pJc¡NI

h¡cl, Q–N¡j

♦ f©ÐÀ মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ, আজমীর শরীফ ও সিরিকোট শরীফসহ যেকোন হক্কানী পীর-আউলিয়া কেরামের মাযার শরীফের ছবিকে স্পর্শ করার মাধ্যমে সম্ম¡e Ll¡ শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয কিনা জানিয়ে ধন্য করবেন।

🕮Ešl x পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফসহ যেকোন হক্কানী পীর-আউলিয়ার মাযার শরীফের ছবি অঙ্কন করা এবং ওই ছবি স্পর্শ করার মাধ্যমে সম্মান করা বা সম্মানার্থে নিজ মাথার উপর রাখা, ভক্তিসহ চুম্বন দেয়া জায়েয। আল্লামা ইমাম তাজউদ্দীন ফাকিহানী 'কিতাবুল ফজরিল মুনীর' গ্রন্থে প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লা¢q p¡õ¡õ¡ý আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওজা শরীফের নকশা বা ছবি অঙ্কন করা এবং একে সম্মান করা সম্পর্কে লিখেছেন,

من فوائد ذالك ان من لم يمكنه زيارة الروضة فليزر مثالها ويلمسه مشتاقا لانه ناب مناب الاصل كما قد ناب مثال نعله الشريفة مناب عينها فى المنافع والخواص شهادة التجربة الصحيحة ولذا جعلوا له من الاكرام والاحترام ما يجعلون للمنوب عنه...الخ

অর্থাৎ রওজা শরীফের নকশা বা ছবি অঙ্কন করার মধ্যে এ উপকারিতা নিহিত আছে ®k, যার আসল রওজা শরীফের যিয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন হয়নি সে যেন এটার (নকশা h¡ ছবির) যিয়ারত করে এবং ভক্তিভরে চুম্বন দেয়। কারণ এ ছবি আসল বা মূলের স্থলাভিষিক্ত। যেমনিভাবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরকতময় পাদুL¡l eLn¡l EfL¡¢la¡ J °h¢nøÉ fl£¢ra paÉ aj¡C B¢mj J jga£NZ eLn¡ h¡ R¢hl ক্ষেত্রে মূল বা আসলের মত সম্মান, মর্যাদা ও ভক্তি করার জন্য বলেছেন।

সুতরাং হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা আকদাসের ছবিকে সম্ম¡e, মর্যাদা ও চুম্বন করাকে জায়েয ও বরকতময় বলেছেন। অনুরূপ আল্লাহ্ ও তাঁর fÐ¡lpm সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়ভাজন তথা আউলিয়া-ই কিরামের মাযার ও আস্তানা শরীফের ছবিকেও মূল মাযার শরীফ ও আস্তানার মত সম্মান করা, চুমু ®cu¡ জায়েয ও বরকতময়। ইসলামী শরীয়তে এ ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই, তদুপ¢l ইমামগণ এটাকে জায়েয ও বরকতময় বলেছেন। তাই এটাকে শরীয়তের কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ ছাড়া নাজায়েয বলা অনুচিত। এ ধরনের কথা বলা আউলিয়া-C কিরামের প্রতি চরম বিদ্বেষের নামান্তর। [কিতাবুল ফজরিল মুনীর কৃত ইমাম a¡SŸ£e g¡¢Lq¡e£ J g¡aJu¡-C ®lS¢iu¡, 9j M™, La Cj¡j B'm¡ qkla n¡q Bqjc ®lk¡ lqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q Ca£¡¢c]

✍ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

Q–N¡j

♦ f©ÐÀ ইসলাম ধর্মে ঢোল, তবলা, হারমোনিয়ামসহ বিভিন্ন ধরনের বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে আউলিয়া-ই কিরামের শান বর্ণনা করা জায়েয আছে কি? জানানোর জন্য ¢he£a অনুরোধ করছি।

🕮Ešl x ঢোল, তবলা ও হারমোনিয়াম ইত্যাদি বাদ্য- বাজনাসহকারে গান-বাজনা বা আউলিয়া-ই কিরামের শান মান বর্ণনা করা নাজায়েয, হারাম। যা হারাম হJu¡ সম্পর্কে অধিকাংশ আলেমগণ ও আউলিয়া-ই কিরামের উক্তি দ্বারা প্রমাণিত। অধিক¡wn ফকীহ্গণের মতে বাদ্যবাজনা সহকারে কাওয়ালী ইত্যাদি পরিবেশন করা হারাম qJu¡ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাদ্যবাজনা সহকারে সামা মাহফিল বা কাওয়াল£ চিশতিয়া তরীকায় বৈধ মর্মে যে বর্ণনা করা হয়, তা সম্পূর্ণ বানোয়াট ও অপh¡c j¡œz ¢Qna£u¡ al£L¡l Ae£aj hkN qkla ®ek¡jŸ£e BE¢mu¡ lqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢ql R¡œ J Mm£g¡ qkla j¡Jm¡e¡ gMl¦Ÿ£e k¡ll¡i£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q B fe মুর্শিদের নির্দেশে লিখিত সামা বিষয়ক 'কাশফুল ফানা আন উসূলিস সামা' গ্রন্থে লিখেছেন যে, "আমাদের তরীকার মাশাইখগণের সামা বাদ্যযন্ত্রের অপবাদ থেকে jš² ছিল।" স্বয়ং হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি বাদ্য যন্ত্রসহকা¢l p¡j¡

নাজায়েয হওয়া মর্মে তাঁর ‘সিয়ারুল আউলিয়া’ গ্রন্থে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ¢hMÉ¡a ফিকহ্ ও ফতোয়াগ্রন্থ ‘দুররে মুখতার’ ৫ম খণ্ডে উল্লেখ আছে যে,

قال ابن مسعود صوت اللهو الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء النبات وفى البزازية استماع صوت الملاهى كالضرب على قضب ونحوه حرام لقوله عليه السلام استماع الملاهى معصية والجلوس عليها فسق والتلذذبها كفر اى بالنعمة

অর্থাৎ হযরত ইবনে মাসউদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, গান-বাজনার শব্দ অন্তরে তেমনিভাবে কপটতা জন্ম দেয় যেমনিভাবে পানি উদ্ভিদকে জন্ম দেয়। ‘ফতোয়া-ই বাযযাযিয়ায় উল্লেখ আছে, অনর্থক খেল-তামাশার শব্দ শ্রবণ করা যেমন, কাঠ বাজানো, অনুরূপভাবে অন্য কিছু বাজানো হারাম। কারণ, হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, খেল-তামাশা শ্রবণ করা নাফরমানী। তাতে বসা ফা¢pL£ এবং তা উপভোগ করা নিয়ামতের কুফরীর নামান্তর। তবে, বিশিষ্ট ফিকহ্‌বিদ Bõ¡j¡ jga£ °puc Bj£em qL gIq¡c¡h¡c£ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q Hhw AeÉaj আলেমেদ্বীন আল্লামা আবদুস্ সালাম ঈসাপুরীসহ কিছু সংখ্যক উলামা-ই কিরাম উপরোক্ত অধিকাংশ ফকীহ্‌গণের মত ও দুররে মুখতারের উপরোক্ত অভিমতকে অn£m গান-বাজনা ও অযথা খেল-তামাশা এবং বেহায়াপনার উপর প্রয়োগ করেছেন। তা‌l¡ আউলিয়া-ই কিরামের শান-মানে রচিত ভাল অর্থবোধক গজল এবং হাম্দ-নাত বাদ্যযন্ত্রসহকারে পবিত্র ও সুন্দর পরিবেশে বৈধ হওয়ার উপর মত ব্যক্ত করেছেন।

অবশ্য সাধারণ মুসলমানের জন্য সাধারণ অবস্থায় অধিকাংশ ফকীহগণের অভিমতের উপর আমল করাই নিরাপদ, শ্রেয় ও অপরিহার্য। যাতে হিতে বিপরীত না হয়। সা‌j¡ °hd হওয়ার পক্ষে মুহাক্কিক আলিমগণ বিভিন্ন শর্ত উল্লেখ করেছেন। বর্তমানে প্রায় ওই napjq ®a¡u¡,¡ Ll¡ qu e¡ ¢hd¡u p¡j¡l ja HL¢V f¢hœ Aeù¡e Yw-a¡j¡n¡u পরিণত হয়ে আউলিয়া-ই কিরামের অনেক দরবার কলঙ্কিত ও আপত্তিকর পরিবেশে রূপান্তর হয়েছে এবং ওলীবিদ্বেষী কুচক্রীমহল নানামুখী অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের Af fÐ¡p চালাচ্ছে। সুতরাং এ সব ব্যাপারে সকল ঈমানদার ও হক্কানী ওলীপ্রেমিক সুন্নী মুসলমানদের সুনজর অপরিহার্য। যেন ভন্ড, বে-শরাহ্, ফাসিক ও দুষ্টুচক্র সামা-কাওয়ালীর নামে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা সৃষ্টির সুযোগ না পায় এবং পÐa আউলিয়া-ই কিরামের দরবারসমূহের পবিত্রতা রক্ষা পায়।

✍ jq¡¿jc I¡jS¡e Bm£

h¡¢cIh¡e ®L¡V, h¡¢cIh¡e

◈ fÐnÀ সূরা হাক্কাহ্ এর ৪৩-৪৯ নম্বর আয়াতের অর্থ পড়ে জানতে পারলাম যে, কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেছেন- ‘‘এ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকট হ‌a

অবতীর্ণ। সে যদি কিছু রচনা করে আমার নামে চালাতে চেষ্টা করত আমি তাকে কঠোর হস্তে দমন করতাম এবং তার কণ্ঠশিরা কেটে দিতাম। তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না।’’ এতে আমার প্রশ্ন জাগে যে, আল্লাহ্ পাক আমার নবীজীর শানে এ ILj কঠোর ভাষায় কোরআনের বাণী পাঠিয়েছেন কি? জানতে আগ্রহী।

🕮 Eš I x যে মহান রব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘ইয়া আইয়ূহাল্ মুয্যাম্মিলু’, ‘ইয়া আইয়ুহ¡m মুদ্দাস্‌সিরু’, ‘ইয়া আইয়ুহান্ নাবিয়্যু’ ইত্যাদি প্রিয় শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছেন, যে হাবীবের শহর ও জীবন ও অবস্থার শপথ করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টির উপর যাঁর শান-মান-মর্যাদাকে বুলন্দ করেছেন, তাঁর ব্যাপারে এ প্রকার কঠোর ভাষা প¢hœ কোরআনে ব্যবহার হয়েছে বলে মনে করা মারাত্মক ভুল হবে।

সূরা আল্ হাক্কাহ্’র বর্ণিত আয়াতের পূর্বাপর আয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর‌m hT¡ k¡u যে, এসব আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা‌¢j l fÐa কঠোরভাষা প্রয়োগ করেন্ নি বরং এসব আয়াতে নুবুয়্যতের মত মহান দায়িত্ব J জিম্মাদারীর প্রতি মক্কার কাফিরগণকে সজাগ করা হয়েছে। কারণ, মক্কার কাফিরর¡ ýSl ¢m¡ল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে কবি আর কোরআনকে কাব্য বলে মনে করত, আবার কেউ কেউ হুজূরকে গণক বলে মনে করত। এসব আয়াতে কাফিরদের ওইসব প্রলাপের l জবাব খণ্ডন করা হয়েছে মাত্র। অর্থাৎ নুবুয়্যতের মত মহান কর্তব্য নিয়ে কোন নবী কখনো নিজের পক্ষ হতে একটি কথাও বানিয়ে বলতে পারেন না। অসম্ভব কল্পন¡u যদি তিনি নিজের পক্ষ থেকে একটি কথাও বানিয়ে বলতেন আর আল্লাহ্ এটা নীরবে মেনে নিতেন তবে নবী ও রসূল প্রেরণের মহান উদ্দেশ্যই ভূলুণ্ঠিত হত। নবী-রসূলের প্রতি কারো বিশ্বাস জন্মাতো না। তাই এ কাজের জন্য নবীগণকে অবশ্যই পাকড়¡J করতেন। কিন্তু আল্লাহর প্রেরিত কোন নবী-রসূল আল্লাহর হুকুম ব্যতীত নিজের পক্ষ থেকে একটি কথা উম্মতকে বানিয়ে বলেন নি। তাঁদের কথাতো আল্লাহরই কথা। ত¡C, নবীকে কবি, গণক বা তাঁর কথাকে কাব্য বলার কোন অবকাশ নেই। পক্ষান্তরে, H আয়াতসমূহে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান ও মর্যাদার কথাই ব‌m¡ হয়েছে। মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى অর্থাৎ ‘‘তিনি নিজের ইচ্ছায় কিছুই বলেননা বরং যা বলেন তা আল্লাহর নির্দেশেই বলেন।’’ [pl¡ eSj, Bu¡a-3-4]

সুতরাং পবিত্র কোরআনের মধ্যে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নেই। কাজেই আয়াতসমূহে পবিত্র কোরআনের আল্লাহর বাণী হওয়ার ব্যাপারে যেমন সংশয়মুক্ত কl¡ হয়েছে তেমনিভাবে তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দাদের মাঝে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়ার মধ্যে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেন্‌নি, বরং যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন এবং নুবুয়্যতের মহান দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করেন্ নি, তাই বুঝানো

হয়েছে। এতে আল্লাহ্ তা‘আলা তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম n¡e J মর্যাদার কথাই তুলে ধরেছেন।

কিন্তু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয়, নির্দোষ নবীর দোষ অন্বেষণকারী কতেক সম্প্রÐu H ph আয়াতের বাহ্যিক অনুবাদ দেখে বলে, এ আয়াতে আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম Gi প্রতি কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। অথচ পবিত্র কোরআন নবীকে ধমকানোর জন্য আসেনি বরং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র শান-মান-মর্যাদাকে বর্ণনা করার জন্য পবিত্র কোরআন এসেছে। তাই আল্লামা জামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন از ہمہ قرآں اید برائے تو صیف نبی Ab¡v পুরো কোরআন প্রিয় নবীর প্রশংসা করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। তাই কোরআনের নির্ভরযোগ্য তাফসীর, শানে নুযূল এবং পূর্বাপর না দেখে শুধু শাব্দিক অনুব¡c Ll¡ বিভ্রান্তির নামান্তর। সূরা আল্ হাক্বক্বার উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাপারে তাফসীরে কবীর, দুররে মানসূর, তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান এবং নূরুল ইরফান পূর্বাপরসহ fhÑ¡¢la দেখার জন্য অনুরোধ রইল। যাবতীয় বিভ্রান্তি দূরিভূত হয়ে যাবে ইন্শা আল্লাqz

✍ jq¡¢jc BRNl ✍ jq¡¢jc S¢jl
✍ jq¡¢jc l¡e¡

সরকারি সিটি কলেজ, PÆMvg

❖ fÐÀ মু’তাযিলা কারা? তাদের মতবাদ কি? মু’তাযিলা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

📖 Eš l x ইসলামের নামে যেসব ভ্রান্ত মতবাদ পৃথিবীতে জন্মেছে তন্মধ্যে মু’তাযিলা হল অনেক প্রাচীন। এ মতবাদের প্রবক্তা হলেন ওয়াসিল বিন আতা ও Bjl বিন ওবায়েদ। এ দু’জনই ছিলেন হযরত হাসান বসরী রদিয়াল্লাহু আনহুর ছাত্র। এক¢ce হযরত ইমাম হাসান বসরী রদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে কাবীরাহ্ গুনাহ্কারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে ইমাম হাসান বসরী রদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দেওয়ার আগেই ওয়াসিm বিন আতা তাঁর নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করেন এবং বলেন- কাবীরাহ্ গুনাহ্কারীকে j'¢je ও কাফির কোনটাই বলা যাবে না, বরং ঈমান ও কুফরের মধ্যবর্তীস্থানে তাঁর AhÙ¡ez তাঁর এ আচরণে বিরক্ত হয়ে ইমাম হাসান বসরী রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন قَـد اعْتَـزِلَ عَـنًـا (সে আমাদের ত্যাগ করেছে)। সে ইমাম nvmvb emix l¢cu¡õ¡ý Beýl djL খেয়ে তাঁর মজলিস ত্যাগ করেন এবং তখন নিজ মত প্রচার শুরু করেন। তখন থেকে H মতবাদে বিশ্বাসী লোকদেরকে মু’তাযিলা নামে AvL¨wqZ Kiv হয়। উমাইয়্যা আমলে খলীফা ইয়াযীদ ইবনে ওয়ালিদ মু’তাযিলা মত প্রকাশে সমর্থন করতেন। উমাইয়্যাদের পতনের পর মু’তাযিলারা আব্বাসীয়দের কাছে উদার সমর্থন লাভ করে। পরবর্তীতে খলীফা মামুনের কাছে আরো বেশি সমর্থন পায়। মামুনের পর আল্ মু’তাসিম J Bm

ওয়াতিক মু’তাযিলাদের সর্বাত্মক সমর্থন করেন। তাঁদের শাসনামলেই মু’তাযিm¡ jah¡c ব্যাপক সমর্থন লাভ করে।

j'a¡¢km¡ jah¡c jmax HL¢V k¢š²¢eil J h¢Üh¢šL jah¡cz a¡l¡ ¢hচারবুদ্ধিকে ওহী (প্রত্যাদেশ) এর মত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। ফলে তারা সবকিছুকে বিচারব¢Ül আলোকে বিবেচনা করে থাকে। তারা আল্লাহর গুণবাচক নামসমূহকে কদীম বা অনা¢c বলে বিশ্বাস করে না। তেমনি পবিত্র কোরআনকে সৃষ্ট (মাখলূক) বলে বিশ্বাস করে। তাদের মতে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুই অনাদি বা কদীম হতে পারে e¡z অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, আল্লাহ্ তা‘আলার জাত ও তাঁর সিফাত (…Z¡hm£) Ae¡¢cz ®a¡j¢e a¡l Aha£Z ®L¡lBe a¡lC h¡Z£ ®L¡e p¢ø eu hlw HV¡J আল্লাহর গুণ এবং অনাদি। তা’ছাড়া মু’তাযিলারা বিশ্বাস করে যে, মানুষ নি¢SC a¡l কর্মের স্রষ্টা। তারা পরকালে আল্লাহর প্রিয়বান্দাদের শাফা‘আতকে অস্বীকার করাসq e¡e¡ ভ্রান্তমতবাদে বিশ্বাসী। পরবর্তীতে ইমাম আবুল হাসান আল্ আশ‘আরী রহমাতুল্লা¢q আলাইহির প্রবল প্রতিরোধ ও খণ্ডনের কারণে মু’তাযিলা সম্প্রদায় পৃথিবী থেকে চিরতরে মুছে যায়। [শরহে আকাইদ-এ নাসাফী, কৃত আল্লামা তাফতাজানী, শরহে মাওয়াকিফ ও নিবরাp Ca£¡¢cz

✍ jq¡¢jc Bhcm j¡æ¡e ®lSi£

h¡nM¡m£ Bqj¡¢cu¡ Xmj f£l Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q j¡cl¡p¡

❖ fÐÀ আমরা জানি যে, হযরত খিজির আলাইহিস্ সালাম বিশুদ্ধমতে অলী ছিলেন। অথচ আমরা তাঁর জন্মবৃত্তান্ত এবং তিনি আদৌ জীবিত আছেন কিনা? থাকলে কিভাবে এবং কখন তাঁর ওফাত হবে? এ বিষয়গুলো জানিনা। এ ব্যাপারে তথ্যনির্ভর জবাব দিলে La¡b qhz

📖 Eš l x হযরত খিজির আলাইহিস্ সালামের পবিত্র নাম হল বালিয়া ইবনে মালিকান ইবনে ফালেখ ইবনে আমের ইবনে শালেখ ইবনে আরফাখশাদ ইবনে সাম ইবনে নূহ। তাঁর উপনাম আবুল আব্বাস আর উপাধি হল খাযির (খিযির)। হযরত খাযিরকে এজন্য ‘খাযির’ বলা হয় যে, যদি তিনি শুষ্ক মাটির উপর বসে যান, তবে সেখানে সবুজ ঘাস জন্মে। কতেক আলেমের মতে তিনি একজন অলী। কিন্তু আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ্ পানিপথী এবং অন্যান্য মুহাক্কিক আলেমগনের অভিমত হল তিনি একজন নবী ছিলেন। কারণ, অলীর ইলহাম দ্বারা (علـم ظنى) d¡lZ¡jmL ‘¡e A¢Sa হয় আর তাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ইলহাম দ্বারা হত্যার মত গুরুতর কাজ সমাধান করা জায়েয হতে পারে না। এ জন্য তাঁকে ‘নবী’ বলাটাই অধিক যুক্তি²kš²z Bl eh£l Cmj qm (علم يقين) সুনিশ্চিত জ্ঞান, যেখানে ভুলের কোন সম্ভাবনা নেই।

হযরত খাযির জীবিত বা ওফাত লাভ করেছেন -এ নিয়ে আলেমগণের মধ্যে যথেষ্ট f‍haL দেখা যায়। তাফসীরে মাযহারীতে ইমাম কাজী সানাউল্লাহ্ পানিপথী রহমাতুল্লা¢q আলাইহি লিখেছেন যে, হযরত kvBL Bqjc ®pl¢q‹c jS¡¢Ÿc-C Bmg p¡e£ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর কাশ্‌ফের মাধ্যমে যে কথা বলেছেন, তার মধ্যেই সh বিতর্কের সমাধান নিহিত আছে। তিনি বলেন- আমি নিজে কাশ্‌ফ জগতে হযরত খা¢kl আলাইহিস্ সালামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, আমি ও ইলিয়াp আলাইহিমাস্ সালাম উভয়ই বাহ্যিক দৃষ্টিতে জীবিত নই অর্থাৎ ওফাত হয়ে‡Rz ¢L¿º আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এরূপ ক্ষমতা দান করেছেন যে, আমরা জীবিত মানুষেl বেশ ধারণ করে বিভিন্নভাবে মানুষকে সাহায্য- সহযোগিতা করতে পারি।

উল্লেখ্য যে, হযরত খাযির আলাইহিস্ সালামের ওফাত ও জীবদ্দশার সাথে আক্বীদাNa অথবা কর্মগত কোন বিষয় জড়িত নয়। এ কারণেই কোরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কোন কিছু বলা হয়নি। তাই এ ব্যাপারে অতিরিক্ত আলোচনা I তর্ক-বিতর্কে Efe£a qJu¡ Ae¢Qaz

[সূরা কাহ্‌ফ, তাফসীরে জিয়াউল কোরআন, কৃত আল্লামা পীর করম শাহ্ আল্ আkq¡l£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q ও তাফসীরে মাযহারী, কৃত কাজী সানাউল্লাহ্ পানিপথী রহমাতুল্লাহি আলাইহি CaÉ¡¢cz]

✍ jq¡Çjc jÙg¡ L¡j¡m

®f¡j l¡, l¡‰¡eu¡, Q–NË

⦿ fËnÀ আযান ও ইকামতে 'আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদুর্ রসূলুল্লাহ্' বললে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয কিনা? এটাকে অনেকে নাজায়েয বলে থাকেz H সম্পর্কে সঠিক ফায়সালা জানিয়ে ধন্য করবেন।

🕮 Eš‹l x আযান ও ইকামতের মধ্যে 'আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্' শুনে উভয় হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখে চুম্বন করে চোখে লাগানো মুস্তাহাব ও বরকতময়z Bõ¡j¡ সৈয়দ মুহাম্মদ ইবনে আবেদীন শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'ফতোয়া-ই শামী'ca লিখেছেন যে,

يُستـحـب اَنْ يّـقَالُ عِنْدَ سِمَا عِ الْاُوْلٰى مِنَ الشَّهَادَةِ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَعِـنْـدَ الثَّانِيَةِ مِنهَا قُرَّةُ عَيْـنِـىْ بِکَ يَـارَسُـوْلَ اللّـٰهِ ثُـمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَـصـرِ بَـعْـدَ وضِعَ ظَفُرِیْ الْاِبْهَامَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَاِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام يَكُوْن قَائِدًا لَهُ اِلَى الْجَنَّةِ ۔ردالمختار، کتاب الصلوۃ، باب الاذان، ج ۱، صفحہ ۲۹۳

অর্থাৎ আযানের প্রথম শাহাদাত Ab¡v Bnq¡c Bæ¡ jq¡Çjv`vi রাসূলুল্লাহ্ öe¡l pju "p¡õ¡õ¡ý Bm¡uL¡ Cu¡ lpm¡õ¡q' Bl ¢àa£u n¡q¡c¡a öe¡l pju "Lll¡a BCe£ ¢hL¡ Cu¡ lpm¡õ¡q' Hhw a¡lfl "Bõ¡ýÇj¡ j¡a¢a'e£ ¢hpp¡j"D Ju¡m h¡p¡¢l'

বলবে এবং নিজের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলীর নখ P¤b K‡i দু'চোখের উপর লাগাবে -এটা করা মুস্তাহাব। যে ব্যক্তি এভাবে করবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে এরশাদ করেছেন- জান্নাতে আমি তাকে সাথে করে নিয়ে যাব।

-[lŸm jqa¡l, 1jLÊ-293f., p¡m¡a fh, Bk¡e AdÉ¡u]

qkla °puc Bqjc a¡qa¡i£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q "a¡qa¡i£ Bm¡ j¡l¡LÆ¡m ফালাহ' গ্রন্থে ইমাম ইবনে আবেদীন শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহির উপরোক্ত মত hÉš² করতঃ আরো লিখেছেন-

وذکـر الـديـلـمـی فی الفردوس من حديث ابی بکر الصديق رضی الله تعالٰی عنه مـرفـوعًـا مـن مسـح الـعيـن بباطن انملة السبابتين بعد تقبيلهما عند قول المؤذن اشهـد ان محمدًا رسول الله وقال اشهد ان محمدًا عبدهٗ ورسولهٗ رضيت بالله ربًا وَبالاسلام ديناوبمحمد صلی الله عليه وسلم نبيا حلَّت لَهٗ شَفَاعَتِیْ وکذاروی عن الخضر عليه السلام وبمثلهٖ يعمل بالفضائل ۔

অর্থাৎ ইমাম দায়লামী 'কিতাবুল ফেরদৌস'-এ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রদিয়াল্ল¡ý আনহু থেকে 'মারফূ' হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস¡õ¡j এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মুয়াযযিন 'আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাq' hm¡l pju শাহাদাত আঙ্গুলের পেট চুম্বন করার পর চোখের উপর মাসেহ করবে এবং 'আশ্‌হাc Bæ¡ jq¡Çj¡c¡e Bhcq Ju¡ lpmq, lc£a ¢hõ¡¢q l¡î¡J Ju¡¢hm Cpm¡¢j c£e¡J ওয়া বিমুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নাবীয়্যা' বলবে তার জন্য Bj¡l শাফা'আত হালাল হয়ে গেল। হযরত খাযির আলাইহিস্ সালাম থেকে এভাবে বর্ণিa আছে। আর এ প্রকার হাদীস ফযীলত অর্জনের জন্যই আমল করা হয়।

হযরত মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মাওযূয়াত-ই কবীর' কিতাবে লিখেছেন-

اذا ثبت رفعه الی الصديق رضی الله تعالٰی عنه فيکفٰی للعمل بهٖ لقوله عليه الصلوة والسلام عليکم بسنتی وسنة الخلفآء الراشدين ۔

Ab¡v H q¡c£p qkla Bh hLl ¢Qÿ¡ÏK রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে 'মারফূ' হিসেবে বর্ণিত হওয়া আমল করার জন্য যথেষ্ট। কারণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের উপর আমার সুন্নাত এবং আমার ন্যায়- নিষ্ঠ খলীফাগণের সুন্নাতের Efl Bjm Af¢lqikz Bl Bk¡e J CL¡j¡a R¡s¡J ýkl f¡L p¡õ¡õ¡ý Bm¡C¢q ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র নাম শ্রবণ করে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করা জায়েয ও মুসতাহ্‌সান। এতে ýkl f¡L p¡õ¡õ¡ý Bm¡C¢q Ju¡p¡õ¡j'l fËa pÇj¡e fËcne LI¡ quz Bl হুযূরের তা'যীম বা সম্মান যে কোন প্রকারে করা হোকনা তা সাওয়াব ও বরকতের কারZz

✍ **Ba¡El lqj¡e ®Q¢dl£**
Q¡¢ØVNË¡j, L¢jõ¡

🔷 **f@nÀ** মুসলমান ছাড়া অন্যান্য ধর্মের লোকদেরকে আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র উম্মত বলা যাবে কি?

📖 **Eš¡l x** উম্মত দু'প্রকার। ১. উম্মতে ইজাবাত এবং ২. উম্মতে দা'ওয়াত। উম্মতে ইজাবত বলতে তাদেরকে বুঝায় যারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দা'Ju¡a কবূল করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন এবং ঈমান গ্রহণ করেছেez আর উম্মতে দা'ওয়াত'র মধ্যে আল্লাহর সমস্ত সৃষ্টিজগৎ অন্তর্ভুক্ত। কারণ হুযূর স¡õ¡õ¡ý আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত লোকের জন্য রসূল হিসেবে প্রেরিত। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হচ্ছে, لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا Ab¡v ýkl p¡õ¡õ¡ý Bm¡C¢q Ju¡p¡õ¡j pjÙ জগতের ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরিত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজে এরশাদ করেছেন بُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ كَآفَّةً অর্থাৎ আমি সকল লোকের কাছে রসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।-[hM¡l£, 1j M™,62f]

সুতরাং অমুসলিমগণও হুযূরের উম্মতে দা'ওয়াত'র অন্তর্ভুক্ত। তাই তাদেরকে nh£l উম্মত বলা যাবে। -[Ju¡LÅ¡m g¡aJu¡, 2u M™]

✍ **jq¡Çjc ¢Su¡El lqj¡e**
p¡ÉcL pÇj¡e (C¢mn),
চট্টগ্রাম সিটি কলেজ

🔷 **f@nÀ** কাদিয়ানীদেরকে কেন কাফির বলা হয়? এরা তো নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত সবইতো পালন করে থাকে। প্রচলিত আছে, কাফিরকেও নাকি কাফির বলা যাবেনা। বিশুদ্ধ উত্তর জানিয়ে ঈমান-আমল রক্ষা করতে বাধিত করবেন।

📖 **Eš¡l x** কাদিয়ানীদের প্রতিষ্ঠাতা তথা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে শেষনবী হিসেবে মানতে অস্বীকার করেছে। যা পবিত্র কোরআন ও অসংখ্য হাদীসে রসূল দ্বারা প্রমাণিত। ¢kje পবিত্র কোরআনে এসেছে-

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ...

Ab¡v qkla jq¡Çjc jÙg¡ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের পুরুষদের কারো পিতা নয় বরং তিনি আল্লাহ্‌রই রসূল ও সর্বশেষনবী...। [pl¡ Bqk¡h, Bu¡a-40]

a¡R¡s¡ eh£ LI£j p¡õ¡õ¡ý Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j ®noeh£ qJu¡l Efl pLm p¡q¡h¡ এবং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন। তাই এরূপ একটি স্পষ্ট ও ইসলামের অন্যতম আক্বীদাকে অস্বীকার করার কারণে কাদিয়ানীদেরকে দ্বীeel Ae£¡e£ ýLj-BqL¡j, kb¡ e¡j¡k, qSÅk¡L¡a Caÿ¡¢c f¡me Ll¡l flJ L¡¢gl

বলা হয়। কাফিরকে অবশ্যই কাফির বলা যাবে যদি স্পষ্ট কুফরি প্রমাণিত হয়। ¢kje পবিত্র কোরআনের সূরা কাফিরূনে আল্লাহ্ প্রিয়নবীকে সম্বোধন করে বলেন قُلْ يَآاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ! (হে হাবীব! আপনি বলুন হে কাফিরগণ!) এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, কাফিরকে অবশ্যই কাফির বলতে হবে। আর প্রকৃত ঈমানদারকে অবশ্য মুমিন বা ঈমানদার বলে সম্বোধন করতে হবে। এটাই কোরআন- সুন্নাহ্‌র ফায়সালা।

[শরহে আক্বাইদে নাসাফী, নিবরাস, খিয়ালী ও শরহে মাওয়াক্বিফ ইত্যাদি]

🔷 **f@nÀ** আল্লাহ্ এক, রসূল এক, কোরআনুল করীম এক, হাদীস পাক এক তবে মুসলমানের ভিতর এত দল-উপদল কেন?

📖 **Eš¡l x** নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি দল ছাড়া সকলেই জাহান্নাj£z সাহাবা-ই কেরাম আরজ করলেন- হে আল্লাহ্‌র রসূল! সে দল কোনটি? আর তাঁCl নিদর্শন কি? উত্তরে প্রিয় রসূল এরশাদ করলেন, যে দলে আমি ও আমার সাহাবা-C কেরাম রয়েছেন। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, প্রিয় রসূলের উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। সকলের আল্লাহ্ এক, রসূল এক, কোরআন এক এবং হাদীসও এক। তথাপিও ৭২ দলের অনুসারী সকলেই জাহান্নামী। আর জান্নাতী দলের অনুসারী তাঁরাই, যারা Bõ¡ql lpm সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবা-ই কেরামকে সর্বোচ্চ সম্মান ও অনুসরণ করে। আর সে দলটি হল আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা সুন্নী মুসলম¡ez তারা নবীর শানে কোন প্রকার কটূক্তি করেনা, কোন সাহাবা-ই কেরামকে গাম¡¢c করেনা এবং আউলিয়া-ই কেরামের শানে বদআক্বীদা পোষণ করেনা যেমনটি করে থাকে ওহাবী-দেওবন্দী, শিয়া-রাফেযী- খারেজী ও মওদূদীপন্থী তথা জামা'আতে ইসল¡j£ Caÿ¡¢c ïøcmf¿£l¡z pal¡w f@¢Za ®k, pæ£ jpmj¡el¡C qLÅ¡Bl h¡L£ ph cmC ïøz

[হযরত পীরানেপীর দস্তগীর গাউসুল আযম শায়খ সৈয়্যদ আবদুল কাদের জীলানী l¢àu¡õ¡ý a¡"Bm¡ Beý LaL l¢Qa "...¢eu¡aa a¡¢mh£e', qkla ®j¡õ¡ Bm£ LÅ¡l£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢q রচিত 'মিরক্বাত শরহে মিশকাত' ও হযরত মোল্লা আহমদ জীবন রহমাতুল্লাহি আলায়হি কর্তৃক রচিত 'তাফসীরাতে আহমদিয়া' Caÿ¡¢cz]

✍ **q¡p¡e jq¡Çjc ¢Su¡EŸ£e ®Q¢dl£**
"H' hL, Q¡¢cN¡J Bh¡¢pL Hm¡L¡, Q–NË

🔷 **f@nÀ** মুজাদ্দিদ কাকে বলে এবং মুজাদ্দিদদের লক্ষ্য ও নিদর্শনাবলী কী? বস্তুত Bj¡l f@nÀm, Qacn na¡ë£l jS¡¢Ÿc ®L? ¢hnhÉ¡f£ a¡l ü£L¢a L£ lLj Hhw hs hs B¢mj-Jm¡j¡ à¡l¡ ¢a¢e jS¡¢Ÿc ü£La ¢Le¡? Bqj¢cu¡ S¡j¡u¡a ¢jk¡ গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ মনে করে। যেহেতু, আম¡l আহমদিয়া জামাতকে বাতিল বলে থাকি। তাই এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোকপাত করলে Ef¢La qhz

Ešl x মুজাদ্দিদ শব্দটি আরবি যা তাজদিদ ক্রিয়ামুল থেকে নির্গত, অর্থ: নতুনত্ব করা, পারিভাষিক অর্থে ধর্মীয় ও দ্বীনী ক্ষেত্রে এমন সব বিষয়ে পুণরুজ্জীবণ, পুZNWe J সংস্কার সাধন করা, যেখানে ধর্মীয় উপকারিতা নিহিত রয়েছে। বিশেষত: যে সমÙ dj£u বিষয়াদি ভণ্ড ও মুনাফিক্ব ও বাতিলচক্র কর্তৃক অবহেলা ও হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে এবং ইসলামী বিধানকে পরিবর্তন করার দুঃসাহস করা হয়েছে সে সব বিষয়াদিেL কোরআন-সুন্নাহর বিধান মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত করার নামই তাজদিদ এবং সংস্কারমূmL কার্যক্রম। দ্বীন পুণরুজ্জীবিত করণের এ মহান কাজ যিনি করেন তিনি ইসলামী প¢l i¡o¡u মুজাদ্দিদ। মুজাদ্দিদ এমন কতিপয় গুণাবলীর ধারক হবেন, যেসব গুণাবলীতে দ্বীন-C ইসলামের সামগ্রিক কল্যাণ নিহিত। ইসলামের বিধানকে প্রয়োগমুখী করতে তিfe নিবেদিত হবেন। মুজাদ্দিদ গবেষক হওয়া বাঞ্চনীয় নয়; বরং ইসলামের মূলধারা সুন্নীয়তের আদর্শে বিশ্বাসী ও বিশুদ্ধ আক্বীদার অধিকারী হওয়া আবশ্যক। ইসলামী জ্ঞানের গভীরতা ও বিজ্ঞ হওয়া, যুগের অদ্বিতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব হওয়া, দ্বীনের ¢exÜ¡b সেবক, কুসংস্কারের মূলোৎপাটনকারী হওয়া, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সাথে পার্থিব জীবনের ক্ষুদ্রতম স্বার্থকে জলাঞ্জলী দেওয়া, মুত্তাক্বী হওয়া শরীয়ত ও তরীকতের পূর্ণ পাবন্দ হওয়¡ Cpm¡j ও শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপে কঠোর প্রতিবাদী এবং মূলোৎপাটনে সর্বশক্তি নিয়োগ করার মানসিকতা সম্পন্ন হওয়া- মুজাদ্দিদের সহজাত বৈশিষ্ট্য। উল্লেখ্য, আল্লামা BmgvCj হক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র বর্ণনানুযায়ী যিনি মুজাদ্দিদ হবেন তিনি এক শতাব্দীর সমাপ্তিলগ্নে দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে হওয়া আবশ্যক। আল্লামা জালালুদ্দীন pua£ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি স্বীয় কিতাব 'মিরকাতুস্ সাউদে'ও একথা উল্লেখ করেছেন।

মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে মুজাদ্দিদ মনে করা মানে অভিশপ্ত শয়তানকে ফিরিশতাদের সর্দার মনে করার ন্যায়। কেননা সে মিথ্যা নবীর দাবীদার। শরীয়তের ফায়সালা মোতাবেক সে কাফের হিসেবে বিবেচিত। চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ্ আহমদ রেজা খাঁন ব্রেলভী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি। কেননা, তাঁর ব্যক্তিত্বে বাস্তবিকই দ্বীন সংস্কারের মহান গুণ¡hm£ J শর্তাবলী পূর্ণমাত্রায় সন্নিবেশিত হয়েছে। তিনি আজীবন ওহাবী, শিয়া, কাদিয়ানী£pq pLm বাতিল অপশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন তদুপরি তাঁর জন্ম ১২৭২ হিজরীর ১0 শাওয়াল এবং ওফাত ১৩৪০ হিজরীর ২৫ সফর, অর্থাৎ এক শতাব্দীর শেষে আগমন আরেক শতাব্দীতে প্রস্তান।

✍ jq¡¢jc j'¢jem qL

f¡W¡¢eu¡ ®N¡c¡, Q¡¾cN¡J, Q–NË¡j

✧ f-ÐÀ জনৈক মাওলানার মুখে শুনেছি- আমাদের নবী মাটির তৈরি। তিনি যদি

নূরের তৈরি হত, তাহলে নবীকে আকাশে দাফন করা হত। হাজ্বীরা হজ্ব করতে গেলে বিমানে চড়ে যিয়ারত করতে যেতো। আর এখন তো মাটিতে নেমেই যিয়ারত করেz ¢a¢e আরো বলেন- সিদ্দীক্ব-ই আকবর, ফারূক্ব-ই আযম এবং আমাদের নবী একই মাটি থেকে তৈরি। তাই তিন জনকে এক জায়গায় দাফন করা হয়েছে। এ প্রশ্নের উত্তর fÐ¡¢nÑz

Ešl x আমাদের প্রিয়নবী নূরানী নবী। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে- قد جاء كم من الله نور وكتاب مبين অত্র আয়াতে নূর দ্বারা আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকেই বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাপারে pLm a¡gp£lL¡lLNZ HLjaz a¡C Eš² j¡Jm¡e¡l Hl¦f k¤š² fÐcnÑe Ah¡¿¹l, ¢i¢šq£e, বিভ্রান্তিকর ও প্রিয় নবীর শানে চরম বেআদবী। পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীস শরী¢gl মোকাবেলায় বিপরীত যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়; বরং অনেকাংশে নিজের যুক্তি দ্বা¡ f¢hœ কোরআন-হাদীসকে অস্বীকার করার মত ধৃষ্টতার নামান্তর। হয়। যেমনটি করেছিল অভিশপ্ত ইবলীস। বাকী রইল দাফনের বিষয়। এ ধরনের আকীদা পোষণ করা নিঃসন্দেহে গোমরাহী ও কুফরী। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ইন্তিকালের পর নূরানী নবী হওয়া সত্ত্বেও দাফন হওয়া হুযূরের বশরিয়াতের বৈশিষ্ট্যের কারণে। যেহেতু হুযূরের পবিত্র সত্তায় নূরানিয়াতের সাথে বশরিয়াতের বৈশিষ্ট pj¢ea রয়েছে, সেহেতু বশরিয়াতের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের সাথে সাথে দাফন হওয়ার বৈ¢nøÉJ স্বাভাবিক। সুতরাং সেটা নিয়ে যেমন আপত্তির অবকাশ নেই, তেমনি হুযূরের নূরানিয়াতকে ও অস্বীকার করার জো নেই। তাছাড়া, হুযূরকে আকাশে দাফন কর¡l k¤š²¤V HL¢V nua¡e£ k¤š²j¡œz

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ইন্তিকালের পর নূরানী নব£ qJu¡ সত্ত্বেও মদীনা শরীফে দাফন করা হয়েছে সমগ্র উম্মতের কল্যাণার্থে। তদুপরি, qkla সিদ্দীক্ব ও ফারূক্বকেও নবী পাকের পাশে দাফন করার যুক্তি দেখিয়ে নূরের নবীকে মাটির মানুষ বলার অপচেষ্টাও ধৃষ্টতার শামিল। কারণ, নবীর হাক্বীক্বত ও উম্মতের হাক্বীক্বতের মধ্যে বিরাট বিদ্যমান। হযরত সিদ্দীক্ব-ই আকবর ও ফারূক্ব-ই আ'য j রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা নবী করীমের আনুগত্য ও ভালবাসায় অসাধারণ উন্নতি করার ফলেই নূরনবী তাঁর পাশে চিরদিনের জন্য স্থান দিয়ে তাঁদেরকে ধন্য করেছেন। সুতরাং এটাকে নবী পাকের নূরানিয়াতকে অস্বীকার করার যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানোর ®L¡e AhL¡n ®eCz

✍ jq¡¢jc j¢qEŸ£e

p¡a a¡l¡ i he, Q¡¾cN¡J, Q–NË¡j

✧ f-ÐÀ 'আলায়হিস্ সালাম' কি নবীদের জন্যই নির্দিষ্ট। ইমাম মাহদী নবী না হলেও

তাঁর নামের পেছনে 'আলায়হিস্ সালাম' ব্যবহার করার কারণ কি? দলীলসহ জানাবেন।

📖EšI x ইসলামে পরস্পর সালাম প্রদানের বিভিন্ন নিয়ামাবলী রয়েছে। একটি নিয়ম হল- গায়ব তথা পুরুষের সর্বনাম দ্বারা সালাম প্রদান করা। যেমন 'মূp¡ Bm¡u¢qp সালাম'। এরকম কারো নামের সাথে আলায়হিস্ সালাম যুক্ত করে সালাম দেওয়¡ আম্বিয়া-ই কেরাম ও ফিরিশ্তাদের জন্যই নির্দিষ্ট, অন্য কারো জন্য পৃথকভাবে °hd euz কিন্তু অন্য নাম যদি আম্বিয়া-ই কেরাম ও ফিরিশতাদের সাথে যুক্ত অবস্থায় হয়, তবে তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। মোল্লা আলী ক্বারী আলায়হির্ রহমত স্বীয় কিতাব মিরকাতের ২য় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন

السلام كالصلوٰة يعنى لايجوز على غيرالانبياء والملٰئكة الاتبعا

অর্থাৎ সালাম সালাতের মতই অর্থাৎ আম্বিয়া-ই কেরাম ও ফিরিশতা ছাড়া অন্য কারো জন্য 'আলায়হিস্ সালাম পৃথকভাবে বৈধ নয়। কিন্তু তাঁদের সাথে অন্যজনকে মিলানো হলে বৈধ হবে। অতএব উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল সাহাবা-ই কেরাম ও আহলে বায়তে রসূল তথা ইমাম মাহদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু যেহেতু নবী ও ফিরিশ্তা ne, a¡C öd তাঁদের নামের সাথে আলায়হিস্ সালাম পৃথকভাবে বলবেনা। কিন্তু যদি তাঁদেl e¡j eh£ ও ফিরিশতাদের সাথে যুক্ত হয়, তখন অসুবিধা নেই।

◈ fÐÀ বর্তমান শতাব্দী পর্যন্ত মুজাদ্দিদগণের সঠিক তালিকা প্রদান করলে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকব।

📖EšIx নিম্নে মুজাদ্দিদগণের তালিকা প্রদত্ত হল:

¢qS¢l 1j na¡ë£l jS¡¢Ÿc :

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয রদ্বিয়াল্লাহু আনহু। জন্ম ১৯ হিজরী ওফাত ১১২ হিজরী। তিনি খারেজী সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত মতবাদের মূলোৎপাটন করে ইসলামকে পুণরুজ্জীবিত করেন।

¢qS¢l 2u na¡ë£l jS¡¢Ÿc :

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলায়হি। তাঁর ওফাত ২৩০ হিজরি। তিনি মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত চিন্তাধারার মূলোৎপাটনে বৈপ্লবিক সংস্ক¡l p¡de করেছেন।

¢qS¢l 3u na¡ë£l jS¡¢Ÿc :

Cj¡j Bqjc e¡p¡D lqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢qz S¾j 270 ¢qS¢l Hhw Jg¡a 340 হিজরি। তিনি জাহমিয়া সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত আক্বীদার মূলোৎপাটন করেন।

¢qS¢l 4b na¡ë£l jS¡¢Ÿc :

qkla Cj¡j h¡uq¡LÅ£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢q J qkla Cj¡j h¡¢Lõ¡e£ lqj¡aõ¡¢q আলায়হি। উভয়ে সমসাময়িক। তাঁরা রাফেযী ফিরকার মূল উৎপাটন করেছিলেন। উভয়ে তৃতীয় শতাব্দীর ২০/২৪ বছর এবং ৪র্থ শতাব্দীর ৪২/৫৫ বছর পেয়েছিলেন।

¢qS¢l 5j na¡ë£l jS¡¢Ÿc :

Cj¡j gMl¦¨` N¡kk¡m£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢qz S¾j 470 ¢qS¢l, Jg¡a 560 ¢qS¢lz তিনি ক্বদরিয়া ফির্কার ভ্রান্ত আক্বীদার বিরুদ্ধে জিহাদ করে মূল ইসলামী আক্ব£c¡l হিফাযত করেছিলেন।

¢qS¢l 6ù na¡¢ël jS¡¢Ÿc :

Cj¡j gMl¦Ÿ£e l¡k£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢qz ¢a¢e 5j na¡ë£ J 6ù na¡ë£ পেয়েছিলেন। তিনি মুসলিম জাতিকে ফির্কায়ে জহমিয়া ও গ্রীক দর্শনের প্রভাব jš² করেছিলেন।

¢qS¢l 7j na¡ë£l jS¡¢Ÿc :

ইমাম তক্বী উদ্দীন ইবনে দকী KjC` Bhc£z S¾j 675 ¢qS¢l J Jg¡a 770 হিজরি। তিনি ফির্কায়ে আরিয়ার শক্তিকে ধ্বংস করে তাদের ভ্রান্ত তাওহীদ থেেL jp¢mj মিল্লাতকে রক্ষা করেছিলেন।

¢qS¢l 8j na¡ë£l jS¡¢Ÿc :

হাফেয ইবনে হাজর আসক্বালানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর। ৮১৫হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। তিনি বাহায়ী ফের্কা নিশ্চিহ্ন করণে অতুলনীয় ভূমিকা রেখেছেন।

¢qS¢l 9j na¡ë£l jS¡¢Ÿc :

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। তিনি গ্রীক দর্শনের ক্ষতিকর fÐ¡h থেকে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করেন। Id¡Z 911¢nR¡x| [HaVL hZe¡ ¢La¡h BEe£j মাবূদ শরহে আবূ দাঊদে উল্লেখ আছে৷

¢qS¢l 10j na¡ë£l jS¡¢Ÿc :

মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি। তিনি বাদশাহ্ আকবরের 'দ্বীন-ই ইল¡q£'l বিরুদ্ধে কলম ও মুখ দিয়ে জিহাদ করেন। Id¡Z 9014¢nR¡i|

¢qS¢l 11cn na¡ë£l jS¡¢Ÿc :

qkla n¡uM Bqjc g¡l¦LÅ£pl¢q¾c£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢qz S¾j 917 ¢qS¢l l 10 মুহাররম, ওফাত ১০৩৪ হিজরির ২৮ সফর। তিনি বাদশাহ্ আকবর ও জাহাঙ্গীরের কুফরী কানুনসমূহের LÛb বিরোধিতা করে মুসলমানজাতিকে রক্ষা করেছিলেন। অনেকেই এ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হিসেবে শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হিকেও গণ্য করেছেন। যেহেতু তিনি কলম দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন।

¢qS¢l 12cn na¡ë£l jS¡¢Ÿc :

ইমাম মুহিউদ্দীন আওরঙ্গজেব রহমাতুল্লাহি আলায়হি। জন্ম ১০২৮ হিজরি, ওফাত ১১17 হিজরি। তিনি ধর্মত্যাগী ও খোদাদ্রোহী বাতিল অপশক্তির মোকাবেলায় জীবন A¢ah¡¢qa করেছেন।

¢qS¢l 13cn na¡ë£l jS¡¢Ÿc :

qkla n¡q Bhcm Bk£k gnwÏm †`nj f¤ lqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢qz S¾j 1159 হিজরি, ওফাত ১২৩৯ হিজরি। তিনি নজদী ওহাবী মতবাদের বিরুদ্ধে কলমী জিহাদে Aha£Z qez

¢qS¢l 14cn na¡ë£l jS¡¢Ÿc :

Cj¡j B'm¡ qkla n¡q Bqjc ®lk¡ M¡e ®hÐmi£ lqj¡aõ¡¢q a¡"Bm¡ Bm¡u¢qz S¾j 10 n¡Ju¡m 1272 ¢qS¢l, Jg¡a 25pgl 1340¢qS¢lz ¢a¢e p¡l¡ S£he Jq¡h£, শিয়া, কাদিয়ানী ও সকল বাতিল অপশক্তির বিরুদ্ধে সফল অভিযান করেছেন।

[‘ফতোয়ায়ে নঈমী’ কৃত আল্লামা ইক্তিদার আহমদ নঈমী]

এ শতাব্দীতে নজদী-ওহাবী-দেওবন্দী ও মওদূদী ফের্কার বিরুদ্ধে ইমাম-এ আহলে p¤æ¡a গাযী-ই দ্বীনও মিল্লাত আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ আযীযুল হক শেরেবাংলা আলকাদেরী রহমাতুল্লাহি আলায়হিও ওয়ায-নসীহত ও বাহাস-মুনাযারার মাধ্যমে বাংলার জমিনে সফল জেহাদ করেছেন এবং তাদের ষড়যন্ত্রকে তছনছ করে দিয়ে মুসলিম মিল্লাতকে রক্ষা করে মুজাদ্দিদের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন।

¢qS¢l 15cn na¡ë£l jS¡¢Ÿc :

গাউসে যামান আলে রসূল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আm¡u¢qz তিনি বাংলাদেশ, বার্মা, পাকিস্তান ও মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে অসংখ্য দ্বীনী fÐ¢aù¡e, মাদরাসা, মকতব, মসজিদ, খানেক্বাহ্, তরজুমান -এ আহলে সুন্নাত, গাউসিয়া L¢j¢V J জশনে জুলূসে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইত্যাদি কায়েম করে আহলে সুন্নাত ওয়া j জামা‘আতকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছেন সাথে সাথে নজদী, ওহাবী, খারেজী ও বাতিল ফের্কার বিরুদ্ধে সফল মোকাবেলা করেছেন। উল্লেখ্য, Qacn শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম আ’লা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি পর্যন্ত মুজাদ্দিদগণেl a¡¢mL¡ q¡L£jm EÇja jga£ Bqjc Cu¡l M¡e eDj£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢q'l সাহেবযাদা আল্লামা মুফতী ইক্তিদার আহমদ খান নঈমী রচিত ফতোয়ায়ে নঈমীর আলোকে চয়ন করা হয়েছে। তবে কোন কোন লেখক ভিন্নরূপেও মুজাদ্দিদগণের তা¢mL¡ প্রণয়ন করেছেন। এ ব্যাপারে স্বীয় মতাদর্শের আলোকে লেখকগণ মুজাদ্দিদগণের তালিকা চয়ন করেছেন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

✍মুহাম্মদ আবুল কাসেম
Ešl dhe£, q¡a£h¡å¡, m¡mj¢ZIq¡V

❖ fÐnÀ ‘ফতোয়ায়ে রশিদিয়া’য় আছে হুজূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র জন্য ‘রহমাতুল্লিল আলামীন’ খাস নয়। অন্যান্য নবী, আউলিয়া ও আলিমদেরকেও রহমাতুল্লিল আলামীন বলা জায়েয আছে। এই কথা লেখা ও বিশ্বাস করা গোমরাহী

wKbv? রশীদ আহমদ গাঙ্গূহীর উক্ত কথাটি কতটুকু গোমরাহীপূর্ণ বুঝিয়ে বলবেন।

📖Ešl x সুলতানুল আরিফীন মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বীয় রচিত কিতাব ‘খাসাইসে কুবরা’ শরীফে ‘রহমাতুল্লিm Bm¡j£e' HC ...Z¢V jq¡eh£ p¡¢uÉcm j1p¡m£e p¡õ¡õ¡ý Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j'l Se£ খাস হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং উক্ত বর্ণনার শিরোনামে লিখেছেন-

باب اختصاصه بانه بعث رحمة للعٰلمين

অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে রহমাতুল্লিল আলামীন হিসেবে cfÐZ করা হয়েছে, এটা তাঁর খাস বৈশিষ্ট্য। আর ‘বাহারে শরীয়ত’ গ্রন্থে Q`¡"k ki¡qv qkla BjS¡c Bm£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢q عقائد متعلقه بنبوت পরিচ্ছেদে নবীদের সম্পর্কে আক্বীদার দীর্ঘ বর্ণনার পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র বিশেষত্বেl hZe¡ দিয়েছেন, সেখানে তিনি লিখেছেন-

عقیدہ: حضور اقدس ملائکہ انس وجن وحور وغلمان
وحیوانات وجمادات غرض تمام عالم کیلئے ’رحمت‘ ہیں

Ab¡v: ""ýSl BLl¡p p¡õ¡õ¡ý Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j ¢g¢lna¡, ¢Se, ql, ¢Nmj¡e প্রাণীজগত ও জড়পদার্থ তথা সমগ্র জাহানের জন্যই ‘রহমত’।’’

তদুপরি মহান আল্লাহ্ স্বীয় জাত সম্পর্কে ‘রব্বুল আলামীন’ বলেছেন এবং প্রিয় হ¡h£h সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে ‘রহমাতুল্লিল আলামীন’ বলেছেন। সুতরাং দ্বিপ্রহরের সূর্যালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, যেভাবে মহান আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কা¢l¡ Se£ ‘রব্বুল আলামীন’ বলা প্রযোজ্য হতে পারেনা, সেভাবে আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী তা¡l q¡h£h ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টির জন্য ‘রহমাতুল্লিল আলামীন’ প্রযোজ্য নয়।

সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র বিশেষত্বকে অস্বীকার করে আরে¡ অনেকেই রহমাতুল্লিল আলামীন হতে পারে বলে আক্বীদা পোষণ করা মহানবীর মর্যাদা ræ Ll¡l e¡j¡¿¹lz [Bõ¡j¡ Cj¡j S¡m¡mŸ£e pua£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢q l¢Qa ‘খাসাইসে কুবরা’ ইত্যাদি]

✍মুহাম্মদ আবদুল মালেক মাণিক
q¡¢cl f¡s¡, N™¡j¡l¡, h¡nM¡m£, PÆMvg

❖ fÐnÀ রাতসমূহের মধ্যে কোনরাতটি সর্বোত্তম লাইলাতুল ক্বদর, না মিলাদুন্নবী? আর দিনসমূহের মধ্যে কোন দিনটি সর্বোত্তম? এ ব্যাপারে কোরআন-হাদীসের দm£m সহকারে জানালে উপকৃত হব।

📖Ešl x গোটা বছরের রাতসমূহের মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র এ ধরাধামে শুভ আগমনের রাত তথা মিলাদুন্নবীর রাত হল সর্বোত্তমz

এমনকি শবে ক্বদর ও শবে বরাত হতেও। কেননা, মিলাদুন্নবীর রাত হচ্ছে স্বয়ং সৃষ্টিসেরা p¡C¢uÉcm j¤lp¡m£e n¡g£"Em jk¢eh£e, Iqj¡a¢õm Bm¡j£e p¡õ¡õ¡ý Bm¡C¢q ওয়াসাল্লাম'র শুভাগমনের রাত। আর শবে কদর হল মহান আল্লাহ্ কর্তৃক প্রিয় হাবীবকে তাঁর উম্মতের জন্য দেওয়া একটি উপহার। আর উপহার কখনো উপহার প্রাপকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারেনা। তদুপরি বোখারী শরীফের ব্যাখ্যাকারী আল্লামা কাস্তলানী Iqj¡aõ¡¢q আলায়হি রচিত 'মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়া'তে উল্লেখ করেছেন, ''মিলাদুন্নবীর রাত শবে ক্বদরের চেয়েও উত্তম।'' তিনি এ প্রসঙ্গে তিনটি কারণ ব্যক্ত করেছেন।

HL. মিলাদুন্নবীর রাত হল পৃথিবীতে মহানবীর তাশরীফ আনয়নের রাত। আর শবে ক্বদর হল তাঁকে (উম্মতের জন্য উপহার হিসেবে) দান করা হয়েছে এমন একটি l¡az তাই শবে ক্বদরের চেয়ে মিলাদুন্নবীর রাত উত্তম।

cC. শবে ক্বদরে এ পৃথিবীতে জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম বিশাল ফিরিশ্তার বহর নিয়ে আগমন করেন বলে শবে ক্বদর অন্যান্য রাত থেকে শ্রেষ্ঠ। তদুপরি শবে ক্বদরে পh¢œ কোরআনও নাযিল হয়েছে। কিন্তু মিলাদুন্নবীর রাতে যিনি সৃষ্টিকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ, jq¡e আল্লাহর একমাত্র উদ্দেশ্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র এ ধরাবুকে শুভাগমন ঘটেছে (যাঁর কাছে ফিরিশ্তাদের প্রধান জিব্রাঈলকে দিয়ে কোরআন শরীফকে পাঠানো হয়েছে)। তাই শবে ক্বদর থেকে শবে মিলাদুন্নবী উত্তম।

¢ae. শবে ক্বদরে শুধুমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীর উপর আল্লাহর কোরআন, দয়া ও মেহেরবানী AeZxY হয়েছে। কিন্তু মিলাদুন্নবীর রাতে সমগ্র সৃষ্টিজগতের উপর মহান আল্লাহর সুমহান দয়ার (রহমাতুল্লিল আলামীন) বর্ষণ হয়েছে। আর প্রিয় রসূলের কারণে সৃষ্টিকুলকে মহান আল্লাহর মেহেরবানী ও নি'মাতসমূহ প্রদান করা হয়েছে, এমনকি শবে ক্বদর, শবে বরাত ইত্যাদি। যাঁর ওসীলায় আমরা শবে ক্বদর ও শবে বরাত পেয়েছি তাঁর শুভাগমনের রাতের মর্যাদা ও কল্যাণ অবশ্যই অন্য রাতের চেয়ে অনেক বেশি। আl¡ উল্লেখ থাকে যে, শবে ক্বদর সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ সূরা ক্বদরে এরশাদ করেছেe ''হাজার মাসের চেয়েও লায়লাতুল ক্বদর অনেক উত্তম''। আর প্রিয়রসূল সাল্লাল্ল¡ý আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন- ''(হে হাবীব!) আপনাকে আমি প্রেরণ করিনি, কিন্তু কুল কায়েনাতের রহমত ব্যতীত।'' যেভাবে আসমান-যj£e, Q¾cÐk, Sm-Ùm, Bl¦n-Ll¢p£, j¡eh-c¡eh, ¢Se-Cep¡e, eh£-Ipm, ¢g¢lna¡, মাস-বছর-সপ্তাহ, দিন-রাত বস্তুত সৃষ্টিজগতের সবকিছুই প্রিয় bex Iqj¡a¢õm আলামীনের রহমতে ধন্য হয়েছে। এমনকি শবে ক্বদর ও শবে বরাতসহ অন্যান্য দিন-রাতও রহমাতুল্লিল আলামীনের রহমতেই ধন্য ও মর্যাদাবান হয়েছে। ফলে বিnMÉ¡a ইমাম হযরত আহমদ বিন হাম্বল রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও শারেহে সহীহ বুখারী ইমাম

কাস্তলানী রহমাতুল্লাহি আলায়হিসহ অনেকেই মিলাদুন্নবীর পবিত্র রজনীকে শবে ক্বদরের চেয়েও আফজল ও বেশি মর্যাদাবান বলে উল্লেখ করেছেন।

[n¡uM Av㑠হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি কৃত: 'মাদারিজুন্ নুবূয়াত' Hhw Cj¡j L¡Ùm¡e£ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q La: "Bm j¡Ju¡¢qhm m¡c¤æu¡'z]

f*ÐÀ রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র পিঠ মুবারকে যে 'মোহরে নুবূয়াত' ছিল তা কি নুবূয়াত প্রকাশের পূর্ব থেকেও ছিল? এতে কী লেখা fRm? ®L¡e সৌভাগ্যবান সাহাবী সর্বপ্রথম মোহরে নুবূয়াত দেখেছিলেন দলীলসহকারে জানালে খুশী qhz

Eš l x কোন নবী দুনিয়াতে তাশরীফ আনার পর নবী হননা। বরং প্রত্যেক নবী, নবী হয়েই দুনিয়াতে তাশরীফ এনেছেন। যেমন কোরআন মজীদে উল্লেখ আছে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম ভূমিষ্ট হওয়ার পরে দোলনাতে বলেছিলেন انی عبد الله واتانی الكتاب وجعلنی نبیا Ab¡v AhnÉC B¢j Bõ¡ql ¢fÐh¡¢c¡ Hja¡hÙ¡u jq¡e Bõ¡q আমাকে কিতাব (ইনজীল) দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন।

Eš² Bu¡a à¡l¡ hT¡ ®Nm ®k, jq¡eh£ p¡õ¡õ¡ý Bm¡C¢q Ju¡p¡õ¡j Q¢õn hvpl বয়সে নবী হননি, বরং চল্লিশ বছর বয়সে নুবূয়াত মানব সমাজে প্রকাশ হয়েছে। ¢a¢e কখন থেকে নবী ছিলেন সাহাবা-ই কেরামের সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেe- كُنْتُ نَبِيًّاوَّاٰدَمُ بَيْنَ الْمَآءِ وَالطِّيْن অর্থাৎ ''আমি নবী ছিলাম তখন থেকে যখন হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম পানি ও মাটির মধ্যে (মিশ্রিত) ছিলেন।'' অর্থাৎ যখন আদম আলায়হিস্ সালাম'র পবিত্র শরীরে রূহ দেয়া হয়নি, তখন থেকে আমি নবী। আল্লা j¡ জামী রহমাতুল্লাহি আলায়হি রচিত 'শাওয়াহেদুন্ নুবূয়াত' কিতাবে উল্লেখ আcR qkla ছফিয়া বিনতে Av㢠মুত্তালিব রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা ব্যক্ত করেছেন, ''হুজূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জন্মক্ষণে আমি হযরত আমিনা রদ্বিয়াল্লাহু আনহার পাশে ছিলা jz আমি উক্ত রাতে দশটি আলামত প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তন্মধ্যে একটি হল আমি যখন ffÐ নবীকে কোন কাপড় দ্বারা জড়িয়ে নেয়ার ইচ্ছা করলাম তখন তাঁর পিঠের উপর আ¢j মোহরে নুবূয়াত দেখেছি এবং ওটা তাঁর উভয় কাঁধের মাঝখানে ছিল।'' এ hZe¡ à¡l¡ বুঝা গেল তিনি মোহরে নুবূয়াতকে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

মোহরে নুবূয়াতে কী লিখা ছিল এ নিয়ে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন শাওয়াহেদুন্ ehu¡a (কৃত. ইমাম আব্দুর রহমান জামী রহ.) কিতাবে U¡õ¢Ma hZe¡u qkla R¢gu¡ বিনতে আবদুল মুত্তালিব বর্ণনা করেছেন, মোহরে নুবূয়াতে لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ লেখা ছিল। মাদারিজুন্নবূয়াত কিতাবেi eYbv l শায়খ ইবনে হাজর মক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র বর্ণনা মুতাবেক মোহরে নুবূয়াতে الله وحده لاشريك له توجّه حيث كنت فانك منصور ®mM¡ ¢Rmz

✍ jqiÇjc hc£Em Bmj

®LimiNiJ, f¢Vui, Q–N‡

◈ fÐÀ একটি মাসিক পত্রিকায় পড়েছি- রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নাকি ইলমে গায়েব জানেনা। তারা উদাহরণ স্বরূপ লিখেছেন- যদি তিনি গায়েব জানae, তাহলে সব যুদ্ধে গায়েব দেখিয়ে জয়ী হতে পারতেন। দয়া করে এ বিষয়ে কোরআe J হাদীসের আলোকে জানালে উপকৃত হব।

📖Ešl x আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত আম্বিয়া-ই কেরামকে বিশেষত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ইলমে গায়ব বা অদৃশ্যজ্ঞান দান করেছেন। তাই নবীগণ আসমান-যমীনের প্রত্যেক অণু-পরমাণুসহ প্রত্যেক কিছু সম্পর্কে জ্ঞাত। হাদীসে শরীফে বর্ণিত হয়েছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবা-ই কেরামের সামনে p¢øl পূর্ব থেকে বেহেশ্তীগণ বেহেশ্তে প্রবেশ করা এবং জাহান্নামীগণ জাহান্নামে প্রবেশ করা পর্যন্ত সবই বর্ণনা করেছেন। আর আউলিয়া-ই কেরামও সম্মানিত নবীগণের মাধ্যj আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অদৃশ্যজ্ঞানের অধিকারী হয়ে থাকেন। এটাই একজন সত্যিকাl মুসলিমের আক্বীদা। আর যারা নবীদের ইল্মে গায়্বকে অস্বীকার করে, তারা মূma নবীদের একটি মৌলিক গুণকেই অস্বীকার করে, যা বেঈমানীর নামান্তর। এ প্রস‰ আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন **وَمَاهُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ** (Juijj- ýui "Bmim Niu¢h বিদ্বনীন) "অদৃশ্যজ্ঞান প্রকাশে তিনি (নবী) কৃপণ নন।" -[সূরা তাকভীর : fiIi-30]

কোরআনে পাকে আরো বর্ণিত রয়েছে-

يَعْلَمُ مَابَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ

অর্থাৎ তিনি তাদের সামনে পিছনে সবকিছু জানেন।

এর ব্যাখ্যায় তাফসীরে নিশাপুরী ও তাফসীরে রূহুল বয়ানে উল্লেখ আছে- **يعلم محمد ﷺ ما بين ايديهم من الامور الاوليات قبل الخلائق وماخلفهم من احوال القيامة** অর্থাৎ: "মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির পূর্বের অবস্থাসমূহ জানেন এবং সৃষ্টির পরে কেয়ামতের অবস্থাসমূহও জানেন।"

বুখারী শরীফ কিতাবু বদয়িল খলক অধ্যায়ে উল্লেখ আছে হযরত ফারূক্ব-ই আযম রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি এরশাদ করেন **قام فينا رسول الله ﷺ مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم (الحديث)** অর্থাৎ "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে একস্থানে (মিম্বর শরীফে) দাঁড়ালেন। অতঃপর আমাদেরকে তিনি সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে েno fk¿ সংবাদ দিতে লাগলেন। বেহেশ্তীগণ বেহেশ্তে প্রবেশ করা এবং দোযখীগণ দোযখে প্রবেশ করা পর্যন্ত সর্ববিষয়ে অবগত করালেন।"

মিশকাত শরীফের বাবুল ফিতন অধ্যায়ে বুখারী ও মুসলিমের বরাতে উদ্ধৃত হাদ£p বর্ণনাকারী হযরত খোজাইফা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু এরশাদ করেন-

ماترک شيئًا يكون فى مقامه الى يوم القيامه الاحدّث به

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ঐ স্থানে কেয়ামতের দিবস পর্য¿ ki কিছু হবে সবকিছুর বর্ণনা দিয়েছেন (কিছুই ছেড়ে দেননি)। কোরআনে করীমেl HIn¡c মোতাবেক লাওহে মাহফূযে সবকিছু সংরক্ষিত আছে। তদুপরি হাদীস শরীফের বর্ণনামতে কলম আল্লাহর হুকুমে কেয়ামত তথা অনন্তকাল পর্যন্ত যা কিছু হবে তা লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করেছেন। -[¢jnLia nI£g]

বুঝা গেল লাওহে মাহফূযে সৃষ্টির শুরু থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত যা কিছু হবে ph¢LR সংরক্ষিত আছে। লাওহে ও কলমের এত ব্যাপকজ্ঞান মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জ্ঞানসমুদ্রের একটি সামান্যতম অংশমাত্র। কসীদাহ্-ই বুরদা শরীফে h¢Za ®k, **من علومک علم اللوح والقلم** Abiv Hui Ipmiõiq সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম লাওহ-কলমের জ্ঞান আপনার জ্ঞানসমূহের সামান্যতম অংশ মাত্র। হযরত মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি উক্ত ছন্দের ব্যাখ্যায় বলেন-

علمها انما يكون سطرا من سطور علمه ونهرا من نهور علمهٖ

অর্থাৎ লাওহ-কলমের সমস্ত জ্ঞান প্রিয়নবীর জ্ঞানভাণ্ডারের এক লাইন মাত্র এবং তাl অসংখ্য জ্ঞানসমুদ্রসমূহের একটি নদী মাত্র। -[যুবদা শরহে বুরদা]

তদুপরি, ইমাম কাজী আয়াজ রহমাতুল্লাহি আলায়হি শেফা শরীফে নবী শব্দটির বিশ্লেষণে বলেন

النبوة هى الاطلاع على الغيب

অর্থাৎ নুবূয়াতের অর্থ হচ্ছে গায়বের উপর অবগত হওয়া। সুতরাং নবী এমন এক¢V পবিত্র সত্তা যাকে আল্লাহ্ তা'আলা গায়ব তথা অদৃশ্য বস্তুর উপর অবগত করেছেন।

অতএব উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয় হাবীব p¡õ¡õ¡ý আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ইলমে গায়ব দান করেছেন। নবীর জন্য ইলমে গায়ব জানাlL অস্বীকার করা মানে নবীর নুবূয়াতকে অস্বীকার করা। এটা বিধর্মীদের চরিত্র বৈ ¢L?

কোন্ যুদ্ধের ফলাফল কি হবে এবং কোন পক্ষে বিজয় আসবে এবং কি কারণে বিজu সম্ভব হবে এবং কোন পক্ষ পরাজিত হবে এবং কী কারণে হবে সবগুলো নবীজীর জ্ঞানসাগরে বিরাজমান। যেমন মিশকাত শরীফ মানাকেবে আলীর মধ্যে উল্লেখ আছে- মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম খায়বরের দিন এরশাদ করেছেন আমি কাল H পতাকা হযরত আলীকে দেব এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর হাতে খায়বার বিজয় করবেez তদুপরি যুদ্ধে জয়-পরাজয় সেনাপতির যুদ্ধকৌশল, সেনাবাহিনীর সমরপাণ্ডিত্য, যুদ্ধাস্ত্রের সমাহার, সর্বোপরি আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এটা শিক্ষা দেয়ার জন্য যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের সংবাদ প্রিয়নবী আগাম দেননি। অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহ্ প্রদত্ত ইলমে গায়েবের প্রমাণস্বরূপ রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন কোন যুদ্ধে আগাম সংবাদ প্রদান করেছেন। যেমন বদরযুদ্ধ সম্পর্কে প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আল¡u¢q

ওয়াসাল্লাম কোন্ কাফিরের কোন জায়গায় মৃত্যু হবে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন এভাবে- ‘অমুকের ছেলে অমুক এখানে মারা যাবে’। পরবর্তীতে সেভাবে ঘটনা pwO¢Va হয়েছে। -[সহীহ বুখারী : মাগাযী অধ্যায়]

✍ jq¡¢jc p¡Cgm Cpm¡j ¢ek¡j£

®p¡e¡lN¡J, l¡‰e¢u¡

✪ fËnÀ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ‘ইয়া মুহাম্মদ’ ‘ইয়া আহমদ’ ‘ইয়া নবী’ ‘ইয়া রসূল’ ‘ইয়া হাবীব’ ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে ডাকা জায়েয আছে কিনা? শরীয়তের আলোকে জানালে খুশী হব।

📖Eš l x সরকারে দু’জাহান সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র সত্তাগত নাম ‘মুহাম্মদ’ ও ‘আহমদ’ এর আগে সম্বোধনের অব্যয় ‘ইয়া’ যুক্ত করে আল্লাহ্‌র রসূলকে ‘ইয়া মুহাম্মদ’ বা ‘ইয়া আহমদ’ বলে আq¡e Ll¡ Ab¡v ýkl BLl¡j p¡õ¡õ¡ý তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র নাম ধরে ডাকা হারাম ও নাজায়েয। যেমন কোরBe করীম উল্লেখ আছে- لَاتـجـعـلـوا دعـاء الـرسـول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا الاية অর্থাৎ ‘‘তোমরা রসূলকে আহ্বান কর না, যেভাবে তোমরা পরস্পর পরস্পরকে আq¡e Llz’’ [pl¡ el, Bu¡a-63]

যথা ইয়া যায়েদ, ইয়া ওমর; বরং এভাবে আরজ কর ‘ইয়া রসূলাল্লাহ্’, ‘ইয়া eh£uÉ¡õ¡q', "Cu¡ q¡h£h¡õ¡q' CaÉ¡¢c p¼cl p¼cl Ef¡¢d à¡l¡ Bq¡e Llz HV¡C উত্তম তরিকা এবং পবিত্র কোরআনের উপর বাস্তব আমল। আবূ না‘ঈম রহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে উক্ত আয়াতের বিশ্লেষণে বর্ণনা করেন। তিনি এরশাদ করেন- كَـانُوا يقولون يامحمد يا ابـا الـقـاسم فنهاهم الله عن ذالك اعظامًا لنبيه ﷺ فقالوا يانبى الله يارسول الله Ab¡v fËbja ®L¡e ®L¡e p¡q¡h¡-C ®Ll¡j ýSl p¡õ¡õ¡ý a¡"Bm¡ Bm¡u¢q ওয়াসাল্লামকে ‘ইয়া মুহাম্মদ’ ‘ইয়া আবাল ক্বাসিম’ বলে আহ্বান করতেন। অতঃপর মহান আল্লাহ্ প্রিয় নবীজীর সম্মানের কারণে ঐভাবে আহ্বান করা নিষেধ করেছেez JC সময় থেকে সম্মানিত সাহাবা-ই কেরাম প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ‘ইয়া নবীয়্যাল্লাহ্’ ও ‘ইয়া রসূলাল্লাহ্’ ইত্যাদি সম্মানজনক উপা¢d à¡l¡ আহ্বান করতেন। ইমাম বায়হাক্বী ইমাম আল্‌কমা থেকে, ইমাম আসওয়াদ ও ইমাম Bh না‘ঈম, হযরত হাসান বসরী ও হযরত সা‘ঈদ বিন যুবাইর থেকে উপরোল্লিখিত আয়াতে কারীমার তাফসীরে বর্ণনা করেন যে, لاتـقـولـوا يـامـحـمـد ولكن قولوا يارسول الله অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন, ‘ইয়া মুহাম্মদ’ বলিও না, বরং ‘ইয়া রpm¡õ¡q'

বল। এ জন্য হক্কানী ওলামা-ই কেরাম স্পষ্টভাবে বলেছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা"Bm¡ আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র জাতি নাম ‘মুহাম্মদ’ ও ‘আহমদ’ দ্বারা নাম ধরে ডাকার নিয়্যতে Bহ্বান করা হারাম ও আদব এবং তা’যীমের পরিপন্থি। সে কারণে ইমাম যাইনুদ্দীন j l¡N£ lqj¡aõ¡¢q a¡"Bm¡ Bm¡u¢qpq AeÉ¡eÉ j¡q¡LÅ¡ÅÅB¢m jNZ HIn¡c করেছেন- যদি কোন দু‘আর মধ্যে তদ্রুপ যিক্‌র ও ওযীফায় ‘ইয়া মুহাম্মদ’ থাকে সে ক্ষেত্রে ফায়সালা ও আদব হল ‘ইয়া মুহাম্মদ’র সাথে ‘ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ্’-‘ইয়া lpm¡õ¡q' যুক্ত করে বলবে। যেমন হিজরতের হাদীসে মদীনাবাসীগণ ‘ইয়া মুহাম্মদ’ ‘ইয়¡ রসূলাল্লাহ্’ বলে প্রিয় রসূলকে সম্বর্ধনা ও স্বাগত জানিয়েছেন। উল্লেখিত বর্ণনা à¡l¡ hT¡ গেল যে, নবীজীকে আহ্বানের সময় তার জাতি নাম ব্যতীত অন্য সকল সম্মানজনক উপাধি দ্বারা আহ্বান করাই বৈধ ও উচিত। এ বিষয়ে ইমাম আলা হযরত ইমাম শাহ Bqjc ®lk¡ lqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢q "aSõ£um Cu¡LÅ' Hhw Bgv‡g Avn‡j mbvZ আল্লামা গাযী আজিজুল হক শেরেবাংলা রহমাতুল্লাহি আলায়হি ‘ফতোয়ায়ে আযীযিu¡'u বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তবে কোন কোন ইমাম বা আলিম যদিও ওয়াযীফা J যিক্‌র-আযকারে যিক্‌র হিসেবে ‘ইয়া মুহাম্মদ-ইয়া আহমদ’ বলা বা পাঠ করাকে বৈধ বলেছেন, সেক্ষেত্রেও আদব ও সম্মান হল- ‘ইয়া মুহাম্মদ’র সাথে ‘ইয়া রসূলাল্লাq' kš² করা। পরম করুণাময় সবাইকে তাঁর প্রিয় হাবীবের শানে পরিপূর্ণ আদব বজায় l¡M¡l a¡Jg£LÅp£h Ll¦ez B j£ez

✍ jq¡¢jc S¡q¡‰£l Bmj

ফতেপুর, ফটিকছড়ি

✪ fËnÀ ‘সাল্লাল্লাহু আলায়কা ইয়া মুহাম্মদ’ বলে দুরূদ পড়া যাবে কিনা? দয়া করে জানাবেন।

📖Eš l x সাধারণত রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ‘ইয়া মুহাম্মদ’ বলে আহ্বান করা নাজায়েয ও বেআদবী। কোরআন করীমে যেহেতু মহানবী সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সাধারণ মানুষের ন্যায় নাম ধরে ডাক¡l ব্যাপারে স্পষ্ট নিষেধ করা হয়েছে। মহান রব্বুল আলামীন নিজেই কোরআন শরীফেl মাধ্যমে তাঁর হাবীবকে সম্মানজনক খেতাবে সম্বোধন করার তা’লীম দিয়েছেন। ®kje- "Cu¡ BCuq¡m jkk¡¢Çjm!' BCuq¡e e¡h£uÉ!' "Cu¡ p£-e' CaÉ¡¢c; HV¡ A¢dL¡wn ইমামগণের চূড়ান্ত অভিমত। তবে কোন কোন আলিমের মতে ‘মুহাম্মদ’ নামটি üš¡Na ও গুণবাচক উভয় প্রকার নাম। যেহেতু ‘মুহাম্মদ’ নামের অর্থ হল AwaK fËw¢paz ‘মুহাম্মদ’ শব্দটির গুণবাচক অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিa "Cu¡

মুহাম্মাদু'-এর উপর ভিত্তি করে কোন কোন আলিম 'ইয়া মুহাম্মদ' বলা যাবে মর্মে যদিও A¢dL¡wn jq¡LÅ¡LÅZ gZ e¨³ K‡i‡Qb wKš বিশেষত ইমাম আ'লা হযরত শাহ্ Bqjc ®Ik¡ Iqj¡aõ¡¢q a¡"Bm¡ Bm¡u¢q, q¡L£jm E¿ja jga£ Bqjc Cu¡I M¡e eDj£, Bõ¡j¡ N¡k£ AwRRj nK শেরেবাংলা রহমাতুল্লাহি আলায়হিমসহ অনেকের মতে শুধু 'ইয়া মুহাম্মদু' বলা হারাম ও বেআদবী পক্ষান্তরে 'ইয়া রসূলাল্লাহ' hm¡V¡C আদব ও তা'যীমের বহিঃপ্রকাশ এবং সাহাবা-এ কেরাম ও পবিত্র কোরআন করীমের উপর যথাযথ আমল। কোন কোন হাদীসে 'ইয়া মুহাম্মদ'র উল্লেখ হওয়াটা স্রষ্টার h¡Z£ h¡ ফেরেশ্তার বাণী হিসেবে বা পবিত্র কোরআনের নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার পূর্বেIz pal¡w উম্মতের জন্য এভাবে আহ্বান করা নিষিদ্ধ ও তা'যীমের পরিপন্থী। 'শানে হাবীবুর রহমান' ও 'হাশিয়ায়ে ইবনে মাজাহ শরীফে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

✍ I¦e

সরফভাটা, মীরেরখীল

◈ fÐnÀ অনেকে বলে হযরত আমিনা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা মাটির তৈরি এ জন্য আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামও না¢L মাটির তৈরি। এমনকি এটিএন বাংলা চ্যানেলে মৌং আবুল কালাম আজাদ এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মাটির তৈরি। এMe প্রশ্ন হল- আল্লাহ্‌র রসূল মাটির তৈরি নাকি নূরের তৈরি? দলীল সহকারে উত্তর দিলে EfLa qhz

📖 Eš I x কোরআন করীমের বর্ণনা মতে একমাত্র সাইয়্যিদুনা হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'র শরীর মুবারক মাটির তৈরি। অন্য কোন মানব সন্তানের শl£I সরাসরি মাটির তৈরি নয়। সুতরাং মাতা আমিনাকে সরাসরি মাটির তৈরি বলা ¢jbÉ¡I অপালাপ মাত্র। হুজূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টিগতভা¢h jq¡e আল্লাহ্‌র পবিত্র নূর থেকেই সৃষ্ট এবং অন্যান্য সকল (নূরানী) বস্তু মহানবী রসm BLlj সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উক্ত নূরে পাক থেকে সৃষ্টি হয়েছে। ¢kje 'মতালেয়ুল মুসররাত শরহে দালায়েলুল খয়রাত'-এ উল্লেখ আছে, মহানবী হুজূর আকরম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- اول مـاخـلق اللـه نـوری ومـن نوری خلق کل شیء অর্থাৎ সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন এবং আমার নূর থেকেই প্রত্যেক (নূরানী) বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন। উক্ত² q¡c£p à¡l¡ hT¡ ®Nm ®k, eh£ LlÉj p¡õ¡õ¡ý a¡"Bm¡ Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j p¢øNa ¢cL দিয়ে নূর এবং হযরত আমিনা রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার গর্ভেও নূর হিসেবে ছিলেন। বিধায়, হযরত আমিনার গর্ভকালীন সময়ে অন্য গর্ভবতী মহিলাদের মত ভারী বা গর্ভের

বোঝা বা কোন প্রকার কষ্ট উপলব্ধি করেননি এবং প্রসবকালে কোন প্রকার ব্যাথ¡ Aeih করেননি এবং রসূলে পাক ও আল্লাহর প্রিয় মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নূরানী মানব হিসেবে শুভাগমন করেছিলেন, যদ্ধারা হযরত আমিনা রদ্বি¡õ¡ý তা'আলা আনহা সুদূর বসরা শহরের রাজপ্রাসাদগুলো প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং সূk, Q¾cÐ ও বাতির আলোতে কখনো রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র nl£I মুবারকের ছায়া প্রদর্শিত হয়নি, যা এ কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, তাঁর আপাদjÙL (জাহের-বাতেন) নূর ছিলেন। যেমন বিখ্যাত হাদীস বিশারদ হযরত হাকিম তির¢jk£ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি 'নওয়াদেরুল উলূম' নামক কিতাবে হযরত যকওয়াe রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি থেকে হাদীস শরীফ বর্ণনা করেছেন- انّ رسـول اللـه ﷺ لـم يـكـن لـهٗ ظـل فـى الشمس ولافى القمر Ab¡v Ahné eh£ LI£j p¡õ¡õ¡ý তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ছায়া মুবারক সূর্যের ও চন্দ্রের আলোতে দেখা ®ka e¡z মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়াহ্ ফিশ্ শামায়িলিল মুহাম্মদিয়্যা ও যুরকানী আলাল মাওয়াহেব গ্রন্থদ্বয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মুবারক ও হাফেয ইবনে জুযীর বরাতে হযরত আhcõ¡q বিন আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকে বর্ণিত আছে- لم يكن لرسول الله ﷺ ظـل ولـم يـقـم مـع شمس الا غلب ضوء ه ضوء ها ولا مع سراج الا غلب ضوء ه ضـــــــوء ه Ab¡v eh£ LI£j p¡õ¡õ¡ý a¡"Bm¡ Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j'I (f¢hœ ®cq মুবারকের) কোন ছায়া ছিল না, সূর্যের রোদেও কোন ছায়া পতিত হত না, h¡¢al আলোতেও কোন ছায়া পড়ত না; বরং হুজূরের নূর মুবারক সূর্য ও আলোর উপর fÐh বিস্তারকারী ছিল। বস্তুতঃ চন্দ্র-সূর্য ও বাতির আলোর চেয়ে সরকারে কায়েন¡a p¡õ¡õ¡ý a¡"Bm¡ Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j'I f¢hœ el ®h¢n fÐM J n¢š²n¡m£ ¢Rmz Bõ¡j¡ জালাল উদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি খাসাইসে কুবরা শরীফে ইবনে সাবা থেকে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন- ان ظـلـه كـان لايـقـع على الارض لانه كان نورا অর্থাৎ অবশ্য যমীনের উপর তাঁর ছায়া পতিত হত না। কেননা তিনি নূর ছিলেনz 'আফদ্বালুল কোরা' কিতাবে ইমাম ইবনে হাজর মক্কী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়¢q এরশাদ করেন- انه ﷺ كان نورا انه كان اذا مشٰى فى الشمس او القمر لايظهرله ظـل لانـه لايـظـهـر الا لـكثيف وهـو ﷺ قـد خلصه الله تعالى من سائر الكثافات الجسمانية وصيره نورا صرفا ولا يظهر له ظله اصلا Ab¡v ýSl p¡õ¡õ¡ý a¡"Bm¡ আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপাদমস্তক নূর ছিলেন। অবশ্য যখন তিনি সূর্যের রোদে এhw চন্দ্রের চাঁদনিতে চলতেন তখন তাঁর ছায়া প্রকাশ পেত না। কেননা ছায়া একম¡œ fÐ¡n পায় স্থূল দেহ থেকেই। আর মহান আল্লাহ্ প্রিয় মাহবূব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাu¢q ওয়াসাল্লামকে দৈহিক সকল স্থূলতা থেকে মুক্ত করেই প্রেরণ করেছেন এবং তাঁ¢L M¡¢mp নূর বানিয়ে পাঠিয়েছেন। বিধায় তাঁর ছায়া মোটেই প্রকাশ পেত না। 'তাওয়ারীখে হাবীবে

ইলাহ' কিতাবে মুফতী এনায়েত আহমদ আলায়হির্ রহমাহ্ উল্লেখ করেছেন- آپ کا بدن نور تھا اس وجہ سے آپ کا سایہ نہ تھا Abi\v ai\l ®cq jhi\lL el ¢Rm; aiC ai\l Riui ¢Rm eiz

দেওবন্দী ওহাবীদের মুরুব্বী মৌং রশিদ আহমদ গাঙ্গূহী স্বীয় কিতাব 'এমদাদুস pmL' (মুদ্রিত বেলালী দুখানী প্রেস, সাডোরা)-এ লিখেছেন- حق تعالیٰ آں جناب سلامہ علیہ را نور فرمودو بتواتر ثابت شد کہ آنحضرت عالی سایہ نداشتند وظاہر است کہ بجز نور ہمہ اجسام سایہ می دارند অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে (কোরআনে করীমে) নূর বলেছেন এবং তাওয়াতুর বা সকলের ঐকমত্যের ভিত্তিতে fÐ¢Za ®k, ýSl pi\õi\õiý ai"Bmi Bmiu¢q Juipi\õi\j'l Riui ¢Rm eiz Bl H Lbi স্পষ্ট যে, নূর ছাড়া সমস্ত শরীর সমূহের ছায়া থাকে।

উল্লিখিত বর্ণনাসমূহ থেকে দ্বিপ্রহরের চেয়েও পরিস্কার n‡q hvq ®k, ýSl pi\õi\õiý তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপাদমস্তক নূরই ছিলেন। অতঃপর নবীজীর দেহ মুবারককে মাটির তৈরি বলা অজ্ঞতা, পথভ্রষ্টতা ও নবীবিদ্বেষীর নামান্তর এবং তাl¡ ®k, কোরআন-হাদীস তথা দ্বীন সম্পর্কে একেবারে জাহেল ও অজ্ঞ তারই প্রমাণ বহন কlz এ ধরনের নবীবিদ্বেষী মুনাফিক্বদের চক্রান্ত হতে আল্লাহ্ পাক সবাইকে হিফাযত Ll¦ez Bj£ez

✍°puc jqi¢jc Cjli\e ýpi\Ce

আহ্লা, সারোয়াতলী, বোয়ালখালী

◈ fÐnÀ না'তের কিছু ক্যাসেটে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'বাঁচানে ওয়ালা' এবং তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'তরানে ওয়ালা ও বাঁচানে ওui\mi' শব্দগুলো উল্লেখ করা হয়েছে -এগুলো কতটুকু সত্য? প্রমাণ সহকারে জানানোর আবেদন Ll¢Rz

🕮EšI x eh£ Ll£j pi\õi\õiý ai"Bmi Bmiu¢q Juipi\õi\j abi B¢ðui-C কেরাম ও আউলিয়া-ই এযামের শানে 'বাঁচানে ওয়ালা' 'তরানে ওয়ালা' বলা সÇfZ জায়েয ও শরীয়ত সম্মত। এটা কোরআন করীম, হাদীস শরীফ ও বুযুর্গানে দ্বীনেl hiZ£ দ্বারা প্রমাণিত। এটা অস্বীকার করা মূলত হযরাতে আম্বিয়া ও আউলিয়া-ই কেরামেcl আল্লাহ্প্রদত্ত ক্ষমতাকে অস্বীকার করার নামান্তর, যা খোদাদ্রোহী, নবীদ্রোহী ও ওলীবিদ্বেষের চরিত্র। সাহায্যকারী রক্ষাকারী প্রকৃতপক্ষে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলা। eh£ ও ওলী তথা আল্লাহ্র প্রিয়বান্দাগণ আল্লাহ্র সাহায্যের প্রকাশস্থল। তাই আল্লাহ্l প্রিয়বান্দাদের সাহায্য মূলত আল্লাহ্রই সাহায্য। আল্লাহ্র সত্তার সাথে বাঁচাCe Juimi, তরানে ওয়ালা ব্যবহার হলে তখন ওটা হবে মৌলিক অর্থে। আর আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের শানে ওই শব্দগুলো ব্যবহার হলে তা হবে রূপক অর্থে। সূর্য, চন্দ্র, বৃষ্টি যেভাবে খোদায়ী

n¢š² ài\li RMrevmxi জন্য কল্যাণ ও মঙ্গল করে থাকে, যদ্বারা জগদ্বাসী অনেক অনিষ্ট থেকে রক্ষা পায়, সেভাবে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ খোদায়ী ক্ষমতাবলে সমগ্র জগতকে ফূয়ূজাত ও বারাকাত দান করতে পারেন। আল্লাহ্র দেওয়া ক্ষমতায় তাঁরা সঙ্কট থেকে রক্ষা করেন, ঈমানহারা, নীতিহারা ও সুপথহারাদেরকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করেন -HVi ®Mi¢juš ¢hdiez HVi ¢nIL euz

তাফসীরে কবির্ কৃত আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী সূরা বাক্বারায় وَاِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلٰٓئِکَةِ...الاية এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা থেকে বর্ণিত, কেউ জঙ্গলে বিপদে পতিত হলে সে যেন Eš² বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বলে اَعِيْنُوْنِیْ يَاعِبَادَ اللّٰهِ يَرْحَمُكُمُ اللّٰه (®q Bõiqi প্রিয়বান্দাগণ! আপনারা আমাকে সাহায্য করুন, আল্লাহ্ আপনাদেরকে দয়া করুন।) এরপর আল্লাহ্র ঐ ওলীগণ (যাঁদের কে রিজালুল গায়ব (رجال الغيب) hmi qu, ki\li সাধারণ মানুষের বাহ্যিক দৃষ্টি হতে গোপন থাকেন) তাকে ঐ বিপদ থেকে রক্ষা করবেন। এ দ্বারা বুঝা গেল ওলীগণ আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিপদমš² করেন।

তাবরানী শরীফেও এ ধরনের হাদীস শরীফ বর্ণিত আছে, কসীদায়ে বুরদার মধ্যে উল্লেখ আছে, আল্লামা বুসীরী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বিপদগ্রস্ত অবস্থায় সার্বিকভাবে নিরুপায় হয়ে নবীজীকে সঙ্কট থেকে উদ্ধারকারী, রোগ-শোক ও দুঃখ থেকে বাঁচানে ওয়ালা, তরানে ওয়ালা বিশ্বাস করে বর্ণনা করেছেন-

يَآ اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِیْ مَنْ اَلُوْذُ بِهٖ سِوَاکَ عِنْدَحُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

অর্থাৎ হে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম সত্তা বিপদের মুহূর্তে আমি যার কাছে আশ্রয় পাব (p^Vj¢š²l Se£) ai Bj¡l Se£ Bf¢e Ri\si Bl ®LE euz

(আর যুগ যুগ ধরে এ কসীদায়ে বুরদা শরীফ ওয়াযীফা হিসেবে বরকত ও রহমত লাভের উদ্দেশ্যে যুগশ্রেষ্ঠ আলিম ফক্বীহ্ ও মুহাদ্দিসগণ কর্তৃক পঠিত হয়ে আসছে।) এরপl ¢a¢e তাঁর সঙ্কট থেকে মুক্তি² পেয়েছিলেন।

ওহাবী দেওবন্দী মৌলভীদের পীর হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজের মক্কী রহমাতুল্লা¢q ai"Bmi আলায়হি নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে উল্লেখ করেছেন-

جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں تم اب چاہو ڈباؤ یا تراؤ یارسول اللہ

অর্থাৎ ''হে আল্লাহ্র রসূল! মহান আল্লাহ্ উম্মতের জাহাজকে আপনার নূরানী হ¡a মুবারকেই অর্পণ করেছেন। এখন আপনি চাইলে ডুবাতে পারেন বা বাঁচাতেও পারেন।'' হাজ্বী ইমদাদুল্লাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হির এ ধরনের কসীদাগুলোকে এ যাবত ¢L¡e দেওবন্দী-ওহাবী শিরক বলে ফতোয়া দেননি।

উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল আল্লাহ্‌র প্রিয়বান্দাগণ খোদায়ী ক্ষমতাবলে ইহSNa J পরজগতে সমস্ত বিপদ- আপদ হতে যেমন- ঈমানহারা হওয়া, পথহারা হওয়া, বাতোm হয়ে যাওয়াসহ যত প্রকারের বিপদ-আপদ রয়েছে সবকিছু থেকে রক্ষাকারী। বিধায় তাঁদের শানে বাঁচানে ওয়ালা, তরানে ওয়ালা বলা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অp¢hd¡ ®eC; বরং জায়েয। একে নাজায়েয ও শির্‌ক মনে করা কোরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে ‘¡ene£a¡lC f¢lQuz

[pœ: "S¡-Bm qLÅLa q¡L£jm EÇja jga£ Bqjc Cu¡l M¡e eDj£ lqj¡aõ¡¢q a¡"Bm¡ Bm¡u¢q, "hIL¡am Cjc¡c ¢m Bq¢mm Cp¢ajc¡c' Ca£¡¢cz]

✍মুহাম্মদ ওমর শাহেদ

Bmjc¡l f¡S¡, f¢Vu¡

⊘ **fÐnÀ** শুনেছি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে ‘হযরত’ বলে ডাকা গুনাহ্‌ ও বেআদবী। প্রশ্ন হল- আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলাu¢q ওয়াসাল্লামকে হযরত, জনাব, ইমাম, নেতা এভাবে বলে সম্বোধন করা জায়েয হবে ¢L? কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলে উপকৃত হব।

📖**Eš¹l x** আম্বিয়া-ই কেরাম বিশেষত হুযূর সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র শানে সাধারণ শব্দসমূহ প্রয়োগ করা বা সাধারণ শব্দ দ্বারা আহ্বান Ll¡ কোরআন করীমের আয়াত দ্বারা নিষিদ্ধ। যেমন কোরআন শরীফে আল্লাহ্‌ তা‘আলা এরশাদ করেছেন-

لَاتَجۡعَلُوۡادعَآ الرَّسُوۡل بَيۡنَكُمۡ كَدُعَاء بَعۡضِكُمۡ بَعۡضًا

অর্থাৎ তোমাদের প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে এমন সাd¡lZ শব্দ দ্বারা আহবান কর না যেমন তোমরা একে অপরকে (সাধারণ শব্দ দ্বারা) আহবান করে থাক।[pl¡ el -63]

Eš² Bu¡a à¡l¡ hT¡ ®Nm ¢fÐ q¡h£h p¡õ¡õ¡ý a¡"Bm¡ Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j¡ ab¡ আম্বিয়া কেরামের শানে যে শব্দ ব্যবহার করা হবে তা অবশ্যই এমন সম্মানসূচক শë হতে হবে, যা তাঁদের মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ হয়। নেতা শব্দটি নবীগণের ক্ষেত্রে বিশেষ শব্দ নয়; বরং প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এমন কি বিধর্মীদের ক্ষেত্রে ও নেতা শব্দটি ব্যবহার কl¡ quz হ্যাঁ রসূল সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সুন্দরতম নেতৃত্ব দিয়েছেন Hhw সফলতার সাথে রাষ্ট্রও পরিচালনা করেছেন এতে সন্দেহের অবকাশ নেই, তবে রিস¡m¡a ও নুবূয়তের আসন নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রপরিচালনা থেকে অনেক উর্ধ্বে। সাধারণ মানo ®ea¡ হতে পারে কিন্তু সাধারণ মানুষ নবী ও রাসূল হতে পারে না। নবীগণ আল্লাহ্‌ LaL মনোনীত ও নির্বাচিত হয়ে থাকেন। নেতার মত একটা সাধারণ শব্দ দ্বারা নবীদেরকে সম্বোধন করা তাঁদের মান মর্যাদার পরিপন্থী। তাই হক্কানী ওলামা-ই কেরাম এ ধরনের në à¡l¡ eh£ Ll£j p¡õ¡õ¡ý a¡"Bm¡ Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡jpq pLm B¢ðu¡-C

কেরামকে সম্বোধন করতে নিষেধ করেছেন। ‘জনাব’ শব্দটি উর্দূ। বাংলা ও হিন্দি£ i¡o¡u ও সম্মানিত ব্যক্তিদের নামের পূর্বে এ শব্দ ব্যবহার করা হয়। সম্মান প্রদর্শনের নিয়তে রসূল করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র নামের পূর্বে এ শব্দ ব্যবহ¡l করতে অসুবিধা নেই। যেমন জনাবে আহমদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম hm¡ হয়। আরবী ভাষাতে ‘জনাব’র স্থলে সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয় হযরত ও হুজূর। ®kje নবী আকরম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র বেলায় ব্যবহার করা হয়েছে হযরত রিসালাতে মাআ-ব সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বা হুজূর করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আরো বলা হয় আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু তা‘আm¡ আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তবে জনাব, হযরত ও ইমাম এ শব্দগুলো এককভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র শানে সম্বোধন করে ব্যবহারের সময় এয়¡ জনাবে আলী সাল্লাল্লাহু আলায়কা ওয়াসাল্লাম, এয়া হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়কা ওয়াসাল্লাম, এয়া ইমামাল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলায়কা ওয়াসাল্লাম এভাবে বলবে ®ke eh£S£l n¡e, j¡e J EQ jk¡c¡l h¢qx fÐLn quz

✍ **jq¡Çjc Bhcm Ll£j**

Ešl q¡¢pj f l (fh °puc¡h¡c), Q¾ce¡Cn

⊘ **fÐnÀ** হুজূর! আমরা এ চট্টগ্রামকে বার আউলিয়ার স্থান বলে থাকি। আমার প্রশ্ন- JC h¡l BE¢mu¡ ®L ®L? Hhw L¡l Ùíe h¡ j¡k¡l jh¡lL ®L¡b¡u Ah¢Ùa, জানালে EfLa qhz

📖**Ešl x** চট্টগ্রামে অসংখ্য হক্কানী অলী-বুযুর্গ দ্বীনের প্রচার-প্রসারে চট্টগ্রামে আগমন করেছেন। বনে জঙ্গলে পাহাড়-পর্বতে নদী-সমুদ্র তীরে কত পীর-দরবেশ আল্লাহ্‌র ওm£l পুণ্যময় স্মৃতিচিহ্ন এখনো সাক্ষী হয়ে আছে তার ইয়ত্তা নেই। সাধারণত চট্টগ্রামকে বার আউলিয়ার চট্টগ্রাম বলে অভিহিত করা হয়। বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন বর্ণনা পরিলি¢ra quz যেমন ‘বাংলাদেশের সূফীসাধক’ কৃত ড. গোলাম সাক্বালাঈন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত পুস্তকে বার আউলিয়া থেকে দশ জনের নাম এভাবে উõM করা হয়েছে:

১. হযরত সুলতান বায়েযীদ বোস্তামী রহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি, চট্টগ্রাম e¡¢pl¡h¡c পাহাড়ে আস্তানা শরীফ।

2. qkla n¡uM gl£c lqj¡aõ¡¢q a¡"Bm¡ Bm¡u¢q, Q–NË¡Ù ®o¡mnql ®lm স্টেশনের পাশে আস্তানা শরীফ।

3. হযরত বদর শাহ্‌ রহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি, শহরের বকশীরহাটের পাশে মাক¡l nl£gz

৪. হযরত কাতাল শাহ্‌ রহমাতুল্লাহি আলায়হি চট্টগ্রামের কাতালগঞ্জে মাযার শরীg Ah¢Ùaz

৫. হযরত শাহ্ মোহছেন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, আনোয়ারার hVam£ গ্রামে তাঁর মাযার শরীফ।

6. qkla n¡q f£l lqj¡aõ¡¢q a¡"Bm¡ Bm¡C¢q, p¡aL¡¢eu¡l ®m¡q¡N¡s¡u j¡k¡l nl£g AhÙÛaz

7. qkla n¡q Jj l lqj¡aõ¡¢q a¡"Bm¡ Bm¡C¢q, QL¢lu¡u a¡l j¡k¡l nl£g AhÙÛaz

৮. হযরত শাহ্ বাদল রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, ধুম রেলস্টেশনের নিকটবa£ জামালপুরে তাঁর মাযার শরীফ।

9. qkla n¡q Q¡¾c BE¢mu¡ lqj¡aõ¡¢q a¡"Bm¡ Bm¡C¢q, f¢Vu¡l h¡ým£ গ্রামে a¡l j¡k¡l nl£gz

১০. হযরত শাহ্ যায়েদ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি কন্দেরহাট স্টেশনের নিLVha£ স্থানে তাঁর মাযার শরীফ অবস্থিত।

প্রসিদ্ধ সাধক হযরত শাহ্ ইসমাঈল কাদেরীর ফার্সী কাব্যগ্রন্থ 'গুলশানে ফয়য আবাদী'তে তাঁদের নামসমূহ এভাবে বিধৃত হয়েছে। ১. শাহ্ পীর রহমাতুল্লাহি তা'আলা Bm¡C¢q সাতকানিয়া থানাধীন দরবেশহাটের পাশে শায়িত। ২. শাহ্ ওমর রহমাতুল্লাহি a¡"Bm¡ আলায়হি, চকরিয়া চিরিংগা স্টেশনের নিকটস্থ ক্ষুদ্র উপত্যকায় শায়িত। ৩. শাহ্ j¾cl lqj¡aõ¡¢q a¡"Bm¡ Bm¡C¢q ¢k¢e qkla n¡q Q¡¾c BE¢mu¡ lqj¡aõ¡¢q a¡"Bm¡ আলায়হি হিসেবে প্রসিদ্ধ পটিয়া থানার বাহুলী গ্রামে তাঁর মাযার শরীফ অবস্থিaz 4. n¡q S¡e£ lqj¡aõ¡¢q a¡"Bm¡ Bm¡C¢q, 5. n¡q S¡¢hc lqj¡aõ¡¢q a¡"Bm¡ Bm¡C¢q 6. শাহ্ মাস্তান আলী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি,কাঞ্চন নগর চন্দনাইশে তাঁর j¡S¡l অবস্থিত ৭. শাহ্ মোহছেন আউলিয়া রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি, ৮. শাহ্ RN£l lqj¡aõ¡¢q a¡"Bm¡ Bm¡C¢q, 9. n¡q L¡¢mu¡ lqj¡aõ¡¢q a¡"Bm¡ Bm¡C¢q, 10. n¡q B¢aEõ¡q ®h¡M¡l£ lqj¡aõ¡¢q a¡"Bm¡ Bm¡C¢q, 11. n¡q L¡a¡m lqj¡aõ¡¢q তা'আলা আলায়হি ১২. শাহ্ আমানত রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি। চট্টগ্রামের লালদীঘির পূর্ব পাশে তাঁর মাযার শরীফ অবস্থিত। উল্লেখ্য, কেউ কেউ হযরত শ¡q আমানত রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হির স্থলে হযরত কালু শাহ্কে বার আউলিয়াl মধ্যে গণ্য করেছেন। অনেকে পটিয়া থানার হুলাইন গ্রামের হযরত ইয়াসীন আউলিu¡ রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিকেও অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। এ বিষয়ে অনেক গবেoZ¡ হয়েছে, আরো হবে। মতানৈক্যও আছে। ইতিহাসবেত্তা ও লেখকগণ স্বীয় গবেষণার আলোকে যতটুকু খুঁজে পেয়েছেন সে হিসেবে বার আউলিয়ার নামকরণ করেছেন। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণে মতবিরোধ থাকা স্বাভাবিক। তবে বার আউলিয়াসহ সকল হক্কানী-রব্বানী অলী ও বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করাটাই ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য। যেহেতু তাঁদের ওসীলায় আমরা দ্বীন-মিল্লাত, শরীয়ত-তরীক্বত ইত্যাদি m¡i করেছি।

✍ jq¡¢jc jn¡ll ýp¡Ce ®Q±dl£
j¾p£lq¡V, ®ge£

◈ fÐÀ তাবলীগীরা 'শবে বরাত পালন করা বিদ'আত' বলে এবং মুসলমানগণকে তা পালন করতে নিষেধ করে। কোরআন-হাদীসে এ বিষয়ে কোন পরামর্শ বা আভাp আছে কি? কোরআন মজীদে আইয়্যামুল্লাহ্ বাক্য কোন সূরা এবং কোন আয়াতে আছে Hhw HI hÉ¡MÉ¡ L£?

🕮 EšI x শবে বরাত পালন করা শরীয়ত সমর্থিত এবং কোরআন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ আমল সাহাবা, তাবে'ঈন, তাবয়ে তাবে'ঈন তথা যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের দ্বারা পালন কৃত। সুতরাং একে বিদ্'আত বলা মূর্খতা ও অজ্ঞতার পরিচায়ক। যেje- pl¡ -দুখ্খানে উল্লেখ আছে,

حٰمٓ ۚO وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙO اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ O

অর্থাৎ: ''হা-মীম! শপথ এ সুস্পষ্ট কিতাবের, নিশ্চয় আমি সেটাকে বরকতময় রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি। নিশ্চয় আমি (আপন শাস্তির) সতর্ককারী।'' -[সূরা দুখান : 1-3 Bu¡a] উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত ইকরামা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুসহ একদল মুফাস্সিরীনে কেরামের অভিমত হল, আয়াতে উল্লিখিত ''لَيْـلَةٍ مُّبٰـرَكَةٍ'' দ্বারা 'শব্-ই বরাত' বুঝানো হয়েছে। তথা শা'বান মাসের মধ্যবর্তী রাত (১৪ তারিখ দিনগত রাত অর্থাৎ ১৫aj রাত)। যদিও অধিকাংশ মুফাস্সির ও উলামা-ই কেরামের মতে আল্লাহ্ পাক কো¡lBe করীমকে লাওহে মাহফূজ থেকে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ করেছেন ক্বদর রাত্রিaz অবশ্যই শবে বরাতের পক্ষে বহু সহীহ হাদীস শরীফ রয়েছে। যেম ইবনে মাজাহ, বায়হাক্বী শরীফ ও মিশকাত শরীফ ইত্যাদি কিতাবে উল্লেখ আছে, প্রিয় নবী সাল্লাõ¡ý তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

اِذَا كَـانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنَ الشَّعْبَانِ فَقُوْمُوْا لَيْلَهَا وَصُوْمُوْا نَهَارِهَا فَاِنَّ اللّٰهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوْبِ الشَّـمْـسِ اِلٰـى سَـمَـآءِ الدُّنْيَا فَيَقُوْلُ اَلَآ مُسْتَغْفِرٌ لِّىْ فَاغْفِرُلَهُ اَلَآ مُسْتَرْزِقٌ فَاَرْزَقُهُ اَلَآ مُبْتَلِى فَاعَافِيهُ اَلَآكَذَا اَلا كَذَا حَتّٰى يَطْلُعَ الْفَجْرَ ـ الحديث

অর্থাৎ ''যখন শা'বানের পনের তারিখের রাত আসে, তখন ওই রাতে তোমরা (ইবাদত-বন্দেরগীর মাধ্যমে) রাত্রিজাগরণ কর এবং দিনে রোযা রাখ। কেননা, Bõ¡q পাক সূর্যাস্তের পর এ রাতে প্রথম আসমানে তাঁর জলওয়া বিচ্ছুরিত করেন এবং ®O¡oZ¡ করেন- কে আছ আমার কাছে স্বীয় গুনাহ্'র ক্ষমাপ্রার্থী? আমি তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেব। কে আছ রিযক্ব প্রার্থী? আমি তাকে রিযক্ব দান করব। কে আছ আরোগ্যেl আবেদনকারী? আমি তাকে (রোগ থেকে) মুক্ত করব। কে আছ অমুক প্রার্থী, কে BR অমুক প্রার্থী এভাবে সুবহি সাদিক্ব হওয়া পর্যন্ত (ডাকতে থাকেন)।''

আইয়্যা-মুল্লা-হ্ শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

কোরআন করীমে ‘আইয়্যা-মুল্লা-হ্’ শব্দটি সূরা ইব্রাহীমের ৫ম আয়াতে উল্লেখ কl¡ হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে সম্বোধন করে এIn¡c করেন وَذَكِّرْهُمْ بِاَيَّامِ اللّٰه ([হে মূসা!] আপনি তাদেরকে (বনী ইসরাঈল) আল্লাহ্র দিনসমূহ স্মরণ করে দিন।) উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে আল্লাহ্র বিশেষ দিনগুলো সম্পর্কে বনী ইসরাঈলকে নসীহত করার আদেশ করেছেন। ‘আইয়্যামুল্লাহ্’ বলা হয় ওই দিনসমূহকে যেগুলোর সাথে বিশেষ ঘটন¡, Iqja বা আযাব অবতীর্ণের সম্পর্ক রয়েছে। যেমন- মি’রাজ দিবস, নবীজীর মিলাদ দিhp CaÉ¡¢cz jga£ Bqjc Hu¡l M¡e eDj£ Iqj¡aõ¡¢q a¡"Bm¡ Bm¡u¢q "a¡gpীরে নূরুল ইরফান’-এ উল্লেখ করেছেন- উক্ত আয়াতে কারীমায় ‘আইয়্যামুল্লাহ্’ বলতে "Bc ও সামূদ জাতির উপর আল্লাহ্র আযাব আসার দিন বা বনী ইসরাঈলের উপর মান্নাসালওয়া অবতীর্ণের দিন, অথবা ফির‘উনের নীল নদে ডুবে মরার দিবস। যেহেতু এ সব দিবসে এমন এমন বিশেষ বিশেষ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যার মধ্যে পরবর্তীcl জন্য নসীহত ও উপদেশ অর্জনের শিক্ষা রয়েছে।

-তাফসীরে জালালাঈন, জুমাল, মাদারেক, নূরুল ইরফান ও খাযাইনুল ইরফান

✍ **Bhcõ¡¢qm h¡L£**

বায়েজিদ, চট্টগ্রাম

ফ fÐÀ গত ১৮ জানুয়ারি ২০০৮ তারিখে বাদে জুমু‘আ চ্যানেল এটিএন বাংলায় মাওলানা কামাল উদ্দীন জাফরী বলেছেন- ‘‘রসূল যদি আমাদের মত মানুষ না হe, তাহলে আমরা তাকে আদর্শ হিসেবে কেমনে মানব? মডেল হিসেবে কিভাবে পাব, k¡l¡ রসূলকে মানুষ মানে না, তারা মুসলমান কিনা সন্দেহ।’’ এ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে রসূল সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আমাদের মত মানুষ বলা যাবে কিনা সfÐ¡Z বুঝিয়ে বললে কৃতার্থ হব।

📖**Ešl x** নবী ও রসূলগণ যারা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য আল্লাহ্ তা‘আলা কর্তৃক প্রেরিত হয়েছেন, তাঁরা মানবজাতি থেকেই প্রেরিত হয়েছেন। জিন বা ¢g¢Ina¡ জাত থেকে নন। যদিও তাঁরা আমাদের মত সাধারণ মানব নন, বরং তাঁদের হাকÅÅ ব্যক্তিত্ব আকৃতি প্রকৃতি সবই সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে। সর্বোপাl Bõ¡ql ¢fÐ j¡qhh p¡õ¡õ¡ý a¡"Bm¡ Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j'l q¡LÅÅ, hÉ¢š²aÅBL¢a, প্রকৃতি সবকিছুই তুলনাহীন। স্রষ্টা হিসেবে মহান আল্লাহ্র যেভাবে কোন নমুe¡ h¡ p¡cnÉ নেই, সৃষ্টির মধ্যে মানব হিসেবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাõ¡j'l মত কোন মানবের সাদৃশ্যতা নেই। এক কথায় তিনি হলেন মানব জাতির মধ্যে তুলনাবিহীন নূরানী মানব ও শ্রেষ্ঠতম রসূল। রসূলকে আমাদের মত বলা মানে রসূলের

মান-মর্যাদাকে খাটো করা। আর রসূলের মান মর্যাদা খাটো করার অপর নাম qm LgI£ এবং উক্ত কুফরীর সাজা হল চিরস্থায়ী জাহান্নাম। বিভিন্ন বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, বশর তথা সাধারণ মানুষ ও শানে মুস্তফার মধ্যে সাতাশটি স্তর ব্যবধান রয়েcRz AaHh eh£ LI£j p¡õ¡õ¡ý a¡"Bm¡ Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j'l j¡e-jk¡c¡ p¡d¡lZ j¡eh থেকে ২৭ গুণ উর্ধ্বে। আমাদের অস্তিত্ব ও মহান আল্লাহর অস্তিত্বে যেমন মত হতে পারেe¡, তদ্রুপ আমাদের বশরিয়্যাত প্রিয় মাহবূবে কিবরিয়ার বশরিয়্যাতের মধ্যে এক হতে পারে e¡z

তাফসীরে রূহুল বয়ানে সূরা মারয়ামে كٓهٰيٰعٓصٓ এর অধীনে উল্লেখ আছে হুজূর আকরম p¡õ¡õ¡ý a¡"Bm¡ Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j'l BL¢a qm ¢ae¢Vz HL j¡eh£u BL¢a, দুই. ফিরিশ্তাসুলভ আকৃতি, তিন. সূরাতে হাক্বক্বী তথা আসল আকৃতি বা আল্লাহ্র গুণে ...Z¡¢eaz HC ¢ae BL¢al pj¢øl e¡j qm qkIa jq¡Çjc jÙg¡ p¡õ¡õ¡ý a¡"Bm¡ আলায়হি ওয়াসাল্লাম। আমাদের আকৃতি হল শুধুমাত্র মানবীয়। অতএব আল্লাহ্র রসূলকে আমাদের মত বলা মানে তাঁর বাস্তব অস্তিত্বকে অস্বীকার করা, যা কুফরীর নাম¡¿lz

উল্লেখ্য যে, পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে- قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ""®q q¡h£h! আপনি বলুন যে, আমি (বাহ্যিক দৃষ্টিতে) তোমাদের মত মানুষ।’’ উক্ত আয়াতেl jj¡b হল, উম্মতগণকে বিনয়, নম্রতা ও ভদ্রতা শিক্ষা প্রদান করা। অর্থাৎ প্রিয় রসূল p¡õ¡õ¡ý তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল এবং ইমামুল আম্বিয়া হওয়ার পরেও k¢c (বাহ্যিক আকৃতিতে) ‘‘আমি তোমাদের মত’’ বলেন, তবে আমাদেরকে স্বীয় অস্তিaÅ কিভাবে মিঠাতে হবে? এ আয়াত থেকে শিক্ষা নিতে হবে। অথবা এ আয়াত কাফিরcl উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। অর্থাৎ হে কাফির ও নাফরমানগণ! আমি তোমাদের মত মানবজাতির মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছি। Avgv‡K তোমাদের আপনজন ও বন্ধু জান, শত্রু মনে করো না। সুতরাং আমার নিকট আস হিদায়াত পাবে। দূরে সরে থাক না। মূলতx HV¡J একটি হিদায়াতের কৌশল। অথবা উপরিউক্ত আয়াত মুতাশাবিহ (সাদৃশ্যপূর্ণ) য¡l p¢WL মর্মার্থ আল্লাহ্-রসূলই ভাল জানেন। -তাফসীরে কবির, তাফসী জাহেদী ও মাদারিজুন্ নুবূয়্যত ইত্যাদি

এসব তাফসীর ও ব্যাখ্যা না পড়ে শাব্দিক অর্থ নিয়ে ঢালাওভাবে এ আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রিয় নবীকে আমাদের মত বা দশজনের মত সাধারণ মানুষ বলা বেDj¡e£, Qlj ®hBch£ J Qlj jMa¡ R¡s¡ Bl ¢L?

তদুপরি বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থের ‘সওমে বেসাল’ (খাবার গ্রহণ ব্যতীত রোযা) শীর্ষক অধ্যায়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্র রpm সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে এরশাদ করেছেন, ‘‘তোমাদের মধ্যে কে আছ আj¡l মত?’’। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ আমার মত নেই। নবী-রসূলগণকে আমাদের ja বলা কাফেরদের চরিত্র, যা কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। উল্লে¢Ma চ্যানেলে উত্তরদানকারী মৌলভীর প্রিয় নবীকে আমাদের মত বলা পবিত্র কোরআন

করীমকে যে কোন আরবী ভাষায় লিখিত বইয়ের মত বলার ন্যায়, যা কোরআন করীমের সাথে চরম বেআদবী। আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের বেআদবদের থেকে মুসলিম জাতিCL I r¡ LI¦e; B j£ez -[সহীহ বুখারী, মিশকাত, তাফসীরে কবির, তাফসীরে জাহেদী ও মাদারিজুন্নhuÉaz]

f-BÀ আমাদের আক্বীদার মধ্যে কোন মুসলমান ইন্তিকাল করলে আমরা বলে থাকি "Bõ¡ý I î£'-"jq¡¢jc eh£'z Bjl¡ Sj¢e, eh£ LI£j p¡õ¡õ¡ý a¡"Bm¡ Bm¡C¢q ওয়াসাল্লাম'র নাম শুনামাত্র দুরূদ পড়তে হয়। প্রশ্ন হল- 'মুহাম্মদ নবী' বলার সাথে সাথে 'সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম' বলা হয়না কেন? অনেকে একে নাজায়েযJ বলে। প্রমাণসহ বর্ণনা করলে কৃতজ্ঞ হব।

EšI x মৃতব্যক্তিকে নামাযে জানাযা ও দাফনের জন্য নেওয়ার প্রাক্কালে কালেমা °auÉh¡q, a¡ph£q, cl¦c nl£g, e¡"a nl£g h¡ Bõ¡ý I î£ jq¡¢j¡ce e¡h£uÉ ®R¡V বা বুলন্দ আওয়াজে পাঠ করা বৈধ এবং জীবিত ও মৃতের জন্য উপকারী। এ সম্পCL কোরআন করীম, হাদীস শরীফ ও ফুক্বাহা-ই কেরামের উক্তিসমূহে অনেক বর্ণনা বিদ্যমান আছে। আমাদের বাংলাদেশের চট্টগ্রামসহ অনেক স্থানে নামাযে জানাযা J দাফনের জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় মৃত ব্যক্তির পিছনে আল্লাহু রব্বী মুহাম্মাদুন্ eh£uÉ ej¡ nq তা একদিকে আল্লাহ্-রসূলের যিক্র অপর দিকে মৃত ব্যক্তির তালক্বীন। কেননা মৃতব্যক্তি কিছুক্ষণ পর যখন কবরস্থ হবে, তখন তার থেকে প্রশ্ন করা হবে 'মান I î L¡' তখন তার উত্তর হবে 'আল্লাহু রব্বী' তারপর যখন প্রশ্ন করা হবে 'মান্ নাবিয়্যুক¡' aMe তার উত্তর হবে 'মুহাম্মাদুন্ নবীয়্যী'। এটার অর্থ 'আল্লাহ্ আমার রব' এবং 'jq¡¢jc p¡õ¡õ¡ý a¡"Bm¡ Bm¡C¢q Ju¡p¡õ¡j B j¡l eh£'z

উল্লেখ্য যে, আল্লাহু রব্বী ও মুহাম্মাদুন্ নবীয়্যী বলার সময় একবার বা কয়েকবাI একজনে বা সবাই সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মনে মনে বা উচ্চস্বরে পড়ে নিবে, তবে প্রতিবার দুরূদ পড়া ওয়াজিব নয়। আর কয়েকজনে পড়ে নিলেও দুরূc শরীফের হুকুম বা মুস্তাহাব আদায় হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, মৃতব্যক্তিকে নামাযে জানাযা বা দাফনের জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় যিক্র আয্কার করা দু'আ-দুরূদ পড়া অথh¡ Qf থাকা শরীয়তসম্মত। তবে বর্তমান ফিত্নার যামানার চুপ থাকলে অনেকেই দুনিu¡h£ বেহুদা গল্প-গুজবে বা হাসি-ঠাট্টায় মগ্ন হয়ে গুনাহ্গার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, ¢hd¡u মৃতব্যক্তির লাশের পেছনে যিক্র-আয্কার করাই অতি উত্তম।

f-BÀ কবরে ক্বিয়াম করা জায়েয আছে কিনা এবং কোরআন-সুন্নাহ্র আলোকে মিলাদ-ক্বিয়ামের গুরুত্ব জানালে উপকৃত হব।

EšI x ঈসালে সাওয়াব উপলক্ষে মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে কোরআন করীম ¢am¡Ju¡a, cl¦c nl£g f¡W LI¡ Hhw ¢jm¡c-¢LÅj Bc¡u LI¡ nl£uap¿jaz মিলাদ শরীফ কোরআন করীম, হাদিস শরীফ, ওলামা-এ কেরামের বাণী নবীগণ ও ফিরিশ্তাগনের কর্ম দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এটা অতি উত্তম ইবাদত এবং মিলাদ শরীফে

নবীজির বেলাদতের যিকরের সময়ে ক্বিয়াম করা সাহাবা-এ কেরামের সুন্নাত, সাল্ফে সালিহীনের ত্বরীকা দ্বারা প্রমাণিত। মিলাদ ও ক্বিয়াম যে কোন পবিত্র জায়গাu f¡W LI¡ যায় যদিও তা কবরের পাশে হোক কোরআন করীম, হাদীস শরীফ ও ওলামা-এ কেরামের বাণীর আলোকে মিলাদ ও ক্বিয়ামের গুরুত্ব অপরিসীম।

যেমন তাফসীরে রূহুল বয়ান, পারা ২৬ সূরা ফাত্হের আয়াত محمد رسول الله HI তাফসীরে উল্লেখ আছে من تعظيمه عمل المولد اذالم يكن فيه منكر Ab¡v ¢jm¡c শরীফ পাঠ করা হল নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে সম্মান LI¡, যখন তা খারাপ বিষয় থেকে মুক্ত হয়।

ইমাম ইবনে জূযী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি এরশাদ করেছেন

من خواصه انه امان فى ذلك العام وبشرىٰ عاجلة بنيل البغتة والمرام

অর্থাৎ মিলাদ শরীফের বিশেষত্ব হল মিলাদের বরকতে সম্পূর্ণ বছর আমানতে সালামতে অতিবাহিত হবে এবং এর মাধ্যমে মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ার সুসংবাদ রয়েছে।

কবরের পাশে যিয়ারতের মুহূর্তে মিলাদ-ক্বিয়াম করা হলে এর বরকতে চিরদিনেI Se£ কবরের আযাব বন্ধ হয়ে যাবে, কবরবাসী আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীবের দয়ার দৃষ্টিতে থাকবেন এবং তাঁদের প্রিয়বান্দা ও উম্মত হিসেবে বিবেচিত হবেন। তাই কবরবাসীর কল্যাণার্থে যিয়ারতের প্রাক্কালে মিলাদ- ক্বিয়াম করা ভাল ও মঙ্গলজনক।

jq¡¢jc Cpj¡Dm Bkj

¢eEj¢lw, aš²¡I fm, h¡¢cI, Q–NË¡j

f-BÀ দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার আলপিন ম্যাগাজিনে আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে যে অবমাননা করেছে, এর সম¡d¡e কী হতে পারে? ক্ষমা চাইলে কি হবে? নাকি শাস্তি? শাস্তি হলে কি ধরনের শাস্তি হতে পারে জানালে খুশী হব।

EšI x মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং অন্তরে তাঁর ভালবাসা রাখার নাম ঈমান এবং এর বিপরীত করার নামই কু¢glz তজ্জন্য কোন তাওবা ও ক্ষমা নেই। তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। হযরত কাজী আয়াজ মালেকী 'আলায়হির্ রহমাহ্ 'শেফা শরীফে' ব্যক্ত করেছেন-

اجمع العلماء ان شاتم النبى ﷺ المنقص له كافر والوعيد جار عليه بعذاب الله تعالى ومن شك فى كفره وعذابه فقد كفر.

অর্থাৎ সকল ওলামা-এ কেরামের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এ বিষয়ে যে, অবশ্য হুSI করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শান ও মানে অবমাননাকারী কা¢gI, তার উপর আল্লাহ্র আযাবের ধমক অবধারিত এবং যে উক্ত ব্যক্তি কাফির ও আল্লাহ্I আযাবের যোগ্য হওয়াকে সন্দেহ করবে সেও কাফির।

ফাতহুল কদীর কিতাবের ৪র্থ খণ্ডে উল্লেখ আছে

كـل مـن ابـغـض رسول الله ﷺ بقلبه كان مرتدا فالسابّ بطريق اولى وان سبّ سكران لايعفى عنه

অর্থাৎ যে অন্তরে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি বিদ্বেষ রাখবে সে মুরতাদ্দ সাব্যস্ত হবে এবং নবীজীর অবমাননাকারী অগ্রাধিকার ভিত্তিতেই মুরতাদ্দ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। যদি কেউ মাতাল অবস্থায়ও নবীজীর শানে অবমানন¡Ll në ব্যবহার করে সে অবস্থায়ও তার জন্য কোন ক্ষমা নেই।

দুররুল মুখতারের প্রণেতা আল্লামা আলাউদ্দীন খাচকপী হানাফীর ওস্তাদ আল্লামা M¡ul¦Ÿ£e রমলী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি 'ফতোয়ায়ে খাইরিয়্যা'তে উল্লেখ করেন-

مـن سـب رسـول الـلـه ﷺ فـانـه مرتد وحكمه حكم المرتدين ويفعل به مايفعل بالمرتدين ولاتوبة له اصلا واجمع العلماء انه كافر ومن شك فى كفره كفر.

অর্থাৎ যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শানে বেআদবী করবে তার হুকুম হল মুরতাদদের হুকুমের ন্যায় এবং তার সাথে আচরণ হবে মুরতাদদের সাথে আচরণের মত। তার জন্য কোন তাওবা (ক্ষমা) নেই সমস্ত ওলামা-ই কেরামের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সে কাফির, যে তার কুফরীকে সন্দেহ করবে সেও কাফির।

নবীর শানের অবমাননাকারীর হুকুম হল তাকে হত্যা করা। যেমন হযরত আনাস বিe মালিক রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, মক্কা শরীফ বিজয়ের দিনে নব£S£ মক্কা শরীফে অবস্থানরত ছিলেন। কেউ মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আরজ করলেন এয়া রসূলাল্লাহ্! আপনার শা‡ন অবমাননাকারী ইবনে খতল খানায়ে কাবার পর্দাসমূহের মধ্যে লুকিয়ে আছে। তখন প্রিয় মাহবূব সাল্ল¡õ¡ý তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমালেb اُقْتُلُوْهُ (তোমরা তাকে হত্যা কর)। আবদুল্লাহ্ ইবনে খতল মুরতাদ্দ ছিল। সদা নবীজীর শানে বেআদবীপূর্ণ আচরণ কl মানহানিকর কবিতা ব্যক্ত করত। দু'জন গায়ক ক্রীতদাসী সে নিয়োজিত করেছিল, ®ke সদা তারা নবীজীর শানে মানহানিকর গান পরিবেশন করে। উল্লেখিত আলোচনা দ্ব¡l¡ hT¡ ®Nm ®k ¢f¡Qehf qkla jqi¢jc p¡õ¡õ¡ý a¡"Bm¡ Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j-Hl n¡e অবমাননাকর আচরণ করবে, তার জন্য কোন ক্ষমা নেই এবং শরীয়তে তার জন্য তাওh¡ করার কোন সুযোগ দেয়নি। তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। তবে কতল বা হত্যা ক¡l আদেশ প্রদান করবে ইসলামী রাষ্ট্রের কাজী/বিচারক। সাধারণ মুসলিম এ সব বেBch থেকে দূরে থাকবে আর তাদেরকে মনে প্রাণে ঘৃণা করবে। সুতরাং রাষ্ট্র বা সরকারের উপর ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য যে, প্রথম আলো পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেস কl কঠোর ও যথাযথ শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। নতুবা অন্য যে কোন প¢œL¡ h¡ ম্যাগাজিন যেমন ইচ্ছা তেমন বলবে ও লিখার সাহস করবে। যা ফিত্না-ফ্যাসা¢cl cu¡l খুলে দেবে।

✍ f¡l i£e BMa¡l ®hh£

j£lh¡¢s, S‰mM¡Ce, f¢Vu¡

প্রশ্ন ওহাবী কি ও কারা? তারা কি বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে? তারা কি ঈমানদার? বিস্তারিত জানালে খুশী হব।

উত্তর সা'উদী আরবের অন্তর্গত নজ্‌দ বর্তমান রিযাদ এলাকার অধিবাসী নবী-ওলীর দুশমন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজ্‌দীর ভ্রান্ত মতবাদের অনুসারীদেরকে ওহাবী বলে। তারা বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন- নজদী, খারেS£, দেওবন্দী, তবলীগী, আহ্‌লে হাদীস, গায়রে মুক্বাল্লিদ ইত্যাদি।

ওহাবী মতবাদ হল কুফরী মতবাদ। যেমন তাদের আক্বীদা হল নামাযের মধ্যে নব£ Ll£j সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খেয়াল করা গরু-গাধার খেয়াল থেকেJ ¢eLø (e¡Fk ¢hõ¡q)! ýSl Ll£j p¡õ¡õ¡ý a¡"Bm¡ Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j ®L¡e ¢LRl j¡¢mL h¡ jMa¡l eez ýSl Ll£j p¡õ¡õ¡ý a¡"Bm¡ Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j ®no eh£ নন (না'ঊযু বিল্লাহ্)! আল্লাহ্‌র রসূল মরে মাটির সাথে মিশে গেছেন (না'ঊয ¢hõ¡q)! তাদের লিখিত বই-পুস্তকে এ ধরনের আরো অনেক মারাত্মক ধরনের উক্তি ও বেআদবীপূর্ণ কথা লেখা রয়েছে। এ ধরনের মতবাদের দ্বারা নবীজীর মান-মর্যাদ¡ r¢æ qu, k¡ Lgl£z pal¡w a¡l¡ ¢Ql\Ù¡u£ S¡q¡æ¡j£z Bõ¡q f¡L jp¢mj S¡তিকে ওহাবী মতবাদ হতে রক্ষা করুন- আমীন।

প্রশ্ন হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম জীবিত আছেন, এ বিষয়ে চার মাযহাবের ইমামগণের ঐকমত্য আছে কি? এক বইয়ে পড়েছি- ইমাম মালিক রহমাতুল্লাহি আলায়¢q বলেছেন, ঈসা ইবনে মার্‌ইয়াম ইন্তিকাল করেছেন। এ কথার যথার্থতার প্রতি আলোকপাত করবেন এবং সূত্রসহ উল্লেখ করলে ধন্য হবো।

উত্তর চার মাযহাবের ইমামদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হল হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামকে আসমানে তুলে নেয়া হয়েছে এ প্রসঙ্গে কোরআনে করী¢j l Bu¡a- اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ Hl E‹m fÐj¡Zz ¢a¢e আসমানে জীবিত আছেন। ক্বিয়ামতের পূর্বে যখন ইমাম মাহদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আম¡ আনহু প্রকাশ হবেন তখন একদিন ফজরের নামাযের সময়ে দামেস্কের জামে মসজিদের পূর্ব পার্শ্বস্থ মিনারের উপর আসমান থেকে অবতরণ করবেন। দ্বীন ইসলামের প্রচ¡l করবেন। তিনি বিয়ে করবেন সন্তানও হবে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর বেঁচে থাকবেন, ত¡lf l ইন্তিক্বাল করবেন এবং আল্লাহ্‌র প্রিয় মাহবূবের পাশে সমাহিত হবেন।

-[নূরুল ইরফান ও বাহারে শরীয়ত]

ঈসা আলায়হিস্ সালাম ইন্তিক্বাল করেছেন বলে ইমাম মালিকের বরাতে যে কথা hm¡ হয়েছে, তার কোন ভিত্তি †bBz

✍ jqi¢jc B¢SSI Iqj¡e

m¡m¡lM£m, MlZ¡, f¢Vu¡

❖ fËnÀ মাসিক মদীনার গত ডিসেম্বর ২০০৭ সংখ্যার প্রশ্নোত্তর বিভাগে এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর জন্j e¡ হলে পৃথিবী, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র এক কথায় মহাবিশ্বে যা কিছু আছে তার কোন ¢LRC সৃষ্টি হতো না। কথাটা কতটুকু সত্য, তা সহীহ হাদীস থেকে ব্যাখ্যা দিবেন? এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়েছে এভাবে- আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি আসমানসমূহ (কোন কিRC) সৃষ্টি করতাম না। এটি লোকমুখে হাদীসে কুদসী হিসেবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধ। অথচ q¡c£p বিশেষজ্ঞরা এ ব্যাপারে একমত যে, এটি ভিত্তিহীন বর্ণনা, দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকদের বানানো কথা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের সাথে এর p¡j¡e£ajJ p¢fL ®eCz ®j¡õ¡ Bm£ LÅ£, n¡uM BSme£, Bõ¡j¡ L¡EL¢S, Cj¡j শাওকানী, মুহাদ্দিস আবদুল্লাহ্ ইবনে সিদ্দীক্ব আল্ গুমারী, শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) প্রমুখ মুহাদ্দিসীনে কেরাম এটিকে জাল বলেছেন। তাজকিরাতুল j¡Jk"Ba 86, Bmj¡pee 150, ¢Ip¡m¡am j¡Jku¡a 9, L¡ngm Mg¡ 2/164, আল্ লুউলুউল মারসু ৬৬, আল্ ফাওয়ায়েদুল মাওজূআ ২/৪১০, আল্ বূসীরী মাদেহুর Ip¢mm B'kj p¡õ¡õ¡ý Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j 75, g¡a¡Ju¡ Bk£¢ku¡ 2/129, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া ১/৭৭, কিতাবসমূহ থেকে হাওলা দিয়েছেন। এর মধ্যে ®j¡õ¡ আলী ক্বারী উল্লেখযোগ্য।

উপরিউক্ত প্রশ্নোত্তরের যথাযথ জবাব কোরআন-হাদীসের আলোকে দেয়ার জন্য বিe£a অনুরোধ রইল।

📖Eš l x আমাদের প্রিয় নবী আক্বা ও মাওলা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সৃষ্টি না হলে পৃথিবী, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, চন্cÐpk তথা কুল সৃষ্টিজগতের কোন কিছুই সৃষ্টি হত না -এ কথাটা বিশুদ্ধ। হাদীসে কুcp£ J নির্ভরযোগ্য কিতাবের মাধ্যমেই প্রমাণিত। এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহকে ভিত্তিহীe hZe¡ বলা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকদের বানানো কথা বলা নবীবিদ্বেষীর নামান্তর। Eš² hÉ¢š² জ্ঞানপাপী ও পক্ষপাতদুষ্ট এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত নবীজীর মান-মর্যাদাকে খাট করাই তাদের উদ্দেশ্য। ইমাম আহমদ বিন মুহাম্মদ কোস্তলানী শারেহে বোখারী রহমাতুল্লাহি Bm¡u¢q স্বীয় কিতাব আল্ মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়াতে উল্লেখ করেছেন-

قال اللـه تعالى ياآدم ارفع رأسک فرفع رأسه فرای نور محمد ﷺ فی سرادق العرش فقال يارب ماهذا النور قال هٰذا نور نبی من ذريتک اسمه فی السماء احمد وفی الارض محمد لولاه ماخلقتک ولاخلقت سماء ولاارضا

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন হে আদম তুমি নিজের মাথা উত্তোলন করz অতঃপর তিনি নিজের মাথা তুললেন। তারপর আরশের পর্দাসমূহে 'মুহাম্মদ সাল্ল¡õ¡ý

আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নূর' মুবারক দেখলেন। অতঃপর বললেন, হে আমার রব! H নূরখানা কি? তদুত্তরে মহান আল্লাহ্ বললেন, এটা তোমার আউলাদ ও বংশধর থেকে এক নবীর নূর, যার নাম আসমানে 'আহমদ' আর যমীনে 'মুহাম্মদ'। যদি ওই নব£ e¡ হত তবে আমি তোমাকে সৃষ্টি করতাম না এবং আসমান ও যমীনকেও সৃষ্টি করতাম e¡z শাহ্ অলী উল্লাহ্ দেহলভীর পিতা শাহ্ আবদুর রহীম মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাaõ¡¢q আলায়হি স্বীয় 'আনফাসে রহীমিয়্যা' কিতাবে উল্লেখ করেন-

ازعرش تابفرش وملائکہ علوی جنس سفلی ہمہ ناشی ازآں حقیقت محمد یہ است وقول رسول مقبول اول ماخلق الله نوری ماخلق الله من نوری لولاک لما خلقت الافلاک وقوله لولاک لما اظهرت ربوبيتی

অর্থাৎ: আর্শ থেকে ফরশ পর্যন্ত ঊর্ধ্বজগতের ফেরেশতারাজি নিম্নজগতের সকল স¡ø হাক্বীক্বতে মুহাম্মদিয়্যা হতে সৃজন করা হয়েছে। হুজূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়¢q ওয়াসাল্লাম-এর বাণী সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা আমার নূরকে সৃষ্টি করেছেন এবং Bj¡l নূর থেকেই সকল বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয় হাবীব সাল্ল¡õ¡ý আলায়হি ওয়াসাল্লামকে উপলক্ষ করে এরশাদ করেছেন (হে হাবীব!) আপনি না হলে আমি আসমানসমূহকে সৃষ্টি করতাম না এবং আপনি না হলে আমি আমার প্রভূত্ব বিL¡n Llaj¡e¡z

ইমাম আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বীয় কিতাব 'খাছায়েেR Lhl¡' শরীফে উল্লেখ করেছেন-

اخرج الحاكم صحّحه عن ابن عباس رضی الله عنه قال اوحی الله الی عيسی اٰمن بمحمد ﷺ ومُر من ادرکه من امتک ان يومنوا به فلو لا محمد ما خلقت اٰدم ولا الجنّة ولا النار .

অর্থাৎ: হাকেম মুসতাদরিকে বর্ণনা করেছেন এবং হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বিশুদ্ধ সনদে উল্লেখ করেছেন, তিনি এরশাদ করেছেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম-এর প্রতি ওহী করলেন (হে ঈসা!) মুহাম্মc সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ঈমান আন এবং তোমার উম্মত থেকে যার¡ তাঁকে পাবে তাদেরকে তাঁর সাথে ঈমান আনার নির্দেশ প্রদান কর। কেননা মুq¡¢jc সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম না হলে আমি আদম আলায়হিস সালাম, বেহেশ্ত-দে¡kM p¢ø Llaj¡ e¡z

মায়ারেজুন্ নুবূয়তে উল্লেখ আছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনý **وماکنت بجانب الطور اذ نادينا** ওই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর তাওরীত প্রাপ্তির মুহূর্তে আল্লাহ্র সাথে মূp¡ আলায়হিস সালাম-এর আলোচনার একটি মুহূর্তে আল্লাহ্ বলেন

لولامحمد وامته لما خلقت الجنّة ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا الليل ولا النهار وملکا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا اياک.

Ab¡v (®q jp¡!) k¢c j q¡¢jc p¡õ¡õ¡ý Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j Hhw a¡l E¢ja e¡ qa তবে বেহেশ্‌ত, দোযখ, সূর্য, চন্দ্র রাত-দিন, নৈকট্যবান ফেরেশ্‌তা, নবী-রসূল কাউকে সৃষ্টি করতাম না এবং তোমাকেও সৃষ্টি করতাম না।

শায়খ মুহাক্বিক্ব হযরত আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়¢q 'মাদারিজুন্ নুবূয়ত' কিতাবে উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র মি'রাজ রজনীতে প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেছেন- لَـــوْ لَاكَ لَـمَـاخَـلَقْتُ الْاَفْلَاكَ অর্থাৎ হে হাবীব আপনি না হলে আমি অবশ্য আসমানসমূহ সৃষ্টি Llaj ej z

শায়খ মুহাক্বিক্ব 'মাদারিজুন্নুবূয়্যত' গ্রন্থে আরো বলেছেন-

مخلوق کاظہورروح مطہر محمدی کے واسطہ سے ہے اگر روح محمدی نہ ہوتی تو خداتعالی کوکوئی نہ جانتا
کیوں کہ کسی کا وجود ہی نہ ہوتا

অর্থাৎ সৃষ্টি জগতের প্রকাশ ও বিকাশ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাõ¡j-Hl পবিত্র রূহ মুবারকের ওসীলায় হয়েছে, যদি রূহে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম না হত তবে আল্লাহ্ তা'আলাকে কেউ জানত না। কেননা তিনি না হলে (সৃষ্টির মধ্যে) কারো অস্তিত্বও হত না।

আল্লামা ইবনে হাজর মক্কী হায়তমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর কিতাব 'আন্ নি'j¡am কুবরা 'আলাল্ আ-লম'-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন- ان اٰدم وجـــميـع الـمـخـلـوقـات خُلقوا لاجله অর্থাৎ অবশ্যই আদম আলায়হিস সালাম এবং সমস্ত সৃষ্টিজগত সৃষ্টি হয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কারণে। অর্থাৎ প্রিয়নবী সৃষ্টি না হলে কোন কিছুই সৃষ্টি হতো না।

®j¡õ¡ n¡uM Bqjc S£qe Bm¡u¢ql Iqja سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লা-মকানের মি'রাজের ঘটনা বর্ণনায় উল্লেখ করেন- আল্লাহ্ তা'আলা ÎfÐ হাবীবকে উপলক্ষ করে সেখানে বলেছিলেন-

انـا وانـت خـلـقـت مـاسوا ک لاجلک Ab¡v (®q q¡h£h!) B¢j J B f¢ez B f¢e ছাড়া যা কিছু আছে তা আমি আপনার কারণেই সৃষ্টি করেছি (আপনি না হলে আমি ®L¡e ¢LRC p¢ø Llaj e¡)z

উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল, আমাদের নবী সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু আলাu¢q ওয়াসাল্লাম না হলে কোন কিছুই সৃষ্টি হত না। মাসিক মদিনার প্রশ্নোত্তর বিভাগের উত্তরদাতা সুকৌশলে এ সম্পর্কীয় অনেক সহীহ রিওয়াতকে অস্বীকার করলেন। পক্ষান্তরে এত বড় উঁচু মাপের মুহাদ্দিস, অলী ও ইমামগণের বর্ণনা না দেখে গুটি দু'এক জনের বর্ণনা পেশ করে তিনি দ্বীনের ব্যাপারে বড়ই খেয়ানত এবং নবীজীর শান-মানে l ব্যাপারে বড়ই বিদ্বেষী মনোভাব প্রকাশ করলেন। তিনি যে হাদীসকে ভিত্তিহীন hm¡l অপচেষ্টা করেছেন। উক্ত হাদীসে কুদসীকে বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খে মুহাক্বিLÅÆB m¡m

ইতলাক হযরত আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী ও হযরত শাহ্ আবদুর রহীম মুহাদ্দিসে দেহলভী সহীহ হিসেবেই স্বীয় কিতাবে সাব্যস্ত করেছেন। তদুপরি এ ধরনের হাদ£pp j q বিভিন্ন সূত্রে ইমাম আহমদ কুস্তালানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'মাওয়াহিবে লাদু¢æu¡' J প্রখ্যাত ইমামগণ আপন আপন রচিত কিতাবসমূহে বর্ণনা করেছেন।

-[মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া, আনফাসে রহীমিয়া, মুসতাদরিকে হাকেম, মাদারিজুe ehua, j¡"B¢lSe ehua, M¡p¡Cpm Lhl¡ Hhw Be ¢e'j¡am Lhl¡ CaÉ¡¢cz]

✍ jq¡¢jc j¢qEŸ£e, Q-N¤

❖ **fÐnÀ** q¡L£jm E¢ja jga£ Bqjc Cu¡l M¡e eDj£ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢q রচিত 'জা-আল্ হক্ব' ১ম খণ্ডের ২৫৬ পৃষ্ঠায় 'হাজির-নাজির' সংক্রান্ত বিষয় সম্পর্কে উপস্থাপিত আপত্তিসমূহের বিবরণ নামক অধ্যায়ে আছে- ''প্রত্যেক জায়গায় হাজির-নাজির হওয়া আদৌ খোদা তা'আলার গুণ নয়।'' কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত 'আক্বায়েদে আরাবায়া' নামক কিতাবের ১৬৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে- ''অবশ্যই আল্লাহ সর্বত্র হাজির-নাজির।'' এ বক্তব্যদ্বয়ের মধ্যে কোনটি সঠিক যথার্থ উত্তর জানিCu ¢h ï¡¢¿¹ l অবসান ঘটাবেন।

🕮**Eš l x** জাআল হক্বে বর্ণিত উক্তি প্রত্যেক জায়গায় হাজির-নাজির হওয়া আল্লাহ্ তা'আলার গুণ নয় -এ কথাটা এবং আক্বায়েদে আরবায়া নামক কিতাবের উক্তি অবশ£ আল্লাহ্ সর্বত্র হাজির-নাজির উভয় কথা আপন আপন স্থানে সঠিক ও সত্য। কেননা আল্লাহ্ তা'আলার সর্বত্র হাজির- নাজির হওয়ার বিষয়টা আমাদের মত কোন জায়গ¡u বিদ্যমান থেকে হাজির-নাজিরের ন্যায় নয়। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা কোন জায়গার মধ্যে বিদ্যমান হয়ে হাজির-নাজির হওয়া অসম্ভব। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা স্থান-কাল-f¡œ থেকে পবিত্র। জায়গা তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না। তিনি জায়গা ও যামানার ঊর্ধ্বে। যেমন আক্বায়েদের কিতাবসমূহে উল্লেখ আছে- لايـجـرى عـليه زمان ولايشتمل عليه مـكـان অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার উপর সময় জারি হয় না এবং তাঁকে জায়গা পরিবেষ্টন করতে পারেনা। বরং তিনি জায়গা ও যামানার ঊর্ধ্বে থেকেই সর্বত্র হাজির-নাwSIz অতএব জাআল হক্ব কিতাবে মহান আল্লাহ্ কোন জায়গাকে পরিবেষ্টন করে সর্বত্র হাজির- নাজির হওয়াকে 'না' করা হয়েছে এবং আক্বায়েদে আরবায়াতে জায়গা ও যামানার ঊর্ধ্বে থেকে সর্বত্র হাজির নাজির থাকার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং Eiu কিতাবের উক্তিদ্বয়ের মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। Z‡e nwRi bwRi ¯vb-Kvj পাত্রকে বুঝায়। সে অর্থে হাজির-নাজির মহান আল্লাহ্ তাআলার শানের পরিপwš Avi nwRi-bwRi Gi A_ مـا عـالـم يا من يرٰى অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সব বিষয়ে জ্ঞাত এবং সবকিছু দেখেন এ অর্থে আল্লাহ্ তায়ালার শানে হাজির নাজির বলতে অস¤eav bvB| [iïj †gvnZvi, 3q LÊ, c. 307 I d‡Zvqv‡q dq‡R ivmj, gdwZ Rvjvj DwÏb AvgRv`x, 1g LÊ, c. 4]

✍ মুহাম্মদ মুজাম্মেল হোসেন
qiVqiSiIf, Q–NÆ

◈ fDÀ আমরা নবী ও রসূলকে সালাত-সালাম দিয়ে থাকি ও আযানের আগেও সালাত-সালাম বলে থাকি। আর আস্‌সালাম আয় নূরে চশমে আম্বিয়া পড়ি। কিন্তু ¢LE কেউ মিলাদ-ক্বিয়ামকে বিদ‘আত বলে থাকে। তাই, কোরআনের আলোকে বিষয়টির আলোচনা করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

📖EšI x মিলাদ মাহফিলে প্রিয় মাহবূব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত মুবারকের বর্ণনার মুহূর্তে সম্মানার্থে ক্বিয়াম করা মুস্তাহাব ও মুস্তাহস¡e Hhw ¢LÅjLiIf এর দ্বারা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অনেক সাওয়াব ও মহান মর্যাদার অধিকারী হCu থাকে। যারা ক্বিয়ামকে হারাম বলে তাদের উক্ত ফতোয়াকে যুগ যুগ ধরে মুহ¡LÅLÅ আলিমগণ প্রত্যাখ্যান করেছেন। ক্বিয়ামকে নাজায়েয বলা নবীবিদ্বেষীরই পরিচায়L Hhw মুসলিম মিল্লাতকে ভালকাজ থেকে বিরত রাখার অপচেষ্টার নামান্তর।

আ’লা হযরত আযীমুল বরকত ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ্ আহমদ রেজা রহমাতুল্লাহি Bm¡u¢q ¢m¢Ma "CLÅ¡am ¢LÅj¡q Bm¡ aÅC¢em ¢LÅj' ej¡L ¢La¡বে উল্লেখ করেছেন, বিশিষ্ট ফক্বীহ্ ও মুহাদ্দিস মাওলানা ওসমান ইবনে হাসান দিমাতী রq¡j¡aõ¡¢q আলায়হি তার লিখিত কিতাব ‘রিসালায়ে Bসবাতে ক্বিয়াম’-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন-

القيام عند ذكر ولادة سيد المرسلين ﷺ امر لاشك فى استحبابه واستحسانه وندبه يحصل لفاعله من الثواب الاوفر والخير الاكبر لانه تعظيم النبى ﷺ.

অর্থাৎ মিলাদ শরীফ পাঠকালে রসূলকুল শিরমণি সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-HI বেলাদত মুবারকের বর্ণনাকালে হুজূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানার্থে ক্বিয়াক করা অবশ্য মুস্তাহাব, মুস্তাহসান এবং উত্তম। যার কর্তা অনেক সাওয়াব ও মহান মর্যাদার অধিকারী হয়। কেননা ক্বিয়াম করা মানে নবীজীকে সম্মান কI¡ (k¡ qm ঈমানের দাবী)। ক্বিয়ামবিরোধীদের নির্ভরশীল ব্যক্তি মাওলানা রফীউদ্দীন তারিখে হারামাঈন নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

قد استحسن القيام عند ذكر ولادته الشريفة ذو رواية ودراية قطوبى لمن كان تعظيمه ﷺ غاية مرامه.

Ab¡v: ehf LIfj p¡õ¡õ¡ý Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j ¢jm¡c h¡ ®hm¡ca nIfg hZe¡I মুহূর্তে ক্বিয়াম করা ঐ সমস্ত আলিম মুস্তাহাব বলেছেন, যারা হলেন (যুগের) jq¡¢Ÿp J ফক্বীহ। অতএব মুখ্য উদ্দেশ্য হল নবীজীকে সম্মান করা তার জন্য এটা হল বড় আনন্দের ব্যাপার।

খাতেমুল মুহাদ্দিসীন হযরত সৈয়দ আহমদ দাহলান মক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বfu ¢La¡h "BccIivm সানিয়্যাহ্ ফির রদ্দে আলাল ওয়াহাবিয়্যা’র মধ্যে উল্লেখ করেছেন-

من تعظيمه ﷺ الفرح بليلة ولادنه وقراة المولد والقيام عند ذكر ولادته ﷺ واطعام الطعام.

অর্থাৎ: নবীজীর মিলাদ রজনীতে খুশী উদ্‌যাপন করা মিলাদ শরীফ পাঠ করা, ®hm¡ca শরীফের বর্ণনার মুহূর্তে ক্বিয়াম করা এবং মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত জনতাকে M¡h¡I খাওয়ানো নবীজীর তা’জীমের অন্তর্ভুক্ত।

মাওলানা মুহাম্মদ সালেহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি’র বরাতে আ’লা হযরত ইমাম আq¡c রেজা রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

امة النبى ﷺ من العرب والمصر والشام والروم والاندلس وجميع بلاد الاسلام مجتمع ومتفق على استحبابه واستحسانه

Ab¡v ehf LIfj p¡õ¡õ¡ý Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j-HI Blh, ¢jpI, ¢p¢Iu¡, ®I¡j, আন্দালুস ও সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের উম্মতগণ ঐকমত্য রয়েছেন যে, মিলাদ শIfg f¡W LI¡ Hhw ¢LÅj LI¡ jÙ¡q¡h J jÙ¡qp¡ez

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্‌য়া হাম্বলী রহমাতুল্লাহি আলায়হি মিলাদ মাহফিলে বেলাদত শরীফের বর্ণনার মুহূর্তে ক্বিয়ামের আলোচনায় বলেন-

يجب القيام عند ذكر ولادته ﷺ اذا يحضر روحانيته ﷺ فعند ذلك يجب التعظيم والقيام .

অর্থাৎ হুজূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বেলাদত শরীফের বর্ণনার মুহূর্তে ক্বিয়াম করা ওয়াজিব। কেননা, সে মুহূর্তে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াস¡õ¡j a¡I আত্মিক সত্তায় হাজির হয়ে থাকেন। সুতরাং ওই মুহূর্তে নবীজীকে সম্মান করা J ¢LÅj LI¡ BhnÉLz Z‡e AwaKvsk I jvgv‡q †Kivg‡K g¯vnve e‡j‡Qb|

ওহাবী-দেওবন্দী মৌলভীদের বড়পীর হাজ্বী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী রহমাaõ¡¢q আলায়হি বলেন-

میں خود قیام کرتا ہوں اور قیام میں لذت پاتا ہوں

অর্থাৎ (মিলাদ পাঠের সময়) আমি নিজে ক্বিয়াম করি এবং ক্বিয়ামকালে আমি তা¢ç f¡Cz

-[g¡up¡m¡-H q¡ga j¡pBm¡]

তদ্রুপ আযান-ইক্বামতের আগে-পরেও প্রিয় নবীর প্রতি দুরূদ-সালাম নিবেদন কর¡ BI ‘আস্‌সালাম আয় নূরে চশ্‌মে আম্বিয়া’ পাঠ করা উত্তম ও সাওয়াবজনক।

✍ ডা. মুহাম্মদ শওকত হুসাইন পারভেজ
LZgm£, Q–NÆ

◈ fDÀ ইসলামের দৃষ্টিতে পবিত্র কোরআন অবমাননাকারী ব্যক্তিকে কী বলা হয়?

📖EšI x ®L¡IBem LIfj jq¡e Bõ¡qI h¡Zf pð¢ma ¢fD q¡hfh p¡õ¡õ¡ý Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j-HI Efl e¡¢kmLa HL ame¡q£e ®nDa¡j InfNÊz HI পবিত্রতা রক্ষা করা এবং এর প্রতি সম্মানজনক আচরণ করা ও অসম্মান থেকে রক্ষা

করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। একে সম্মান ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করা ঈমানদ¡l qJu¡l f¢lQ¡uLz

তাই কোন ব্যক্তি কোরআন করীমের শান ও মানকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও অবমাননা করলে বা মাটিতে নিক্ষেপ করলে অথবা যত্রতত্র সাধারণ অবস্থায় ফেলে রাখলে শরীয়তের দৃষ্টিতে সে কাফির হিসেবে বিবেচিত। কেননা ইচ্ছাকৃত কোরআন করীমকে বেইযka Ll¡ বেঈমানীর আলামত। আর যদি কোরআনুল করীমের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকার পর অনিচ্ছায় যদি কোরআনের কোন অবমাননা হলে তার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

✍ **Bhcm q¡m£j**

j¡cl¡p¡-H °auÉ¢hu¡ Cpm¡¢j u¡, Q–NË¡j

❖ **fÐnÀ** আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কি রওজার ভিতরে থেকে সব জায়গায় হাজির ও নাজির হতে পারেন? কোরআন-হাদীসের আলোকে জানালে উপকৃত হব।

📖 **Ešl x** আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতাবলে এক জায়গায় অবস্থান করে আল্লাহ্ তা'আলার সমগ্র জগতসমূহকে নিজের হাতের তালুর মত সামনে দেখে থাকেন এবং কুল কায়েনাতেl দূরে ও কাছের সব আওয়াজ শুনে থাকেন এবং কায়েনাতের সবকিছুই তাঁর সামনে বিদ্যমান। ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক জায়গার সবকিছুতে তিনি হাযির-নাযির। এক মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ মানুষ সমাহিত হলেও তিনি সকলের কবরে হাযির-নাযির থাকতে পারেন। শানে কায়েনাতের জন্য মধ্য-দূরবর্তী বলে কিছুই নেই। এটাই কোরআনুল করীম J q¡c£p nl£g à¡l¡ fÐj¡¢Zaz

মহান আল্লাহ্ প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শানে এরশাদ করেন- وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ ''হে হাবীব! আমি আপনাকে জগতসমূহের জন্য রহমত বিতরণকারী হিসেবে প্রেরণ করেছি।'' মহান আল্লাহ্ হলেন রব্বুল আলামীন অর্থাৎ সমগ্র জাহানের পালনকর্তা, আর আল্লাহ্‌র প্রিয় হাবীব হলেন রহমাতুল্লিল আলামীe Ab¡v সমগ্র জাহানের সবকিছুর জন্য রহমত। এক কথায় মহান আল্লাহ্ যার প্রভু মহানবী£ p¡õ¡õ¡ý a¡"Bm¡ Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j a¡l Seÿ lqjaz pal¡w Bõ¡q a¡"Bm¡ যেভাবে রব হওয়ার দৃষ্টিতে সর্বত্র হাজির-নাজির, সেভাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু Bm¡u¢q ওয়াসাল্লামও আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতাবলে রহমত হওয়ার দৃষ্টিতে সর্বত্র হাজির-e¡¢SIz

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বীয় কিতাব 'জামে কবীর'-এ qkla হারেস ইবনে নু'মান রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত একটি হাদীস শরীফ উল্লেখ করেছেez একবার হযরত হারেস নবীজীর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি বলেন, নবীজী আমাকে

প্রশ্ন করলেন, হে হারেছ! তুমি কোন অবস্থায় আজকের দিনকে পেয়েছ। আমি বলm¡j, সত্যিকার মুমিন হওয়া অবস্থায় আমি আজকের দিনটি পেয়েছি। তারপর নবীজী বললেন, তোমার ঈমানের হাক্বীক্বত কি? তদুত্তরে তিনি বললেন,

كانى انظر الى عرش ربى بارزا وكانى انظر الى اهل الجنة يتزارون فيها وكانى انظر الى اهل النار يتضاغون فيها.

অর্থাৎ ''আমি যেন আমার প্রভুর আরশকে প্রকাশ্য দেখছি এবং যেন বেহেশ্তীরা বেহেশ্তে পরস্পর মেলামেশা করছে এবং দোযখীরা দোযখে পরস্পর শোর-গোল করছে। এগুলি আমি দেখছি।''

উক্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল, বেহেশ্ত-দোযখ এবং উভয়ের অধিবাসীবৃন্দ আর্‌শ সবগুলো হযরত হারেছের চোখের সামনে এসে গিয়েছিল। হযরত হারেছ নবীজীর গোলাম হয়ে যদি এক জায়গায় থেকে উল্লেখিত সব দেখতে সক্ষম হন, তবে নবীজী মুনীব হয়ে fL এক জায়গায় থেকে সর্বত্র হাযির -নাযির হতে পারেন না? অবশ্য পারেন।

যুরকানী শরীফে উল্লেখ আছে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনý থেকে বর্ণিত নবীজী এরশাদ করেন-

ان الله رفع لى الدنيا فانا انظر اليها والى ماهو كائن
فيها الى يوم القيامة كانما انظر الى كفّى هٰذا.

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আমার সামনে সমস্ত দুনিয়া পেশ করেছেন। অতঃপর আমি HC দুনিয়া এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ দুনিয়াপর মধ্যে কিছু হবে সব কিছুকে এভাবে দেখেছি, যেভাবে আমি আমার এই হাতের তালুকে দেখছি। আখিরাতের বিপরীতে দুনিয়া বলতে আল্লাহ্ ছাড়া যত জগত আছে, যেমন- আলমে জসাম, আলমে আরওয়াহ, আলমে আমর, আলমে এমকান, আলমে মালাইকা, আরশ-কুরসী, লাওহ মাহফূয ইত্যাদি বুঝায়। এসবগুলো হাতের তালুর ন্যায় নবীজীর সামনে বিদ্যমান।

অতএব বুঝা গেল, নবীজী আল্লাহ্‌প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতাবলে সর্বত্র বিদ্যমন। মূলতঃ HV¡ মহানবীর শান। তিনি যেখানে ইচ্ছা করেন সেখানে হাজির হতে পারেন। এর ব্য¢aœ²j বলা বা বিশ্বাস করা নবীজীর শানকে খাটো করার নামান্তর, যা অমুসলিমদের Q¢lœz [যুরক্বানী আলাল মাওয়াহিব, মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া ও আলআনওয়ারুল মুহাম্মফcu¡]

❖ **fÐnÀ** আমরা জানি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সাজ্‌দাহ্ করা যায় না। কিন্তু এক আলিম থেকে শুনেছি, সাত জায়গায় নাকি সাজ্‌দাহ করা জায়েয। তা সত্য না মিbÉ¡? যদি সত্য হয়, তাহলে কোন কিতাবে আছে এবং স্থানগুলোর নাম জানাবেন আশা L¢lz

📖 **Ešl x** সাজ্‌দাহ্ মূলতঃ দু'প্রকার। এক ইবাদতের সাজদাহ্, দুই, সম্মানসূচক সাজদাহ্। ইবাদতের সাজদাহ্ ততা নামাযের সাজদাহ্, তিলাওয়াতের সাজদাহ্, সাজদাহ্-এ শোক্‌র ইত্যাদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে করা বৈধ নয়। করলে শির্ক হবে।

আর সম্মানসূচক সাজদাহ্ নিয়ে হক্কানী ওলামা-ই কেরাম ও আউলিয়া-এ ইযামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ওলামা-ই কেরাম সম্মানসূচক সাজদাহ্‌কে সুলতানে আদেল, মা-বাবা, ওস্তাদ, পীর-মুর্শিদ ও হক্কানী আউলিয়া-এ কেরাম তথা সম্মা¢ea ব্যক্তিদের সম্মানার্থে জায়েয বলেছেন

শরীয়ত মোতাবেক অধিকাংশ †dvক্বাহা-এ কেরাম সম্মানিত ব্যক্তিদেরকে সম্মানজনক সাজদাহ্ করাকে নাজায়েয, হারাম ও গুনাহ্ বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

pœ: BqL¡jm ®L¡lBe La. Cj¡j Bh hLl Sippip q¡e¡g£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢q, "Bk khc¡ak k¡¢LuÉ¡ g£ ýlj¡¢a Bp p¡Sc¡¢aa a¡¢quÉ¡' La Cj¡j আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি এবং 'কিতাবুল আশবাহ্ ওয়ান্ নাজায়ের' কa. ইমাম ইবনে নুজাইম আল্ মিসরী আল্ হানাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইত্যাদি।

✍ jq¡¢jc hM¢au¡l EŸ£e

ঘাটফরহাদবেগ, আন্দরকিল্লা

◈ f¡DÀ ওলীদের ওরস শরীফে লোকজন মানত করে গরু, মহিষ দেয়। শরীয়তে কি এটা জায়েয? কোরআন- হাদীসের আলোকে জানানোর জন্য বিনীত অনুরোধ করRz

📖Eš¡l x আউলিয়া-এ কেরামের ওরস ও ফাতেহা শরীফ উপলক্ষে মানুষ যে গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি দেয়ার জন্য যে নযর-মান্নত করে থাকে, তা শরীয়ত সম্মত। কেননা এটা মান্নতে শর'ঈ নয় বরং মান্নতে লুগভী (আভিধানিক অর্থে মান্নত)। যাকে শরীয়তের পরিভাষায় নযরানা বলে। যেমন ছাত্র উস্তাদকে মুরীদ পীরের উদ্দেশে hmm, হুজূর এটা আমার পক্ষ থেকে আপনার জন্য মান্নত। এখানে মান্নত মানে নযরানা। এট¡ p¢fZ °hdz

ফুক্বাহা-এ কেরাম ঐ মান্নতকেই হারাম বলেছেন, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো শানে মান্নতে শর'ঈস্বরূপ হয়ে থাকে, যা নযরানা অর্থে নয়। আর মান্নতে শর'ঈ হল ইবাca, যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো জন্য নির্ধারণ করা কুফরী। মান্নতে লুগভী, যা নযরানা অর্থে ব্যবহৃত। তার দৃষ্টান্ত নবীজীর বাণীর মধ্যেও দেখা যায়। যেমন- মিশকাত শরীg j¡æa অধ্যায়ে উল্লেখ আছে কোন ব্যক্তি মান্নত করল যে, আমি রওয়ানা নামক স্থানে উট যবেহ করব। তদুত্তরে নবীজী বললেন যদি ঐখানে মূর্তি না থাকে তবে মান্নত পূর্ণ করz ®LE মান্নত করল যে, আমি বায়তুল মুক্বাদ্দাসের বাতি জালানোর জন্য তেল পাঠাব। eh£S£ এরশাদ করলেন, এ মান্নত পূর্ণ কর। উল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা বুঝা গেল, দান-খয়রাতের মান্নাতে বিশেষ স্থান বা বিশেষ ব্যক্তি ও ফকিরদেরকে নির্দিষ্ট করণ জায়েয। সেভাবে নযরানা অর্থে মান্নতও বিশেষ ওলীর ওরস উপলক্ষে বৈধ। ফতোয়ায়ে রশিCu¡ ১ম খণ্ড কিতাবুল হাজর ওয়াল ইবাহাতে ৫৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে-

جو اموات اولیاء اللہ کی نذر ہے تو اس کے اگر یہ معنی ہیں کہ اس کا ثواب ان کی روح کو پہنچے تو صدقہ ہے درست ہے۔

অর্থাৎ ঐ সমস্ত আউলিয়া-এ কেরাম যারা পরলোক গমণ করেছেন, তাঁদের উপলক্ষে মান্নাত যদিও এ অর্থে হয়, এর সাওয়াব তাঁর আত্মায় পৌঁছানো, তবে তা সাদক্বাহ্ হবে, aMe JC j¡æa öÜz

মিশকাত শরীফ 'বাবু মানাকিবে ওমর'-এর মধ্যে উল্লেখ আছে যে, হুযূর পাক সাõ¡õ¡ý আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর একজন বিবি মান্নত করেছিলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম উহূদের যুদ্ধ থেকে সহীহ-সালামতে ফিরে আসলে আমি তাঁর সামনে দফ বাজাবো। এ মান্নত শর'ঈ নয় বরং মান্নতে লুগভী অর্থাৎ আমি হুজূরেl খিদমতে খুশীর নযরানা পেশ করব। এ ধরনের মান্নতের অনেক মাসআলা ও নজির আছে। সুতরাং যারা মান্নতে শর'ঈ ও মান্নাতে লুগভীর মধ্যে পার্থক্য বুঝে না, তাদের জন্য জায়েয -নাজায়েযের ফতোয়া দেয়া অনুচিত ও হারাম।

-[মিশকাত শরীফ ও ফতোয়ারে রেজভিয়া ইত্যাদি]

◈ f¡DÀ একটি ধর্মীয় বইয়ে পড়েছি, যাদের পীর-মুর্শিদ নেই, তাদের পীর শয়তান। কিন্তু আমাদের এলাকায় দেখি, অনেক লোক নামায পড়ে কিন্তু তরীকতের কোন ক¡S করে না। আবার অনেকে নামাযও পড়েনা। কাজেই তারা কি শয়তানের মুরীদের মধ্যে গণ্য হবে। শরীয়তের ফায়সালা পেলে খুশী হব।

📖Eš¡l x একজন মুমিনবান্দাকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পথ ও মত থেকে বিচ্যুত করার জন্য অনেক অপশক্তি পিছু লেগে থাকে, তন্মধ্যে এক হল ইবলিস শয়তান, দC. নফ্‌সে আম্মারা, তিন. মানবরূপী শয়তান। এ তিন প্রকারের শয়তান সর্বদা মুমিনবান্দাকে বিভ্রান্ত ও সুপথহারা করতে ব্যস্ত। একজন ব্যক্তি বহু ইবাদত-ব¢cN£ করেও উল্লিখিত অপশক্তি থেকে বাঁচা সম্ভবপর নাও হতে পারে, বরং এরা সদা তাl পেছনে লেগেই আছে। যার ফলে তার ঈমান-আকীদার দৃঢ়তা ও ইবাদত-রিয়াযত ইত্যাদি যথার্থ হয় না। তার বাহ্যিক সূরত মুত্তাক্বী মনে হলেও বস্তুত তার অiÉ¿l£e মনোভাব হচ্ছে- লোকদেখানো মনোভাব, আত্মতুষ্টি, হিংসা-বিদ্বেষ, অহঙ্কার, ü£u kn-MÉ¡a J f¡Dwp¡l ®j¡q, ¢hm¡p, c¢eu¡l ®j¡q, MÉ¡¢a ASe, ®m¡i-m¡mp¡ H lLj শত শত ঈমান-আমল বিধ্বংসী কাজের কারণে ইবাদত- বন্দেগী নষ্ট হয়ে যাওয়ার আn˜¡ বেশি। তাই বাস্তব সফলতা অর্জনে নিজের চলারপথে অবশ্য হক্কানী রব্বানী কামিল f£l -মুর্শিদের প্রয়োজন আছে। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন- يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ অর্থাৎ ''হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীগণ তথা আউলিয়া-এ কেরামের সাথী হয়ে যাও।''

এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ঈমান ও তাক্বওয়া অর্জনের জন্য নিজেদেরকে

আউলিয়া-এ কেরামের সঙ্গলাভ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তদুপরি, ইমাম আবুল কা¢pj কোশায়রী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন যে, ‘‘মুরীদের জন্য করণীয় ®k, ®L¡e হক্কানী পীরের দীক্ষা গ্রহণ করা। কারণ পীরহীন লোক কখনো কল্যাণ লাভ করতে পারে না।’’ সুলতানুল আরিফীন হযরত বায়েযীদ বুস্তামী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- ‘‘আমি হযরত আবূ আলী দক্কাক রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, বৃক্ষ যখন কারো রোপণ করা ছাড়াই নিজেই জন্মে এতে পাতা হয় কিন্তু ফল হয় না। তেমনি মুরীদের যদি ®L¡e হক্কানী পীর না থাকে যার কাছ থেকে এক একটি শ্বাস নিঃশ্বাসের (শরীয়ত- তরীক্বতের) নিয়মাবলী শিক্ষা লাভ করবে, তবে সে প্রবৃত্তির পূজারী, সে সুপথ পাবে না।’’

qkla n¡uM ¢nq¡h EŸ£e ®p¡q l¡Ju¡c£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢q a¡l l¢Qa ¢La¡h ‘আওয়ারিফুল মা‘আরিফ’-এ উল্লেখ করেছেন, ‘‘আমি অনেক আউলিয়া-এ কেরামকে বলতে শুনেছি, যে কেউ (দ্বীনী) কল্যাণপ্রাপ্ত লোকের সান্নিধ্য অর্জন করে না, ¢p কল্যাণের ভাগী হয় না।’’

একজন ব্যক্তি যখন কোন কামিল পীরের সান্নিধ্যে থাকে, তখন ঐ ব্যক্তির উপর পীরের একটি ছায়া থাকে, যদ্বারা শয়তান, কুপ্রবৃত্তি ও মানবরূপী শয়তান তাকে প্রতারিত করতে পারে না, তখন তার ঈমান-আমল সবকিছু সালামত থাকে, মৃত্যুর মুহূর্তে ঈমান সহকারে বিদায় নিতে পারে, অন্যথায় ঈমানহারা হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

(ফতোয়ায়ে আফ্রিকা কৃত ইমাম আ’লা হযরত রহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি ও ‘সাবয়ে সানাবেল’ কৃত মীর আবদুল ওয়াহিদ বলগেরামী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইত্যাদি।)

✍ **jq¡¢jc l¡uq¡e**
Q–N¡

প্রশ্ন: তবলীগের প্রশ্ন-উত্তর সঙ্কলনে উল্লেখ রয়েছে, মৌং আশরাফ আলী থানভী বলেছেন, ‘‘কেউ যদি এটা দেখতে চায় যে, হযরাতে সাহাবা-এ কেরাম কেমন ছিলেন? তাহলে এই (তবলীগ জামাতের) মানুষদেরকে দেখে নাও।’’

এ উক্তি কতটুকু যথাযর্থ কিংবা সাহাবা-এ কেরামের সাথে বর্তমান যুগের কো¡e cm h¡ লোকের সাথে তুলনা করা বা সাদৃশ্য সাব্যস্ত করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত এবং nl£uap¿ja?

📖Eš I x মৌং আশরাফ আলী থানভীর উক্তি ‘‘কেউ যদি এটা দেখতে চাও যে, হযরাতে সাহাবা-এ কেরাম কেমন ছিলেন, তাহলে এই (তবলীগ জামাতের) মানুষদেরকে দেখে নাও’’ -এটা সাহাবায়ে কেরামের শানে চরম বেআদবী, সাহাবায়ে কেরা¢j l মান-মর্যাদাকে খাটো করার নামান্তর। কেননা বর্তমান তবলীগ জামাত হল সাহ¡h¡-H কেরামের পথ, মত, আকীদা ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত নবী-অলীবিদ্বেষী ভ্রান্ত মতবাc খারেজী-ওহাবী মতবাদের পতাকাবাহী একটি সংগঠন। যে সংগঠন সমগ্র বিশ্বে সlmfÒ মুমিনদেরকে সাহাবা-এ কেরামের পথ থেকে দূরে সরাতে ব্যস্ত। যাদের আকীদা qm,

আল্লাহ্ তা‘আলা মিথ্যা বলতে পারেন, খাতিমুন্ নাবিয়্যীন মানে আল্লাহর হাবীh ®no eh£ নন, শয়তান ও মালাকুল মাওতের জ্ঞান নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বেশি, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের জ্ঞান শিশু, পাগল, জানোয়া¢l ja বা এদের সমান, নামাযে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর খেয়াল আp¡ গাধা ও বলদ গরুর খেয়ালে ডুবে যাওয়া থেকে আরো নিকৃষ্ট। (আল্লাহ্রই আশ্রয় fÊb¡ করছি এ সমস্ত ঈমানবিধ্বংসী মতবাদ থেকে) সাহাবায়ে কেরামের সাথে কোন ব¢š² ®L¡e দৃষ্টিতেই সাদৃশ্য হতে পারে না। সাহাবা-এ কেরামের শানে নবী করীম সাল্লাল্ল¡ý আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- ‘‘আমার সাহাবাগণ (পথহারা মানুষের জন) উজ্জ্বল নক্ষত্রসমূহের ন্যায়। তাঁদের মধ্যে যাঁকে তোমরা অনুসরণ করবে, হেদায়a পাবে।’’ আর বর্তমান যুগের তবলীগীদেরকে অনুসরণ করলে নবী-অলীর বিদ্বেষী হয়ে, সাহাবায়ে কেরামের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে ঈমানহারা হবার আশঙ্কা প্রবল।

প্রশ্ন: একই বইয়ে চিল্লার দলীলস্বরূপ সূরা আ’রাফের ১৪২ নম্বর আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে। (মূসা আলায়হিস সালামের ৪১ দিনের চিল্লা) এ আয়াত শানে নুযূm ¢Lwh¡ তাফসীরের দিক দিয়ে আসলেই কি চিল্লাকে সমর্থন করে?

📖Eš I x সূরা আ’রাফের ১৪২ নম্বর আয়াত-

وَوٰعَدْنَا مُوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّاَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

অর্থাৎ: ‘‘এবং আমি মূসার সাথে (তাওরীত দান করার জন্য যিলক্বদ মাসের) ত্রিশ রাতের ওয়াদা করেছি এবং সেগুলোর মধ্যে (যিলহজ্জ মাসের) আরো দশটা (রাত) বৃদ্ধি করে পূর্ণ করেছি। সুতরাং তাঁর প্রতিপালকের ওয়াদা পূর্ণ চল্লিশ রাতেরই হল।’’ -[Aeh¡c: "L¡ekm Dj¡e', La. Cj¡j B'm¡ qkla]

উক্ত আয়াতে করীমাকে প্রকৃত আউলিয়া-এ কেরাম আল্লাহ্র ধ্যান ও চিল্লা তথা বিশেষ নির্জন সাধনার জন্য দলীল হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। তাই সূফীগণ তথা আউলিu¡-H কেরামের চিল্লা শরীয়ত সমর্থিত। কিন্তু যে চিল্লা কুফরী মতবাদ তথা নবী-অলীর বিদ্বেষপূর্ণ মতবাদকে প্রচারের জন্য হয়, সে চিল্লা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম, a¡ AhnC পরিত্যাজ্য। মৌং ইলইয়াস মেওয়াতীর প্রচলিত তবলীগ জামাতের চিল্লা যেহেতু খারেজী ও ওহাবী মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য। তাই ওই চিল্লা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। অতএh Eš² চিল্লার জন্য উল্লেখিত আয়াতকে দলীল হিসেবে ব্যবহার করা পবিত্র কোরআনের মনগs¡ Afh¡M¡l e¡j¡¿lz

✍ **মুহাম্মদ নূরুচ্ছফা**
কুতুবজুম, মহেশখালী, কক্সবাজার

প্রশ্ন: মওদূদীর অনুসারী জনৈক মৌলভী বলেছে, রসূল পরের কল্যাণ তো দূরের কথা নিজের কল্যাণও করতে অক্ষম। দলীল হিসেবে পেশ করলেন এ আয়াতটা- قُـــلْ لَّا

اَمۡلِکُ لِنَفۡسِیۡ نَفۡعًاوَّلَاضَرًّا । এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোকপাত করলে উপকৃত হব।

EšI x নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পরের কল্যাণ তো দূরের কথা নিজের কল্যাণও করতে অক্ষম (না'উযু বিল্লাহ)! এ ধরনের উক্তি একজন মুসলমান করতে পারে না। বরং নবীবিদ্বেষী বেঈমান ব্যক্তিই এ রকম কথা বলতে পারে। এV¡ তাদের বেআদবী ও চরম দুর্ভাগ্য। আমাদের আক্বা ও মাওলা হুজূর নবী করীম সাõ¡õ¡ý আলায়হি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর হুকুমে দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক ও মুখতাl এবং উভয়জগতের শাহানশাহ্। তিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে স্রষ্টার সকল সৃষ্টির Se£ কল্যাণ করে আসছেন। এ ধরাধামে শুভাগমনের মুহূর্ত থেকে তেষট্টি বছর জাহেরী হায়াতে অহরহ পরের কল্যাণ করেছেন এবং রওযা পাকে তাশরীফ নেয়ার পরও তিe অপরের কল্যাণে ব্যস্ত এবং হাশরের ময়দানেও পরের কল্যাণের জন্য নবীজী ব্যস্ত থাকবেন; এক বার মিযানের কাছে যাবেন, আরেক বার পুলসিরাতের পাড়ে যাবেe, আরেক বার হাওজে কাওসারের পাশে যাবেন। তিনি প্রেরিত হয়েছেন সমগ্র সৃষ্টিজগতের প্রতি রহমত ও কল্যাণের জন্যই। মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন, ''ওয়ামা-আরসালনা-কা ইল্লা- রহমাতাল্লিল 'আ-লামী-ন্'' (আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি জগতসমূহের জন্য রহমত করেই)।

তদুপরি নবীজী নিজেই এরশাদ করেছেন, ''হায়া-তী- খায়রুল্ লাকুম ওয়া মাj¡-a£-খায়রুল্ লাকুম'' (আমার ইহকালীন জীবন তোমাদের জন্য কল্যাণময় এবং আমার ইন্তিকাল ও পরকালীন জীবনও তোমাদের জন্য কল্যাণজনক)।

নবীজী মহান রবের দানক্রমে সমগ্র খোদায়ীর মালিক এবং তিনি সেই মালিকান¡l ভিত্তিতে কুল কায়েনাতে দান করার ফলে খোদার সৃষ্টিতে তিনি তুলনাহীন পরে¡fL¡l£ হিসেবে স্বীকৃত। মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন, ان اغنٰهم الله ورسوله من فضله অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল স্বীয় মেহেরবানী দ্বারা aণী করে দিয়েছেন।

মিশকাত শরীফ 'বাবু ফাজাইলে সাইয়্যিদুল মুরসালীন'-এ উল্লেখ আছে নবীজী এl n¡c করেছেন, اعطيت مفاتيح خزائن الارض অর্থাৎ ''আমাকে যমীনের যাবতীয় ভাণ্ডারসমূহের চাবি অর্পণ করা হয়েছে।'' অতএব নবীজী যমীনের ভাণ্ডারগুলোর j¡¢mL হয়ে আমাদের কাছে অকাতরে বিলি করছেন আর আমরা এই খনিগুলো বিভিন্ন পদ্ধতিa ভোগ করছি। এটাও নবীজীর পক্ষ থেকে আমাদের উপর বিশাল কল্যাণের নমুনাস্বরূfz

মিশকাত শরীফ 'বাবুল্ জূদ ওয়া ফাদ্বলিহী'র মধ্যে উল্লেখ আছে, একবার হুজুর Ll£j সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত রবী'আ রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে খুশী হয়ে বলেছিলেন, আমার কাছে চাও, তদুত্তরে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল আমি আপনার সাথে জান্নাতে থাকতে চাই। তদুত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, এটা ছাড়া আরো চাও। তিনি বললেন, এটাই যথেষ্ট। অতঃপর নবীজী হযরa রবী'আ রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ইচ্ছা মোতাবেক তাঁকে বেহেশ্‌তে সাথী হিসেবে বরণ

করলেন। এটা তো পরের কল্যাণই তদুপরি আল্লাহর রসূল মালিক ও মুখতার হওয়াl J প্রমাণ। নবীজী এরশাদ করেছেন- شَفَاعَتِیۡ لِاَهۡلِ الۡكَبَآئِرِ مِنۡ اُمَّتِیۡ (Bj¡l n¡g¡"Ba আমার উম্মতের কবীরা গুনাহ্কারীদের জন্য)। আল্লাহর প্রিয় রসূল হাশরের ময়দানে আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করে অগণিত গুনাহ্গারকে বেহেশ্‌তে প্রবেশযোগ্য কl দিবেন। এটা কি পরের কল্যাণ নয়?

প্রশ্নোল্লিখিত মৌলভী নিজের দাবির সমর্থনে যে দলিল পেশ করেছে, সেটা মূma eh£S£ যে পরের কল্যাণ ও নিজের কল্যাণ করতে পারে তার জ্বলন্ত প্রমাণ। কেননা সম্পZ Bu¡aV¡ qm قُلۡ لَّآ اَمۡلِکُ لِنَفۡسِیۡ نَفۡعًا وَّلَاضَرًّا اِلَّا مَاشَآءَ اللّٰهُ ""®q ¢fÐuh£! B f¢e বলুন, আমি আমার নিজের ভালমন্দের মধ্যে স্বাধীন নই, কিন্তু আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি লাভ-ক্ষতির মালিক। এটাই Eš² আয়াতের মূল অর্থ।

এ আয়াতে সত্তাগতভাবে মালিক হওয়াকেই 'না'বোধক করা হয়েছে। কেননা সত্তাগতভাবে সব কিছুর মালিক একমাত্র আল্লাহ্। অন্যরা মালিক হন আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে। সুতরাং আমাদের প্রিয় নবী সরকারে দু'আলম হুজূর পুরনূর সাল্লাল্লাý আলায়হি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র দয়ায় দুনিয়া, আখিরাত, কবরে, হাশরে গুনাহ্গার উম্মতের জন্য কাণ্ডারী ও সুপারিশকারী হিসেবে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। আল্লাq তা'আলা প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের দয়া-মায়া-সদয়দৃষ্টি ও সুf¡¢In ইহ-পরকালে আমাদেরকে নসীব করুক; আমীন।

-[সূত্র: মিশকাত শরীফ, তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান, নূরুল্ ইরফান ও তাফসীরে l ¦ým hu¡e CaÉ¡¢c]

jq¡¢jc Bhcõ¡q Be-®e¡'j¡e
L¡e¡Cj¡c¡l£, Q¯ce¡Cn

fÐnÀ একজন কাদিয়ানী আকীদার লোক আমাকে বলেছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নাকি শেষ নবী নন। 'খাতেম' শব্দ দিয়ে নাকি অনেক কিছু hT¡uz তাই কোরআন-হাদীসের আলোকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

EšI x আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন শেষ নবী। তাঁর পরে কোন নবী হতে পারে না। সুতরাং এখন যে কেউ cL¡e eh£l আগমন বা তা সম্ভব বলে বিশ্বাস করে সে মুরতাদ ও বেঈমান হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। ®kje لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য থাকতে পারে না, তেমনিভাবে প্রিয় নবীজীর বাণী لَانَبِیَّ بَعۡدِیۡ (আমার পর আর কোন নবী নেই) থেকে hT¡ k¡u ®k, ýSl fl¦el p¡õ¡õ¡ý Bm¡C¢q Ju¡p¡õ¡j-HI fl ®L¡e eh£ হতে পারে না। এ দু'টি পরিস্কার অসম্ভব 'খাতম' শব্দের অর্থ অভিধানে 'মোহর' ও 'আংটি' CaÉ¡¢c অর্থে ব্যবহৃত হলেও কিন্তু কোরআন করীমের বাণী خاتم النبيين এর মধ্যে خاتم në

হক্কানী রব্বানী মুফাস্‌সিরীন কেরামের ঐকমত্যের ভিত্তিতে ‘সর্বশেষ’ অর্থের জন্É ব্যবহৃত। কেননা নবীজী নিজেই خـــاتـــم الـنـبـيـيـن আয়াতের ব্যাখ্যায় এরশাদ করেছেন لَانَبِـيَّ بـعْـدِىُ অর্থাৎ আমার পর আর কোন নবী হবে না। খাতমুন্ নাবিয়্যীন মানে শেষ নবী নয় বলা কোরআনে করীমের অপব্যাখ্যা। এই অপব্যাখ্যা মুলত ওহাবীদের মু l î£ দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মৌং কাসেম নানুতবী করেছিল। সে তার রচিত ‘তাহ্যীরুন্ নাস’-এ লিখেছে-

خاتم النبیین کے معنی یہ سمجھنا غلط ہے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، بلکہ یہ معنی ہیں کہ آپ اصلی نبی ہیں باقی عارضی، لہٰذا حضور علیہ السلام کے بعد اور بھی نبی آجاویں تو بھی خاتمیت میں فرق نہ آویگا۔

Ab¡v: ""M¡a¡je e¡¢huÉe HI Ab HV¡ hT¡ im ®k, ýSI Bm¡u¢qp p¡m¡j ®no নবী, বরং এর (সঠিক) অর্থ এটা যে, তিনি হলেন মূলনবী, অন্যরা হলেন রূপক eh£z তাই হুজূর আলায়হিস্ সালাম-এর পরে আরো নবী এসে গেলেও নবীজীর খাতমিয়্যাতে কোন পার্থক্য আসবে না।’’

ওহাবীদের মুরুব্বী কাসেম নানুতবীর উক্ত কথার ভিত্তিতেই ভন্ডনবী মীর্যা গোলা¡j আহমদ কাদিয়ানীর জন্য নুবূয়্যত দাবি করার রাস্তা পরিস্কার হয়ে গেল। তাই fLÅ¡ja পর্যন্ত যত ভন্ডনবী বের হবে তাদের সকলের দায় ও গুনাহর বোঝা কাসেম নানুতh£ J তার অনুসারীদের কাঁধে উঠবে। যেমন রসূলে মাক্বূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াp¡õ¡j এরশাদ করেছেন-

مـن سن فى الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها من غير ان ينقص منه شـىء ومـن سـن فـى الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير ان ينقص منه شىء .

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে ভাল ও উত্তম পন্থা আবিস্কার করেছেন সে তার পুরস্কার/প্রতিদান এবং যারা এর উপর আমল করবে তাদের পুরস্কার/প্রতিদানও বি¾c মাত্র কমতি ছাড়া ভোগ করবে। আর যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কুপ্রথা সৃষ্টি বা fÐme করেছে উক্ত কুকর্ম ও কুপ্রথার গোনাহের বোঝা এবং যারা এর উপর আমল করch তাদের গুনাহ্র বোঝাও বিন্দুমাত্র কমতি ছাড়া তাঁর কাঁধে উঠবে।

-[সুনানে ইবনে মাজাহ ১ম খন্ড]

✍ **°puc jq¡¿¢jc ®h¡Iq¡e EŸ£e**
সাতবাড়িয়া হাফেযনগর দরবার শরীফ,
Q¾ce¡Cn

◈ **fÐnÀ** মাযারে আউলিয়া-এ কেরামের রওযা শরীফে ফুল বা ফুলের মালা দেওয়া জায়েয আছে কিনা। এ প্রসঙ্গে এক ওহাবী আমাকে একটি হাদীস শরীফ শুনিয়েছে, ®p¢V

হল: ‘‘একদিন হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একটি কবরস্থানের উপর হেঁটে যাচ্ছিলেন। তখন একটি কবরে আযাব চলছিল। তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম একটি খেজুর গাছের ডাল ভেঙ্গে কবরের উপর দিয়ে সাহাবীদের বললেe, যতদিন পর্যন্ত এই ডালটি কাঁচা থাকবে, ততদিন পর্যন্ত কবরের আযাব হবে না।’’ আমাকে এ হাদীস শরীফ বলে ওই হুজূর বললেন, কবরে খেজুর গাছের ডাল দেওয়া জায়েযz gm দেওয়া জায়েয নেই।

📖 **Eš¼l** আউলিয়া-এ কেরাম ও তাঁদের মাযারসমূহ হল আল্লাহ্র দ্বীনের নিদর্শনাবলী। সুতরাং এগুলোকে সম্মান করা আল্লাহর নির্দেশ। তাই তাঁদের মাযারে ফুল বা ফুলের মালা দেওয়া, গিলাফ ছড়ানো ইত্যাদি তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার বহিঃপÐ¢nz pal¡w এগুলো বৈধ। তদুপরি কাঁচা খেজুরের ডালের ন্যায় কাঁচা ফুলও আল্লাহর তাসবীহ্-তাহলীল করে থাকে। যা দ্বারা কবরবাসী আল্লাহর ওলী হলে তাঁর মর্যাc¡ hª¢Ü হয় এবং গুনাহ্গার হলে গুনাহ্ মাফ হয় এবং কবরের আযাবে শিথিলতা হয় এবং যিয়ারতকারীদের সুগন্ধি অর্জন হয়। তাই এটা শুধু ওলীদের মাযারে নয় বরং প্রত্যেক মুসলমানের কবরেও দেয়া জায়েয। প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসখানাই হল এর প্রমাণ। H হাদীসের ব্যাখ্যা শায়খ মুহাক্কিক্ব্ হযরত আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী Iqj¡aõ¡¢q তা‘আলা আলায়হি ‘‘আশি’‘আতুল লুম‘আত’’ কিতাবে উল্লেখ করেছেন-

تمسک کنند جماعت بہ ایں حدیث در
آنداختن سبزہ وگل ریحان برقبور

অর্থাৎ (প্রশ্নোল্লিখিত) হাদীস দ্বারা ওলামা-এ কেরামের এক জামা‘আত দলিল গËZ করেছেন, কবরসমূহের উপর কাঁচা ফুল ও সুগন্ধি দেওয়া বৈধ হওয়ার ব্যাপারে।

ফতোয়ায়ে আলমগীরীর ৫ম খন্ড যিয়ারতে কুবূর অধ্যায়ে উল্লেখ আছে **وضـــع الـــورود والـــريـــاحـيـن عـلـى القبور حسن** অর্থাৎ কবরসমূহের উপর ফুল ও সুগন্ধি রাখা ভাল। তদুপরি হুজূরে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কবরে খেজুরের ডালি দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের জন্য রাস্তা প্রশস্থ করে দিয়েছেন যে, কোন কাঁচা গ¡R, X¡m, gm ইত্যাদি কবরে দেয়া উপকারী। যেহেতু এগুলো আল্লাহ্র তাসবীহ পাঠ করে। সেখানে খেজুরের ডাল ছিলয় খেজুরের ডাল দিয়েছেন।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় হানাফী মাযহাবের অন্যতম মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ্ হযরত Bõ¡j¡ মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

وقـد افتـى الائـمة من متاخرى اصحابنا من اذ ما اعتقيد من وضع الريحان والجريدة سنة. لهٰذا الحديث واذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريدة فتلاوة القراٰن اعظم بركة.

অর্থাৎ আমাদের হানাফী মাযহাবের পরবর্তী ইমামগণ এ মর্মে ফতোয়া/ফায়সালা fÐcje করেছেন যে, কবরের উপর ফুল রাখা এবং ডালপালা লাগানোর যে রীতি প্রচলিa a¡

উল্লিখিত হাদীস শরীফ দ্বারা সুন্নাত প্রমাণিত। আরো উল্লেখ্য যে, গাছের ডাল-প¡m¡l তাসবীহর বরকতে যদি কবরের আযাব হালকা হওয়ার আশা করা যায়, তাহলে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের বরকত আরো অনেক অনেক বেশি। -[মিরকাত শরহে মিশকাত] উক্ত হাদীসের আলোকে মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি কবরেl উপর/পার্শ্বে কোরআন তিলাওয়াত যে অত্যন্ত বরকতময় ও উপকারী তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন। অথচ আমাদের দেশের কিছু কিছু অন্ধ ও জাহেল এসব উদ্ধৃতি না দেখে h¡ দেখলেও না দেখার ভান করে কবরে ফুল দেওয়াকে যেভাবে অবৈধ বলে, তদ্রুপ কবরের পাশে কোরআন তিলাওয়াতকে অবৈধ/বিদ‘আত বলতে তৎপর। লজ্জাবোধ না থাকলে এবং কবর-হাশরের ভয় না থাকলে যেমন ইচ্ছা তেমন বলতে পারে।

-[সূত্র: আশি’‘আতুল লুম‘আত, ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া ও মিরক্বাত শরহে মিশকাত CaÉ¡¢c]

✍ Bhcm q¡m£j

j¡cl¡p¡-H °auÉ¢hu¡ Cpm¡¢j u¡,

Q–NË

◈ f÷ÀÀ আমরা জানি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সাজ্দাহ্ করা যায় না। কিন্তু এক আলিম থেকে শুনেছি, সাত জায়গায় নাকি সাজ্দাহ করা জায়েয। তা সত্য না মিbÉ¡? যদি সত্য হয়, তাহলে কোন কিতাবে আছে এবং স্থানগুলোর নাম জানাবেন আশা L¢lz

📖Eš l x সাজ্দাহ্ মূলতঃ দু’প্রকার। এক ইবাদতের সাজদাহ্, দুই, সম্মানসূচক সাজদাহ্। ইবাদতের সাজদাহ্ তথা নামাযের সাজদাহ্, তিলাওয়াতের সাজদাহ্, সাজদাহ্-এ শোক্র ইত্যাদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে করা বৈধ নয়। করলে শির্ক হবে। আর সম্মানসূচক সাজদাহ্ নিয়ে হক্কানী ওলামা-ই কেরাম ও আউলিয়া-এ ইযামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। গ্রহণযোগ্য অভিমত হচ্ছে- ‘‘সম্মানজনক সাজদাহ্ করা নাজায়েয, q¡l¡j J ...e¡qz’’

[pœ: 1. BqL¡jm ®L¡lBe La. Cj¡j Bh hLl S¡pp¡p q¡e¡g£ lqj¡aõ¡¢q a¡"Bm¡ Bm¡u¢q, 2. "Bk khc¡ak k¡¢LuÉ¡ g£ ýl j¡¢a Bp p¡Sc¡¢aa a¡¢quÉ¡' La Cj¡j B'm¡ qkla lqj¡aõ¡¢q a¡"Bm¡ আলায়হি, ৩. ‘কিতাবুল আশবাহ্ ওয়ান্ নাজায়ের’ কৃত. ইমাম ইবনে নুজাইম Bm ¢jpl£ Bm q¡e¡g£ lqj¡aõ¡¢q তা‘আলা আলায়হি এবং ৪. ‘দীওয়ানে আযীয’ কৃত আল্লামা গাযী সৈয়দ মুহাম্মদ আযীযুল হক শেরেবাংলা আলক্বাদেরী lqj¡aõ¡¢q a¡"Bm¡ Bm¡u¢q CaÉ¡¢cz]

✍ jq¡Çjc jp¡ ¢ju¡ ✍ jq¡Çjc Eõ¡q

laef l, ®ge£ pcl, ®ge£

◈ f÷ÀÀ আমাদের রতনপুর গ্রামের বড় মসজিদের খতীব (গত ২১ মার্চ ও ১৮ এপ্রিল ২০০৮) ঈদে মীলাদুন্নবীর কঠোর বিরোধিতা করে বলেন- ‘‘যারা মীলাcæh£ পালন করে তারা আবূ লাহাব মার্কা মুসলমান।’’ অতীতের বড় বড় ওলামায়ে দ্বীe J পীর-বুযুর্গানে কেরাম এই মীলাদুন্নবীকে অতি বরকতময় মনে করে আমল করে গেছেন।

বর্তমানের আলিমগণও করছেন এবং ভবিষ্যতেও এই আমল জারি থাকবে। অথচ আবূ লাহাব একজন কাফির। আশিক্বে রসূল সুন্নী ওলামা-এ কেরামগণকে আবূ লাহাবের ja কট্টর কাফিরের সাথে তুলনা করা, তাঁদেরকে কাফির বলা আলিমের পেছনে নামাk fs¡ কি শুদ্ধ হবে?

📖Eš l x মীলাদুন্নবী মানে নবীজীর এ ধরাধামে শুভাগমনের ঘটনাবলী, মা আমিনা খাতূনের গর্ভে থাকাকালীন ঘটনাবলী নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের হযরত আদম আলায়হিস সালাম থেকে পরম্পরায় হযরত আবদুল্লাহ্ পর্যন্ত স্থানান্তিla qJu¡l d¡l¡h¡¢qLa¡J Hl L¡l¡j¡ap¡q hZe¡ Ll¡ HL Lb¡u eh£S£l H f¢bবীতে শুভাগমনের চর্চা ও স্মরণকে মীলাদুন্নবী বলে। এটা সুন্নাতে ইলাহী, সুন্নাতে মÙg¡, সুন্নাতে আম্বিয়া, সুন্নাতে মালাইকা, সুন্নাতে সাহাবা এবং সুন্নাতে সালফে সালেহীন। সুতরাং উক্ত মীলাদুন্নবীর বর্ণনা কোরআনে করীম ও হাদীসে রসূল দ্বারা প্রমাণিত। একে অস্বীকার করা, বিদ্‘আত বলে তুচ্ছ করা এবং এর চর্চাকারীকে আবূ লাহাব মাক¡ মুসলমান বলা মূলত নবীজীর শুভাগমনকে অস্বীকার করা প্রিয় নবীর শানে বে-ঈম¡e£ J বেআদবীর নামান্তর। তদুপরি কোরআন, হাদীস তথা দ্বীন ইসলামের প্রতি বৈরিমনোভাব প্রদর্শনের অপপ্রয়াস মাত্র। মীলাদুন্নবী পালনকারীগণকে আবূ লাহাব মার্কা মুসm j¡e hm¡, যুগ যুগ ধরে বিশ্ববরেণ্য ইমাম, মুহাদ্দিস, ফক্বীহ, অলী, গাউস, কুত্বগণ য¡l¡ ¢f÷eh£l শুভাগমনের মাসে মীলাদুন্নবী পালন করে আসছেন এবং এ উপলক্ষে খাবার তৈরি কর¡, সকলে সমবেত হয়ে বয়ান-তাক্বরীর, জশনে জুলূস ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন Ll¡ বৈধ ও মুস্তাহাব এবং বরকতমণ্ডিত বলে কোরআন-সুন্নাহ্, ইজমা’-ক্বিয়াসের আলোকে ফতোয়া-ফায়সালা প্রদান করেছেন এবং এ বিষয়ে প্রামাণ্য কিতাব লিখে গেছেনz ®kje- হযরত ইবনে হাজর আসক্বালানী, ইমাম কুস্তালানী, ইমাম ইবনে হাজার হায়তাj£, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী, শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহ্লভী, ইমাম ইবনে Sk£, হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হিম প্রমুখের সাথে বেআch£ Ll¡, k¡ জঘন্যতম অমার্জণীয় অপরাধ ও শরীয়তের উপর কটূক্তি করার নামান্তর। অতএব যাl¡ নবীজীর মীলাদ তথা শুভাগমনকে অস্বীকার করবে এবং সহ্য করতে পারবে না তার¡ কখনো মুসলমান বা মুমিন হতে পারে না। তাদের পেছনে আদায়কৃত নামায শুদ্ধ qJu¡ তো দূরের কথা যতক্ষণ পর্যন্ত বিশুদ্ধতম অন্তঃকরণে জনসম্মুখে তাওবা করবেনা এhw ভবিষ্যতে এ ধরনের বেআদবী কখনো করবেনা মর্মে অঙ্গিকার করবে না, ততক্ষণ পয¿ তার ঈমান রক্ষা করা যাবে না। ফতহুল বারী শরহে সহীহ বুখারী কৃত ইমাম ইবনে হাজর আসক্বালানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি, আল্ মাওয়াহেবুল লাদুন্নিয়া কৃত শারেহে pq£q hM¡l£ Cj¡j BpL¡m¡e£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢q, Bm q¡-i£ ¢mm g¡a¡Ju¡ La Cj¡j জালালুদ্দীন সুয়ূতী, মা সাবাতা বিস্ সুন্নাহ কৃত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিcp ®cqm i£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢q|

✍ BL¡n ✍®M¡In£c ✍L¡Ep¡I ✍j¡je ✍Cjl¡e

কুতুবজুম অফসোর হাইস্কুল, মহেশখালী, কক্সবাজার

◈ fÐÀ কবরবাসী আল্লাহর কোন ওলী বা নবী-রসূল দুনিয়ার মানুষের কোন উপকার বা অপকার করতে পারেন কি না?

🕮Eš¿I x পরলোকগত আম্বিয়া-এ কেরাম ও আউলিয়া-এ ইযাম দুনিয়াবাসীদের উপকার ও অপকার করতে পারেন আল্লাহ্প্রদত্ত ক্ষমতাবলে। নিজের ভক্ত-AeIŠ²দেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকেন বিপদে- আপদে সঙ্কট উত্তরণে এগিয়ে আসেন। এটা শরীয়ত সমর্থিত এবং সাহাবা-এ কেরাম ও আউলিয়া কেরামের বাণী à¡I¡ প্রমাণিত। যেমন- তাফসীরে মাদারিক ও জযবুল ক্বুলূবে উল্লেখ আছে, হজরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, ‘‘নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে রওজা মুবারকে সমাধিত করার পরক্ষণে একজন বেদুঈন রওজা শরীফে উপস্থিত হল। অতঃপর তিনি নবীজীকে না দেখে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং আরজ করতে লাগল- হে আল্লাহর রসূল! আপনি যা এরশাদ করেছেন তা আমি শুনেছি, তন্মধ্যে এত আয়াতও-

وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْٓا اَنْفُسَهُمْ جَآءُوْكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَلَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا O

(অর্থ: যদি অবশ্যই তারা নিজেদের নফসের উপর জুল্ম করে অতঃপর আপনার কাছে এসে আপনার পাশে আল্লাহর কাছে নিজের অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং রসূল k¢c তাদের জন্য সুপারিশ করেন, অবশ্যই তারা আল্লাহকে তাওবা ক্বূলকারী অতি দয়¡h¡e হিসেবে পাবে।) শুনেছি। অতঃপর উক্ত বেদুঈন বলল, অবশ্যই আমি নিজের নফসের উপর জুল্ম করেছি। এখন আমি আপনার কাছে ক্ষমা তালাশকারী হিসেবে উপস্থিত হয়েছি। তদুত্তরে রওজা পাক থেকে আওয়াজ আসল। তোমার ক্ষমা হয়ে গেছে।’’

এটা হল নবীজীর পক্ষ থেকে রওজা পাকের ভিতর থেকে উক্ত বেদুঈনের প্রতি একটি ¢hn¡m EfL¡l J ¢e'j¡az qkla Bhcm Jq¡h n¡'l¡e£ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢q Jhcm মুহাম্মদীয়া নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন-

كل من كان متعلقا بنبى او رسول او ولى فلا بد ان يحضره وياخذه بيده فى الشدائد

অর্থাৎ ‘‘যে কেউ কোন নবী-রসূল বা ওলীর সাথে সম্পর্কিত হবে অবশ্য উক্ত নh£-Ipm ও ওলী তার কঠিন বিপদ-আপদে তাশরীফ আনেন এবং তিনি বিপদসমূহ থেকে তাকে উদ্ধার করেন।’’ মিজানুল কুবরাতে উল্লেখ আছে-

جميع الائمة المجتهدين يشفعون فى اتباعهم ويلاحظونهم فى شدايدهم فى الدنيا والبرزخ ويوم القيامة حتى يجاوز الصراط

অর্থাৎ সকল মুজতাহিদ ইমাম এবং আউলিয়া-এ কেরাম নিজের ভক্তদের জন্য সুপা¢In করবেন এবং তাদের প্রতি দুনিয়া, কবরে, হাশরের সর্বত্রের বিপদসমূহের দৃষ্টি রাখেন

যতক্ষণ পর্যন্ত পুলসেরাত পার হয়ে না যায়।

হযরত শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর ‘‘আশি'''Bam লুম‘আত’’-এর ক্বুবর যিয়ারতের অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন-

امام غزالی گفتہ ہر کہ استمد ادکردہ شودلوے درحیات استمد ادکردہ می شود بعداز وفات یکے از مشائخ گفتہ دیدم چہار کس را از مشائخ کہ تصرف می کنند قبور خود مانند تصرفہا ایشان درحیات خود یا بیشتر قومے می گویند کہ قوی تر است من می گوئم کہ امداد میت قوی تر۔

অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মদ গায্যালী বলেছেন, যার থেকে দুনিয়ার জীবনে সাহাযÉ Q¡Ju¡ k¡u, তাঁর থেকে তাঁর ইন্তিকালের পরেও সাহায্য চাওয়া যায়। একজন ওলী এরশাদ করেছেন চারজন আল্লাহর ওলীকে আমি দেখেছি তাঁরা কবরের মধ্যেও এ রকম খোদায়ী ক্ষমত¡ ব্যবহার করে থাকেন। যেমন দুনিয়াবী হায়াতে করতেন বা তার চেয়েও বেশি। HLcm ওলামা-এ কেরাম বলেছেন, আউলিয়া কেরামের দুনিয়ার জীবনের সাহায্য অতীব শক্তিশালী আর আমি (ইমাম গায্যালী) বলছি, আউলিয়া-এ কেরামের পরকালীন জীবনের সাহায্য হল বড় শক্তিশালী।

ফতোয়ায়ে শামীতে ইমাম শাফে‘ঈ রহমাতুল্লাহি আলায়হির বরাতে উল্লেখ আছে তা। কোন সমস্যা হলে তিনি ইমাম আ’যম হযরত আবূ হানীফা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর রওজা মুবারকে তাশরীফ নিতেন। অতঃপর ইমাম আ’যম রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ওসীলায় তাঁর সমস্যা সমাধান হয়ে যেত।

নুযহাতুল হাতিরিল ফাতির ফী মানাকিবে আশ্ শায়খ আবদিল ক্বাদির’ কৃত ¢j¡õ¡ Bm£ ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি কিতাবে উল্লেখ আছে হুজূর গাউসে পাক এরশাদ করেছেন

من استغاث بى فى كربة كشفت عنه ومن نادانى باسمى فى شدة فرجّت عنه

অর্থাৎ ‘‘যে কোন দুঃখ ও অশান্তিতে কেউ আমার থেকে সাহায্য প্রার্থনা করবে, a¡I cxM দূর হয়ে যাবে, আর যে বিপদের মুহূর্তে আমার নাম নিয়ে আমাকে আহ্বান করবে সে বিপদ হতে রক্ষা পাবে।’’ মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন গাউসে পাকের উক্ত কালাম মোতাবেক পরীক্ষা করা হয়েছে। অতঃপর তা বিশুদ্ধ, পরীক্ষিত ও প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং আউলিয়া কেরাম পরজগত থেকে আল্লাহ্প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দুনিয়াবাসীর উপকার করতে সক্ষম, এটা কোরআন-সুন্নাহ্সম্মত। সূরা বাক্বারার তাফসীরে কাজী সানা উল্লাহ্ পানিপথী রহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বীয় র¢Qa ‘তাফসীরে মাযহারী’তে বর্ণনা করেন **ينصرون احبائهم ويدمرون اعدائهم** Ab¡v a¡I¡ (শহীদগণ ও ওলীগণ) স্বীয় বন্ধু ও ভক্তদেরকে (ইন্তিকালের পরেও) সাহায্য করেন Hhw শত্রুদেরকে শাস্তি দেন। এভাবে অনেক বর্ণনা হাদীস ও তাফসীরের নির্ভরযোগ্য

কিতাবসমূহে বিদ্যমান। মূলত এটা নবীগণের মু'জিযা ও হক্কানী ওলীগণের কার¡j¡a তথা আল্লাহ্প্রদত্ত অলৌকিক শক্তি, যা চিরসত্য হিসেবে বিশ্বাস ও ঈমান রাখতে হবে; AüLÉL¡l Ll¡ S0eÉaj ®N¡j l¡qÉz

✧ **f**ÐÀকোন নেককার কবরবাসীর ওসীলায় তাঁর পাশের কবরবাসীর আযাব মাফ হয় কিনা বা আল্লাহ্ ক্ষমা করেন কি না?

EšI x নেককার তথা আল্লাহর প্রিয় মাক্বূল বান্দার কবরের পাশে মৃতদেরকে কবরস্থ করা অতীব উপকারী। নেককার বান্দার পাশে সমাধিত হতে পারা বড় সৌভাগ্যের বিষয়। এটা দ্বারা পার্শ্বস্থ কবরবাসীর অনেক কল্যাণ সাধিত হয়। আযাবের উপযোগী হলে আযাব দূরীভূত হয়। গুনাহ্ থেকে মুক্ত হয়ে অপরিসীম কল্যাণের অধিকারী হওয়¡ k¡uz আল্লাহ্র বন্ধুতে পরিণত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। তাই প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাý আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাদীস শরীফে মৃতদেরকে নেককার বান্দার পাশে ও মাঝে স¡j¡¢qa করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন সুলতানুল মুফাস্‌সিরীন আল্লামা জালালুদ্দীন সuaÉ রহমাতুল্লাহি আলায়হি স্বীয় রচিত 'শরহুস সুদূর' কিতাবে উল্লেখ করেছেন। নবী LlÉj সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- ''তোমরা নিজেদের মৃতদেরকে নেককারদের মাঝে দাফন কর। কেননা মৃত ব্যক্তি পার্শ্বস্থ বদকার প্রতিবেশীর কারণে কষ্ট পায়, যেভাবে জীবিত ব্যক্তি দুষ্ট প্রতিবেশীর দ্বারা কষ্ট পায়।'' অনুরূপভাবে qkla BmÉ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি এরশাদ করেছেন, ''আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের মৃতদেরকে নেককারদেl মাঝে দাফন করতে। কেননা মৃত ব্যক্তি দুষ্ট-খারাপ প্রতিবেশীর কারণে কষ্ট পেয়ে থাকে, যেভাবে জীবিত ব্যক্তিরা খারাপ প্রতিবেশীর কারণে কষ্ট পায়।'' উক্ত কিতাবে আরো উল্লেখ আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

جنّبوه الجار السوء قيل يا رسول الله هل ينفع الجار فى الاخرة قال هل ينفع فى الدنيا قال نعم قال كذٰلك ينفع فى الأخرة.

''তোমরা তাকে (মৃতকে) কবরস্থানের দুষ্ট প্রতিবেশী থেকে দূরে রাখ (বরং ®eLL¡l প্রতিবেশীর পাশে দাফন কর)। বলা হল, হে আল্লাহর রসূল! নেককার প্রতিবেশী পরকালে (কবরে) কি অপরের কল্যাণ করতে পারেন? প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, নেককার প্রতিবেশী দুনিয়াতে অপরের উপকাl করে কি? তদুত্তরে বলল, হ্যাঁ। নবীজী এরশাদ করলেন, সেভাবে নেককার পরকাm (কবরেও) উপকার করতে পারেন।''

عن عبد الله بن نافع المزنى قال مات رجل بالمدينة فدفن بها فراٰه رجل كانه من اهل النار فاغتمّ لذٰلك ثم اريه بعد سابعة او ثامنة كانه من اهل الجنة فساله قال دفن معنا رجل من الصالحين فشفع فى اربعين من جيرانه فكنت فيهم. الحديث

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে নাফে' আল্ মুযনী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, ¢a¢e বলেন, মদীনা শরীফে একজন পুরুষ মারা গেল। তাকে সেখানে দাফন করা হল। HLSe ব্যক্তি তাকে দেখল যে সে জাহান্নামী। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি এতে দুঃখিত হল। স¡a/BV দিন পর তাঁকে ঐ মৃত ব্যক্তিকে দেখানো হল, যেন সে বেহেশ্‌তবাসীদের অন্ত i š² হয়েছে। অতঃপর ঐ ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল। উত্তরে সে বলল, আমাদের সাথে একজন নেককার ব্যক্তি দাফন হয়েছে, তিনি তাঁর প্রতিবেশী কবরসমূহ থেকে চল্লিশজনের জন্য (আল্লাহর দরবারে) সুপারিশ করেছেন; আমিও তাদের অন্যতম।

সুতরাং নেককার ও বুযুর্গ কবরবাসীর ওসীলায় পার্শ্বস্থ কবরবাসীদের কবর আয¡h j¡g হয়ে যায় এবং রহমত, বরকত ও কল্যাণ সাধিত হয়, তা হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমা¢Zaz এটাই আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আতের ফায়সালা। অস্বীকারকারীরা গোমরাহ্ ও পbïøz

[nlýp pcl, Beh¡um Bk¢Lu¡ gÉ q¡u¡¢am B¢ðu¡, La Cj¡j S¡m¡mŸ¢e puaÉ lq¡j¡aõ¡¢q Bm¡u¢q ও আল্ বাচায়ের কৃত: আল্লামা হামদুল্লাহ্ দাজভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইত্যাCz]

✍ **jq¡Ç¡c ¢Su¡ EŸ¢e ¢pŸ¢LÅ**

q¡Vq¡S¡lÉ, Q–NË¡j

✧ **f**ÐÀ একটি মাসিক পত্রিকায় দেখলাম, মাযারে যে সমস্ত ফকির ও মিসকীন থাকে তাদেরকে টাকা দিলে তা সাদকা হিসেবে গণ্য হবে। আর মাযারে নযরানা বা উfq¡l হিসেবে টাকা দিলে তা জায়েয হবে না, এটা নিষিদ্ধ ও মূলত হারাম। পত্রিকাVl প্রশ্নোত্তরটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত? শরীয়তের দৃষ্টিতে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

EšI x মাযারে নযরানা বা উপহার হিসেবে টাকা দেওয়া হারাম ও জায়েয হবে না বলা ওলীবিদ্বেষীর পরিচায়ক এবং সত্যকে গোপন করার অপপ্রয়াস মাত্র। শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন বস্তুকে জায়েয বলার জন্য সুস্পষ্ট দলিলের প্রয়োজন হয় না। কেee¡ প্রত্যেক বস্তুর আসল হল জায়েয। কিন্তু কোন বস্তুকে নাজায়েয, নিষেধ ও হার¡j hm¡l জন্য স্পষ্ট দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন হয়। আর দলীল-প্রমাণ ছাড়া হারাম বলা সমÉQ¢e euz hlw S0eÉ Afl¡dz

আউলিয়া-এ কেরাম হলেন দুনিয়ার বুকে মহান আল্লাহর নিদর্শন। তাই তাঁদেরকে pÇj¡e করা প্রত্যেকের উপর ফরয এবং তাঁদের মাযার সমূহ হল মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে cu¡ হাসিলের কেন্দ্র। সে কারণে মুমিনগণ দুনিয়া আখিরাতের সফলতার জন্য ওলীদেl মাযারে ভিড় করে এবং মাযারে বসে কোরআন মজীদ, ওযীফা তিলাওয়াত ও মিলাদ-ক্বিয়াম করে সাহেবে মাযারের ওসীলা ধরে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে। অতএব যিয়ারতকারীদের সুবিধার জন্য এবং সাহেবে মাযারের মর্যাদা প্রকাশের SeÉ বিশেষত মাযারের সংরক্ষণ, শোভাবর্ধন, সম্প্রসারণ ও দৈনন্দিন নিত্য নতুন প্রয়োজনের কারণে অনেক টাকা-পয়সার প্রয়োজন হয়।

সুন্নী মুমিনগণ উল্লিখিত প্রয়োজন মেটানোর জন্য এবং সৃষ্টিকুলের মাঝে প্রকৃa JmÉl

শান মান প্রকাশে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে মাযারে টাকা-পয়সা হাদিয়া স্বরূপ ®fn করেন। সুতরাং ওটা উত্তম আমল ও বৈধ। এ দ্বারা আল্লাহর ওলীর শুভদৃষ্টি হাসিল হu এবং দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা অর্জন সক্ষম হয়। তবে এসব টাকা দিয়ে যেন দ্ব£e, ঈমান ও গরীব- দুঃখীদের যেন সেবা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা অবশ্যই কর্তব্য, nahi পরকালে জবাবদিহী করতে হবে।

⊕ fÊÀ যদি কোন ব্যক্তি কোন ধরনের বিপদে পতিত হয় সে যদি উক্ত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট বলে, ''আল্লাহ্‌ তুমি যদি আমাকে এ বিপদ থেকে বাঁচাও তাহলে আমি অমুক ওলীর দরবারে একটি ছাগল দেব'' অর্থাৎ সে মান্নত LImz আমি শুনেছি, মান্নত করা বস্তু নাকি মসজিদ ও মাযারে দেওয়া যাবে না। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

EšI x আউলিয়া কেরামের দরবারে মানুষ যে গরু, ছাগল, মহিষ, উট ইত্যাদি দেওয়ার যে মান্নত করে তা শরীয়ত সম্মত। কেননা এটা মান্নতে শর'ঈ নয়, বরং মান্নতে লুগাভী অর্থাৎ আবিধানিক অর্থে মান্নত। যাকে শরীয়তের পরিভাষায় নযরানা বলা quz যেমন মুরীদ-পীরকে, ছাত্র উস্তাদকে উপলক্ষ করে বলল, হুজূর এটা আমার পক্ষ থেকL আপনার জন্য মান্নত। এখানে মান্নত মানে নযরানা, যা সম্পূর্ণ বৈধ। ফুক্বাহা-ই ®LIij ওই মান্নতকে হারাম বলেছেন যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো শানে মান্নতে শর'ঈ স্বI¢f হয়ে থাকে, যা নযরানা অর্থে নয়, আর মান্নতে শর'ঈ হল ইবাদত যা আল্লাহ ছাড়া Ae¡ কারো জন্য নির্ধারণ করা কুফরী। মান্নতে লুগভী যা নযরানা অর্থে ব্যবহৃত। a¡I cø¡¿ নবীজীর বাণীর মধ্যে অনেক পাওয়া যায়।

মান্নত করা জিনিস মাযারে ও মসজিদে দেওয়া যাবেনা বলা সঠিক নয়। বরং এটা ®L¡lBe q¡c£p pÇjaz ®kje qkla j¡lCu¡j Bm¡uq¡p p¡m¡j HI BÇj¡ S¡e নিজের গর্ভের বাচ্চাকে বাইতুল মুক্বাদ্দাসের জন্য মান্নত করে ছিলেন।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে একজন ব্যক্তি মান্নত করেছিল আমি বাইতুল মুক্বাদ্দাসেI বাতির জন্য তৈল পাঠাবো, জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরn¡c করলেন, ওই মান্নত পূর্ণ কর। উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল, মান্নতকৃত বস্তু jp¢Sc J মাযারে দেওয়া যাবে।

✍ jq¡Çjc BpNI Bm£ n¡q
Lcmf I n¡q£ clh¡I nI£g, I¡ES¡e

⊕ fÊÀ পিতামাতা বা আউলিয়া-এ কেরামের কবর শরীফ হাত দিয়ে সালাম করা ও চুমু খাওয়া জায়েয কিনা? দয়া করে জানাবেন।

EšI x ফুক্বাহা-এ কেরাম ও উলামা-এ ইযাম ভক্তিপ্রদর্শন ও সম্মানার্থে পিতামাতা বা আউলিয়া কেরামের মাযার শরীফ ও কবরে হাত দিয়ে সালাম করা h¡ Qj খাওয়া জায়েয বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন।

আল্লামা আবদুল হালিম লখনবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'নূরুল ঈমান ব যিয়ারতে আ-সা-রে হাবীবির রহমান' নামক কিতাবে 'মতালেবুল মুমিনীন' কিতাবের বরাতে লিপিবদ্ধ করেছেন নিজের পিতামাতার কবরে হাত দিয়ে সালাম করা বা চুমু খাওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। তার কারণ বর্ণনায় 'কিফায়াতুশ শাআবী'তে উল্লিখিত একটি q¡c£p শরীফ বর্ণনা করেন।

এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আIS করলেন, হে আল্লাহর রসূল, আমি বেহেশ্‌তের দরজার চৌকাঠ এবং সুন্দর চোখ ¢h¢nø হূরকে চুমু দেওয়ার শপথ করছি। উত্তরে হুজূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরn¡c করলেন, তুমি নিজের পিতামাতার কপালে চুমু খাও। তখন উক্ত ব্যক্তি বলল, ইয়া Bõ¡q্‌I রসূল, আমার পিতামাতা বেঁচে নেই। তদুত্তরে হুজুর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওu¡p¡õ¡j বললেন তাঁদের কবরে চুমু খাও।

আল্লামা নাবলূচী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এ প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন মাযারসমূহের Efl Eiu q¡a I¡M¡ এবং আউলিয়া কেরামের আস্তানাসমূহ থেকে বরকত তালাশ করার মধ্যে কোন অসু¢hd¡ ®eCz

জামে'উল ফাতাওয়ায় উল্লেখ আছে কবরসমূহের উপর হাত রাখা সুন্নাতও না মুস্তাq¡hJ না। কিন্তু এতে আমরা কোন অসুবিধা দেখি না। আমলের নির্ভরশীলতা হল নিয়্যতের উপর। যদি মাক্বসূদ ভাল হয় তবে এ কাজ ভাল। সুতরাং অন্তরের বিষয়গুলো আল্লা¡q a¡"Bm¡I EflC A¢faz

'তাওশীহ' নামক কিতাবে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি উõM করেছেন হাজরে আসওয়াদ চুমু খাওয়া থেকে কিছু আরেফীন আউলিয়া কেরামের মা¡k¡I চুমু খাওয়াকেও বৈধ প্রমাণিত করেছেন।

এভাবে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর রওযা শরীফ চুম্বন করার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে, তদুত্তরে তিনি বললেন কোন Ap¢hd¡ নেই। উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল সম্মানিত ব্যক্তিদের কবরে হাত রেখে সা¡m¡j করাও চুমু খাওয়ার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই। তবে শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে ®cqm¡i£ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢qpq ¢LR pwMÉL jq¡LÅÅÅJm¡j¡-H ®LI¡j ¢fÊeh£ সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর রওজায়ে আক্বদাস ও আউলিয়া কেরামের মাযারসমূহকে হাত দিয়ে স্পর্শ করতে নিষেধ করেছেন, যাতে ®L¡e বেআদবী হয়ে না যায়। অবশ্য এটা নিয়্যতের উপরই নির্ভরশীল। ভাল নিয়্যতে করলে ®L¡e Ap¢hd¡ ®eCz

✍ মুহাম্মদ আরিফুর রহমান রাশেদ
স্নাতক (সম্মান) দ্বিতীয় বর্ষ, চট্টগ্রাম কলেজ

⊕ fÊÀ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে প্রথম খলীফা হিসেবে ইমাম আ'যম হযরত আবূ হানিফা রদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে হানাফী মাযহাবের ইমাম হিসেবে J

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হিকে হাদীস শরীফের ইমাম হিসেবে স্মরণ কর¡ l SeÉ এই মহান তিন মনীষী কত হিজরীতে কোন মাসে ও কোন তারিখে জন্ম ও ওফাতপÐ হন সঠিক তারিখ জানালে উপকৃত হব।

📖EšI x ইসলামী জগতের প্রথম খলীফা সিদ্দীক্ব-এ আকবর হযরত আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু আবরাহা কর্তৃক হস্তীবাহিনীর মাধ্যমে খানায়ে কা'বা ভাঙ্গার অভিযানের ঘটনার দুই বছর চার মাস পরে মক্কা শরীফে জন্ম গ্রহণ করেন। তের হিজরীর ২২ জমাদিউস সানী মঙ্গলবার তেষট্টি বৎসর বয়সে পরলোক গমণ করেন।

বিশুদ্ধতম বর্ণনা মোতাবেক ইমাম আ'যম হযরত আবূ হানীফা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ৮০ হিজরীতে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরীর শাবান মাসের ২য় তারিখে e î C বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ১৩ শাউওয়াল 194 হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৫৬ হিজরীর রমজান মাসের ঈদুল ফিত্র রজনীতa ইন্তিকাল করেন।

]একমাল ফী আসমা-ইর রেজাল কৃত সাহেবে মিশকাত নুযহাতুল ক্বারী শরহে সহীহ বুখারী, তারিখে ইলমে হাদীস কৃত মুফতী আমীমুল ইহসান রহমাতুল্লাহি আলায়হি।]

✍ jqi¢jc Cui¢Re BI¡g¡a

®g±Sc¡lqiV, S¡gI¡h¡c, p£a¡L™

Q–NË

◈ fÐÀ ১. বর্তমানে আমাদের দেশে ''কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন'' নামক একটি সংগঠন তাদের যাকাত ফান্ডে মানুষকে যাকাত দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করছে। তাদের অceL সমাজ সেবামূলক কার্যক্রম দেখা যায়। দারিদ্র বিমোচনেও তারা চেষ্টা চালাচ্ছR a¡C অনেকে তাদের যাকাত ফান্ডে যাকাত দিয়ে থাকে। তাদের সমাজ সেবামূলক কার্যক্রমগুলো পর্যবেক্ষণ করে এই ফাউন্ডেশনে ডাকাত দেয়া যাবে কি না দলিলসq জানালে উপকৃত হবে।

২. বর্তমানে আমরা কিয়াম করার সময় ''মুস্তফা জানে রহমতের'' সাথে প্রিয় eh£ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সাথে অনেক আউলিয়া কিরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনকে এক সাথে সালাম দিয়ে থাকি কিন্তু সালাম দেওয়ার জন্য ওই ব্যক্তির সামনে থাকা প্রয়োজন কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যদিও হাজি l ¢L¿º আউলিয়া কিরাম যাদের সালাম দেওয়া হয় তারা হাজির থাকে না। এখন আমার পÐÀ¿C রকম সালাম দেওয়া জায়েয আছে কিনা? আর এই ধরণের সালাম জীবিত ব্যক্তিকেও দেওয়া যাবে কিনা? যদি দেওয়া হয় ওই ব্যক্তি সালাম শুনবে কিনা বা সালামে l Sh¡h দেবে কিনা দলিল সহকারে জানালে উপকৃত হব।

📖EšIx ১. যাকাতের টাকা ও মাল প্রদানে শরীয়তের পক্ষ থেকে কতগুলো খাত নির্ধারণ আছে যদি যাকাত উক্ত খাত সমূহে ব্যবহার করা হয় তখন উক্ত যাকাত

শরিয়তসম্মত হবে। নতুবা যাকাত আদায় হবে না। সুতরাং প্রশ্নোলিখিত সংগঠce l eÉ¡u যে কোন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানে মিসকিন ফান্ড থাকলে এবং উক্ত ফান্ড প্রদানের খাa সমূহে ব্যবহার করা হলে তবে উল্লেখিত সংগঠনের ন্যায় যে কোন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানে জাকাতের টাকা প্রদান করতে অসুবিধা নাই। অন্যথায় যাকাত আদায় হবে না এবw Eš² যাকাত জিম্মায় থেকে যাবে।

উল্লেখ যে, রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক অধিকাংশ সংগঠন ইদানিং মিসকিন ফান্ডের নামে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে বা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচার করে সর্ব সাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে যাকাতের বিরাট অংশ বিভিন্ন মহল হতে উসূল করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এ সh নামধারী সংগঠনের কর্মকর্তা বাতিল আক্বিদায় বিশ্বাসী হওয়ায় নবী-অলির শাce আক্রমণ/কটুক্তি করে অথবা কোন কোন সংগঠন নামে মাত্র উসূলকৃত যাকাতের অb গরীব-মিসকিনের জন্য প্রদান করে আর যাকাতের সিংহভাগ অর্থ তারা স্বীয় স্বার্থে ব্যবহার করে। এসব সংগঠনে জাকাত, ফিতরা, কোরবানীর চামড়ার টাকা প্রদান LI¡ যাবে না, করলে আদায় হবে না।

2u EšI ইসলামে সালাম প্রদানের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে তন্মধ্যে একটি হল অনুপস্থিত কোন ব্যক্তির সত্তাগত বা গুণগত নাম উল্লেখ করে তাঁকে সালাম প্রদান করা। এট¡ শরিয়তসম্মত এবং কোরআন করিম ও হাদিস শরীফ ও ফোকাহায়ে কেরামের বাণী à¡I¡ প্রমাণিত। যেমন নামাযের তাশাহহুদে উল্লেখ আছে- السلام علينا وعلٰى عباد الله الصالحين অর্থাৎ সালাম বর্ষিত হউক আমাদের উপর এবং আল্লাহর সকল নেককার বান্দার উপর। তাশহহুদের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় নামাযে একজন নামাযী তাশাqýc পাঠকালে বিশ্বের সকল পুণ্যবান বান্দা যারা তার কাছে উপস্থিত নন, তাদেরcLJ p¡m¡j প্রদান করে থাকেন। সূরা তোয়াহায় উল্লেখ আছে- السلام علٰى من اتبع الهُدٰى Ab¡v যারা হেদায়তের পথ অনুসরণ করেছেন তাঁদের উপর সালাম বর্ষিত হউক, উক্ত আয়াতে মুমিনদের গুণবাচক নাম 'মানিত্তাবায়াল হুদা' (من التبع الهدٰى) উল্লেখ করে অনুপস্থিত ব্যক্তিদেরকে সালাম প্রদানের বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। সূরা নমলে উল্লেখ আছে قـــل الحـمـد لـلـه وسـلام عـلـى عبـاده الذين اصطفٰى Ab¡v ®q ¢fÐq¡h£h! p¡õ¡õ¡ý a¡"Bm¡ Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j! B f¢e hme, pjÙ fÐwp¡ HLj¡œ Bõ¡ql SeÉ Hhw সালাম বর্ষিত হউক তাঁর ওই সমস্ত বান্দার উপর যাঁদেরকে তিনি মনোনীত করেছে| Eš² আয়াতে করিমায় মুমিন বান্দাদের গুণবাচক নাম উল্লেখ করে অনুপস্থিত ব্যক্তিদেরকে সালাম প্রদানের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

হানাফী মাযহাবের ফকীহ আল্লামা নেযাম উদ্দীন শাশী আলাইহির রাহমাত তাঁর ïLa¡h উসুলে শাশীর শুরুতে উল্লেখ করেছেন الصلوٰة على النبى واصحابه والسلام على ابى حنيفة واحبابه (Bp-p¡m¡a Bm¡e e¢huÉ£ Ju¡ Bpqi¢hq£ Ju¡p p¡m¡j Bm¡ B¢h qi¢eg¡ Ju¡ Bqh¡¢hq£) Ab¡v cI¦c h¢oa qEL eh£ L¢Ij p¡õ¡õ¡ý a¡"Bm¡

আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সম্মানিত সাহাবীগণের উপর। এবং সালাম বর্ষিত হEL ইমামে আযম আবু হানিফা ও তাঁর সাথীদের উপর। উল্লিখিত বর্ণনা সমূহ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় অনুপস্থিত ব্যক্তিদেরকেও সালাম দেওয়া বৈধ। এমতাবস্থায় তাঁরা দুনিয়ার হায়াতে থাকুক বা নাই থাকুক। সুতরাং মুস্তফা জানে রহমত পাঠকালে নবী করিম সাল্ল¡Õ¡ý তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সাহাবায়ে কেরাম, আউলিয়া কেরাম ও বুর্যগানে দ্বীনকে স্মরণ করে সালাম দেওয়াতে শরিয়ত তথা কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী কোন অসুবিধা নাই বরং উত্তম। তদুপরি আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতাবলে বলীয়ান আল্লাহর ¢fÐ অলীরা এক জায়গায় অবস্থান করে সমস্ত জাহানকে হাতের তালুরমত দেখেন এবং ph¡l আওয়াজ শুনেন যা কুরআন, হাদিস ও উলামায়ে কেরামের নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বাl¡ প্রমাণিত। তাই কেউ ভক্তি শ্রদ্ধাসহ তাঁদেরকে সালাম দিলে তাঁরা তা শুনেন। Sh¡h ®ce এবং সালাম প্রদানকারীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করেন।

[তাফসিরে কবির, তাফসিরে মাযহারী ও তাফসিরে রুহুল বয়ান ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান মোল্লা**
লাঙ্গলকোট, কুমিল্লা

◈ **fÐÀ** ১.জনৈক মৌলভী মাহফিলের মধ্যে বলেছে, হুজুর শব্দটি নাকি রাসুল (দ.) এর জন্য খাস। কোন আলেম ওলামাকে হুজুর বলে সম্বোধন করা যাবে না। এ কথা¢V সঠিক কিনা কোরআন ও হাদিসের আলোকে জানালে উপকৃত হবো।

২. আমরা যে নামের পূর্বে মুহাম্মদ শব্দটি বরকতান নিয়ে থাকি, এটি কোন জ¡j¡e¡ থেকে শুরু হয়েছে, জানালে উপকৃত হবো।

📖 **Ešl x** 1. ýSl në¢V B¢lh£, Hl A¢i d¡¢eL Ab Ef¢Ù¢a, Se¡h, qkla কেবলা, দরবার এজলাস, মুখোমুখি ও সামনে ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যদিJ Eš² শব্দখানা বিভিন্ন অর্থের ধারক ও বাহক বটে কিন্তু আমাদের সমাজে এটা সম্মান প্রদর্শনের মানসে সম্মানিত ব্যক্তিদের নামের পূর্বে অধিকহারে ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের নামের পূর্বে জনাব শব্দ¢V hÉhq¡a quz "ýSl' në¢V eh£ LI£j p¡Õ¡Õ¡ý a¡"B¡m¡ Bm¡u¢q Ju¡p¡Õ¡j'l SeÉ M¡Ø hm¡ সঠিক নয় বরং ভিত্তিহীন একটি উক্তি যার সাথে কোরআন ও সুন্নাহর কোন সম্পক ®eCz সুতরাং এটা সকল সম্মানিত ব্যক্তিদের ব্যাপারে ব্যবহার করা যায়।

২. মুসলিম পুরুষদের নামের পূর্বে কিংবা নাম 'মুহাম্মদ' রাখাটা নবী কা¢l j p¡Õ¡Õ¡ý তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জাহেরী হায়াত থেকে শুরু হয়েছে যেমন নবী কর£j সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন سـموا باسمى Ab¡v ®a¡j¡l¡ আমার নাম দ্বারা নামকরণ কর। তাই অনেক সাহাবী, তাবেয়ী ও তবে তাবেয়ীদের e¡j 'মুহাম্মদ' রাখা হয়েছে।

তদুপরি আবুদাউদ শরীফে উল্লেখ আছে হযরত আয়েশা সিদ্দিক্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আল¡ আনহু থেকে বর্ণিত-

انّ امرأة قالت يارسول الله انى ولد ت غلاما فسميته محمدا وكنيته اباالقاسم
فذكرلى انك تكره ذالك فقال ماالذى احل اسمى وحرّم كنيتى

অর্থাৎ-একজন মহিলা বলল ওহে আল্লাহর রসূল আমি একজন পুত্র সন্তান প্রসব করে¢R অতঃপর আমি তাকে মুহাম্মদ নামকরণ করেছি এবং আবুল কাশেম উপনাম রেখেছি a¡l f আমার নিকট উল্লেখ করা হল যে, অবশ্য আপনি তা অপছন্দ করেন। তদুত্তরে নবী কর£j সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন কোন বস্তু যা আমার নামকে হালাল করল এবং আমার উপনামকে হারাম করল। উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল যে, nh£ LI£j সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর বরকতময় নাম দ্বারা মুমিনদের নামকরZ LI¡ হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর জাহেরী হায়াত থেকেই শুরু হয়েছে। জেনে রাখা উচিত প্রত্যেকের নামের শুরুতে মুহাম্মদ শব্দটি হল মূল নাম এবং AeÉ e¡j¢V হল পার্থক্যকারী নাম। যেমন মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, এক্ষেত্রে মুহাম্মদ হল আসল না¡j Hhw আবদুল্লাহ হল অপর থেকে পৃথককারী নাম।

✍ **jq¡¢jc Bhcõ¡q**
l¡‰¡j¡¢V

◈ **fÐÀ** একটি টিভি চ্যানেলে বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলাকে নাকি খোদা নামে ডাকা যাবে না। এটি নাকি ফার্সী শব্দ। এ ব্যাপারে জানালে উপকৃত হব।

📖 **Ešl x** ®M¡c¡ g¡p£ në, HV¡l Ab j¡¢mL, fÐ¢af¡mL, Bõ¡q a¡"B¡m¡ ¢Q¡l বিদ্যমান, তথা যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, ইত্যাদি। খোদা শব্দটি ফার্সী হ¢mJ Eš² শব্দটি আভিধানিক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আল্লাহ, মালিক, প্রতিপালক চির বিদ্যমাe ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয় যা আল্লাহ তা'আলার জন্য প্রজোয্য। সেহেতু মহান আল্লাহকে খোদা বলে ডাকা যাবে। অনেক ইমাম, ফকীহ, দার্শনিক সুফী ও ইসলামী কবিগZ g¡p£ ভাষায় তাঁদের গ্রন্থে ও কবিতায় আল্লাহকে খোদা বলে খোদাওন্দ বলে সম্বোধন করেছেন। তাই মহান আল্লাহকে খোদা বলে সম্বোধন করলে কোন অসুবিধা নেই বlw জায়েজ। [লুগাতে কিশওয়ারী, ফিরুজুল লুগাত ও লুগাতে সায়িদী, ইত্যাদি]

◈ **fÐÀ** কোন ব্যক্তি যদি তার সম্পদের অংশ থেকে মেয়েদের বাদ দিয়ে তা ছেলেদের দিয়ে দেয় ওই ব্যক্তির ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা কি?

📖 **Ešl x** ওয়ারিশদের মিরাছ প্রাপ্তি হওয়া কুরআন ও সুন্নাহ তথা শরিয়তের হুকুম দ্বারা প্রমাণিত। মুরেছ তথা মুল সম্পদের মালিক নিজের কোন ওয়ারিছকে তার ¢j l¡R বাতেল করে বঞ্চিত করতে পারে না বরং ওয়ারিছকে মিরাছ থেকে বঞ্চিত করা অনেL

বড়গুনাহ। যেমন হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে- من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة অর্থাৎ যে নিজের কোন ওয়ারিছের মিরাছকে কর্তন ও বাতিল করবে মহান আল্লাহ বেহেশত থেকে তার মিরাছকে কর্তন করে দেবেন। তবে যদি সম্পদের মালিL জীবিতবস্থায় স্বীয় সম্পদ কাউকে দান করে দিলে বা কারো মালিকানায় দিয়ে দিলে তখন পরবর্তীতে ওয়ারেছদের তা ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার থাকে না। মিরাছের বন্টন সম্পদের মালিকের ইনতেকালের পরে হয়ে থাকে। জীবিত অবস্থায় সে নিজেই আপন সম্পদের মালিক। তার সম্পদের অন্য কারো অধিকার নেই। সুতরাং সে যদি জীহি অবস্থায় কাউকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে স্বীয় সম্পদের মালিক করে দিলে তবে বেইনসাফী হলেও যাকে দেওয়া হয়েছে সে এটার মালিক হবে। তবে এ রকম করাটা গুনাহ। [ফতোয়ায়ে আমজাদিয়া]

✍ **হাফেজ মুহাম্মদ ইমদাদুল হক**
কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া তাহেরিয়া মাদরাসা,
f l¡ae ¢SjM¡e¡, e¡l¡uZN"z

◈ fÐnÀ jqi¡j c mাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ®mM¡l pju cl¦c nl£g কি সম্পূর্ণ লিখতে হবে। নাকি সংক্ষেপে লিখলে চলবে। সংক্ষেপে লিখলে কোন ক্ষ¢a আছে কিনা। এ ব্যাপারে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

🕮Eš l x eh£ Ll£j p¡õ¡õ¡ý a¡"Bm¡ Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j Hl f¢hœ J বরকতময় নাম লিপিব্ধ করার পর সম্পূর্ণ দরূদ শরীফ অবশ্যই লিখতে হবে। কেননা এটাকে অনেক ওলামায়ে কেরাম ওয়াজিব বলেছেন, সংক্ষেপে যেমন عـــ - صـــ - عم - صلعم (সঃ) লেখে দরুদ শরীফকে খাট করা নাজায়েজ ও হারাম। যা মারাত্মক অপরাধ ও আদবের পরিপন্থী এবং এটাকে হালকা বিষয় মনে করে বা কপটতামূলক বা ইচ্ছাকৃতভাবে সংক্ষেপে লিখলে ঈমান হারানোর আশংকা আছে। সুতরাং এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক ঈমানদারের ঈমানী দায়িত্ব। সর্বপ্রথম যে দরূদ শরীফকে সংক্ষেপ করে صـــلـعـــم লিখেছিল তার হাত কর্তন করা হয়েছিল, যেমন আল্লামা ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ুতী আলায়হির রহমাহ বলেন, সর্ব প্রথম যে ব্যক্তি নবী করীম p¡õ¡õ¡ý তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র নামের সাথে দরূদ শরীফকেসংক্ষেপ করে صـــلـعـــم লিখেছে শাস্তিস্বরূপ তার হাত কর্তন করা হয়েছে। যেমন ইসলামে চোরের হাত কর্তন করার বিধান রয়েছে। যেহেতু চোর অপরের সম্পদ হানি করেছে আর উক্ত hÉ¢š² প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর মান-ইজ্জত হানি করেছে, দর¦c শরীফ সংক্ষেপে লেখা দুর্ভাগা বঞ্চিত ব্যক্তিদের কাজ। হযরত ইবনে হাজর হাইতাj£ আলাইহির রহমাহ ফতোয়ায়ে হাদিছিয়াতে উল্লেখ করেছেন- كـذا رسـم رسـولـه بـان يـكـتـب عقبه صلى الله عليه وسلم فقد جرت عادة الخلف كالسلف ولا يختصر

بـكـتـابـتـهـا بـنـحـو – صلعم فانه عادة المحرومين Abj¡v ¢fÐeh£ p¡õ¡õ¡ý a¡"Bm¡ আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র নাম মোবারকের পর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম অর্থাৎ দরূদ-সালাম উভয়টা লেখা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ইমামে l ¢eu j তথা সুন্নাত হিসেবে প্রচলিত। সংক্ষেপে করতঃ যেমন (صلعم) ®ke ®mM¡ e¡ qu, ®Lee¡ এভাবে দরুদ সালাম সংক্ষেপে করে লেখা আল্লাহর মেহেরবাণী থেকে বঞ্চিত লোকcl অভ্যাস। মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকারী ইমাম নব্বী রহমাতুল্লাহে আলাইহি কিতাবm আযকারে উল্লেখ করেছেন- يـكـره الـرمـز بـالـصـلـواة و الترحم بالكتابة بل يكتب بـكـمـالـه ولا يسـأم فيـه والا حـرم حظاعظيما Abj¡v eh£ L¢l j p¡õ¡õ¡ý a¡"Bm¡ আলায়হি ওয়াল্লাম এর পবিত্র নামের সাথে দরূদ সালাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের নামের সাথে রহমাতুল্লাহি আলায়হি লেখার সময় সংক্ষেপে ইংগিত করা মাকরূহ বরং সম্পZ লিখতে হবে এবং পুরা লেখার ক্ষেত্রে বিরক্ত বোধ করবে না। নতুবা সওয়াবের jq¡e অংশ থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। সুতরাং দরুদ সালাম এভাবে সংক্ষেপ করে, ইঙ্গিত Ll¡ এক প্রকার বেয়াদবী ও কৃপণতা, যা সত্যিই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার। তবে (দঃ) শë¢V jma সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সংক্ষপে নয় বরং এটা দরূদ শব্দের সংক্ষেপ, যেমন (সঃ) শব্দটি সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সংক্ষেপ। বিধায় সকল ঈমানদারের উপর একান্ত কর্তব্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়¢q ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র নামের পর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ ®mM¡z এ বিষয়ে তরজুমান প্রশ্নোত্তর বিভাগে পূর্বে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। [কিতাবুল আজকার ও ফতোয়ায়ে হাদিসিয়্যা, ইত্যাদি]

◈ fÐnÀ মাথা মুন্ডানো জায়েজ কিনা? কোন কোন আলেমগণ বলেন এটা সুন্নাত। এটা কতটুকু সঠিক। দলীল সহকারে জানালে খুশি হব।

🕮DËi t শরিয়তের দৃষ্টিতে পুরুষের জন্য মাথা মুন্ডানো বা চুল বাড়িয়ে আচঁড়ানো উভয়টা শরিয়ত সম্মত। তবে সদা মাথা মুন্ডানো সুন্নত নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র হজ্ব ও ওমরাহ সম্পন্ন করে ইহরাম থেকে হাm¡m হওয়ার জন্য মাথা মুবারক মুন্ডিয়ে ছিলেন। ইহরামের মুহূর্ত ছাড়া অন্য কোন সময়ে নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর মাথা মুন্ডানো প্রমাণিত নয়। a¡C সাধারণভাবে মাথা মুন্ডানো হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম Hl সুন্নাত নয়। সাহাবায়ে কেরাম থেকে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা এর মাথা মুন্ডানোর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাও নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াp¡õ¡j এর সুন্নাত হিসেবে নয় বরং তাঁর মাথার চুল বেশি ঘন ছিল। ফরজ গোসলে মাb¡l pLm চুলে পানি নাও পৌঁছতে পারে এ আশংকায় তিনি মাথা মুন্ডাতেন। অতঃপর তিনি বলতেন اعـديـت بـراسـي অর্থাৎ (মাথা মুন্ডিয়ে) আমি মাথার সাথে দুশমনি করেছি। এটা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, সদা মাথা মুন্ডানো সুন্নাতে সাহাবাও নয়। নবী করীম সাõ¡õ¡ý

তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর চুল মুবারকের সুন্নত নিয়ম হল কখনো তা কান মুবারকের অর্ধেক পর্যন্ত হত, কখনো কান মুবারকের লতি পর্যন্ত পৌঁছত, আর kMe mð¡ qa aMe a¡ L¡d jh¡lL fk¿ ®f±Raz [lŸm jMa¡l, Bh c¡Ec nl£g J ep¡u£ nl£g CaÉ¡¢c]

✍ **gnv¤§` AvgRv` †nv‡mb**

†e½iv, †evqvjLvjx, PÆMvg|

◆**ck t** Rvbvhvi bvgvhiZ Ae¯vq cv‡q RZv civ A_ev cv‡qi wb‡P †i‡L bvgvh Av`vq Ki‡j †Kvb ¶wZ n‡e wKbv|

📖**DËi t** Rvbvhvi bvgvhiZ Ae¯vq cv‡q RZv civ ev RZv cv‡qi bx‡P †i‡L bvgvh Av`vq Ki‡j kixq‡Zi weavb nj hw` RZv cwiavb K‡i bvgv‡h Rvbvhv cov nq ZLb RZv, RZvi Zjv I RZvi wb‡Pi hgxb meUv cwe Î nIqv Avek¨Kxq, hw` †Kvb GKwU‡Z bvcvKx \_v‡K Z‡e Zvi bvgv‡h Rvbvhv ï× n‡e bv| Avi RZvi Dci `wo‡q bvgvh co‡j ZLb RZv cwe Î n‡j Zvi bvgv‡h Rvbvhv ï× n‡e| [evnv‡i kixqZ, bvgv‡h Rvbvhv Aa¨vq, 4_ wn"Qv]

✍ **gnv¤§` †nvmvBb Avjx**

P›`bvBk, PÆMvg|

◆**ck t** ফাযিলের আকাইদ বিষয়ে মিল্লাত গাইডের ২৪০ পৃষ্ঠায় একটি প্রশ্নে উল্লেখ i‡q‡Q اذكر البدعة التى تروج فى زيارة قبر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم Gi উত্তরে বলা হয়েছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর রIRv kixd whqviZ Kiv bwK †e`AvZ| من زار قبرى وجبت له شفاعتى ـ من حج البيت ولم يزرنى فقد جفانى উল্লেখিত হাদিসগুলোর নাকি ভিত্তি নেই, এগুলো নাকি জাল হাদিস। প্রশ্ন হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এi iIRv kixd whqviZ Kiv wK †e`AvZ, hw` †e`AvZ nq, Zvn‡j wK iKg †e`AvZ Ges nw`m¸‡jvi Dci Avgj Kiv hv‡e wKbv, mb`mn Rvbv‡bj DcKZ ne|

📖**DËi** ঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র রওজা †gveviK †hqviZ Kiv †e`AvZ bq eis IqwR‡ei KvQvKwQ| nhiZ gmv dvmx মালেকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এটাকে ওয়াজিব বলেছেন। ‘‘নেয়ামুল মুমলাকvZ বেযিকরিল আমাকিনিল মুতবররকাতে’’ নামক কিতাবের লেখক বলেছেন এটা আল্লvn I Zvi im‡ji `iev‡i ˆbKU¨ AR‡b GKwU DrKó Avgj Ges Ggb Avgj hvi mv‡_ i‡q‡Q ev›`vi Avkv AvKv•¶v ci‡Y A‡bK †ewk m¤ú³Zv| Avi hv nj মুসলমানদের তরিকাসমূহ থেকে একটি উত্তম তরিকা। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা‘Avjv

আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজেই উম্মতদেরকে স্বীয় রওজা মোবারক যেয়ারতে উৎসvwnZ করেছেন এবং আল্লাহ তা‘আলা কোরআন করিমে বান্দাদেরকে স্বীয় অপরাধ মাRbvi জন্য প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে যাওqvi Rb¨ c_ c`kb K‡i‡Qb| ZvB mKj ghnv‡ei BgvgMY HKgZ¨ n‡q‡Qb †h, bex Kwig সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর রওজা পাক যেয়ারতে ইচ্ছা হল GKwU ¯Zš B"Qv| mZivs nvRx mv‡nevbmn n‡Ri md‡i bewRi iIRv cvK †hqvi‡Zi B"Qv‡K ¯Zšfv‡e gL¨ D‡Ïk¨ wn‡m‡e Aš‡i aviY Ki‡e Ges bewRi iIRv cvK mdi Ki‡e| bewRi iIRv cvK †hqviZ‡K †e`AvZ ejv Ges D³ †hqvi‡Zi সফরকে হারাম বলা নবী বিদ্বেষীদের ষড়যন্ত্র। উল্লেখিত হাদিসদ্বয়কে ভিত্তিহীন বjv gv‡b bewRi iIRv †hqvi‡Zi gZ GKwU DrKó Avgj‡K m‡Kšk‡j A¯xKvi Kiv এবং মুসলিম মিল্লাতকে দামানে মুস্তফা থেকে দূরে সরানোর এক অপপ্রয়াস মvÎ| উল্লেখ থাকে যে, প্রশ্নে উদ্ধৃত হাদিসদ্বয় ভিত্তিহীন নয়, বরং من زار قبرى وجبت له شفاعتى A_vr †h Avgvi iIRv kixd wRqviZ Kij Zvi Rb¨ Avgvi kvdvqvZ অবধারিত হল। হাদিসটি দারু কুতনী ও বাইহাকী শরীফে উল্লেখ আছে ‘‘আলজাওহারুল মুনজিমে’’ উল্লেখ আছে মুহাদ্দেসীনে কেরাম উ³ nw`m‡K mnx e‡j‡Qb Ges من حج ولم يزرنى فقد جفانى A\_vr †h nR Kij wKš Avgvi wRqviZ Kij bv †m Avgvi cwZ Rjg I AwePvi Kij| nw`mLvbv nhiZ Bebj আদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু স্বীয় কিতাব ‘‘আল কামেলে’’ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে হাদিসে মরফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন। উল্লেwLZ nw`mØq Qvov evBnvKx kixd, Be‡b Avmv‡Ki, gÕRvwgj Kwei, `vi“ KZbx, gqvËv‡q Bgvg gnv¤§`, gmvbv‡d Ave`i iv¾vK, hiKvbx kixd BZ¨w` wKZve mg‡n whqvi‡Z iIRv cvK Dcj‡¶ A‡bK nw`m i‡q‡Q| [gIqv‡n‡e j`wbq¨vn, †kdv kixd, dZûj Kw`i] Gme åvš, ewZj, gbwdK I `kgbv‡b †gv¯dv n‡Z দূরে থাকার জন্য আহবান রইল, বাতিলচক্র এ ধরণের কথা বলে মুসলিম মিল্লাত‡K †avKv †`qvi Ac‡Póv Ki‡e| mveavb _vKvi civgk iBj|

✍ **gnv¤§` Ave`j Avnv`**

Bgvg Mv¾vjx K‡jR,

cvnvoZjx, PÆMvg|

◆**ck t** we`AvZ wK? hZUK Rwb gv`ivmv wbgvY nj we`Av‡Z nvmvbv ev †bK we`AvZ| Avgv‡`i cvovi R‰bK ¯-‡NwlZ Av‡jg e‡jb we`AvZ nj KiAvb mbvni cwicšx| ZvB gv`ivmv wbgvY we`Av‡Z nvmvbv n‡Z cv‡i bv| G m¤ú‡K mwVK Z_¨ Rvb‡Z PvB|

📖DËi t we`AvZ Aviex kã| Gi AwfawbK A_ bZb c×wZ wbqg †ei Kiv I cvK bgbv Qvov †Kvb e¯ evbv‡bv| kixq‡Zi cwifvlvq we`AvZ Gi eYbvq মিরকাত শরহে মিশকাতের "এতেছাম" অধ্যায়ে উল্লেখ আছে وفـي الشـرع احـداث مـالم يكن فى عهد رسول الله صلى الله تعالٰى عليه وسلم A_vr kixq‡Z †e`AvZ বলা হয় । এমন বিষয় উদ্ভাবন করা যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর জাহেরী হায়াতে ছিল না, যেমন ফারুকে আজম রাদ্বিয়াল্লাহু তাÔAvjv Avbû wek ivKAvZ Zvivexi bvgvR wbqwgZ RgvZ mnKv‡i Av`v‡qi GK bZb পদ্ধতি চালু করেছিলেন যা মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম Gi Rv‡nix nvqv‡Z we`¨gvb wQj bv, ZvB dvi"‡K AvRg G bZb c×wZ Pvj K‡i e‡jwQ‡jb نعم البدعة هذهٖ A_vr GUv KZB DËg †e`AvZ|

‡gŠwjKfv‡e kixq‡Zi `wó‡Z we`AvZ `B cKvi 1. we`Av‡Z nvmbv (DËg we`AvZ) 2. w``Av‡Z mwq¨Avn (g› we`AvZ)| †hgb AvkBq¨wZj jgAvZ ১মখণ্ড ইতিছাম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে

انچہ موافق اصول وقواعد بسنت وبسنت قیاس کردہ-

شرہ است آں رابدعت حسنہ گویند وآنچہ مخالف اُں باشدا ور ابدعت ضلالت گویند

A_vr †h we`AvZ Dmj, Kvbb I mbv‡Zi gqwdK ev mgw_Z Ges mbvZ †_‡K wKqvm Kiv n‡q‡Q Zv we`Av‡Z nvmbvn Ges hv Dnvi mbv‡Zi wecixZ I cwicšx Zv nj we`Av‡Z mwq¨Avn| we`Av‡Z nvmbvn wZb cKvi †hgb-

1. we`Av‡Z Iqv‡Rev, A_vr Ggb bZb KvR hv kixq‡Zi `wó‡Z wbwl× bq eis G‡K †Q‡o w`‡j agxqfv‡e weivU Amweavi mwó nq| †hgb KiAv‡bi AvqvZmg‡n hei, †hi, †ck BZ¨w` c` wPý †`qv, †KviAvb nw`‡mi cKZ gg D`NvU‡b mnvqK wn‡m‡e Bj‡g Qid, Bj‡g bvnve, Dm‡j Zdmxi, Dm‡j nw`m, Dm‡j wdKn, Bj‡g wdKn Bj‡g Kvjvg BZ¨w` nj AZ¨vek¨Kxq we`AvZ|

2. we`Av‡Z g¯vnveŸvn A_vr Ggb wKQ Kg I welqw` hv c×wZMZfv‡e bZb wKš kixq‡Zi `wó‡Z wbwl× bq Z‡e Iqwr‡ei g‡a¨ Ašf³ I bq eis mvaviY gmjgvb Gme KvR‡K fvj KvR g‡b K‡i mvIqv‡ei D‡Ï‡k¨ Av`vq K‡i _v‡K| †hgb, Rvgvqv‡Zi mv‡_ Zvivweni bvgvh cPjb, GUv‡K mbv‡Z †gvqv°v`v Avjvj †Kdvqv ejv n‡q‡Q,AvDwjqv‡q †Kiv‡gi Bmv‡j mIqve Dcj‡¶ †KviAvb †ZjvIqvZ, whwKi, AvRKvi, IqvR-bwmnZ I Zevi"K weZi‡Yi gva¨‡g Iim kix‡di gvnwdj Abôvb Kiv|

3. we`Av‡Z gevn A_vrbe D™weZ Ggb KvR hv kixqZ we‡ivax bq| †hgb ফজর ও আসরের নামাযের পর মুসল্লীদের পরস্পর মুসাফাহা করা । এদিকে বিদআ‡Z

mwq¨Avn I K‡qK cKvi †hgb- we`Av‡Z nvivg A_vr IB mg¯ bZb Awe¯Z åvš AwK`v, a¨vb aviYv I KgKvÊ hv Øx‡bi †gŠwjK welqw`i cwicwš| †hgb bZb bZb åvš AwK`v I gZev‡`i Rb¥ LvwiRx, iv‡dRx, gÔZwhjx, wkqv, Inwex, gI``x Kw`qvbx, Avn‡j nw`m I Avn‡j †KviAvb BZ¨w` Bmjv‡gi bv‡g mó `j Dc`j¸‡jvi åvš I e` AwK`v mgn|

2. we`Av‡Z gvKi|nv A_vr Ggb be cPjbKZ Kgc×wZ hv Øviv †Kvb mbvZ D‡V hvq †hgb RgAvn I `Ô C‡`i LZevn Aviex‡Z bv w`‡q Ab¨ fvlvq c`vb Kiv|

উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল যে, আহলে সুন্নাতের মতাদর্শ প্রচারের জন¨ I †KviAvb mbvn eSvi-Rvbvi Rb¨ gv`ivmv Kv‡qg Kiv we`Av‡Z nvmbvi Ašf³ hv IqwRe wn‡m‡e we‡ewPZ| Avi åvš gZev` cwZôvi Rb¨ gv`ivmv Kv‡qg Kiv we`AvZ mwq¨Avn hv nviv‡gi chvqf³|[AwkqvZj †jvgAvZ ki‡n †gkKvZ KZ: †kL আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলইয়হি ও শরহে ছহি মুসলিম, KZ : ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইত্যাদি ।

✍ **gnv¤§` AwbQ DÏxb**

eviLvBb, Av‡bvqviv,

PÆMvg|

◆**ck** t আমি শুনেছি নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর জীবbi †h †Kvb ¯‡i m¤§vbv‡_ ÔÔgeviKÕÕ kãwU e¨envi Kiv nq| Kv‡RB geviK kãwU Avi Kv‡iv Rb¨ e¨envi Kiv hv‡e wKbv? Rvbv‡j DcKZ ne|

📖**DËi** ঃ ''মুবারক'' শব্দটির ব্যবহার একমাত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সম্মানের জন্য নির্ধারিত তা সঠিক নয় বরং তা যে cKvb eiKZgq e¨w³, e¯, ¯vb I mg‡qi Rb¨ e¨envi n‡q _v‡K †hgb حٰـم والـكـتـاب الـمبيـن انـا انزلناه فى ليلة مباركة A_vr ¯úó wKZv‡ei kc_, Aek¨ Awg GUv‡K eiKZgq iRbx‡Z AeZxY K‡iwQ, AwaKvsk Ijvgv‡q †Kivg †KD IB Avqv‡Z jvBjvZj geviKv Øviv k‡e eivZ e‡j‡Qb, †KD k‡e K`‡ii K_vI e‡j‡Qb| D³ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা শবে বরাতের বা শবে ক্বদরের মুবারক শব্দটি ব্যenvi করেছেন, কুরআন শরীফের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলা মুবারক শব্দ ব্যবহার করেQb †hgb هـذا ذكر مبارك انزلناه A_vr GUv (KiAvb kixd) geviK whwKi, hv Awg নাযিল করেছি । পানির ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলা মুবারক শব্দ ব্য³ K‡i‡Qb †hgb- وانـزلـنـا مـن السماء ماء مباركا A_vr Awg Avmgvb †_‡K eiKZgq cwb AeZxY করেছি । গাছের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তা'আলা মুবারক শব্দ ব্যবহার করেছেন যেমন- مـــن شجرة مباركة زيتونة অর্থাৎ বরকতময় যাইতুন গাছ থেকে । আয়াতে আল্লাহ তা'আলা

যাইতুন গাছকে মুবারক বলেছেন। খানায়ে কাবাকেও আল্লাহ তা'আলা মুবারক e‡j‡Qb ان اول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا A_vr wbtm‡›`‡n gvb‡li Bev`‡Zi Rb¨ †h Ni c_‡g %Zwi Kiv n‡qwQj Zv g°v kix‡d Aew¯'Z GgZve¯'vq †h IUv eiKZgwÛZ|
তদুপরি মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম রমজান মাসের ফwRjZ eYbvq gv‡n igRvb‡K شهر مبارك Z_v eiKZgwÊZ gvm e‡j‡Qb|

[Zvdmx‡i Kwei, i"û j eqvb I Zvdmx‡i bCgx BZ¨vw`]

✍ gnv¤§` wRqvDi ingvb

miKvix wmwU K‡jR, PÆMÖvg|

◆**ck** t gwmK Av`k bvixi GK msL¨vq cÖKvwkZ †jLv n‡q‡Q †h, Ave`i imj, Avãb bex, Ave`i ingvb Ges Avãj Avjx bvgKiY Kiv Ôwk‡iKÕ GLb Avgvi ck n‡jv, Gi¦c bvgKiY Kiv Avm‡j wkiK wK bv? Avi hw` Rv‡qR n‡q _v‡K Z‡e bvRv‡qh ejvi `i"b †Kvb ¸bvn n‡e wKbv Ges Gi¦c ¸bvn Kdix chš— †cšQvq wKbv?

📖**DËi** t Ave`i imj, Ave`b bex I Ave`j Avjx BZ¨vw` bvg ivLv wkiK bq বরং কোরআন করিম, সুন্নাতে রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লvg I AvDwjqv‡q †Kiv‡gi evYx Øviv cgwYZ| GUv‡K wkiK ejv bex Ajx we‡Øl x nIqvi cwiPvqK Ges kwiqZ mgw_Z GKUv welq‡K A¯^xKvi Kivi Accqvm মাত্র। 'আবদ' শব্দের অর্থ হল গোলাম, বান্দা ও অনুগত, যেভাবে আমরা আল্লvni অনুগত ও তাঁর এবাদতে আবদ্ধকৃত হওয়ার দৃষ্টিতে আল্লাহর বান্দা অনুরূপভাবে mKj উম্মত মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর শরিয়তের অনুগত Ges Zvi c`Ë wewaweavb cvj‡b Ave×KZ nIqvi `wó‡Z bewRi †Mvjvg I AbMZ| সুতরাং উম্মতগণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর গোjvg I AbMZ wn‡m‡e Ave`b bex, Ave`i imj, Ave`j tgv¯dv, IevB`j g¯dv, †Mvjvg g¯dv, †Mvjvg imj I †Mvjvg bex BZ¨vw` bvg ivLv ^ea I eiKZgq| Abi¦c †KD Kv‡iv ‡Mvjvg ev AbMZ n‡j Zv‡K IB e¨w³i Ave` ev AbMZ বলাতে অসুবিধা নেই, সে হিসাবে আবদুল আলী নামকরণ শরিয়তসম্মত। আল্লvn ZvÔAvjv KiAvb Kwi‡g Avgv‡`i †Mvjvg I KZ `vm‡`i‡K Avgv‡`i ev›`v e‡j‡Qb, †hgb Gikv` n‡q‡Q- وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامائكم A_vr †Zvgv‡`i g‡a¨ †h mg¯— gwnjv ¯^vgxwenxb Zv‡`i‡K we‡q `vI Ges †Zvgv‡`i ev›`v (KZ`vm) I ev›`x‡`i cKZ`vmx †_‡K hviv Dch³ n‡q‡Q Zv‡`i‡KI we‡q `vI|

অপর আয়াতে উল্লেখ আছে- قل يعبادى الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم A_vr †n gvnee Avcwb Avcbvi D¤§Z‡`i‡K Gfv‡e m‡¤^vab Ki"b †h, †n Avgvi ev›`vMY, hviv নিজের আত্মার উপর জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো bv| অবশ্য আল্লাহ তা'আলা সব গুণাহ ক্ষমা করে দেবেন। অবশ্য তিনি ক্ষমাশীল ও দয়vj| বুখারী ও মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে- নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলvqwn ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ليس على المسلم فى عبده والا فرسه صدقة A_vr মুসলমানের উপর তার বান্দা (ক্রীতদাস) ও ঘোড়ার ক্ষেত্রে যাকাত নাই। [আল হvw`m] ওহাবীদের মুরব্বী মাওঃ ইসমাইল দেহলভীর দাদা শাহ উলিউল্লাহ মুহাদ্দেস দেnjfx রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বীয় কিতাব 'ইযালাতুল হেফাতে' ইমাম আযম আবু nwbdv রহমাতুল্লাহে আলাইহির বরাতে উল্লেখ করেছেন হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাû ZvÔAvjv Avbû mvnvev‡q †Kiv‡gi mgv‡e‡k m¯úófv‡e Ø¨_©nxb fvlvq e¨³ K‡i‡Qb- كنت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكنت عبده وخادمه অর্থাৎ নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর সাথে ছিলাম Avwg ûR‡ii ev›`v (†Mvjvg) wQjvg Ges ûR‡ii Lv‡`g wQjvg| gmbex kix‡d Ave বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কর্তৃক হযরত বেলালকে ক্রয়ের কাহিনী বর্ণনায় উল্লেখ আছে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবx Kwig সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলেন-

گفت ما دو بندگاں کوے تو - کردمش آزاد ہم برروے تے

অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবীজিকে উপলক্ষ ক‡i e‡jb Avgiv `B Rb ev›`v (†Mvjvg) (Ave eKi I †ejvj) Avcbvi Mwj‡Z Dcw¯'Z, Avwg Zv‡K Avcbvi mvg‡b Avhv` K‡i w`‡qwQ| e¯'Z bexRxi †Mvjvg n‡Z cviv eoB †mŠfv‡M¨i welq Gi †P‡q eo †bqvgZ Avi wK n‡Z cv‡i? Z`cwi †h wb‡R‡K wcqbexi †Mvjvg g‡b Ki‡e bv †m Cgv‡bi ¯^v` cv‡e bv| gjZ †eqv`exi Kvi‡YB wcq bexi †Mvjvg nIqv‡K A¯^xKvi Kiv nq| Bgvgj AvDwjqv মরজায়ুল উলামা হযরত সেহেল বিন আবদুল্লাহ তসতরী রহমতুল্লাহে আলাইহি Gikv` K‡i‡Qb من لم يرنفسه فى ملك النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لا يذوق حلاوة الايمان A_vr †h wb‡R‡K wcq bexi gwjKvbvaxb Rvb‡e bv †m Cgv‡bi ¯^v` cv‡e bv|

[তাফসিরে কবির, কৃতঃ ইমাম রাযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইযালাতুল হেফা, কৃতঃ শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ও মসনভী শরীফ কৃতঃ ইমাম জালাল উদ্দিন রুমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইত্যাদি]

◆**ck** t Avgv‡`i mgv‡R GKwU aviYv cPwjZ Av‡Q ÔÔ‡h e¨w³ GKevi Kv‡jgv c‡o‡Q †m KLbI Avi Kv‡di ev giZv` nq bv GgbwK KiAvb nv`x‡mi †Kvb

ûKg cvjb gvbv A¯xKvi ev Awekvm Ki‡j ev KiAvb nv`x‡m Gi¡c †bB ej‡jI| GgbwK KiAv‡bi †Kvb AvqvZ ev nv`xm‡K wb‡q nwm-VvÆv Ki‡jI| GLb Avgvi wRÁvmv D³ aviYv ev Kms¯vi KiAvb, mbvn, BRgv I wKqv‡mi Øviv i` K‡i `vZevÜv Reve w`‡q mvaviY gvb‡li Cgvb I Avgj‡K †ndvhZ Kivi Avkv KiwQ|

📖DËi ঃ কলেমা বা আল্লাহ-রাসূলের প্রতি ঈমান তথা পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনের পi hZ¶Y chš— Cgvb Bmjv‡gi Dci cwZwôZ _vK‡e Ges Bmjv‡gi †gŠwjK welqmgn Z_v Cgvb, ZvKw`i, bvgvh, †ivRv, nR I hvKvZ A¯xKvi Ki‡e bv Avi আল্লাহ রাসূলের শানে ঠাট্টা বিদ্রোপ করবে না ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মুসলমান‡K Kwdi/†eCgvb ejv hv‡e bv eis ejvUv gnv Aciva| Avi hw` †Kvb gmjgvb Bmjv‡gi †gŠwjK welq mg‡ni †Kvb GKwU‡K Aghv`v Ki‡e ev VvÆv Ki‡e ev আল্লাহ রাসূলের শানে বিদ্রোপ করবে সাথে সাথেই বেঈমান/কাফির হয়ে যাবে, GgbwK Zvi Kdixi e¨vcv‡i †KD hw` m‡›`n †cvlY K‡i †mI Kwdi/†eCgvb n‡q hv‡e| mZivs hviv g‡b K‡i †h, GKevi K‡jgv co‡j ev Cgvb MnY Ki‡j Zv‡`i Avi KL‡bv Kwdi/†eCgvb ejv hv‡e bv hZB eo Aciva †m Ki"K Avi bv Ki"K, GUv åvš— aviYv| [ki‡n AvKwq‡` bmdx, wbeivm I d‡Zv‡qv‡q iRfxqv BZ¨vw`]

✍ **gnv¤§` Avj Awgb**

Bmjvgxqv Awjqv Kwgj gv`ivmv

চকবাজার, কুমিল্লা।

◆**ck** t eZgvb cPwjZ ZvejxM Rvgv‡Zi e` AwK`v wK wK Ges GB e` AwK`v¸‡jv Zv‡`i †Kvb †Kvb wKZv‡e Av‡Q| GB e` AwK`v¸‡jv Rvbv‡j Lkx ne|

📖DËi t 1g. eZgvb cPwjZ ‡gŠt BwjqvQ †glZxi ZvejxM RgvZ gjZt bR‡`i Awaevmx gnv¤§` web Ave`j Iqvnve KZK cwZwôZ åvš— gZev` Iqvnvex I bR`x gZev‡`i AbmZ msMVb hv cvK fviZ Dcgnv‡`‡k ˆmq` Avng` †eijfx I BmgvCj †`nj fxi Abmvix‡`i gva¨‡g cwZwôZ I cmwiZ n‡q‡Q| Zv‡`i AwK`v I gZv`k nj Aw¤qv †Kivg, mvnvev‡q †Kivg I AvDwjqv †Kiv‡gi mwVK c_ I gZ Avn‡j mbvZ Iqvj Rgv‡Zi m¤úY wecixZ| Zv‡`i wKQ åvš— gZev` I e` AwK`v wb‡P †ck Kiv nj|

১. আল্লাহ তা'আলা মিথ্যা বলতে পারে। [evivnx‡b Kv‡Zqv, KZ gvIt Lwjj Avng` Aw¤Uex]

২. আল্লাহ তা'আলা থেকে চুরি, শরাবখোরি তথা সব খারাপ কাজ সংগঠিত হIqv m¤e [Avhhn`j gwKj KZ: gvt gvng`j nvmvb †`Ie›`x]

৩. আল্লাহ বান্দাদের মত কাল ও স্থানের মুখাপেক্ষী [B`vûj nK, KZ: gvt BmgvCj †`nj fx]

৪. নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর জ্ঞান ইবলিস শয়তvb I gvjvKj gI‡Zi Ávb‡bi †P‡q Kg| [evivnx‡b Kv‡Zqv, KZ: gvt Lwjj Avng` Aw¤Uex]

৫. হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর অদৃশ্য জ্ঞান পvMj I PZ¯ú` cï‡`i Áv‡bi b¨vq| [†ndRj Bgvb KZ: gvt Avkivd Avjx _vbex]

6. ÔLv‡Zgb bexqxbÕ gv‡b †kl bex bq eis Avmjx bex I AvdRj bex, mZivs ûRi AvjvBwnm mvjv‡gi c‡i Ab¨ †Kvb bex G‡m †M‡j Lv‡Zwgq¨v‡Z †Kvb cv_K¨ mwó n‡e bv| [ZvnRxi"b bvm, KZ: gvt Kv‡mg bvbZex]

৭. নামাযে হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর খেয়াল Avmv Mi"-Mvavi †Lqv‡ji †P‡q wbKó| [wQivZj g¯wKg KZó gvt BmgvCj †`nj fx]

8. bex I Ajx mevi Kei¸‡jv †f‡½ †djv IqwRe|

[dZûj gwR`, KZ: gvIt beve wmwÏK nvmvb Lvb fcvjx]

9.bexMY wg_¨v ejv I ¸bvn n‡Z wb¯úvc I cweÎ bb|

[ZmwdqvZj AvKv‡q`, KZ: gvIt Kv‡mg bvbZex]

10. bexwRi iIRv cv‡Ki cv‡k †`vqv, gbvRvZ Kiv †e`AvZ|

[bvnRj gKej, KZ:gvIt beve wmwÏK nvmvb Lvb fcvjx]

GK K_vq eZgv‡b cvK-fviZ Dcgnv‡`‡k cPwjZ †gŠt BwjqvQ ‡glZxi cwZwôZ ZvejxM Rgv‡Zi gZv`k I bR`x Inve‡`i gZv`‡ki g‡a¨ †Kvb cv_K¨ bvB| mZivs Zv‡`i åvš— gZev` n‡Z †e‡P _vKv I `‡i _vKv Acwinvh|

✍ **jqi¢jc Bhcm Ju¡cc**

hi"¡l¡jfl, ¢h-h¡¢su¡

◈ **fÐnÀ** জীবিত বা মৃত পীরের ছুরত হাজির নাজির জানিয়া ধ্যান বা মোরাকাবা কর¡ হারাম। কেহ করিলে কাফের হইবে। (আনিছুত্তালেবীন ৫ম খন্ড দ্রষ্টব্য) উল্লেখিত কb¡VL কতটুকু শরীয়ত সম্মত জানালে উপকৃত হব।

📖**EšI x** প্রশ্নোলিখিত আনিসুত্তালেবীন নামক পুস্তকের বরাতে বর্ণিত কথাটি সঠিক নয় বরং তা সরল প্রাণ মুসলমানদেরকে বিভ্রান্তিতে পতিত করার এক অপকৌশল ম¡œz আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতা বলে পীরে কামেলের সুরত হাজির নাজির জেনে ধ্যান h¡ মোরাকাবা করা শরীয়ত সম্মত এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত। সাহাবায়ে কেরাম সদা নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর খেয়ালে ও ধ্যানেই রত থাকতেন। এবং কোন কোন সময় এ ধ্যানরত অবস্থায় তাঁরা বলে দিতেন **كانى انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم** অর্থাৎ যেন আমি আল্লাহর রসূলকে

দেখতে পাচ্ছি। এটা থেকে তরিকতের মাশায়েখ এজাম স্বীয় পীরের সুরত ধ্যান ক|¡V¡ প্রমাণ করেছেন যাকে তরীকতের পরিভাষায় تـصور شيخ hm¡ quz Eš² dÉ¡e qm pLm নেকীর মূল। আমরা আল্লাহ ও রসুলকে দেখি নাই তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আm¡u¢q ওয়াসাল্লামকে দেখার মাধ্যম হল নিজের মুর্শিদে কামেল। যেহেতু প্রকৃত মুর্শিদে কামিল নায়েবে রসূল একজন আল্লাহর অলি হলেন মহান আল্লাহ ও তাঁর হাবীবের কামালিয়É¡a, সৌন্দর্য, কুদরত তথা সব বিষয়ের বিকাশস্থল। সুতরাং একজন পীরে কামেলকে ®cM¡ মানে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে দেখা, পীর কামেলকে ধ্যান করা মানে আল্লাহ ও ত¡l রসূলকে ধ্যান করা, আল্লামা জালাল উদ্দীন রূমী এরশাদ করেছেন-

پیر کامل صورت ظل الہ یعنی دید پیر دید کبریا

অর্থাৎ পীরে কামেল হল আল্লাহর কুদরতের ছায়া স্বরূপ। অর্থাৎ হক্কানী পীরকে ®cM¡ মানে আল্লাহকে দেখা। [আসরারুল আহকাম, কৃত মুফতি আহমদ এয়ারখান নঈমী (rq.) CaÉ¡¢c]

✍ ®L Hp Bhcm BS£j ¢Sq¡c£
hাwm¡ ®j¡VI, Y¡L¡

◈ fÐDÀ কিছু লোককে বলতে শুনেছি, কোরআন- হাদীসে মুনাজাত নাই, এটি বাইরের ব্যাপার। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানালে খুশি হব।

🕮Ešl x উভয় হাত উপরের দিকে তুলে মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ করা শরীয়ত সম্মত, যা কোরআন করীম, সুন্নাতে রসূল ও ফুক্বাহা-ই কেরামের বাণী à¡l¡ প্রমাণিত। যেমন মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেন-

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَاِلٰى رَبِّکَ فَارْغَبْ

অর্থাৎ (হে প্রিয় হাবীব!) যখন আপনি নামায থেকে অবসর হবেন, তখন দু'আর মধ্যে লেগে যান এবং আপনার প্রভুর দিকে মনোনিবেশ করুন। [pl¡ Ce¢nl¡q]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ্ পানিপথী রহমাতুল্লাহি আলায়¢q ü£u তাফসীরে মাযহারীতে লিখেন-

قَالَ ابْن عَبَّاس رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَقَتَادَة وَالضَّحَّاک و مُقَاتِل وَالْكَلْبِىّ وَاِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلٰواةِ الْمَكْتُوْبَةِ اَوْ مُطْلَقِ الصَّلٰواة فَانْصَبْ اِلٰى رَبِّکَ فِى الدُّعَاءِ وَارْغَبْ اِلَيْهِ فِى الْمَسْئَلَةِ يَعْنِى قَبْلَ السَّلَامِ بَعْدَ التَّشَهُّد اَوْ بَعْدَ السَّلَام.

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, হযরত কাতাদাহ্, হযরত দাহ্হাক, হযরত মুকাaম, হযরত কালবী রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম বলেন, উক্ত আয়াতের মর্মার্থ হল, হে হাবীব! যMe ফরজ নামায বা যে কোন নামায হতে আপনি অবসর হন, তখন আপনার প্রভুর দরবারে

দু'আয় আত্মনিয়োগ করুন এবং তাঁর দিকে মনোনিবেশ করুন প্রার্থনার জন্য। Bl c"B ও মুনাজাত সালামের আগে বা পরে (উভয় অবস্থায় হতে পারে)। [তাফসীরে মাযহারী : ১০ খন্ড]

এভাবে প্রসিদ্ধ প্রায় তাফসীর গ্রন্থে এ আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, উক্ত আয়াতে করীমা নামাযের পর মুনাজাতের স্পষ্ট প্রমাণ। যেমন বিশ্ববিখ্যাত তাফসীরে জালালাঈনে উল্লেখ আছে-

فَـــاِذَا فَـــرَغْـــتَ مِـــنَ الـــصَّـــلٰـــوةِ فَـــانْـــصَـــبْ اتـــعَـــبْ فِـــى الـــدُّعَـــآءِ

অর্থাৎ আপনি যখন নামায হতে অবসর হবেন, তখন দু'আয় মনোনিবেশ করুন।

এখন আমরা দেখব, নামাযের পর যে দু'আ বা মুনাজাতের নির্দেশ মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে দিয়েছেন, তার পদ্ধতি কি রকম। পবিত্র হাদীস শরীফে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতদেরকে এর তা'লীম দিয়েছেন-

عَنْ مَالِكِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَاَلْتُمُ اللّٰهَ فَاسْئَلُوْهُ بِبُطُوْنِ اَكُفِّكُمْ وَلَا تَسْاَلُوْهُ بِظُهُوْرِهَا فَاِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَكُمْ. رواه ابو داؤود.

অর্থাৎ হযরত মালিক ইবনে ইয়াসার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, eh£ করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন যখন তোমরা আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করবে তখন তোমাদের হাতের তালু উপরের দিকে করে দু'আ করবে, হাতেl fù দিয়ে নয়। আর মুনাজাত থেকে অবসর হয়ে উভয় হাতের তালু তোমাদের চেহারাতে মসেহ্ করবে। [Bh c¡Fc J ¢jnL¡a : 196 fù]

ফরজ নামাযের পর মুনাজাত স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম করেRez ®kje-

عَنِ الْاَسْوَادِ الْعَامِرِىّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْفَجْر. فَلَمَّا سَلَّمَ اِنْصَرَفَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا

অর্থাৎ হযরত আসওয়াদ আমেরী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পেছনে ফজরের নামায পড়েছি। যখন তিনি ফজরের নামাযের সালাম ফিরালেন তখন ঘুরে বসলেন এবং উভয় হাত উপরের দিকে উঠিয়ে মুনাজাত করলেন।[মুসান্নাফে ইবনে আবী n¡uh¡]

এভাবে ফুক্বাহা-ই কেরাম নামাযের পর উভয় হাত উঠিয়ে মুনাজাতের ফতোয়া দিয়েছেন। যেমন নূরুল ঈজাহ্ কিতাবে ইমামত অধ্যায়ে উল্লেখ আছে-

ثُمَّ يَدْعُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ رَافِعِى اَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَمْسِحُوْنَ بِهَا وُجُوْهِهِمْ فِىْ اٰخِره

অর্থাৎ নামায শেষে হাত তুলে নিজেদের জন্য এবং সমস্ত মুসলমানের জন্য দু'আ করবে। অতঃপর হাতসমূহ দ্বারা নিজেদের চেহারা মসেহ্ করবে।

তদুপরি সহীহ বুখারী শরীফ কিতাবুল জিহাদে উল্লেখ আছে হযরত সা'দ ইবনে আh

ওয়াক্কাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْهِنَّ دبر الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ اَنْ اَرُدَّ اِلٰى اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. (اَلْحَدِيْثُ)

অর্থাৎ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামায শেষে ''আল্লাহু¢j¡ Cæ£ B"Fk¢hL¡ ¢je¡m Sh¢e Ju¡ B"Fk¢hL¡ Be BI¦Ÿ¡ Cm¡ BIk¡¢mm "Ej¢l Ju¡ B"Fk ¢hL¡ ¢je ¢gae¡¢aa ceu¡ Ju¡ B"Fk ¢hL¡ ¢je "Bk¡-¢hm L¡hl'' c"B¢VI মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতেন।

সুতরাং ফরজ, সুন্নাত, ওয়াজিব ও নফল তথা প্রত্যেক নামাযের পর দু'আ-মুনাজ¡a Ll¡ যে উত্তম আমল ও মুস্তাহাব তা কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এটাকে অস্বীকার Ll¡ মূলত পবিত্র কোরআন-হাদীসকে অস্বীকার করারই নামান্তর।

-[তাফসীরে ইবনে আব্বাস, তাফসীরে মাযহারী, সুনানি আবী দাউদ, মিশকাত শরীg J el¦m DS¡q Ca£¡c]

✍ jq¡¢jc q¡p¡e jDe EŸ£e

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া

◈ f͢DÀ ফাযিলের 'আক্বাইদ আল্ ইসলামিয়্যাহ' নামক পাঠ্যবইয়ের ১৯৬ পৃষ্ঠায় 'শির্ক' এর প্রকার বর্ণনা করতে গিয়ে লেখা হয়েছে- ১. শির্ক ফিদ্ দু'আ يَـــاعَبْــدَ الْقَـادِرِشَيْئًا لِّلّٰهِ 2. i¡m Ll Bõ¡q-lpm i¡m Ll f£lz 3. يَـا رَسُـوْلَ اللّٰهِ الْكِبْرِيَاءَ احْـفَـظْ عَـنْ حـمـل جـلاء। তাদের এই কথার সত্যতা কতটুকু এবং কতটুকু শরীয়ত সম্মত? তাদের ব্যাপারে ধর্মীয় হুকুম কি? দয়া করে জানাবেন।

🕮Eš l x আম্বিয়া-ই কেরাম ও আউলিয়া-ই এযাম থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা বৈধ ও শরীয়ত সম্মত। এটা কোরআন করীম, হাদীসে রসূল, ফুক্বাহা ও মুহাদ্দিসীনে l h¡Z£ J স্বয়ং বিরুদ্ধবাদীদের উক্তি দ্বারাই প্রমাণিত। এটাকে শির্ক বলা কোরআন-হাদীসকে অস্বীকার করার নামান্তর এবং মুসলিম সমাজকে বিপথগামী করার চক্রান্ত। যেমন কোরআন করীমে উল্লেখ আছে- تَـعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى অর্থাৎ ''তোমরা পরস্পরকে কল্যাণ ও তাক্বওয়া অর্থাৎ ভালকাজে সাহায্য কর।''

এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ মানবজাতিকে পরস্পর সৎ ও ভাল কাজে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ আয়াত দ্বারা বুঝা গেল, মানবজাতি একে অপরকে সাহায্য করা এবং পরস্পর থেকে সাহায্য প্রার্থনা করা মহান আল্লাহর নির্দেশ, এটা শির্ক নয়।

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

اُطْلُبُوْا الْفَضْلَ عِنْدَ الرُّحَمَآءِ مِنْ اُمَّتِىْ تَعِيْشُوْا فِى اَكْنَافِهِمْ فَاِنَّ فِيْهِمْ رَحْمَتِىْ

অর্থাৎ ''তোমরা আমার উম্মত থেকে যারা দয়াবান তাঁদের কাছে দয়া তালাশ Ll, তাঁদের আশ্রয়ে শান্তিতে থাকবে। কেননা তাঁদের মধ্যে রয়েছে আমার রহমত।''

অন্য রেওয়ায়াতে উল্লেখ আছে-

اُطْلُبُوا الْخَيْرَ وَالْحَوَآئِجَ مِنْ حَسَّانِ الْوُجُوْهِ

অর্থাৎ ''কল্যাণ ও প্রয়োজনসমূহ তালাশ কর সুন্দর নূরানী চেহারা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের (আউলিয়া-ই কেরাম) কাছে।''

আরো উল্লেখ আছে-

اِذَا طَلَبْتُمُ الْحَاجَاتِ فَاطْلُبُوْهَا عِنْدَ حَسَّانِ الْوُجُوْهِ

অর্থাৎ যখন প্রয়োজনসমূহ তোমরা তালাশ করবে, তখন সুন্দর চেহারাসম্পন্ন ব্যক্তিদের (আউলিয়া-ই কেরাম) কাছে তালাশ করবে। -[তিবরানী, বায়হাক্বী ও ইবনে আসাকের]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

اِذَا ضَـلَّ اَحَـدُكُـمْ شَيْـئًـا وارادَاعـوْنا وَهُوَ بارض لَيْسَ بِهَا انيس فَلْيَقُلْ يَا عِبَادَ اللّٰهِ اَعِيْـنُـوْنِـىْ يَـاعِبَـادَ اللّٰـهِ اَعِيْـنُـوْنِـىْ يَـاعِبَـادَ اللّٰـهِ اَعِيْـنُـوْنِىْ فَاِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا لَايَرَاهُمْ

অর্থাৎ যখন তোমাদের থেকে কারো কোন বস্তু হারিয়ে যায় এবং সাহায্যের ইচ্ছা করে এমতাবস্থায় সে এমন স্থানে রয়েছে যেখানে তার কোন আপনজন নেই। তখন সে বলবে, ''হে আল্লাহ্র প্রিয় বান্দাগণ! আপনারা আমাকে সাহায্য করুন।'' ''ওহে আল্লাহ l ¢fÐ বান্দাগণ! আপনারা আমাকে সাহায্য করুন।'' ''ওহে আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণ! আ fe¡l¡ আমাকে সাহায্য করুন।'' কেননা অবশ্যই আল্লাহর এমন কতগুলো খাস ও প্রিয় বা¾c¡ আছেন, যাঁদেরকে সে দেখতে পায় না। -[a¡hl¡e£]

qkla n¡uM Bhcm qLÅj q¡¢Ÿp ®cqmi£ lqj¡aõ¡¢q a¡"Bm¡ Bm¡u¢q 'আশি''আতুল লুম'আত' কিতাবে 'যিয়ারাতিল ক্বুবূর' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন-

امام غزالی گفتہ ہر کہ استمد اد کردہ شود بوے در حیات استمد اد کردہ می شود بوے بعد از وفات یکے از مشائخ گفتہ دیدم چہار کس را از مشائخ کہ تصرف می کنند در قبور خود مانند تصرفہا ایشاں در حیات خود یا بیشتر قوی می گوئید کہ امداد حی قوی تر ست من می گویم کہ امداد میّت قوی تر او لیآء را تصرف در اکوان حاصل است۔

অর্থাৎ ইমাম গাযযালী বলেছেন, যার থেকে দুনিয়াবী হায়াতে সাহায্য চাওয়¡ k¡u a¡l থেকে তাঁর ইন্তিকালের পরও সাহায্য চাওয়া যাবে। একজন আল্লাহ্র ওলী বলেছেe, B¢j চার ব্যক্তিকে দেখেছি, তারা নিজেদের রওজায় ওই কার্যাদি করে থাকেন, যা a¡l¡ নিজেদের দুনিয়াবী জীবনে করতেন বা তার চেয়ে আরো অধিক। ওলামা-ই কেরামের একটি দল বলেছেন আউলিয়া-ই কেরামের দুনিয়াবী হায়াতের সাহায্য অতীব শক্তি n¡m£z আর আমি (ইমাম গাযযালী) বলছি, পরকালে গমনকারী আউলিয়া-ই কেরামের সাহ¡kÉ

হল অত্যন্ত বেশি শক্তিশালী। আউলিয়া-ই কেরামের আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতা হল জগত জুড়ে।

হযরত ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি 'কসীদায়ে নু'ম¡e'-H প্রিয় নবী থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে এরশাদ করেছেন-

يَا اَكْرَمَ الثَّقَلَيْن يَا كَنْزُ الْوَرٰى
جد لِىْ بِجُوْدِكَ وَارضِنِىْ بِرِضَاكَ
اَنَا طَامِعٌ بِالْجُوْدِ مِنْكَ لَمْ يَكُنْ
لِاَبِىْ حَنِيْفَةَ فِى الْاَنَامِ سِوَاكَ

অর্থাৎ: ওহে মানব-দানব ও মাখলূক্বাতের অতীব সম্মানিত সত্ত্বা! ওহে নি'মাতের Cm¡q¢l খনি! যা আল্লাহ্ আপনাকে দিয়েছেন সেখান থেকে আপনি আমাকে দান করুন। আল্লাq আপনাকে রাজি করেছেন আপনি আমাকে সন্তুষ্ট করুন। আমি আপনার দয়া ও বখশিশের আশাবাদী। আপনি ছাড়া আবূ হানীফার জন্য সৃষ্টিকুলে আর কেউ নেই।

হাদীস জগতের অন্যতম ইমাম আল্লামা শারফুদ্দীন বূসিরী রহমাতুল্লাহি তা'আলা Bm¡u¢q অসহায় অবস্থায় প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে সাহাkÉ কামনা করে বলেছিলেন-

يَا اَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِىْ مَنْ اَلُوْذُ بِهٖ
سِوَاكَ عِنْدَ حُلُوْلِ الْحَادِثِ الْعَمَمِ

অর্থাৎ ওহে সমস্ত মাখলূক্বাতের অতীব সম্মানিত সত্তা! মুসিবতের সময়ে যার আnÐB¢j ¢eh, a¡ B f¢e R¡s¡ AeÉ ®LE euz -[Lp£c¡q-H hlc¡q nl£g]

মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হুজূর গাউসে আ'যম পীরাne f£l দস্তগীর রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর জীবনীগ্রন্থ 'নুযহাতুল হাতেরিল ফাতের'-এ গাউসে পাকের এক পবিত্র বাণী উল্লেখ করেছেন-

مَنِ اسْتَغَاثَ بِىْ فِىْ كُرْبَةٍ كُشِفَتْ عَنْهُ وَمَنْ نَادَانِىْ بِاِسْمِىْ فِىْ شِدَّةٍ فُرِّجَتْ عَنْهُ وَمَنْ تَوَسَّلَ بِىْ اِلَى اللّٰهِ فِىْ حَاجَةٍ قُضِيَتْ.

অর্থাৎ "যে দুঃখ-দুর্দশায় আমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবে, তার দুঃখ দূর হয়ে যাবে। যে কঠিন মুহূর্তে আমার নাম নিয়ে আমাকে আহ্বান করবে তার মুসিবত দূর হয়ে যাবে। যে কোন প্রয়োজনে আল্লাহ্র কাছে আমাকে উসীলা হিসেবে পেশ করবে, তার প্রয়োজন পূর্ণ হবে।"

ওহাবী-তবলীগীদের মুরুব্বী মৌং আশরাফ আলী থানভী তার কিতাব 'নশরুত্ তীh'l শেষে আরবী কবিতায় লিখেছে-

يَا شَفِيْعَ الْعِبَادِ خُذْ بِيَدِىْ + اَنْتَ فِىْ الْاِضْطِرَارِ مُعْتَمِدِىْ
لَيْسَ لِىْ مَلْجَا سِوَاكَ اَغِثْ + مَسَّنِىَ الضُّرُ سَيِّدِىْ سَنَدِىْ

অর্থাৎ ওহে বান্দাদের সুপারিশকারী (প্রিয় রসূল!) আপনি আমার হাত ধরুন! B f¢e মুসিবতের মুহূর্তে আমার ভরসা। আপনি ছাড়া আমার কোন আশ্রয়স্থল নেই। হে B j¡l মুনিব! হে আমার ভরসা! আমাকে দুঃখ-দুর্দশা স্পর্শ করেছে, আপনি আমার ফরিu¡c Lhm LI¦e J p¡q¡kÉ LI¦ez

সুতরাং আহ্লে সুন্নাত ওয়া জামা'আতের মতাদর্শ হল- আল্লাহ্র প্রিয় বন্ধুগণ নব£, Ipm, গাউস, কুতব, আবদাল, শহীদগণ সাহাবা-ই কেরাম, তাবে'ঈন ও তাব'এ তাবে"De J আউলিয়া-ই কেরাম আল্লাহ-প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ইন্তিক্বালের পূর্বে ও পরে আল্লাহ্র h¡¾c¡NZ ও ফরিয়াদীগণকে সাহায্য ও দয়া করে থাকেন এবং উভয় অবস্থায় তাদের থেকে সাহায্য fÐ¡Be¡ LI¡ J cu¡l g¢lu¡c LI¡ pÇfZ nl£ua pÇj¡az HV¡ ®L¡lBe-q¡c£সেরও শিক্ষা। কোরআন, হাদীস, ইজমা, ক্বিয়াস না পড়ে, না বুঝে এ সব বিষয়ে নাক গলানো h¡¢nIL-q¡l¡j CaÉ¡¢c hm¡ jMa¡ R¡s¡ B I ¢LRC euz

-[তাবরানী, বায়হাক্বী, ইবনে আসাকের ও আশি''আতুল লুম'আত ইত্যাদি]

✍ H Hp Hj H H n¡jR ‹¡j¡e j¡je

cN¡f I, fm¡n h¡¢s, N¡Ch¡å¡

◈ fÐnÀ কোরআন-হাদীস ও ইলমে তাসাউওফের আলোকে 'শরীয়ত', 'তরীক্বত', 'মা'রিফাত' ও 'হাক্বীক্বত' এ সব শব্দগুলো কি সমার্থবোধক নাকি প্রত্যেকটির ¢iæ ¢iæ সংজ্ঞা ও পরিচিতি রয়েছে। বিস্তারিত বুঝিয়ে বললে কৃতার্থ হব।

🕮 EšI x শরীয়ত শব্দের আভিধানিক অর্থ সোজা রাস্তা, তরীক্বত শব্দের আভিধানিক অর্থ সরু রাস্তা ও গলি, মা'রিফাত শব্দের আভিধানিক অর্থ চেনা বা S¡e¡ J হাক্বীক্বত শব্দের আভিধানিক অর্থ আসল বা বাস্তব।

আউলিয়া-ই কেরামের পরিভাষায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দেহ মুবারকের অবস্থাসমূহের নাম শরীয়ত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র অন্তরের অবস্থাসমূহের নাম তরীক্বত, তাঁর গোপনভেদের অবস্থাসমূহের নাম হাক্বীক্বত এবং তাঁর রূহ মুবারকের অবস্থাবলীর নাম মা'¢lg¡az ®j¡VLb¡, eh£ LI£j p¡õ¡õ¡ý Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j HI f¢hœ pš¡ qm JC Q¡I বিষয়ের কেন্দ্র। অর্থাৎ তাঁর পবিত্র শরীর শরীয়তের কেন্দ্র, পবিত্র অন্তর তরীক্বতের কেন্দ্র, পবিত্র গুপ্তভেদ হাক্বীক্বতের কেন্দ্র এবং রূহ মুবারক মা'রিফাতের কেন্দ্র। এক Lb¡u nl£ua, al£LÅa, q¡L£LÅa J j¡'¢lg¡a eh£ LI£j p¡õ¡õ¡ý Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j-HI সাথে সম্পর্কিত। 'আসরারুল আহকাম' কিতাবে মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

কেউ কেউ এভাবেও বলেছেন যে, শরীয়ত হল প্রিয় রসূলের বাণীসমূহের নাম, তl£LÅ qm ýkl flel p¡õ¡õ¡ý Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j'l L¡k¡hm£l e¡j, "q¡LÅÅ' qm a¡l রহস্যাবলীর নাম আর মা'রিফাত হল শরীয়ত, তরীক্বত ও হাক্বীক্বতের গুপ্তরহস্যাবm£ S¡e¡l e¡jz

আর কেউ কেউ এভাবেও বলেছেন যে, কোরআন-সুন্নাহ হতে নির্গত বাহ্যিক ýLj-BqL¡j J ¢h¢d-¢hd¡e, glS-Ju¡¢Sh, pæ¡a, egm-jÙ¡q¡h, q¡m¡m-q¡l¡j J মাকরূহ ইত্যাদির নাম শরীয়ত। আর সে মুতাবেক জীবন পরিচালনা করার নাম তl£LÅz আর শরীয়তের বিধি-বিধানের গুপ্ত রহস্যাবলী জানার নাম মা'রিফাত এবং তার স্ব¡c আস্বাদন করার নাম হাক্বীক্বত। সুতরাং একটি আরেকটির পরিপন্থী নয় বরং সম্পূl Lz

-['সাব'ই সানাবিল' কৃত. মীর আবদুল ওয়াহিদ বলগেরামী]

fÐnÀ মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য কি? আশা করি কোরআন-হাদীসের আলোকে জানাবেন।

Eš l x কোরআন-সুন্নাহর আলোকে মুসলমান ও কাফিরের মধ্যে অনেকগুলো পার্থক্য আছে, তন্মধ্যে কয়েকটি মূল পার্থক্য হল:

ক. মুসলমান আল্লাহ্, রসূল, নবী, ফেরেশ্তা, কবর, হাশর- নশর, তাক্বদীর ইত্যাদিতে fZ ¢hn¡p£ quz

খ. হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- মুসলমান আর কাফিরের মধ্যে অন্যতম একটি পাথLÉ qm "e¡j¡k'z

গ. মুসলমান আল্লাহ্-রসূলকে সবকিছু হতে এমনকি স্বীয় প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসে। প্রয়োজনে আল্লাহ্- রসূলের মহব্বতে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দেয়, আর কাফির আল্লাহ্-রসূলের শান-মান ও মর্যাদায় বেআদবী ও কটুক্তি করে ইত্যাদি।

-[¢jnL¡a nl£g J ¢al¢jk£ nl£g]

jq¡Çjc N¡Epm qL ®lS i£

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম

fÐnÀ ফাযিলের আক্বাইদ বই 'আক্বাইদ আল্- ইসলামিয়্যাহ্'র ৮৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে- আল্লাহ্র কোন একটি গুণ অন্য কারো মাঝে থাকা সম্ভব নয়। অথচ আমরা S¡¢e প্রিয় নবী রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র এমন অনেক গুণ ও বৈশিøÉ রয়েছে, যা স্বয়ং আল্লাহ্ পাক প্রদত্ত এবং আল্লাহর গুণ বা বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। hC¢Vl সম্পাদনায় যারা রয়েছেন, তারা নাকি ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত। প্রশ্ন হচ্ছে, তারা যেটা প্রচার করছে, সেটা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

Eš l x আল্লাহ্র কোন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য অন্য কারো মাঝে থাকা সম্ভব নয় hm¡ jq¡e Bõ¡q LaL ¢fÐ j¡qhh p¡õ¡õ¡ý Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j ab¡ B¢ðu¡ কেরাম ও আউলিয়া-ই এযামকে প্রদত্ত গুণাবলীকে অস্বীকার করা, যা নবীবিদ্বেষী ও অলীবিদ্বেষীদেরই চরিত্র এবং কোরআন ও হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ার প্রমাণ।

আল্লাহর প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় নামসমূহের বণe¡ লিপিবদ্ধ করে অনেক মনীষী বহু কিতাব রচনা করেছেন। যেমন আল্লামা ইয়ূসুফ নাhq¡e£ "S¡Ju¡¢ql¦m ¢hq¡l', L¡S£ Bu¡k Iqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢q "¢La¡hn ¢ng¡', Bõ¡j¡ যুরকানী 'শরহে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া', ইমাম জাফর সাদিক্ব রদ্বিয়াল্লাহু আনý "Bm-C¢ÙN¡p¡am Lhl¡ ¢h-Bp¡j¡Cõ¡¢qm ýpe¡' Hhw Bõ¡j¡ jq¡Çjc Cবনে সুলায়মান জাযূলী রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'দালা-ইলুল খায়রাত' ইত্যাদিতে নাh£ Ll£j সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় নামসমূহের বর্ণনায় আল্লাহর আসমা-ই হুসনায় বর্ণিত অনেক নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাও কোরআন মজীদে নিজের জন্য ব্যবহৃত অনেক নাম প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ক্ষেত্রে ব্যক্ত করেছেন। যেমন- রঊফ, রহীম, আযীয ইত্যাদি।

আল্লামা যুরকানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'শরহে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া'র ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজের গুণবাচক নাম থেকে সত্তরটি গুণবাচক e¡j প্রিয় মাহবূবকে দান করেছেন।

সুতরাং আল্লাহ্র ক্ষেত্রে উক্ত গুণগুলো সত্তাগতভাবে বিদ্যমান এবং মহানবী সাল্লাল্ল¡ý আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে আল্লাহ্-প্রদত্ত হিসেবে বিবেচিত। তবে আল্লাহ্র জনÉ এমন কিছু নির্দিষ্ট গুণবাচক নাম আছে, যা অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। যেমe- "M¡-¢mLÅ(p¢øLa¡) J "l¡kk¡-LÅ(S£¢hL¡c¡a¡) CaÉ¡¢cz

fÐnÀ চট্টগ্রামের একটি ইসলামী গানের ক্যাসেটে রয়েছে, ''মুর্শিদ তৈয়্যব শাহ্, তুমি তরানেওয়ালা, তুমি বাঁচানেওয়ালা।'' প্রশ্ন হল- মুর্শিদ কিভাবে বাঁচাতে পারেন ও তরাতে পারেন? কোরআন-সুন্নাহর আলোকে উত্তর দিলে ধন্য হব।

Eš l x eh£ Ll£j p¡õ¡õ¡ý Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡jpq B¢ðu¡-C ®Ll¡j J আউলিয়া-ই এযামের শানে বাঁচানেওয়ালা-তরানেওয়ালা বলা জায়েয, তা কোরআe করীম, হাদীস শরীফ ও বুযুর্গানে দ্বীনের বাণী দ্বারা প্রমাণিত। আহ্লে সুন্নাa Ju¡m জামাতের মতাদর্শ হল আল্লাহ্র প্রিয়বন্ধুগণ যেমন নবী-রসূল, সাহাবা-ই কেরাম, তাবে'ঈন, তাব্'এ তাবে'ঈন এবং আল্লাহ্র প্রকৃত ওলীগণ আল্লাহ্প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ইন্তিকালের পূর্বে ও পরে আল্লাহর বান্দাগণকে দয়া-দু'আ ও সাহায্য করে থাকেe Hhw হাশরের দিনে কঠিন সঙ্কটময় মুহূর্তে গুনাহ্গার বান্দাদেরকে শাফা'আতের মাধ্যমে p^Vjš² করবেন। হাশরের দিনের শাফা'আত শুধু নবী-রসূলদের জন্য খাস নয়, hlw আউলিয়া-ই কেরাম, উলামা-ই এযাম, হক্কানী হাফেযানে কেরাম এমনকি শৈশবে м¡l¡ যাওয়া শিশুরাও আপন মা-বাবার জন্য সুপারিশ করবেন। যেমন আক্বাইদে নসফীতে উল্লেখ আছে- اَلشَّفَاعَةُ ثَابِتَةٌ لِلرُّسُلِ وَالْاَخْيَارِ Ab¡v n¡g¡"Ba fÐ¢Za IpmNZ J নেক্কার বান্দাদের জন্য। হাদীসগ্রন্থ ইবনে মাজাহ্ শরীফে উল্লেখ আছে- হযরত Up¡j¡e রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ

করেছেন- ‘‘ক্বিয়ামত দিবসে তিন প্রকারের মহান ব্যক্তিত্ব সুপারিশ করবেন- ehŧNZ, হক্কানী আলেমগণ ও শহীদগণ।’’ এভাবে বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবীগণের পাশাপাশি নূরানী ফেরেশ্‌তাগণ ও প্রকৃত ঈমানদারগণ হাশরের ময়দানে গুনাহ্‌গারদের জন্য সুপারিশ করবেন। তবে হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম সুপারিশের দ্বার উন্মুক্ত করবেন আমাদের প্রিয় নবী আক্বা ও মওলা রসূল পাক p¡õ¡õ¡ý আলায়হি ওয়াসাল্লাম। তারপরে একের পর এক নবী, শহীদ, ওলী-আবদাল, হক্কানী উলামা-ই কেরাম গুনাহ্‌গার মুসলমানের জন্য সুপারিশ করবেন এবং পরম করুণা¡ju আল্লাহ্ তা’আলা তাঁদের সুপারিশের বদৌলতে পাপী-তাপী মুসলমানদেরকে আযা¡h J গযব থেকে পরিত্রাণ দেবেন। এটাই ইসলাম তথা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের BL£Ÿ¡Z -[শরহে আক্বাইদে নসফী, খিয়ালী, নিবরাস ও শরহে মাওয়াক্বিফ]

✍ jq¡¢jc el¦Ÿ£e

DcN¡q, L¡Q¡ I¡Ù¡I ®j¡s, Xhm j¢Iw

◈ f¡ÐÀ ‘সালতানাতে মুস্তফা’র ৩২ পৃষ্ঠায় পেয়েছি- ফতোয়ায়ে শামীতে বর্ণিত আছে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর মুবারক হাতের স্পর্শে মৃতব্যক্তি জীবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। এমনকি হযরত আমেনা ও হযরত আবদুল্লাহ্ (হুযূরের মাতাপিতা)কেও জীবিত করে মুসলমান করেন। এ কথাটি সালতানাতে মুস্তফার ৬0 পৃষ্ঠায়ও লেখা আছে। এ থেকে বুঝা গেল হুযূরের মাতাপিতা অমুসলিম অবস্থায় C¿¹L¡m করেছেন। বইটির লেখক হচ্ছেন মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রহমাতুল্লাহি আলা¡u¢q, অনুবাদ করেছেন অধ্যাপক মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান। এ বিষয়ের উপর কোরআন ও হাদীসের আলোচনা করলে উপকৃত হব।

🕮EšI x eh£ LI£j p¡õ¡õ¡ý Bm¡u¢q Ju¡p¡õ¡j HI fhf¤l¦oNZ qkla Bcj আলায়হিস সালাম থেকে হযরত আবদুল্লাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত এবং মা হাওয়া আলায়হাস্ সালাম থেকে হযরত আমেনা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা পর্যন্ত সবাই ঈমানদার Hhw আল্লাহ্‌র একত্ববাদে বিশ্বাসী আল্লাহ্‌র মাক্ববূল বান্দা ছিলেন। কেউই কাফের, j¤a fS¡l£ ও নাফরমান ছিলেন না। তাঁদের কেউ কুফরী অবস্থায় ইন্তিক্বাল করেন নি; বরw j¤je হিসেবে তাঁরা ইন্তিক্বাল করেছেন, যা পবিত্র কোরআন করীম, হাদীসে রসূল ও pÇj¡¢ea ওলামা-ই কেরামের বাণী দ্বারা প্রমাণিত। কোরআন মজীদে উল্লেখ আছে تـقـلـبـك فـى الســــــاجــــديــــن। অর্থাৎ ‘‘আপনার (নূর মুবারক) পর্যায়ক্রমে স্থানান্তরিত হয়েছে সাজদাকারীদের মধ্যে।’’ উক্ত আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী রহমাতõ¡¢q আলায়হি উল্লেখ করেছেন যে, হুজূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর প¢hœ নূর মুবারক আল্লাহ্‌কে সাজদাকারীদের থেকে সাজদাকারীদের দিকে পর্যায়ক্রমে স্থানান্তরিত হয়ে ধরাবুকে শুভাগমন করেছেন। অতএব উক্ত আয়াত এ কথার উপর পÐj¡Z

যে, তাঁর সকল পূর্বপুরুষ মুসলমান ছিলেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী, ইমাম ইবনে হাজার মক্কী, আল্লামা যুরক্বানী, শিফা শরীফের ব্যাখ্যাকারী আল্লামা তলমসানী, Bõ¡j¡ মুহাক্বক্বিক্ব্ সনুসী রহমাতুল্লাহি আলায়হিম এটাকে দৃঢ়ভাবে সঠিক বলে মত fÐL¡n করেছেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইমাম ফখরুদ্দীন রা¢k£ রহমাতুল্লাহি আলায়হির কিতাব ‘আসরারুত্ তানযীল’র বরাতে উক্ত তাফসীর বণ©e¡ করেছেন। উক্ত তাফসীরের সমর্থনে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহুI বর্ণনা আবূ নঈমে উল্লেখ আছে। ফতোয়ায়ে শামী বাবুল মুরতাদীনের বরাতে সালতানাতে jÙg¡,Avb‡bgvZj †Kveiv, Avjvj Avjg নামক কিতাবে হযরত আমেনা ও হযরত আবদুল্লাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে জীবিত করে মুসলিম বানানোর যে কথা উল্লেখ আছে, তার অর্থ হল- তাঁদেরকে জীবিত করে কালেমা তৈয়্যবা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুq¡Çj¡cl রসূলুল্লাহ’ পাঠ করিয়ে নবীজী নিজের উম্মতের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করে নিয়েছেe Hhw HV¡ প্রিয় নবীর বিশেষ মু’জিযাস্বরূপ। এর অর্থ এ নয় যে, তারা কুফরী অবস্থায় ই¢¿¹L¡m করেছেন। এ বিষয়ে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহমাতুল্লাহি আলায়হি একাধিক fÊLa¡h লিখেছেন। ইমাম আ’লা হযরত শাহ্ আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলায়হি উপরিউক্ত বিষয়ে স্বীয় রচিত কিতাব ‘শমুলুল ইসলাম’এ এবং ‘হুযূরকে আবা-আজদাদ কা ঈম¡e’ কিতাবে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

✍ jq¡¢jc n¡q S¡m¡m

q¡pe¡h¡c, c¡aj¡l¡, g¢VLR¢s

◈ f¡ÐÀ বাতিল আক্বীদাপন্থী তথা ওহাবী-মওদূদীর পেছনে জামা‘আত সহকারে নামায আদায় করা জায়েয কিনা। এ ব্যাপারে দলীলসহকারে বিস্তারিত জানালে উপকৃত qhz

🕮EšI x ওহাবী, খারেজী, রাফেযী, শিয়া, মওদূদী, কাদিয়ানী, আহ্‌লে হাদীস তথা সকল ভ্রান্ত মতবাদী ব্যক্তির পেছনে নামায পড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে মাকরূহে তা¢q¢l£j¡ তথা গুনাহ্। অজ্ঞতা বশত তাদের পিছনে ইক্বতিদা করে থাকলে, তাদের ব্যাপারে S¡e¡I পর ওই নামাযগুলো পুনরায় আদায় করে দেয়া ওয়াজিব। কেননা তারা তাদের বই-fÙ¹L ও বক্তব্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামসহ নবী-রসূল, সাহাবা-ই কের¡j J আউলিয়া-ই ইযামের শানে চরম বেআদবীমূলক উক্তি করেছে, যা দ্বারা একজন ঈমানদার ঈমানহারা হয়ে কাফিরে পরিণত হয়। সুতরাং তাদের পেছনে ইক্বতিদাLa নামায শুদ্ধ হবে না। বিধায় তাদের পেছনে নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে এবং প্রয়োজনে অন্য কোন সুযোগ না হলে একাকী পড়ে নেবে।

-[ফাতহুল কূদীর ও ফতোয়া রেজভিয়া ইত্যাদি]

◈ f¡ÐÀ কেউ কেউ বলেন, ওলীগণের মাযারে যাওয়া হারাম/নাজায়েয -এ ব্যাপারে কোরআন-হাদীসের আলোকে বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

📖**Ešl x** যিয়ারতের উদ্দেশ্যে নবী-ওলীগণের মাযারে যাওয়া প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবা-ই কেরামের সুন্নাত এবং আল্লাহ্ওয়ালাদের উত্তম নিদর্শন। আর নবী-ওলীদের মাযার যিয়ারতে যাওয়া হারাম ও নাজায়েয বলা নবীবিদ্বেষীদের চরিত্র। ফতোয়ায়ে শামী ১ম খন্ড যিয়ারতে কুবূর অধ্যায়ে উল্লেখ আছে-

رَوى ابن ابى شيبة ان النبى ﷺ كان يأتى قبور الشهداء باحد على رأس كل حول

অর্থাৎ ইবনে আবূ শায়বা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাõ¡ý আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছরের শুরুতে শুহাদা-ই উহুদের কবর শরীফ বা মাযারসমূহে তাশরীফ নিয়ে যেতেন।

তাফসীরে কবীর ও তাফসীরে দুর্‌রুল মনসূরে উল্লেখ আছে-

عـن رسول الله ﷺ انه كان يأتى قبور الشهدآء على رأس كل حول فيقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والخلفآء الاربعة هٰكذا كانوا يفعلون.

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত যে, তিনি প্রিa hRl শহীদগণের কবরসমূহে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং তাঁদেরকে 'সালামুন্ আলায়কj ¢hj¡ চবার্‌তুম ফানি'মা 'উক্ববাদ্ দা-র্' বলে সালাম পেশ করতেন এবং চার খলীg¡ (খুলাফা-ই রাশিদীন)ও সেভাবে শুহাদা-ই কেরামের মাযারসমূহ যিয়ারত করaez উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল, মাযার যিয়ারতে যাওয়া নাজায়েয eu, hlw nl£uapÇja J p¤æ¡az -[তাফসীরে কবীর, দুররে মানসূর ও রদ্দুল মুহতার ইত্যাদি]

✍ jq¡Çjc jDem qL

সেক্টর ৫, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০

◈ **f**ÐÀ হানাফী ইমামের পেছনে ইক্বতিদাকারী অন্য মাযহাবের মুক্বতাদী সূরা ফাতেহার পরে জোরে আমীন বলতে পারবে কিনা। অনুরূপভাবে অন্য মাযহাবের ইমামের পেছনে হানাফী মুক্বতাদী 'আমীন' সরবে বলতে পারবে কিনা? হানাফী ইমামের পেছনে হানাফী মুক্বতাদী সরবে 'আমীন' বললে তার নামায শুদ্ধ হবে fL?

📖 Ešl x p¡d¡lZa: "B j£e' nëV¡ pl¡ g¡¢aq¡l Awn euz HV¡ ®Lhm c"Bz তবে সূরা ফাতেহার পর পর আমীন বলা নামাযের অন্যতম সুন্নাত। নামায একাকী হোক বা জামাত সহকারে হোক সর্বাবস্থায় ইমাম মুক্বতাদী উভয়ে আমীন বলা p¤æ¡az হানাফী মাযহাব মতে সকল নামাযে সূরা ফাতিহার পর আমীন বলবে অনুচ্চ আওয়াজে। কিন্তু শাফেয়ী এবং হাম্বলী মাযহাব মতে যে সমস্ত নামাযে সূরা ক্বিরআত বড় আওয়াজে পড়া হয় সেখানে 'আমীন'ও বড় আওয়াজে পড়বে। আর যে সমস্ত নামাযে ক্বিরআত চুপে চুপে পড়া হয় সেক্ষেত্রে 'আমীন'ও চুপে চুপে পড়বে। এ কেবল মাযহাবগত পার্থক্য। এ রকম শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে হানাফী, শাফেয়ী, মালিকী, হাম্বলী

মাযহাবের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে ওলামায়ে কেরাম মাযহাব চতুষ্টয়েl উপর ইজমা হয়ে ঘোষণা দিয়েছেন- চার মাযহাবের সবক'টিই বিশুদ্ধ ও হক। সুতl¡w বিবেকের বিবেচনায় মাযহাব চতুষ্টয়ের যেকোন একটা অনুসরণ করা যাবে। কিন্ চারটির বাইরে পঞ্চম কোন মাযহাব তৈরী করা যাবে না। কিংবা সুবিধামত এক j¡kq¡h থেকে কিছু অন্য মাযহাব থেকে কিছু জগাখিচুড়ি করেও আমল করার অনুমতি নেCz বরং হানাফী মাযহাবের অনুসরণ করলে ঐ মাযহাবের সব আমল অনুসরণ করতে হchz আর শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী হলে সবক্ষেত্রে শাফেয়ী মাযহাবের উপর আমল করতে হবে।

সুতরাং নামাযের মধ্যে 'আমীন' বলার ক্ষেত্রে প্রত্যেকে স্বীয় মাযহাব অনুসরণ করবে। তবে, কোন হানাফী মুক্বতাদী সঠিক মাসআলা না জেনে সূরা ফাতিহার পরে উচ্চস্বরে 'আমীন' বলে ফেললে নামায ফাসিদ হবে না। অবশ্য জেনে শুনে যেন কোন হানাg£ নামাযে 'আমীন' উচ্চস্বরে না বলে সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।

বিস্তারিত রয়েছে- 'ফতোয়ায়ে রজভিয়া', ৩য় খন্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা; কিতাবুল ফিক্ব Bm¡m j¡k¡¢q¢hm Bl-h¡"B, 1j Mä, ২৫০ পৃষ্ঠা; তাফসীরে নঈমী, ১ম খন্ড, ৯৩ পৃষ্ঠা ইত্যাদি।

✍ jq¡Çjc q¡p¡em L¢lj q¡pe¡h¡c£

q¡pe¡h¡c, ®M¡n¡m f¡s¡, e¡l¡ueq¡V, g¢VLR¢s

◈ **f**ÐÀ অজু ছাড়া আযান দেয়ার শরয়ী হুকুম কি? নাবালেগ আযান দিতে পারবে কিনা জানালে খুশী হব।

📖 **Ešl x** কোন ওজর ছাড়া অজু ব্যতীত আযান দেয়া মাকরূহ। তবে অনেক সময় বিশেষ জরুরীবশত: যেমন- সময়ের অভাব, পানির অভাব ইত্যাদি কারণে অজু ছাs¡ আযান দিয়ে দিলেও শুদ্ধ হয়ে যাবে।

নাবালেগের আযানও শুদ্ধ হবে। যদি তার বুঝ শক্তি হয়, কিন্তু নাবালেগ যদি অবT ¢nö হয়, তখন ঐ আযান শুদ্ধ হবে না বরং এরা আযান দিলে দ্বিতীয়বার আযান দিতে হchz Ael¢f, ®L¡e j¢qm¡, ®en¡ NËÙ¹ hÉ¢š², ¢Lwh¡ ®L¡e fÐL¡nÉ g¡¢pL hÉ¢š² f¡Nm J নাপাক ব্যক্তি আযান দিলে আযান শুদ্ধ হবে না; বরং মাকরূহ হবে এবং দ্বিতীয়বাl দিতে হবে। [cl¦m jMa¡l, j¡l¡¢LEm g¡m¡q Caÿ¡¢cz]

✍ Bhcm N¢Z

গুয়াপঞ্চক, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম

◈ **f**ÐÀ আমাদের মসজিদে এক মুর্খ ব্যক্তি জুমার দিন ইমামের পেছনের স্থান দখল করে নেয়। এখানে অনেক আলেম হাফেজ উপস্থিত থাকেন। তাদেরকে তিনি ইমামের পেছনে নামায পড়তে দেয় না। এটা কি বৈধ হবে? বৈধ না হলে ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে মুসল্লীদের করণীয় কি? জানালে কৃতজ্ঞ হবো।

📖 **Eš l x** সাধারণত: ইমামের পিছনে ঐ ব্যক্তিই দাঁড়াবেন, যিনি আলেম অথবা ইমামতির যোগ্যতা রাখেন। কারণ, কোন কারণে যদি ইমামের অজু বা নামায ভেঙ্গে যায়, তাহলে তিনি সোজা পিছনের ব্যক্তিটিকে ইমাম (খলীফা) বানিয়ে মসজিদ হতে বেরিয়ে কারো সাথে কথা বার্তা না বলে অজু সেরে পুনরায় মুক্তাদী হিসেবে নামাযে শরীক হবেন।

তাই ইমামের পিছনে সাধারণ অজ্ঞ ও আওয়াম লোক দাঁড়ানো উচিত নয়। কেউ যদি জোরপূর্বক ঐ জায়গায় দাঁড়াতে চায় তা তার জন্য মোটেই উচিত হবে না। সুal¡w শরীয়তের বিষয়টি তার সামনে উপস্থাপন করে এহেন নিয়মবিরোধী কাজ থেকে ¢h l a l¡M¡l f l¡j n lCmz

✍ **jq¡Çjc B¢SSm qL ®Q±dl£**

¯Ruc¡h¡c, q¡¢nj f l, Q¡¢ce¡Cn, Q—NË¡j

◈ **f ÐÀx** শুক্রবার জুমার নামাযের সময় জানাযা আসলে জানাযার নামায কি ফরজ নামাযের পর আদায় করতে হবে? নাকি সালাতুস-সালামসহ আখেরী মুনাজাতের পরে আদায় করবে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

📖 Eš l x জানাযার নামায ফরজে কেফায়া, তাই জুমার নামাযের সময়ে মসজিদের সামনে যদি কোন জানাযা হাজির হয়, তাহলে জুমার দু'রাকাত ফরজ এবং ফরSl f l চার রাকাত বা'দাল জুমা (সুন্নাতে মুআক্কাদা) শেষ করে সরাসরি জানাযার নামাযে গিয়ে শরীক হবে। কারণ, জানাযা দাঁড় করিয়ে রেখে কোন ধরণের নফল নামায, egm ইবাদত করার অনুমতি শরীয়তে নেই। তাই নিয়ম হল, ফরজ এবং সুন্নাতে মুআক্কাদ¡ পড়েই জানাযা নামায আদায় করা অত:পর মসজিদে গিয়ে নফল ইবাদত এবং মিলাদ, সালাতুস্ সালাম এবং আখিরী মুনাজাত ইত্যাদি করা। ফিকহ ফতোয়ার কোন ¢L¡e কিতাবে ফরয নামাযের পরপর সুন্নাতে মোয়াক্বাদার পূর্বে নামাযে জানাযা আc¡u LI¡l কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে যে সব ফরয নামাযের পর সুন্নাতে মোয়াক্কাদা আ¢R সেখানে ফরয ও সুন্নাতে মোয়াক্কাদা আদায় করে নামাযে জানাযা আদায় করাটাই ®h¢n উত্তম ও বিশুদ্ধ যেহেতু সুন্নাতে মুয়াক্বাদা ফরযের সাথেই যুক্ত। উভয় নামাযের মধ্যে অহেতুক ফাছেলা করার অনুমতি নাই। তাই এ বিষয়ে আদ-দুররুল মোখতারে ফরk J সুন্নাতে মোয়াক্কাদা পড়ে নামাযে জানাযা আদায় করাকে বেশি বিশুদ্ধ বলা হয়েRz

[Bc cll¦m jMa¡l La: Cj¡j Bm¡EŸ£e q¡úg£ q¡e¡g£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q Ca£¢cz]

✍ **হাফেজ মুহাম্মদ জাকের হুসাইন**

Nä¡j¡l¡, h¡nM¡m£, Q—NË¡j

◈ **f ÐÀx** আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব জুমার তাকরীরে বক্তব্য রাখেন যে,

বিবাহিত ইমামের পেছনে নামায পড়লে এক রাকাতে সত্তর রাকা'আতের সাওয়াব। আর অবিবাহিত ইমামের পিছনে নামায পড়লে এক রাকা'আতে এক রাকা'আতের সাওয়াব। এ কথা প্রসঙ্গে তিনি একটি হাদীস শরীফও উপস্থাপন করেছেন। কথাটা ¢L হাদীস শরীফে আছে? নাকি এটা তার প্রতারণাপূর্ণ ভ্রান্ত বক্তব্য। যদি তা হয় তাহলে এর ýLj ¢L?

📖 Eš l x বিবাহ নবীজির সুন্নাত। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে বিবাহের মাধ্যমে দ্বীনের পরিপূর্ণতা আসে। কেননা, এতে মন-মস্তিষ্ক স্থির হয়ে যায়, ইবাদতে এL¡NËa¡ আসে ইত্যাদি।

তবে অবিবাহিত ইমামের চাইতে বিবাহিত ইমামের নামাযে সাওয়াব সত্তরগুণ বে¢n HC ধরণের কোন দলিল/প্রমাণ কোরআন-হাদীস তথা ফিকহ ফতোয়ায় দাবী করা প্রত¡lZ¡ ও ধোকার নামান্তর, এতটুকু বলা যায়- বিবাহিত ইমামের পিছনে নামায আদা¡u LI¡ অবিবাহিত ইমামের চেয়ে আফজল উত্তম।

✍ **jq¡Çjc ®pL¡¾cl h¡cn¡q**

i¡¢Vu¡l£, p£a¡L™, Q—Nˡj

◈ **f ÐÀx** যদি কোন শুক্রবারে মসজিদে যাওয়ার পর আমি দেখি যে, জামাত শুরু হয়ে গেছে কিন্তু আমি এখনও তাহিয়্যাতুল অজু, দুখূলুল মসজিদ ও ক্বলাল জুমু'আ Hph নামায পড়িনি তখন আমি কিছু চিন্তা না করে জামাতে শরীক হই। জামাত শেষ হবারপর আমি চিন্তা করলাম যে জামাতের আগের নামায পড়ব নাকি জামাতের শেষের নামায পড়ব? এ বিষয়ে বিস্তারিত জানালে খুশি ও উপকৃত হব।

📖 Eš l x ফরজ নামায শুরু হয়ে গেলে আপনি সাথে সাথে ঐ জামাতে শরীক হয়েছেন তা অবশ্যই ঠিক করেছেন। ফরজ আদায়ে পর আপনাকে প্রথমে পড়তে হবে ফরজের পর চার রাকাত বা'দাল জুমু'আ অত:পর পূর্ববর্তী চার রাকাত ক্বলাল Sj"B যা আপনি পড়ার সুযোগ পান্ নি তা পড়ে নিবেন; এটাই হচ্ছে নিয়ম। এ প্রসঙ্গে বাহারে শরীয়ত প্রণেতা বলেন-

ظہر یا جمعہ کے پہلے کی سنت فوت ہوگئی اور فرض پڑھ کلئے تو اگر وقت باقی رہے بعد فرض کے پڑھے

اور افضل یہ ہے کہ پچھلی سنتیں پڑھ کران کو پڑھے– جلد اول صفحہ ۱۲

অর্থাৎ যোহর বা জুম'আর ফরয নামাযের পূর্বের সুন্নাত ছুটে গেলে এবং ফরয e¡j¡k পড়ে নিলে তবে যদি যোহরের সময় অবশিষ্ট থাকে তাহলে ফরয নামাযের পর পড়¢hz উত্তম হলো ফরযের পর যোহরের ক্ষেত্রে দুই রাকাত এবং জুম'য়ার ক্ষেত্রে চার রাL¡a বা'দাল জুম'য়া পড়ে পূর্বের সুন্নাত আদায় করবে।

[মুফতি মাওলানা আমজাদ আলী (রহ.), বাহারে শরীয়ত, প্রথম খণ্ড. ৪র্থ পরিচ্ছেRc, fø¡ -12]

◈ f‡Àx খোতবাকালে নামায পড়া যাবে কি?

🕮 Eš I x ইমাম সাহেব খোতবা পাঠের জন্য মিম্বরে আরোহন করার পর কোন প্রকারের নফল, সুন্নাত নামায পড়ার কিংবা কথা বলার অনুমতি নেই। যেমন- মুখতাছারুল কুদূরী কিতাবে রয়েছে- **اذا صعد الخطيب على المنبر فلا صلوة ولا كلام** অর্থাৎ খতীব যখন মিম্বরে উঠেন তখন কোন নামায নেই কোন কথাও নেই। তবে, কারো জিম্মায় শুধুমাত্র উক্ত দিনের ফজরের নামায কাজা থেকে গেলে, জুমু'আর খোতবার পূর্বে উক্ত কাজা নামায আদায় না করলে তা খোতবার সময় Bc¡u করে নেবে। তারপর মনোযোগ সহকারে খোতবা শ্রবণ করবে।

[ফতোয়ায়ে খানিয়া ও হিন্দিয়া ইত্যাদি।]

◈ f‡Àx কোন ব্যক্তি চার রাকা'আত নামায পড়ার সময় যদি ২য় রাকা'আতে কয়েক ফোঁটা প্রস্রাব পরে এবং প্রস্রাব পরা অবস্থায় সে বাকি নামায পড়ল এবং নিয়তের শেষে আরো যে নামাযগুলো ছিল সুন্নাত, নফল এগুলো পড়ল তাহলে কি নামায হবে। দ¢mm সহকারে জানালে উপকৃত হব।

🕮 Eš I x প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে যদি কোন কিছু বের হয় এবং সে ব্যাপারে যদি নিশ্চিত হয় তাহলে সাথে সাথে অজু ভঙ্গ হয়ে গেছে। আর অজু ভঙ্গ হওয়ার কারণে নামাযও ভঙ্গ হয়ে গেছে। সুতরাং প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে ফোঁটা বের হওয়ার f I J k¢c নামায পড়ে নেয় তাহলে সেই নামায শুদ্ধ হবে না। বরং পবিত্র হয়ে নতুন করে অS সহকারে পুনরায় নামায আদায় করতে হবে। তবে, সব সময় ফোঁটা ফোঁটা পেশ¡h নির্গত হওয়ার রোগে যারা আক্রান্ত তারা (পুরুষ/মহিলা) প্রতি ওয়াক্তের জন্য eae AS করে ঐ ওয়াক্তের যাবতীয় নামায আদায় করবে। [ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া ইত্যাদি।]

✍ **jqi¿jc B¢jem Cpm¡j**

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, লাকসাম, কুমিল্লা

◈ f‡Àx আমি চার রাকাত নামায আদায় করার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম। কিন্তু ভুলবশত: দু'রাকাত পড়ার পর না বসে আবার সোজা দাঁড়িয়ে পড়লাম। দাঁড়ানোর পর স্মরণ হলে তৃতীয় রাকাতে বসি এবং আরও দু'রাকাত নামায আদায় করি। সর্বমোট পাঁচ র¡L¡az এমন ভুল করলে কি করা উচিত? বিস্তারিত জানালে বিশেষভাবে উপকৃত হব।

🕮 Eš I x চার রাকাত বিশিষ্ট নামায যদি ভুলক্রমে তিন রাকাত অথবা পাঁচ রাকাত পড়ে এবং পরক্ষণে সে ভুলের উপর নিশ্চিত হয়, তাহলে তাকে ঐ নামায পুনরায় পড়ে নিতে হবে।

এ বিষয়ে মাসআলা হচ্ছে- দুই রাকাত বিশিষ্ট নামাযে না বসে যদি ভুলক্রমে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে তৃতীয় রাকাতে সিজদায় যাওয়ার আগ পর্যন্ত যদি মনে পড়ে তাহলে সঙ্গে সঙ্গে বসে যাবে এবং তাশাহহুদ পড়ে ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে সাহূ সিজদা আc¡u

করবে। আর যদি তৃতীয় রাকাতে ভুল বুঝতে পারল না বরং সিজদা করার পর মনে পড়ল তাহলে তাকে সোজা দাঁড়িয়ে যেতে হবে এবং আরো এক রাকাত পড়ে মোট Q¡I রাকাত পূর্ণ করে দিতে হবে এবং শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ পড়ে পূর্ব নিয়মে সাহূ সিজদা আদায় করবে। সম্পূর্ণ চার রাকাত নফল হিসেবে গণ্য হবে। যেহেতু দুC রাকাত বিশিষ্ট নামাযের শেষ বৈঠক ফরজ ছিল যা আদায় হয়নি, বিধায়- উক্ত না¡j¡k পুণরায় আদায় করতে হবে। তবে চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাযের দুই রাকাত f I প্রথম বৈঠক ওয়াজিব। তা ভুলবশত বাদ গেলে পরে নামায অবস্থায় স্মরণ হলে চ¡I রাকাত আদায় করে সাহূ সিজদা দিলে নামায আদায় হয়ে যাবে। পুনরায় পড়তে হবে e¡Z [কিতাবুল আশবাহ ওয়ান্ নজায়ের, সালাত বা নামায অধ্যায় ইত্যাদি।

✍ **p¡¢qc¡ Iqj¡e jeje** ✍ **p¡Cgm Cpm¡j phS**

মদনের গাঁও, চান্দ্রাবাজার, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর

◈ f‡Àx লঞ্চ, নৌকা, চলন্ত ট্রেন বা বাসে নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলে নামায আদায় করতে হবে কিনা? করতে হলে কীভাবে আদায় করবো ?

🕮 Eš I x চলন্ত নৌকা, ও লঞ্চ তথা যেখানে দাঁড়িয়ে রুকু সিজদার মাধ্যমে নামায আদায় করার ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে নামাযের সময় হলে কিবলা নির্ধারণ করে e¡j¡k আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে। কোন ওজর ব্যতীত বসে বসে নামায পড়লে শুদ্ধ হch না। তবে নামাযের সময় যদি দীর্ঘ থাকে, তাহলে চলন্ত যানবাহন দাঁড়ানো পk¿ অপেক্ষা করবে। অবশ্য বিমানের ক্ষেত্রে নামাযের সময় ক্বাজা হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে সময়ের সম্মানার্থে উড়ন্ত অবস্থায় কেবলা নির্ধারণ করে নামায আদায় করবে। তবে বিমান বন্দরে অবতরণের পর উক্ত নামায পুণরায় আদায় করে নেবে। এটাই উত্তম তরিকা। আর যদি অবতরণ করা পর্যন্ত নামাযের সময় অবশিষ্ট থাকে তবে অবতরণের পরই উক্ত নামায আদায় করবে।

-[আল্লামা আমজাদ আলী, কৃত. বাহারে শরীয়ত, ১ম খণ্ড, ৪র্থ পৃ. ১৯]

চলন্ত নৌকা, লঞ্চ, জাহাজে নামাজ পড়া সম্পর্কে আল্লামা কাসানী হানাফী (রহ.) বলেন-

فان كانت سائرة فان امكنه الخروج اليه يستحسن له الخروج اليه .....فان لم يخرج وصلى فيها قائما بركوع وسجود اجزأه ـ البدائع الصنائع للامام الكسانى جلد ١ ـ صفحه ٤٥٢

অর্থাৎ যদি সম্ভব হয় তাহলে চলন্ত নৌকা থেকে বের হয়ে তীরে গিয়ে নামাজ পS¡ উত্তম। আর যদি চলন্ত নৌকায় রুকু ও সাজদা সহকারে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করে নেয়, তাহলেও আদায় হবে।

[আল্লামা কাসানী, কৃত. বাদায়েয়ুস সানা‡q, M™ 1j, f. 452, BccI I¦m jMa¡I J রাদ্দুল মুহতার, কৃত. আল্লামা খাসকফী ও ইবনে আবেদীন আশ-শামী, ২য় খণ্ড, পৃ. 500]

Qm¿ Rš ev বাহনে ফরজ ও ওয়াজিব নামাজের বিধান সম্পর্কে ফতওয়ায়ে হিন্দিয়াতে আছে-

لاتجوز الصلاة المكتوبة على الدابة الا من عذر هكذا فى فتاوى قاض خان وكذا الواجبات مثل الوتر والمنذور والمشروع الذى أمنده وصلاة الجنازة ـ سجدة التلاوة التى ......على الارض

Ab¡v Jkl hẼaẼa Rš ev বাহনের ওপর ফরজ নামাজ, ওয়াজিব নামাজ, জানাজার নামাজ ও তিলাওয়াতে সিজদা যা জমীনে তিলাওয়াত করা হয়েছে, বৈধ হবে না। এভাবে ‘ফতোয়ায়ে কাযী খান ও আল্লামা আয়নীর কানযুদ দাক্বায়েকের শরাহের মধ্যে রয়েছে। যেহেতু আগেকার যুগে গাড়ি বা রেল ছিল না তাই †dvLÂv‡q কেরাম বাহনের ওপর কিয়াস করে গাড়ি তথা বাস, রেল ইত্যাদির হুকুম প্রদান করেছেন। অবশ্য Qm¿ বাস ও ট্রেন যদি ওয়াক্তের মধ্যে না দাড়ায় তাহলে ওয়াক্তের সম্মানার্থে যেভাবে সম্ভব হয় পড়ে নেবে তবে বাস ও ট্রেন দাঁড়ানোর পর তা পুনরায় কাজা করবে।
উড়ন্ত বিমানের নামাজের বিধান সম্পর্কে বর্তমান বিশ্বের আলেমগণ তাদের মতা ja প্রদান করেছেন। এ সম্পর্কে মাসয়ালা নিম্নে প্রদত্ত হলো-

اذا حان وقت الصلاة والطائرة مستموة فى طيرانها ويخشى فوات وقت الصلاة قبل هبوطها فى أحد المطارات فقد أجمع أهل العلم على واجوب ادائها بقدر الاسطاعة ركوعًا وسجودًا واستقبالا للقبلة لقوله تعالٰى ـ فاتقوا الله ما استطعتم

অর্থাৎ বিমান উড্ডীয়মান অবস্থায় যখন ফরয নামাজের সময় হয়ে যাবে এবং যদি বিমানটি কোন বিমান বন্দরে অবতরণের পূর্বে নামাজের সময় শেষ হয়ে যাওয়া I iu হয়, তাহলে এ বিষয়ে সকল ফুকাহা ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, কিবলামুখী হয়ে যতটুকু সম্ভব রুকু-সাজদা সহকারে নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। কারণ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, তোমরা যতটুকু সম্ভব আল্লাহকে ভয় কর। Z‡e wegvb AeZi‡Yi ci D³ bvgvh cbivq c‡o †b‡e|

[আল্লামা আহমদ ইবনু আবদির রাজ্জাক কৃত ফতোয়ায়ে আল-লাজনা আদ দায়িমা নিল hý¢Rm Cm¢juÉ¡q Ju¡m Cga¡, 10j M™, f. 76, Cc¡l¡am hý¢Rm Cm¢ju¡q Ju¡m Cga¡, 1j pwúlZ ¢lu¡c, 1417¢qS¢l]

✍ jq¡Çjc Bhcm j¡æ¡e ✍ a¡ei¡£l el

f¢ÔQj dmC, L¡¢Vl¡V, q¡Vq¡S¡l£

✧ fÐÀ তাকবীরে তাহরীমার পর হাত বেঁধে সানা পড়ার পূর্বে তা‘আওউয কিংবা তাসমিয়া পড়তে হবে কিনা বা দুটিই পড়তে হবে কিনা জানাবেন?

🕮 Eš l x নামাযে তাকবীরে তাহরীমার পর প্রথমে সানা পড়তে হয়। তারপর আউযু বিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ্ উভয়টা পড়ে সূরা ফাতিহা শুরু করবে। এটাই উত্তj J

pæ¡a a¢lL¡z [BqL¡j¥m ®L¡lBe, 1j M™, La: Cj¡j Bh hLl Sßpp¡p Iq¡aõ¡q Bm¡C¢qz]

✧ fÐÀ তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় পুরুষেরা কাঁধ বরাবর বৃদ্ধ আঙ্গুল উঠিয়ে এরপর কেহ নাভী বরাবর হাত নামিয়ে নাভির উপর হাত বাঁধে। আবার কেউ দুই q¡a সম্পূর্ণ নিচে ছেড়ে দিয়ে আবার নাভী বরাবর এনে হাত বাঁধে। এ ক্ষেত্রে নিয়ত করে হাত বাঁধার জন্য কতটুকু হাত নামিয়ে হাত একটার উপর আরেকটা নাভীর উপর বাঁধতে হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রে হাত কতটুকু ছেড়ে বুকে বাঁধতে হবে? দয়া কl জানাবেন।

🕮 Eš l x তাকবীরে তাহরীমার সময় পুরুষদের কানের লতি পর্যন্ত এবং মহিলাদের কাঁধ বরাবর হাত উঠানো সুন্নাত।
তাকবীর বলার পর পুরুষদের নাভীর নিচে আর মহিলাদের সীনার উপর বাম হাতal কবজির উপর ডান হাত রেখে বাঁধা সুন্নাত।
হাত বাঁধার নিয়ম হলো- পুরুষরা ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলী ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা বাম হাতের কবজি বেষ্টন করে ধরবে এবং বাকি তিনটি আঙ্গুল বাম হাতের কব্জির উপর রাখবে হবে। এটা আমাদরে হানাফী মাযহাবের নিয়ম। কোন কোন মাযহাবে নিয়ত বেঁধে হাত ছেড়ে দেয়ার বিধানও আছে। কিন্তু তা হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের জন্য প্রযোজ্য euz [ইমাম ইবনে নুজাইম মিসরীর রচিত, বাহরুর রায়েক, নামায অধ্যায় ইত্যাদি।]

✍ gnv¤§` kvn`vZ ûmvBb

DËi RB`Ûx, Av‡bvqviv, PÆMvg

✧ck t Avhvb I BKvg‡Zi DËi †`qv wK Ges †Kvb Ae¯'vq Avhv‡bi DËi w`‡Z n‡e ? Rvbv‡j Lkx ne|

🕮 DËi t Avhv‡bi RvIqve `ÔcKvi| g‡L RvIqve †`qv hv mbvZ| †hgb cweÎ nv`xm kix‡d i‡q‡Q-

اذا اذن المؤذن فَقُوْلُوْا مثل مَا يَقُوْل ثُمَّ صَلُّوْا عَلَىَّ

A_vr- ÒhLb gqwR¾b Avhvb †`q, ZLb †Zvgiv I Zv ej hv †m ej‡Q| AZ:ci Avgvi Dci `iƒ` kixd cvV Ki‡e|Ó -(mnxn gmwjg kixd)
wØZxqZ: Avhv‡bi RvIqve n‡jv mkix‡i wM‡q gmwR‡` nvwRi nIqv Z_v bvgv‡hi w`‡K GwM‡q hvIqv; GUv IqvwRe| Z‡e, Avhv‡bi ‡gŠwLK RvIqv‡ei mgq- لَاحَـوْلَ وَلَا قُـوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ-حَـيَّ عَلَى الْفَلَاحِ I حَـيَّ عَـلَى الصَّلٰوة Gi DË‡i-ej‡e Avi dR‡ii Avhv‡bi mgq- اَلصَّـلٰـوةُ خَيْـرٌ مِّنَ النَّوْم Gi Rev‡e Ômv`vKZv ওয়া বাররতা’ বলবে । উল্লেখ্য যে, এক্বামাতের জাওয়াব দেয়া অধিকাংশ ফোকvnv‡q †Kiv‡gi g‡Z g¯'vne|

[`i‡i gLZvi, iÏj gnZvi, d‡Zvqv‡q AvjgMxix, evhhwRqv I d‡Zvqv‡q †iRwfqv; Avhvb I BKvgZ Aa¨vq]

✍ **শেখ আহমদ সেকু**

Lcmfl, l¡ES¡e, Q–N¡j

◈ f∎Àx কোন মুক্তাদী ইমামের পেছনে এমতাবস্থায় ইক্তিদা করল, যখন ইমামের এক রাকাত বা দুই রাকাত হয়ে গেছে। যখন ইমাম শেষ বৈঠকে বসল, তখন মুক্তa¡cÉ তাশাহুদ, দরূদ শরীফ এবং দু'আয়ে মাছুরা পড়ে ইমামের সাথে ডান দিকে সাল¡j ফেরানোর সময় স্মরণ হল তার নামায বাকি রয়ে গেছে। তখন মুক্তাদীর করণীu ¢L? জানালে উপকৃত হব।

📖 Eš l x সালাম ফিরানোর পর স্মরণ হলে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছুটে যাওয়া বাকি এক রাকাত বা দুই রাকাত নামায আদায় করে নিবে এবং সাহু সাজদা দিবে। ﬁL¿º সালাম ফিরানোর পর যদি কারো সাথে কথাবার্তা বলে ফেলে তাহলে নতুন কl l পুনরায় নামায সম্পূর্ণরূপে পড়ে নিতে হবে।

◈ f∎Àx ফজর ও আসরের জামাতের পর সূরা হাশরের শেষাংশ তিলাওয়াতের পূর্বে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম বলা যাবে কিনা, জানালে খুশী হব।

📖 Eš l x হ্যাঁ অবশ্যই যাবে। বরং বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম সহকারে কোরআন তিলাওয়াত করবে। কেবলমাত্র সূরা তাওবার শুরুর আয়াত ছাড়া পবিত্র কোরআনের ®k কোন সূরা-আয়াত তিলাওয়াত প্রাক্কালে 'বিসমিল্লাহ্' পড়া সুন্নাত ও অনেক মঙ্গলz

[তাফসিরে নাঈমী ও তাফসিরে কবির ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ আবদুল খালেক**

দৈলারপাড়া, কুতুবজুম, মহেশখালী, কক্সবাজার

◈ f∎Àx বিতরের দ্বিতীয় রাকাতে তাশাহুদ, দরূদ ও দু'আয়ে মাছুরা পড়ে উভয় দিকে সালাম ফিরান্তে মনে পড়লে তখন নামায আদায় হয়ে যাবে কিনা?

📖 Eš l x বিতরের নামায তিন রাকাত বিশিষ্ট। সুতরাং দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরিয়ে ফেললে নামায হবে না।

এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, সালাম ফিরানোর পর কারো সাথে কথাবার্তা বলা কিংব¡ AeÉ কোন দুনিয়াবী কাজ করার পূর্বে যদি এক রাকাত বাকি রয়ে গেছে এ কথা মনে পড়ে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে ঐ এক রাকাত পড়ে দেবে এবং শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর সাহু সাজদা প্রদান করবে। [¢q¢cu¡]

◈ f∎Àx আসলে আধুনিক কালে অনেকে টিভি দেখে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে কি টিভি দেখা জায়েয? বিস্তারিত জানালে খুশী হব।

📖 Eš l x e¡j¡k üa¿ Ch¡ca Bl ¢V¢i ®cM¡J üa¿ HLV¡ L¡Sz ¢V¢i ®cM¡ নাদেখার সাথে নামাযের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। বরং যদি কেউ সহীহ ও শুদ্ধভাবে নামায আদায় করে তাহলে, তার নামায আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে সে টিভি দেখলে তাতেও দু'টি হুকুম রয়েছে। কারণ, টিভির অনুষ্ঠান সবগুলো ভাল নয়, আবার সবগুলো

খারাপও নয়। তাই, ঢালাওভাবে টিভি দেখা হারাম বলা যাবে না। যেমন দেশ-বিদেশের খবরা খবর দেখা পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত, তাফসীর, ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা-মাসায়েল'র অনুষ্ঠান, শিক্ষণীয়, বিতর্ক অনুষ্ঠান এ সবগুলো দেখা ভাল। পক্ষান্তরে অশ্লীল নাচ-গান, নারী-পুরুষের অবাধ ও পর্দাহীন মেলামেশা সম্বলিত অনুষ্ঠানাদি শরীয়ত অনুযায়ী খারাপ। তেমনিভাবে টিভি দেখার জন্য নামাযে অবহেলা প্রদর্শন করা নিঃসন্দেহে গর্হিত ও শরীয়ত মতে নিষিদ্ধ এবং গুনাহ্। উল্লেখ্য ¢k, i¡m ও নেক কাজের মোকাদ্দমা বা ভূমিকা ও ভাল আর মন্দ বা অশ্লীল কাজের ভূমিক¡ J মন্দ গুনাহ, অর্থাৎ যে সব বস্তু বা কর্ম গুনাহ ও অশ্লীলতার দিকে ধাবিত করে a¡ J নিষিদ্ধ ।[মুসাল্লামুস সবুত ও কিতাবুল আশবাহ ওয়া-ন্নাযায়ের ইত্যাদি] এপ্রস‰ ফতোয়ায়ে আযহারে উল্লেখ আছে

هو يعرض اموراً متعدداً كما يذيع الراديو مواد مختلفة قد يصهب على الكثيرين الحصول عليها لو لم تكن هذه الاجهزة فما كان من هذه الامور والمواد حلالاً في اصله ولم يوثر تاثيرًا شيئًا على العقيدة والاخلاق ولم يترتب عليه ضياع واجب كان السماع حلالا ـ والمشاهدة ايضًا حلال ـ وما خالف ذالك كان ممنوعًا

অর্থাৎ রেডিও যেমন বিভিন্ন বিষয় প্রচার করে থাকে টেলিভিশনও বিভিন্ন বিষয় f∎l করে থাকে। এ সকল নতুন আবিস্কৃত বিষয় যদি না হত, তাহলে টেলিভিশন দ্বারা প্রচারিত বিষয় সম্পর্কে অবিহিত হওয়া অধিকাংশ মানুষের কাছে সহজ হত না। Bl প্রচারিত বিষয়ের মধ্যে যে সকল বিষয় ও অনুষ্ঠান মৌলিকভাবে বৈধ, আক্বিদাহ J নৈতিক চরিত্রের ওপর কোন খারাপ প্রভাব ফেলে না এবং যার ওপর কোন বাঞ্চনীu ক্ষতি আরোপ হয় না, তাহলে প্রচারিত বিষয় শোনা ও দেখা উভয় বৈধ। আর যা Hl বিপরীত তা বৈধ নয়। তথা যা মৌলিকভাবে অবৈধ, তা টেলিভিশনে দেখাও অবৈdz

[মিশর ওয়াক্বফ মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত ফতোয়ায়ে আযহার, ১০ম খন্ড, ১৬৪।

✍ **হাজ্বী মুহাম্মদ আবু তাহের**

Qj¢cN¡J, Q–N¡j

◈ f∎Àx নামাযের নিয়ত করে যখন নামায পড়া শুরু করি তখন মন নানা দিকে চলে যায়। এমন কি খারাপ খেয়াল পর্যন্ত আসে। তাকি শুধু আমারই হয়ে থাকে নাকি ph¡l ক্ষেত্রেই। এই অবস্থায় কি করতে পারি বা শরীয়তের কি আদেশ আছে জানালে উপকৃa হবো।

📖 Eš l x পবিত্র কোরআনে রয়েছে- اِنّ الشّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْن ¢e¢ÕQuC শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। শয়তানের কাজই হলো- নানা প্রকার প্রতারণা, Lj¿Z¡ ইত্যাদির মাধ্যমে ঈমানদার মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করে তাদের মূল্যবান ঈমাe

ছিনিয়ে নেয়া। চোর, ডাকাত স্বভাবতঃ আসে ঐ ব্যক্তির কাছে যার নিকট ধন-সম্fc বেশি রয়েছে। আর ধন-সম্পদহীন ব্যক্তির কাছে চোর ডাকাত গিয়ে লাভই বা কী হবে? তদ্রুপ যে মুসলমানের কাছে মূল্যবান ঈমান আর আমলের সম্পদ রয়েছে তার কাছে শয়তান (চোর) তো আসবেই ঈমান চুরি করে নেয়ার জন্য। তাই সম্পদ ওয়ালাকে সতর্ক অবস্থায় থাকতে হয়। যেন তার মূল্যবান নিয়ামতটুকু খোয়া না যায়। নামাযের সময়ে শয়তানের প্রতারণা আর কুমন্ত্রণার প্রভাবে নানা প্রকার আজে-বাজে কথা মনে পড়ে যায়। এটা কম-বেশি প্রায় সবারই হতে পারে। কিন্তু মজবুত ঈমানদার তাcl ct ঈমানের ফলে শয়তানকে পরাজিত করতে সক্ষম হলেও অধিকাংশ সাধারণ মুসল্লি পড়ে যায় বেকায়দায়। তাই, এ ব্যাপারে পরামর্শ হলো ঐকান্তিক চেষ্টা আর একাগ্রতাz ¢eÕQu একদিন না একদিন আপনি সফল হবেন। তবে আপাতত: অনিচ্ছাকৃত যেসব কথাবার্তা নামাযের মধ্যে মনে এসে যায়, এ জন্য গুনাহ্গার হবেন্ না। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে যেন এমনটি না হয় সেদিকে অবশ্যই প্রত্যেক মুসল্লিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। শয়তানের ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য অধিক পরিমাণে আস্তাগফিরুল্লাহ্ Hhw দরূদ শরীফ পড়বেন।

✍ jqi¢jc p¡Dc Bm£ ✍ jqi¢jc B î ¡p Bm£

পূর্ব সওদাগর পাড়া, কোয়েপাড়া, রাউজান, চট্টগ্রাম

◈ f ÐÀx এক মসজিদে যোহরের জামাত শেষে আমরা ৩/৪ জন মুসল্লি জামাত সহকারে নামায পড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে সুন্নাত আদায় করছি। সুন্নাত প্রায় শেষের দিকে। তখন দেখা গেল উক্ত মসজিদে কিছু তবলিগ-ওহাবী অনুসারী এসে আমাদের কয়েক সেকেন্ড পরে জামাত শুরু করে দেয়। এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কি? তখন আমরা তাদের জামাতে নামায আদায় করব, নাকি তাদের নামায শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব? ওহাবীদের আযান, ইক্বামতে নামায হবে নাকি আমরা ৩/৪ জনে পুনরায় ইক্বামত দিতে হবে। বিস্তারিত জানার প্রত্যাশায়।

🕮 EŠl x সাধারণতঃ নামাযের জামাত শুরু হয়ে গেলে ঐ জামাত (বিনা ওজরে) পরিত্যাগ করা আদবের খেলাফ। এমতাবস্থায় ইমামের আক্বীদা যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহলে সরাসরি ঐ ইমামের পিছনে ইক্তিদা করে নামায আদায় করে নেবেন। কিন্তু ইমাj k¢c বাতিল ফিরকার অনুসারী হয় এবং এই ব্যাপারে যদি আপনি নিশ্চিত হন, তাহলে EŠ² ইমামের পেছনে আদায় কৃত নামায শুদ্ধ হবে না। আবার আদায় করে নিতে হবে। উল্লেখ্য যে, ঐ জামাত যদি শুরু হয়ে যায়, তাহলে কেবল জামাতের সম্মানার্থে Hhw ফিতনা হতে বাচার জন্য জামাতে শরীক হবে। যাকে ইল্মে ফিক্বহের পরিভাষাu তাশাব্বুহ্ বিস্ সালাত বলা হয় এবং পরবর্তীতে ঐ নামায পুনরায় আদায় করে নিবে।

ঐ মসজিদে আযান একবার হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার আযান দেয়ার ফলে ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে বিধায়, দ্বিতীয়বার আযান দেয়ার কোন দরকার নেই। কারণ, নামাযের ওu¡Š² হয়ে গেলে আযান ছাড়াও নামায শুদ্ধ হয়ে যায়। তবে ইক্বামত সহকারে নামায আদ¡u করবে।

◈ f ÐÀx আশে পাশে ২/৩ মাইলের ভিতর কোন সুন্নী মসজিদ নাই। তাই পাঞ্জেগানা নামায ঘরে কিংবা মসজিদে একা একাই আদায় করি। তাছাড়া অন্য কোন উপায়ও নাই। এখন প্রশ্ন হল- জুমার নামাযও কি একা একাই আদায় করতে হবে? জামাত তরক করলে (বিনা ওজরে) কঠিন গুনাহর সম্মুখীন হবো না? দলিল সহকারে জানতে Q¡Cz

🕮 EŠl x জুমার নামায একাকী আদায় করার অনুমতি ইসলামী শরীয়তে নেই। বরং জুমার নামায মসজিদেই এবং জামাত সহকারেই আদায় করতে হবে। প্রয়োজce অনেক দূরে যেতে হবে। আপনার প্রশ্ন থেকে বুঝা যায় ২/৩ মাইল দূরে গিয়ে ¢eÕQu সুন্নী মসজিদ রয়েছে।

সুতরাং, বিশুদ্ধ আক্বীদার অনুসারী আপনার পছন্দসই সেই মসজিদে গিয়ে জুমার নামায আদায় করতে পারেন। মনে রাখবেন- দুই-তিন মাইল তেমন দূরে নয়। সাহাবায়ে কেরাম অনেক দূর থেকে এসে প্রিয় নবীজীর পেছনে নামায আদায় করতেন। এমনকি এখনো অনেক দেশ রয়েছে যেখানে মুসলমানগণ দশ-বিশ মাইল পথ দূরে গিয়ে জুমা-জামাত আদায় করছেন।

✍ jqi¢jc CLh¡m ýp¡Ce

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম

◈ f ÐÀx মাগরীবের তিন রাকাত ফরজ নামাযের সময় যদি কেউ এক রাকাত পায় তার পর বাকী দু'রাকাত পড়তে হলে তাকে দুই বার বসতে হবে। অর্থাৎঃ তাকে ¢ae রাকাত ফরজ আদায় করার জন্য তিন বার বসতে হয়। তবে সে তিনবার তাশাহুদ পড়বে? এবং বাকী দুই রাকাত নামাযে কি সূরা ফাতিহার সাথে সূরা মিলাতে হবে? (যা নিজে পড়বে) জানালে বাধিত হবো।

🕮 EŠl x তিন বৈঠকেই তাশাহহুদ পড়তে হবে। আর তাশাহ্হুদের সাথে দরূদ শরীফ ও দু'আ শুধু শেষ বৈঠকেই আদায় করবে। বাকী যে দু'রাকাত নিজে নিজে পড়বে সে ক্ষেত্রে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা মিলাতে হবে। কারন, ¢ae রাকাত বিশিষ্ট নামাযে প্রথম দু' রাকাতে যে ক্বিরআত ছিল তা পরবর্তীতে আদায় করে নেয়ার সময় সেভাবেই পড়তে হবে। [ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, নামায অধ্যায় ইত্যাদি।]

✍ a¡g¡ ‹ m ýp¡Ce BL¡n

দৈলারপাড়া, কুতুবজুম, মহেশখালী, কক্সবাজার

◈ fÐÀ ইমাম সাহেব অনুপস্থিত থাকার কারণে নামায আদায়কারী এক হাফেজ পুনঃ ইমামতি করলে সবার নামায শুদ্ধ হবে কি? দয়া করে জানাবেন।

📖 Eš I x যে একবার ফরজ নামাযের ইমামতি করেছে, ঐ একই ব্যক্তি ঐ ফরজ নামাযের ইমামতি অন্যত্র করে থাকলে কারো নামায শুদ্ধ হবে না। কারণ, ওই ব্যš² প্রথমবার ফরজ আদায় করাতে তার জিম্মা থেকে ওই ফরজ আদায় হয়ে গেছে। এখন সে পুনরায় পড়ে থাকলে তা হবে তার জন্য নফল। আর নফল আদায়কারীর পেছনে ফরজ আদায়কারীর ইক্বতিদা শুদ্ধ নয়। এটা মাসআলা না জেনে করে থাকলে, মাসআলা জেনে নেয়ার পর ওই সময়ের জামাতে উপস্থিত মুসল্লীগণকে ওই ওয়াক্তের নামায পুনঃ আদায় করতে ঘোষণা দিবে। আর জেনে শুনে এ রকম করে থাকলে সে অবশ্যই জঘন্যতম অপরাধ করেছে বিধায় খালিস নিয়্যতে তাওবা করবে।

✍ jq¡Ç¡c j¢el EŸ¢e

N¡¢Vu¡X¡‰¡, p¡aL¡¢eu¡, Q–NË¡j

◈ fÐÀ আমি নামাযরত অবস্থায় সিজদায় যাওয়ার সময় আমার বাচ্চা জায়নামাযে বসে থাকে অথবা আমার পিটে চড়তে চায়। এ সময় নামাযরত অবস্থায় তাকে সরি¢u দিলে নামায ভেঙ্গে যাবে কি?

📖 Eš I x নামায রত অবস্থায় দু'হাত দিয়ে পিঠ বা জায়নামায থেকে সরিয়ে দিলে নামায ভেঙ্গে যাবে। কারণ, নামাযরত অবস্থায় এমন কাজ করলে যা বহিরাগত কে¡e লোক দেখলে মনে করে যে, লোকটি নামায পড়ছে না, এমন কাজ দ্বারা নামায ভেঙ্গে যাবে। এটাকে শরীয়তের পরিভাষায় আমলে কসীর বলা হয়। তবে এমতাবস্থায় আমলে কসীর না হয় মত এক হাতে কোন প্রকারে বাচ্চাকে সরিয়ে দিবে। যাতে নামায J eø না হয়, বাচ্চাও যেন কষ্ট না পায়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

✍ jq¡Ç¡c q¡¢egm Cpm¡j

n£amf I N¡E¢pu¡ j¡cI¡p¡, p£a¡L™

◈ fÐÀ আমাদের এলাকার কিছু লোক বলে যে, পেটে মল থাকলে নামায হবে না এবং সে নামায পড়ে না। তাদের নামায পড়তে বললে উত্তর দেয়- আমরা গায়েবী নামায পড়ি, সে নিজেকে সুন্নীও দাবী করে । জানতে ইচ্ছুক- পেটে মল থাকলে e¡j¡k হবে কিনা এবং কেউ হাটা অবস্থায় গায়েবী নামায পড়তে পারে কি?

📖 Eš I x পায়খানা-প্রস্রাব নির্দিষ্ট স্থান হতে যতক্ষণ পর্যন্ত বের হবে না, তা পবিত্র -এটাই শরীয়তের ফায়সালা। তা পেট বা প্রস্রাব স্থলে থাকা অবস্থায় নামায, ®L¡I Be তিলাওয়াত ইত্যাদি পড়া জায়েয।

'পেটে মল থাকলে নামায হবে না' তা যদি হয়, তবে জীবনে কারো উপর নামা k পড়তে হবে না। কারণ কারো পেট থেকে সব মল একেবারে বের হয়ে যায় না। fLR e¡ কিছু পাকযন্ত্রে থেকে যায়। সুতরাং পেটে মল থাকলে নামায হবে না, আমরা গায়েবী নামায পড়ি, এ জাতীয় কথা শরিয়ত তথা দ্বীন-ধর্ম নিয়ে প্রহশনের নামান্তর, এph ভন্ডামী ছাড়া কিছুই নয়। সুতরাং, নামায, রোযা তথা শরীয়তের প্রকাশ্য বিরুদ্ধ হলে এমন সব ভন্ড, প্রতারক থেকে মুসলমানদেরকে বেঁচে থাকা Ri"ix f¡Nm, j See, J প্রকৃত মজজুব হলে ভিন্ন কথা,তাদের কথা ধর্তব্য নয়। শরীয়তের পাবন্দ, ফরজ, ওয়াজিব ইত্যাদি আদায় সম্পর্কে যত্নবান এমন আলেম ও পীরের অনুসরণ করার jee£ সকলের প্রতি অনুরোধ রইল। তবে পেশাব-পায়খানার প্রবল বেগ হওয়াকালীন সময়ে শরীয়তের মাসআলা হল- আগে হাজত সেরে নেবে, তারপর পাক-পবিত্র হয়ে অর্থাৎ অজু করে ধীরস্থির ও মনোযোগ সহকারে আল্লাহর সমীপে নামায আদায় করবে।

◈ fÐÀ আমি একজন অসুস্থ মানুষ, তায়াম্মুম করে নামায পড়ি। এমতাবস্থায় যদি কোন সময় গোসল ফরজ হয়ে যায়, তাহলে কি গোসল করতেই হবে? নাকি তায়াম্j j করলেই চলবে?

📖 Eš I x যদি এমন রোগ হয় গোসল করলে ঐ রোগ বেড়ে যায় e¡ ja£I Bn^¡ থাকে, তবে ফরজ গোসলের স্থলেও তায়াম্মুম করে নামায আদায় করবে।

[¢La¡hm ¢qc¡u¡ J g¡aým Lc£l, a¡q¡I¡a J a¡u¡Çj j Ad¡£u Ca£¡¢cz]

✍ jq¡Ç¡c Bm£ BSj n¡q

"®j' N¡CX Ce, 17, ®L¡V ¢qm, Q–NË¡j

◈ fÐÀ আমার অফিসের কাজ সকাল ৯টা হতে শুরু হয়ে কর্মশেষে বাসায় আসতে রাত ১২টা, ঘুমাতে ১টা বাজে। ফজরের নামায ঘুমে চলে যায়। ঘুম হতে উঠি pL¡m ৮টা। যোহরের নামাযের সময় প্রচুর কাজের চাপ। এ দু'ওয়াক্ত (ফজর ও যোহI) নামায কিভাবে আদায় করবো? উত্তরদানে এ অধমকে উপকৃত করবেন।

📖 Eš I x দেরীতে নিদ্রা যাওয়ার অজুহাতে নিয়মিত ফজরের নামায কাজা করার Ai£¡p অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ। দিনের অন্যান্য নামাযের চেয়ে ফজরের নামাযের গুরুত্ব সর্বাধিক। তাই এ প্রকার কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করা অপরিহার্য। অনিচ্ছা La কারণে কখনো নিদ্রা থেকে উঠতে দেরী হলে (যোহরের পূর্বে) জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দু'রাকাত সুন্নাতসহ ফজরের নামায আদায় করে নেবে। ফজরের দু'রাকাত সুন্নাত দিনের অন্যান্য সুন্নাতের চেয়ে বেশি গুরুত্ববহ। আর pk পশ্চিমাকাশে ঢলে যাওয়ার পর আদায় করলে তখন শুধুই দু'রাকাত ফরজ নামাযের কাজা আদায় করবে। প্রথমে কাজা নামায আদায় করবে তারপর ওয়াক্তিয়া নামায।

বস্তুতঃ অনিদ্রা বা কাজের চাপের অজুহাত দেখিয়ে এভাবে নিয়মিত এক বা দু'Ju¡š² e¡j¡k L¡S¡ LI¡ p¢fZ q¡l¡j J j¡l¡aÈL Af l¡dz H S¡a£u L-A¡i¡p f¢laÉ¡N LI¡ AhnÉC Af¢lq¡kz Bõ¡q ®qc¡ua c¡e LI¦e; B-j£ez

✍ মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

JM¡l¡, p¢j¢al q¡V, g¢VLR¢s

◈ f-ÐÀ সুদখোরের পেছনে নামায আদায় করলে নামায আদায় হবে কি? দলিল সহকারে জানতে চাই।

🕮 Eš l x ইসলামে 'সুদ' খাওয়া হারাম। প্রকাশ্যে হারাম কাজে লিপ্ত ব্যক্তিকে ফাসিক্ব-ই-মুলঈন' বলে। এমন ফাসিক ব্যক্তির পেছনে ইক্বতিদা করা মাকরূহ-ই-তাহরীমী। সুদখোর বা প্রকাশ্যে গুনাহতে লিপ্ত ব্যক্তির পেছনে ইক্বতিদা করে থাকলে ঐ নামায পুনরায় আদায় করবে। যেমন 'ছগিরী' নামক ফিকহার কিতাবে h¢Za আছে যে, يكره تقديم الفاسق كراهة تحريم অর্থাৎ ফাসিককে নামায পড়ানোর জন্য অগ্রগামী করা অর্থাৎ ইমাম বানানো মাকরূহে তাহরীমী। সুতরাং এ জাতীয় বc Bjm ও বদআক্বীদা ওয়ালা ইমামের পেছনে ইক্বতিদা করা এবং এজাতীয় লোককে জেনে শুনে ইমাম বানানো উভয়টা নাজায়েয ও গুনাহ। নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদa পালনে এ সব বিষয়ে স্বজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি সকলের জন্য জরুরী। নতুবা আল্লাহ্, রসূলের দরবারে জবাবদিহি করতে হবে। [RN¢l, ¢q¢¾cu¡ J M¡¢eu¡ "Cj¡ja' AdÉ¡u CaÉ¡¢cz]

✍ Bhcm Bm£j

CR¡M¡m£, l¡‰e£u¡, Q–NË¡j

◈ f-ÐÀ বাহারে শরীয়ত গ্রন্থে নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে দৃঢ়ভাবে নিষেধ করেছে। এখন যদি আমার পেছনে কেউ নামাযরত থাকে অথচ আমার নামায শেষ হu গেছে। এমতাবস্থায় আমি সেই নামাযীর সামনে থেকে সরে চলে আসতে পারব কিন¡?

🕮 Eš l x নামায আদায়কারীর সামনে দিয়ে চলা-ফেরা সম্পর্কে হাদীস শরীফে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে যা মারাত্মক গুনাহ্। সুতরাং নামায শেo LI¡l পর সোজা পেছনে নিকটতম মুসল্লী নামায অবস্থায় থাকলে আগের মুসল্লী যার না¡j¡k শেষ হয়েছে সে অপেক্ষা করবে, পেছনের মুসল্লী সালাম ফেরানো পর্যন্ত। আর যc বিশেষ প্রয়োজনে চলে যেতে হয় সালাম ফেরানো পর্যন্ত সময় হাতে না থাকে, aMe নামাযরত মুসল্লীর সামনে কোন একটি সুত্রা (প্রতিবন্ধক হিসেবে গাছ, লাঠি ইত্যাদি)'র ব্যবস্থা করে অথবা অন্য কোন মুসল্লীকে আড়াল করে তিনি চলে যা¢hez আর যদি মসজিদ বড় হয়, নামাযরত মুসল্লী এবং নামায থেকে ফারেগ উভয়ের মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধান বেশী হয়, তবে সুতরা বা কোন আড়াল ছাড়া চলে যেতে অসু¢hd¡ ®eCz [lÙ্m jqa¡l J ¢q¢¾cu¡ CaÉ¡¢cz]

✍ মুহাম্মদ মোরশেদ আলম

হেটিখাইন, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম

◈ f-ÐÀ আমরা ছোট বেলা থেকে শিখেছি নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সূরা পাঠ করার পূর্বে আঊযুবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্ শরীফ পাঠ করতে হয়। এখন আমাদের মসজিদের Cj¡j সাহেব বলছেন, শুধু প্রথম রাকাতে সূরা পাঠ করার পূর্বে আঊযু বিল্লাহ, বিp¢jõ¡q শরীফ পাঠ করতে হবে; এবং সালাতুস্ সালাম শেষের বাক্যে পড়েছি 'ওয়া আলা B-¢mL¡ Ju¡ Bpq¡-¢hL¡ p¡C¢uÉc£ Cu¡ lq¡j¡a¢õm Bm¡j£e' HMe HV¡l পরিবর্তে ইমাম সাহেব পড়ছেন 'ওয়া আলা আ-লিকা ওয়া আসহা-বিকা ওয়া বারাক¡ ওয়া সাল্লাম'। এর মধ্যে সঠিক সমাধান কী হতে পারে জানালে খুশী হব।

🕮 Eš l x প্রথম রাকাতে 'সানা' পড়ার পর সূরা ফাতিহার পূর্বে আঊযু বিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ উভয় পড়াটা উত্তম। পরবর্তী রাকাতগুলোতে সূরা ফাতিহার পূর্বে শুd 'বিস্মিল্লাহ্' পড়বে। এটাই অধিকাংশ ইমামগণের মতে মাসনূন তরীকা।

নামাযের বাইরে বা আযানের পূর্বে ও পরে অথবা যেকোন বৈধ সময় সালাত-সাm¡j আরজ করা মুস্তাহাব ও পুণ্যময়। নিম্নলিখিত উভয় প্রকারে প্রিয় রসূলের দরবারে সালাত-সালাম আরজ করা যাবে। যেমন-

Bp p¡m¡a Ju¡p p¡m¡j BmiuL¡ Cu¡ Ipm¡õ¡q,
Bp p¡m¡a Ju¡p p¡m¡j BmiuL¡ Cu¡ q¡h£h¡õ¡q,
Bp p¡m¡a Ju¡p p¡m¡j BmiuL¡ Cu¡ e¡h£u¡õ¡q,

Ju¡ B"m¡ B-¢mL¡ Ju¡ Bpq¡¢hL¡ p¡¢uÉc£ Cu¡ lqj¡a¡¢õm Bm¡j£ez Abh¡, p¡õ¡õ¡ý BmiuL¡ p¡¢uÉc£ Cu¡ Ipm¡õ¡q Ju¡ Bm¡ B-¢mL¡ Ju¡ p¡q¢hL¡ Ju¡ বারাকা ওয়া সাল্লাম অথবা যে কোন দরূদ-সালাম পড়তে পারবে।

✍ jq¡¢jc e¡¢RI EŸ£e

Bs¡C¢pd¡, BöN", hÐþZh¡s£u¡

◈ f-ÐÀ মাগরীব নামাযের আযানের পর ৫/৭ মিনিট দেরি করে নামায আদায় করা যায় কি? ৩ মিনিটের পথ দূরে একটি সভা হয়েছিল। সভার উপস্থিতরা এসে দেM ইমাম সাহেব জামাত সহকারে নামায প্রায় শেষ করে ফেলেছে। জামাত না পেয়ে ইমামকে সবাই ধমকাল- কেন তাদের জন্য অপেক্ষা করা হলনা। এটা কতটুকু ঠিক হয়েছে? দয়া করে জানাবেন।

🕮 Eš l x ইমাম আহমদ রেজা রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র হিসাব মতে মাগরীবের ওয়াক্ত শীতকালীন সময়ে সূর্য অস্ত যাওয়া থেকে প্রায় কমপক্ষে ১ ঘন্টা ১৮ মিeV BI গ্রীষ্মকালে ১ ঘন্টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয়। সুতরাং সূর্য অস্তের পর থেকে ওই সময়ের মধ্যে মাগরীবের নামায আদায় করা যায়।

সূর্য ডুবার সাথে সাথে আযানের পর যেহেতু মাগরীবের নামায শুরু হয়ে যায়; সেহেতু নিয়ম-মাফিক ইমাম জামাত শুরু করে দিলে তাতে কারো আপত্তি করা অমূলক। এ জন্য অনর্থক ইমামকে শাসানো, ধমকানো, স্বীয় জোর ও প্রভাব খাটানোর নাম¡¿lz k¡ ইমামের প্রতি জুলুমের শামিল। বস্তুতঃ উপরোক্ত কারণে ইমামকে শাসানো স⁽fZ Ae¢Qaz

✍ q¡¢pe¡ BMa¡l

লক্ষ্মীনগর, রাজাপাড়া, সদর কতোয়ালী, কুমিল্লা

ᯙ fÐÀ আমার বয়স ২২ বছর। ইচ্ছে করে ইশরাকের নামায এবং আওয়াবীনের নামায পড়তে। অনেকে বলে, এই নামায নাকি আমাদের মত মেয়েরা পড়তে পারে e¡z এখন কি আমার নামায হবে না। দয়া করে সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন?

📖 Eš l x ইশরাক ও আওয়াবীনের নামায অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ও বরকতময় নামায। নারী-পুরুষের সবাই এ নফল নামায আদায় করতে পারে। যুবতী মেয়েরা পড়তে পারবে না বলা অজ্ঞতার নামান্তর। সময় ও সুযোগ হলে তা আদায় করার চেষ্টা করবে।

✍ jq¡¢jc Cpj¡Dm ýp¡Ce

fh ®ha¡N£, l¡‰e£u¡, Q–NÊ

ᯙ fÐÀ কোন মানুষের শরীর থেকে যদি নামাযরত অবস্থায় কয়েকবার বায়ু বের হয় তাহলে নামায হবে কি? আর প্রতি রাকাতে বের হলে বিগত ইবাদতগুলো নষ্ট হয়ে যাবে কি? এ অবস্থায় করণীয় কি জানালে উপকৃত হব।

📖 Eš l x বায়ু বের হওয়া অজু ভঙ্গের কারণ। নামাযরত অবস্থায় বায়ু বের হলে নামায ছেড়ে দিয়ে অজু করে আসবে। যে রুকন থেকে নামায ত্যাগ করা হয় ওই রুকনে এসে নামাযে যোগ দেবে। শুরু থেকে নামায পড়ার দরকার নেই। তবে, AS করতে যাওয়া-আসার সময় কারো সাথে কথা-বার্তা বললে অথবা সালাম দিলে বা সালামের উত্তর দিলে নামায ভেঙ্গেও যাবে। তখন পুনরায় শুরু থেকে নামায আদা¡u করতে হবে। অবশ্য কোন রোগের কারণে কারো যদি বার বার বায়ু নির্গত হয়z ®L¡e মতে বায়ু বের হওয়া বন্ধ না হয়, তবে তারজন্য প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুন AS করতে হবে। এক ওয়াক্তের সময় চলে গেলে আরেক ওয়াক্তের নামায আদায়ের জন্য পুনরায় নতুনভাবে অজু করতে হবে। অবশ্য, এক ওয়াক্তের অজু দিয়ে সেই ওয়াš²l সকল নামায-কালাম ইত্যাদি আদায় করতে পারবে। তাই, রোগ ছাড়া যদি নামায la অবস্থায় কারো বায়ু নির্গত হয়, মাসআলা না জানার কারণে অজু না করে ওই AhÙ¡u নামায পড়ে নেয়, তবে ওই নামাযগুলো শুদ্ধ হবে না। হিসাব করে ওই নামাযগুলো

পরবর্তীতে কাজা করতে হবে।

বায়ু নির্গত হওয়ার পর মাসআলা জেনে ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ নামায পড়ে থাকলে a¡ মারাত্মক অপরাধ। নামায নিয়ে তুচ্ছ জ্ঞান করা হাসি-ঠাট্টার শামিল। যা অবশ্যC মারাত্মক গুনাহ্ ও ঈমান ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা। এ অপরাধের জন্য তাকে তাওবা করতে হবে। [হিন্দিয়া, গময়ু, শরহে আশবাহ্ ওয়ান্ নাজায়ের ইত্যাদি।]

ᯙ fÐÀ নামাযের রুকু করার সঠিক নিয়ম আলোচনা করলে বাধিত হব।

📖 Eš l x রুকু শব্দের অর্থ ঝুঁকা। নামাযে রুকু করার নিয়ম হল এমনভাবে ঝুঁকে পড়া হাত বাড়ালে হাটু পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, এটা হল রুকুর নিম্নস্তর। আর রুকুতে গিয়ে পিঠ সোজা বিছিয়ে দেয়াই হল পূর্ণ রুকু। মোটকথা, রুকুতে গিয়ে দু'হাট q¡a à¡l¡ এমনভাবে ধরবে যেন হাতের তালু হাটুর উপর থাকে আর আঙ্গুলসমূহ ভালভাবে পªÕ রাখবে আর মাথা ও পিঠ বরাবর করবে যেন উঁচু-নিচু না হয় এবং এমনভাবে পিঠকে সোজা রাখবে যদি পানির পাত্র পিঠে রাখা হয় তা যেন স্থীর হয়ে থাকে। আর হাটু থেকে পায়ের নিচের অংশ সোজা রাখবে। অনেকে এটাকে ধনুকের মত বাঁকা করে রাখে a¡ j¡Ll¦qz

আর মহিলারা রুকুতে এতটুকু ঝুঁকবে যে যেন হাত হাটু পর্যন্ত পৌঁছে, পিঠ সোজা করবে না, হাটুতে জোর দেবেনা এবং হাটুতে আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে রাখবে। পুরুষের ja মহিলারা হাটুর নিচের অংশ খুব সোজা করে রাখবে না। আর রুকু অবস্থায় ন¡l£-f¤l¦o উভয়ের দৃষ্টি পায়ের পাতার উপর রাখবে। এটাই রুকু করার সুন্নাতসম্মত পদ্ধতি।

[দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার ইত্যাদি।]

✍mve-B-gvmvbx

gwiqgbMi, iv½bxqv, PÆMvg

ᯙck t GKw`b bvgv‡hiZ Ae¯vq Avgvi nwP Av‡m| nwP †`Iqvi mv‡_ সাথে আমি ভুলে আলহামদু লিল্লাহ্ বড় করে বলে ফেলি । এখন আমার সন্দেহ n‡"Q নামায শুদ্ধ হলো কিনা । উল্লেখ্য যে, কোন ওয়াক্ত e‡jwQ Zv Avgvi g‡b †bB| GLb Avgvi KiYxq wK| †m wel‡q we¯wiZ Rvbv‡j DcKZ ne|

📖**DËi t** bvgv‡h Kv‡iv nwP Avm‡j Pc _vK‡e| hw` G‡Z †KD nVvr ÔAvj হামদু লিল্লাহ্' বলে ফেলে নামাযের কোন অসুবিধা হবে না । বরং নামায শু× n‡e| Z‡e bvgvh iZ Ae¯vq Ab¨ Kv‡iv K\_vi Rev‡e A\_ev ïfmsev` ïbvi Rev‡e যদি 'আল্ হামদু লিল্লাহ্' বলে তখন নামায ফাসেদ বা নষ্ট হয়ে যাবে ।

[d‡Zvqv‡q wnw›`qv I wKZvej Avkevn BZ¨vw`|]

✍AvjnvR gnv¤§` Ave`j nK Avgxi

Zgvgv, wiqv`, †m&š` Avie

◈**ckt** †hvni I Avmi bvgv‡hi g‡a¨ Bgv‡gi †cQ‡b miv dwZnv cov; dRi, gvMixe I Bkvi bvgv‡h D"Pt¯‡i ÔAv-gxbÕ ejv; i"K‡Z hvIqvi mgq I i"K n‡Z D‡V `ÔnvZ Kva chš DVv‡bv; BKvgZ GKevi K‡i cov m¤ú‡K eLvix kix‡d i‡q‡Q| G KvR¸‡jv Avgv‡`i Dcgnv‡`‡ki gwgbMY Av`vq K‡i bv, bv Kivi e¨vcv‡i †Kvb wmnvn wmËvi nv`x‡m Av‡Q wKbv Rvbv‡eb|

📖**DËit** প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পদ্ধতিতে নামায আদায় করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলvBwn ওয়াসাল্লামকে যে সময় যেভাবে নামায পড়তে দেখেছেন তাই বর্ণনা করেছেন। অ_ev হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বর্ণিত বাণীতে ইমামগণ বিভিন e¨vL¨v c`vb K‡i‡Qb| d‡j, cwm× Pvi gvhnv‡e kixq‡Zi AvgjMZ wel‡q wKQUv gZcv\_K¨ †`Lv †M‡Q| ZvB Pvi gvhnv‡ei Avgj¸‡jv meB †KviAvb-nv`xm †\_‡K MnxZ| Pvi gvhnve m‡Z¨i DciB cwZwôZ| ZvB, c‡Z¨K gmjgv‡bi DwPZ, ¯¯ gvhnv‡ei Dci cwZwôZ †\_‡K ¯¯ gvhnve gZ wb‡Ri ag-Kg Av`vq Kiv| D"Pt¯‡i Av-gxb ejv, Bgv‡gi †cQ‡b wKiAvZ cov, i"K‡Z hvIqv I i"K n‡Z DVvi mgq nvZ D‡Ëvjb Kiv Avgv‡`i nvbvdx gvhnv‡ei Aš f³ bq| ZvB, nvbvdx gvhnve AbmiYKvixMY Zv Ki‡e bv| Avi Ab¨vb¨ gvhnv‡e Dc‡iv³ wel q¸‡jv Aš f³| ZvB Zviv ¯xq gvhnve g‡Z Avgj Ki‡e| Avi mnxn eLvix kix‡di nv`xmmgn ïa nvbvdx gvhnve Abhvqx m¼jb Kiv nqwb| mZivs mnxn eLvixmn Ab¨vb¨ nv`xm M‡ši c‡Z¨K nv`x‡mi Dci nvbvdx gvhnv‡ei gZ Avgj Kiv Ri"ix bq, eis nvbvdx gvhnve AbmiYKvix‡`i Rb¨ Ri"ix nj wdK‡n nvbvdxi AbmiY Kiv|

✍gnv¤§` Rvjvj DÏxb

BDwbwj fvi evsjv‡`k, PÆMvg

◈**ckt** GKRb gvbl AR Kivi mgq wK cwigvY cwb e¨envi Ki‡e| mnxn nv`xm ev kixq‡Zi Av‡jv‡K Rvbv‡j we‡kl DcKZ ne|

📖**DËit** nv`xm kix‡d †Mvm‡ji Rb¨ GK mvÕ Avi ARi Rb¨ GK g` cwigvY cwb e¨env‡ii K_v eY©Z n‡q‡Q| wKš gnwÏm I dKxnMY GK_vi Dci GKgZ †h, D³ cwigv‡Yi Dci AR I †Mvm‡ji mxgve× bq| eis GUv AR I †Mvm‡ji mewbg cwigvY eSv‡bvi Rb¨ ejv n‡q‡Q| †hgb ÔûwjqvÕ wKZv‡e eY©Z Av‡Q †h, ومـافـی ظـاهر الرواية من ان ادنی مايكفی فی الغسل صاع وفی

الـوضـوء مـد للحديث المتفق عليه ليس بتقدير لازم بل هو بيان ادنى قدر الماء الـمسـنـون فـی الـوضوء والغسل السابغين...ومن اسبغ الوضوء والغسل بدون ذالک اجـزأه وان لـم يـکـفه زاد عليه A_vr Rv‡ni"i †i lqv‡Z eLvix I gmwjg kix‡di eY©Z nv`x‡m †Mvm‡ji Rb¨ GK mvÕ Avi ARi Rb¨ GK g` cwigvY cwbi `iKvi e‡j †h K_v ejv n‡q‡Q IB cwigvY AR I †Mvm‡ji Rb¨ Acwinvh bq eis GUv mbvZ m¤§Zcšvq AR I †Mvmj Ki‡Z cwbi mewbg cwigv‡Yi eYbv gvÎ| IB cwigvY cwb h‡_ó bv n‡j Zvi †P‡q †ewk cwigvY cwb Øviv AR I †Mvmj Kiv hv‡e|

‡gvU K_v, ARi diR I mbvZmgn h_vh_fv‡e cvjb Kivi Rb¨ hZUK cwigvY cwbi `iKvi ZZUK cwb e¨envi Ki‡Z n‡e| hw` I Zv GK g‡`i †P‡q †ewk nq| Z‡e c‡qvR‡bi PvB‡Z AwZwi³ cwb AcPq Kiv †\_‡K Aek¨B †e‡P \_vK‡e| [ûwjqv I d‡Zvqv‡q †iRwfqv BZ¨w` |]

◈**ckt** ARi mgq cwbi †Uc †Q‡o A_ev evjwZ‡Z ivLv cwb‡Z A‡bK‡K AR Ki‡Z †`Lv hvq| G‡Z wK cwbi AcPq n‡"Q bv? n‡j wKfv‡e cwbi AcPq †iva Kiv hvq| kixq‡Zi Av‡jv‡K `wjj mnKv‡i Rvbv‡eb|

📖**DËit** AR I †Mvm‡j c‡qvR‡bi AwZwi³ cwb e¨envi Kiv‡K dKxnMY gvKi/n e‡j‡Qb| AR I †Mvmj Kivi Kvi‡Y eviewi cwbi †Uc eÜ Kiv m¤e bq weavq, IB mgq wKQ cwb co‡j Zv‡Z †Kvb Amweav †bB|

evjwZ ev †Kvb cv‡Î cwb †i‡L hw` AR Kiv nq wKQ cwb †\_‡K hvq Z‡e IB cwb cweÎ, hw`I Zv‡Z wKQ e¨eüZ cwb wg‡j hvq| wKš e¨eüZ cwbi cwigvY Ae¨eüZ cwbi †P‡q Kg n‡Z n‡e| †hgb Ô‡LvjvmvÕ wKZv‡e eY©Z Av‡Q †h, جـنـب اغتـسـل فـانـتـفض من غسله شی فی انائه لم يغسل عليه الماء A_vr †Kvb bvcvK e¨w³ †Mvmj Kij, Zvi †Mvm‡ji Aewkó wKQ cwb cv‡Î _v‡K, IB cwb bvcvK n‡e bv| Z‡e ARi A‡½-cZ¨‡½ AR‡Z e¨eüZ I †aŠZ cwb Øviv cbivq AR †Mvmj Kiv hv‡e bv| [†LvjvmvZj dvZIqv I d‡Zvqv‡q †iRwfqv, 2q LÊ BZ¨w` |]

✍gnv¤§` gbRi"j Bmjvg

evkLvjx

◈**ckt** bvgv‡hi g‡a¨ hw` †Kvb iKg Lvivc †Lqvj Av‡m bvgvh wK bó n‡q hv‡e? hw` Awb"QvKZ †Lqvj Av‡m Zvn‡j weMZ bvgvh¸‡jv bó n‡q †M‡j GLb KiYxq wK? ÁvZ Ki‡j jvfevb ne|

📖**DËit** bvgv‡hi g‡a¨ bvbv `wðšv, Lvivc †Lqvj Avm‡j bvgvh bó nq

bv| Z‡e bvgv‡hi A‡kl mvIqve †_‡K G Rb¨ eiÂZ n‡Z nq| ZvB bvgv‡hi g‡a¨ Lvivc wPšÍv-fvebv bv Avmvi Rb¨ bvgvhxi DwPZ h_vm¤¢e IB Lvivc wPšÍv থেকে মন ফিরিয়ে আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে মনোনিবেশ করা। আর নামাযে খvivc wPšÍv-fvebv bv Avmvi Rb¨ mdxMY KwZcq Z`exi ev cšv e‡j w`‡q‡Qb, Zvô nj c_‡g wb‡Ri †cvkvK-cwi‡”Q`, Pj-`wo BZ¨w` mbvZ gZ nIqv| wØZxqZt AR I †Mvmj fvjevte Kiv| A_vr fvjfv‡e cwiÎZv ARb Kiv| nv`xm kix‡d উল্লেখ আছে যে, অজু হল মুমিনের অস্ত্র। তাই আহলে কাশ্ফগণ বলেছেন, যার AR hZ cwicY n‡e Zvi bvgvh ZZB cwicY n‡e| ZZxqZt bvgv‡hi diR, IqwRe, mbv‡Zi cwZ we‡kl †Lqvj †i‡L bvgvh Av`vq Kiv| wKqv‡gi mgq wmR`vi ¯'v‡b, i"K‡Z `ôcv‡qi cvZvi Dci, i"K n‡Z D‡V e‡Ki Dci, wmR`v Av`vq Kv‡j bv‡Ki AMfv‡M, emvi mgq wb‡Ri †Kv‡ji Dci `wó fvjfv‡e w¯'i রাখার চেষ্টা করবে। এদিকে-সেদিক দৃষ্টি ফেরাতে দিবে না। ইনশা আল্লাহ্ এfv‡e আল্লাহর কাছে একান্ত কাকুতি- মিনতিসহকারে নামায আদায় করলে নামাযে নvbv †Lqvj I `wðšÍv Avm‡ebv| kqZvb cwj‡q hv‡e| [i"K‡b Øxb BZ¨w`|]

✍gnv¤§` gL‡jQi ingvb

mid fvUv, PÆMvg

◈**ck t** ZiRgvb wbjnR (1425 wnRwi) msL¨vq ejv n‡q‡Q Ònvbvdx gvhnve g‡Z Mv‡qevbv Rvbvhv bvgvh Rv‡qh †bB|Ó Aci c‡¶ evsjv‡`k gv`ivmv wk¶v †ev‡Wi Avwjg †kYxi wm‡jevmf³ Bmjv‡gi BZnvm (KZt nv`xmi ingvb) বইয়ে বলা হয়েছে "মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্জাসীর মৃত্যুmsev` cvß nB‡j mg¯ gmjgvb‡`i wbqv Zvnvi Mv‡qex Rvbvhvi bvgvh cwoqv‡Qb|Ó G `ôgZvg‡Zi e¨vL¨v Rvb‡Z PvB|

📖DËi t Avgv‡`i nvbvdx gvhnv‡e Mv‡qevbv Rvbvhv Rv‡qh †bB| KviY, Rvbvhvi bvgvh covi Rb¨ Bgv‡gi mvg‡b g‡Zi jvk _vKv kZ| Avi ûRi cvK সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজ্জাসীর মৃত্যুর সংবাদ শুনে সাহাবায়ে কেivgMY‡K wb‡q Rvbvhv cov GUv ûR‡ii we‡kIZ| ûR‡ii we‡kIZ Kv‡iv Rb¨ `jxj n‡Z পারে না। তদুপরি নাজ্জাসীর জানাযা পড়ার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা হুজূর ও নv¾vmxi মধ্যকার দীর্ঘ ব্যবধানের পর্দা তুলে নেন; ফলে হুজূরে আকরম সাল্লাল্লাহু আjvBwn ওয়াসাল্লাম আপন অবস্থানে থেকে নাজ্জাসীর লাশকে সামনে দেখেছিলেন। ফলে Rvbvhvi bvgvh co‡Z Amwe‡a nqwb| ZvB bv¾vmxi Rvbvhv‡K Mv‡qex Rvbvhvi c‡¶ `jxj wn‡m‡e cgvY Kiv †evKvgx ^e wKQ bq|

[Ôd‡Zvqv‡i †iRwfqvô, 4_ LÊ, †ihv GKv‡Wgx, fviZ †_‡K cKwkZ Ges ÔDg`vZj Kvix kit‡n সহীহ বুখারী' কৃতঃ ইমাম বদরুদ্দীন আইনী আল্ হানাফী রহমাতুল্লাহি আjvBwn BZ¨w`|]

✍gnv¤§` dwi` wgqv

BDbvB‡UW Kgwkqvj e¨vsK wjt, XvKv-1000

◈**ck t** Avgvi ewo PÆMv‡g| Awg XvKvq GKwU cvB‡fU e¨vs‡K PvKwi Kwi| আমি বাড়িতে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে কুমিল্লা কানন রেস্টুরেন্টে যাত্রা বিরতি w`B| ZLb †hvni ev Avm‡ii bvgv‡hi Iqv³ n‡j Awg bvgvh Av`vq Kwi, ZLb Awg wK c‡iv bvgvh Av`vq Kie| bwK bvgvh Kmi Kie| Avi hLb 4/5 w`‡bi QwU wb‡q ewo‡Z _wK ZLb wKfv‡e bvgvh Av`vq Kie Rvbv‡j DcKZ ne|

📖DËi t PvKix¯'j I wbR Rb¥fwgi g‡a¨ hw` md‡ii `iZ nq (A_vr ¯'jfv‡Mi 57 gvBj) Z‡e IB e¨w³ cw_g‡a¨ A_ev Avmv-hvIqvi mgq bvgvh Kmi K‡i Av`vq Ki‡e| PvKix¯'j ev wbR Rb¥fwg‡Z †cŠQvi mv‡_ mv‡_ †m gKxg n‡q hv‡e| ZLb Avi bvgvh Kmi Kiv hv‡e bv| [iïj gnZvi BZ¨w`|]

✍মুহাম্মদ ইফতেখার উদ্দীন

j¡dhfl, hljQ¡m, ®j±mi£h¡S¡l

◈ **fËnÀ** জুমার নামায সুন্নি মসজিদ বা আলীম না পাওয়া গেলে বাতিলের পেছনে জুমা আদায় করে জুহরের নামায পড়ার বিধান জানা আছে। এ ক্ষেত্রে ইমামের পিছনে ২ রাকাত ফরজ নামায শেষ করে বাকী ৬ রাকাত ছুন্নাত পড়া যাবে কি না?

&Ešl x Cj¡j k¢c h¡¢am BL£cÅ¡ ®f¡oZL¡l£ qu a¡ ¢e¢ÕQa qJu¡l fl I ইমামের পেছনে জেনে-শুনে ইক্তিদা করা নাজায়েয। ভুলে ইক্তিদা করে থাকলে অবগত হওয়ার পর ওই নামায পুনরায় পড়ে নিতে হবে। আশে-পাশে কোন সুন্নী জj¡ মসজিদ বা খতীব না থাকায় কোন বাতিলপন্থী ইমামের পেছনে জুমার নামায পড়ে থাকলে পরবর্তীতে ওই স্থলে যোহরের চার রাকাত ফরজ নামায আদায় করবে।

✍মুহাম্মদ মুজাম্মেল হক

®f¡f¡¢cu¡, ®h¡u¡mM¡m£, Q–NË

◈ **fËnÀ** অনেকে বলে থাকে নামায না পড়ে রমজানের রোযা রাখলে কোন সাওয়াব নেই, উপবাস থাকা হবে। কেউ বলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দিলে রোযা অথq£e, ওই রোযা কিছুতেই আদায় হবে না। প্রশ্ন হল, পাঁচ ওয়াক্ত নামায না পড়ে রোযা রাখলে ওই রোযার গুরুত্ব কতটুকু বলবেন্ কি?

📖Ešl x 'ইসলাম' যে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত তন্মধ্যে নামায ও রোযা দু'টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যা ধনী-গরীব সকলের উপরেই ফরয। প্রিয়নবী p¡õ¡õ¡q আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- بنى الاسلام على خمس شهادة ان لااله الا

اللـه وانّ مـحـمـدا رسـول اللـه واقام الصلوة وايْتاء الزكوة وحج البيت وصوم رمضان(بخارى ومسلم) অর্থাৎ: ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১. H p¡rÉ f₹e LI¡ ®k, Bõ¡q R¡s¡ ®L¡e j¡hc ®eC Hhw jq¡Ç¡c p¡õ¡õ¡ý আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর রসূল। ২. নামায কায়েম করা, ৩. যাকাত প্রদান কর¡, 4. হজ্ব করা ও ৫. রমজানের রোযা পালন করা। -[hM¡l£ J jp¢m¡]

ঈমান তথা তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ) ও রিসালাতের বিশ্বাসের পর নামায ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ইবাদত। মহাগ্রন্থ আল্ কোরআন ও প্রিয় lpm সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র হাদীসের অসংখ্য স্থানে নামাযের গুরুত্ব-তাৎপk J নামায আদায়ের প্রতি কঠোর তাগিদ আরোপ করা হয়েছে। তেমনি নামায পরিত্যাগকারীর পরকালীন ভয়াবহ শাস্তির কথাও উল্লেখ আছে। আল্লাহ্ তা'আলা পবিœ কোরআনে বলেন, **فَوَيۡلٌ لِّلۡمُصَلِّيۡنَ الَّذِيۡنَهُمۡ عَنۡ صَلٰوتِهِمۡ سَاهُوۡنَ** Ab¡v "paI¡w, দুর্ভোগ সেসব নামাযীর জন্য যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন।'' -[pI¡ j¡Fe, 4-5]

ইমাম আহমদ, মু'আয বিন জাবাল রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাq সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, **مَنۡ تَرَكَ صَلٰوةً مَكۡتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدۡ بَرِئَتۡ ذِمَّةُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ** অর্থাৎ ''যে ব্যাক্তি ইচ্ছাকৃত ফরয নামায ত্যাগ করে, তার উপর থেকে মহান আল্লাহর দায়-দায়িত্ব নিঃশ্বেষ হয়ে যায়।'' -[Bqjc J a¡hl¡e£]

হযরত উমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক লোক প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সমীপে হাজির হয়ে আরজ করল, ইয়া রসূলাল্লাহ! ইসলামের কোন L¡S আল্লাহর নিকট বেশি পছন্দনীয়? তিনি এরশাদ করলেন, **الصـلـوة لوقتها ومن ترك الصـلـوة فلا دين له والصلوة عماد الدِيۡن** অর্থাৎ: সঠিক সময়ে নামায আদায় করা, যে নামায ছেড়ে দিল তার ধর্ম নেই। নামায ধর্মের (ইসলামের) ভিত্তি।''

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন ''যে ব্যক্তি বেনামাযীরূপে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, আল্লাহ্ তার অপরাপর নেককাজগুলো গ্রহণ করবেন্ না।'' -[a¡hl¡e£]

নামাযের মত ইসলামে পবিত্র রোযার গুরুত্বও অপরিসীম। কোন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি² k¢c ওযর না থাকা সত্বেও রোযা না রাখে তবে সে গুনাহ্গার হবে। হাদীস শরীফে Hl¦f ব্যক্তিদের সম্বন্ধে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হচ্ছে:

وعن ابى هريرة اَنَّ رسول الله ﷺ قال من افطر يومًا من رمضان من غير رخصة ولامن مرضٍ لمۡ يقضيه صوم الدهر كله وان صامه

অর্থাৎ ''হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাý আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেউ যদি শরয়ী কোন ওযর এবং অসুস্থতা e¡ থাকা সত্ত্বেও রমজানের কোন একটি রোযা না রাখে, তবে সারাজীবন রোযা রাখলেও তা পূর্ণ হবে না। -[তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ]

f₹¡a jq¡¢Ÿp Cj¡j Bh Bhcõ¡q n¡jpŸ£e Bkk¡qh£ Iqj¡aõ¡q Bm¡u¢q তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কিতাবুল কাবায়ির' এর মধ্যে নামায রোযা পরিত্যাগ করাকে কবীরা গুনাহের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। তাই নামায ও রোযা উভয়ই আদায় করার ব্যাপারে সমান গুরুত্ব দেয়া প্রত্যেকেরই উচিত। উভয়টি ছেড়ে দেওয়া যে কোন একটি পাme করা এবং অন্যটি ছেড়ে দেওয়া মারাত্মক পাপ ও গুনাহ্। কেউ ইচ্ছাকৃত নামায না পড়ে রোযা রাখলে ওই রোযা পালনকারীর জিম্মা থেকে আদায় হয়ে যাবে। কিন্তু রো¡k¡l অশেষ ফজীলত থেকে বঞ্চিত হবে। নামায না পড়ার অজুহাত দেখিয়ে রোযাও ত্যাN করা শয়তানী কুমন্ত্রণা ব্যতীত কিছু নয়। তাই প্রত্যেক মুসলমানদেরকে রোযা পালনের পাশাপাশি পাঁচ ওয়াক্ত নামায সঠিকভাবে আদায়ের প্রতিও যত্নবান হওয়া অবশ্যB LahÉz -[সহীহ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও কিতাবুল কাবাইর ইত্যা¢c]

✍ jq¡Çjc I¡jS¡e Bm£ ®IS¡

h¡¢clh¡e

◈ **f₹DÀ** তারাবীহ্ নামাযের শেষের দশ রাকাতে জামা'আতে হাজির হলাম। যথারীতি বিতর নামায জামায়াত সহকারে আদায় করলাম। কিন্তু বাকি এশার ফরজ এবং দশ রাকাত তারাবীহ নামায জামাত সহকারে আদায় করতে না পারায় বিতর জামা'আতে অংশ নেওয়ার পর একা একা নামায আদায় করতে কোনরূপ অসুবিধা আছে কি? কেউ বলেন, বিতরের পর শফীউল বিতর/হালকী নফল ২ রাক্'আত ব্যতীত অন্য কোন নামায নেই। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানালে ধন্য হব।

EšI x মুসলিম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য ২০ রাক্'আত তারাবীহ'র নামায পড়া সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্। তারাবীহ'র নামাযের ওয়াক্ত হল এশার নামাযের পর সুবহে সাদেকের পূর্ব পর্যন্ত। সুতরাং এশার নামায না পড়ে (একাকী হোক বা জামা"Ba সহকারে) তারাবীহর নামায আদায় করলে তা' আদায় হবে না। তাই, প্রথমে এশাl ফরয নামায আদায় করে নেবে, তার পর তারাবীহর নামায আদায় করবে যদি কেউ মসজিদে এসে দেখল, তারাবীহর নামায আরম্ভ হয়ে গেছে, তবে এশার ফরয নামায e¡ পড়ে থাকলে প্রথমে এশার ফরয নামায একাকীভাবে আদায় করে নেবে, পরে তারাবীহর জামা'আতে শরীক হবে। এশার ফরয নামায জামা'আতে শরীক না হওয়াl কারণে তার জন্য বিতরের জামা'আতে শরীক হওয়া জায়েয নেই। আর যদি কেউ এশার নামায জামা'আত সহকারে অথবা একাকী আদায় করে কোন কারণে তারাবীহl কিছু নামায ছুটে যায়, তবে প্রথমে ইমামের সাথে তারাবীহর নামাযে শরীক হবে। ছুটে যাওয়া তারাবীহর নামায ইমামের সাথে বিতরের নামায পড়ার পর আদায় করা Ušjz ইমামের সাথে বিতরের নামায না পড়ে আগে ছুটে যাওয়া তারাবীহ পড়ে পরে এL¡L£ বিতর পড়াও জায়েয আছে। বিতর ও শফীউল বিতরের পর কোন নামায নেই বা পড়¡ জায়েয নেই বলা ঠিক না, বরং বিতর ও শফীউল বিতরের পর যত ইচ্ছা নফল নাম¡k পড়া যাবে। [গুনিয়া, রদ্দুল মুহতার, মুনিয়াতুল মুসল্লী ও ফতোয়ায়ে রেজভিয়া (৩য় খণ্ড) CaÉ¡¢cz]

✍ jq¡Ç¡jc Bhm L¡m¡j

হাফার আল্ বাতেন, সাউদী আরব

✍ ❖ fÐnÀ যে কোন নামাযে নামাযের নিয়্যত না পড়ে, শুধু আল্লাহু আকবার বলে শুরু করলে নামায শুদ্ধ হবে কিনা? আর যদি নিয়্যত পড়া জরুরি হয়, তাহলে দলিm সহকারে বিস্তারিত জানাবেন।

📖 Eš¹ x নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া....বলে আমরা আরবীতে যে নিয়্যত করে থাকি ওই প্রকার আরবীতে নিয়্যত করা মুস্তাহ্সান বা ভাল। 'নিয়্যত'র আসল অর্থ অন্তরের দৃঢ় সংকল্প। নিয়্যতে মৌখিক উচ্চারণ মুখ্য নয়। যেমন কেউ যদি অন্তরে যোহরের নামাযের দৃঢ় সংকল্প করে মুখে আসর শব্দ হয়ে গেল, এতে যোহরের নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর নিয়্যত মুখে বলাটা হল মুস্তাহাব। সুতরাং কেউ কোন ওয়াক্তের ন¡j¡k fs¡l জন্য মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করে 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করলে ওই নাম¡k নিঃসন্দেহে শুদ্ধ হবে। [দুররুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার, এবং কিতাবুল আশবাহ্ ওয়ান্ নাজায়ের CaÉ¡¢cz]

✍ q¡SÑ Bhcõ¡q jS¢h

শ্রীমঙ্গল, সিলেট

❖ fÐnÀ জামাত শুরু হওয়ার পর আগমনকারী পরবর্তী মুসল্লীগণ কোন দিকে দাঁড়াবে। যদি ডান দিকে মুসল্লী বেশি হয় আর বাম দিকে কম হয়, তখন কিভা¢h দাঁড়াবে ?

📖 Eš¹ x যদি ইমামের বাম দিকে মুক্তাদী কিছু কম হয় তবে পরবর্তী আগন্তুক মুসল্লী বাম দিকে দাঁড়ানো উত্তম। আর যদি ইমামের উভয় দিকে মুসল্লী সমান হয় তবে ডান দিকে দাঁড়ানো উত্তম। যেমন- বাহ্রুর রায়েক بَــابُ الْاِمَــامَــت অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, اِذا استـوٰى جـانب الامَام فَاِنَّهُ يَقُوْمُ الْجَائِىْ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَاِذَا ترُجح الْيَمِيْن فَـاِنَّهُ يَقُوْمُ عَنْ يَسَارِهِ অর্থাৎ যদি ইমামের দিকে বরাবর হয় তবে পরবর্তী আগমনকারী মুসল্লী ডানদিকে দাঁড়াবে। যদি ডান দিকে বেশি হয় (আর বাম দিকে কম হয়) তবে বাম দিকে দাঁড়াবে। আর যদি সামনের কাতার পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তবে পরবতী আগমনকারী একজন হলে ইমামের ঠিক বরাবর খালি কাতারে দাঁড়াবে।

[বাহ্রুর রায়েক শরহে কানযুদ্ দাক্বাইক্ব ইত্যাদি]

✍ jq¡Ç¡jc ®lS¡Em L¢l j

খাড়েরা, কসবা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

❖ fÐnÀ আমাদের এলাকার প্রায় মসজিদে জুমার দিন আযানের পর যখন মুসল্লীগণ এসে মসজিদে সুন্নাত নামায আদায় করতে থাকেন, এমতাবস্থায় মুআয্যিন সাহেব মসজিদের মেহ্রাবের নিকটে লালবাতি জ্বালিয়ে 'এখন নামায পড়া বন্ধ রাখুন' H

সঙ্কেত দেন এবং বলেন 'পরে সুন্নাত পড়ার সুযোগ দেওয়া হবে'। কোন কোন মসজিদে দেয়ালে লেখা থাকে 'লালবাতি জ্বলাকালীন নামায পড়া নিষেধ'। মেহ্রাবের feLV H রকম লালবাতি জ্বালিয়ে সুন্নাত নামায আদায় বন্ধ রেখে ইমাম সাহেব খোৎবার h¡wm¡ তরজমা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ নিয়ে ওয়াজ করতে থাকেন। কিছুক্ষণ তরজমা ও ওয়াজ-নসিহত করার পর ইমাম সাহেব বসে যান এবং যারা সুন্নাত পড়েনি তাদেরকে সুন্নাত পড়ে নিতে বলেন। আমার এলাকার জনৈক আলেম এই প্রসঙ্গে আপত্তি জানিয়ে বলেন যে, 'আযানের পর ইমাম সাহে খোৎবার উদ্দেশ্যে মিম্বরে ওঠার পূর্ব পর্য¿ e¡j¡k পড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষেধ নয়। কেননা, এই সময়টা নামাযের নিষেধ ওয়াক্ত ¢Lwh¡ মাকরূহ ওয়াক্ত নয়। শরীয়তের বিধান অনুযায়ী নামাযে নিষিদ্ধ ওয়াক্ত কিংবা j¡L l¦q ওয়াক্ত ছাড়া অন্য কোন সময় কোন মুসল্লীকে নামায পড়তে নিষেধ করা বান্দার অধিকার নাই। তাই এভাবে সুন্নাত নামায ঠেকিয়ে ওয়াজ করা কিংবা খোৎবার alSj¡ করা শরীয়ত পরিপন্থী। অপরদিকে মসজিদে ঢুকার পর বসার আগে নামায আরম্ভ কর¡ সুন্নাত। লালবাতি জ্বালিয়ে কিংবা নোটিশের মাধ্যমে মুসল্লীগণকে বসার আগে e¡j¡k পড়তে না দেওয়া একটা সুন্নাতকে মুর্দা করার পাঁয়তারা। তাই মসজিদে ঢুকে hp¡l আগে নামায আরম্ভের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি জায়েয নয়। জনৈক আলেমের এ রায় শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক কি না জানতে চাই।

📖 Eš¹ x জুমার দিন ইমাম মিম্বারে আরোহনের পূর্ব পর্যন্ত সকল প্রকার সুন্নাত, নফল ও কাজা নামায পড়া জায়েয। ওই সময় নামাযের নিষিদ্ধ ওয়াক্ত নয়। বিধায়, JC নামায পড়া থেকে নিষেধাজ্ঞা জারী করা সমীচীন নয়। যেহেতু আমাদের দেশে ¢M¡vh¡l অর্থ সকলে বুঝে না, তাই খোৎবা প্রদানের পূর্বে খতীব সাহেব খোৎবার তরSj¡ h¡ ধর্মীয় মাসআলা মাসাইলও আলোচনা করে থাকেন। এতে মুসল্লী জনসাধারণ ধর্ম-কj সম্পর্কে অনেক কিছু শিখে থাকে, তাই ওয়াজকালীন সময় কেউ নামায পড়লে সু¢cl দেখায় না, বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের মনযোগে বিঘ্ন ঘটে। তাই ওই সময় নামায পড়তে কিছু সময়ের জন্য বারণ করা হয়। যেহেতু ওয়াজের পূর্বে বা পরে সুন্নাত পড়া l SeÉ সময় দেওয়া হয়, সেহেতু এটাকে নামায ঠেকাইয়া ওয়াজ করা বলা যায় না। আর H কারণে খোৎবার তরজমা বা ওয়াজ করা শরীয়তের পরিপন্থী বলা ঠিক নয়। আর য¢cJ মসজিদে গিয়ে বসার পূর্বে দু'রাকাত দুখূলুল মাসজিদ ও তাহিয়্যাতুল ওজু'l e¡j¡k পড়া উত্তম। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ যেমন, ওয়াজ-নসিহতের কারণে মসজিদে গি¢u বসার পর পরে ওই নামায পড়াও জায়েয আছে। আর যেহেতু ওয়াজ বা খোৎবার তরজমার পর নামায পড়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে সেহেতু এটাকে 'সুন্নাত মুর্দা Ll¡' hm¡J E¢Qa euz

✍ jqi¢jc ei¢pl EŸ£e

Lm¢pc¤¢Ol f¡s, h¢cl, Q–NË¡j

✪ fËnÀ আমরা জানি যে, এশার নামায ১৭ রাকাত। কিন্তু অনেকে ব্যস্ততার ও অলসতার কারণে ৯ রাকাত নামায পড়ে। এ নামায এভাবে পড়া যাবে কিনা জানালে EfLa qhz

🕮EšI x নফল ও বিতরসহ এশারের নামায মোট ১৭ রাকাত। প্রথম ৪ রাকাত সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহ, ৪ রাকাত ফরজ, ২ রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, ২ I¡L¡a egm, 3 I¡L¡a ¢haI (Ju¡¢Sh), 2 I¡L¡a egmz ®j¡V 17 I¡L¡az 4 I¡L¡a ফরজ, ২ রাকাত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ ও ৩ রাকাত বিত্র অবশ্যই আদায় করতে হচ্hz অসুস্থতা ও সময়স্বল্পতা হেতু সুন্নাতে যা'ইদাহ্ ও নফল নামায ছেড়ে দেওয়াতে ...e¡q হয় না। কিন্তু অলসতা বশতঃ সময় থাকা সত্ত্বেও নফল ও সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদা্q ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। নফল নামাযের মাধ্যমেই আল্লাহর নৈকট্য বেশি অর্জন কর¡ যায়। তা'ছাড়া অলসতা বশতঃ সুন্নাত ও নফল নামায না পড়ার অভ্যাস পরবর্তীতে ফরয ছেড়ে দেওয়ার অভ্যাসকে তরান্বিত করে। সুতরাং, সময়-সুযোগ থাকতে নফm J সুন্নাতে যা'ইদাহ্ ইত্যাদি আদায় করা উচিত।

✍ jqi¢jc Cj I¡e ýp¡Ce j¡¢eL

n¡qI¡¢Ù, Q¡cf I

✪ fËnÀ কোন মসজিদের ইমাম সাহেব মসজিদে গিয়ে দেখে সময় বেলা ১.৩০ মিনিট। কিন্তু যোহরের জামাত অনুষ্ঠিত হয় ১.৩০ মিনিটে, এমতাবস্থায় ওই ইম¡j সুন্নাত নামায না পড়ে ফরয নামাযের ইমামতি করতে পারবে কি?

🕮EšI x অনিচ্ছাকৃত ঘটনাক্রমে কোন সময় ইমাম জামা'আতের নির্ধারিত সময়ে মসজিদে উপস্থিত হলে আর সুন্নাত আদায় করে না থাকলে আগে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ আদায় করে নিবে। তারপর জামা'আত পড়াবে। এটাই উত্তম। কিন্তু যে ইমাম সর্বদা ইচ্ছাকৃত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ ত্যাগ করে, এমন ইমামের পেছনে ইক্বতিদা করা j¡LI¦q-C a¡qI£j¡z -[ফতোয়ায়ে রেজভিয়া]

✪ fËnÀ এশরাক নামাযের সময় সূর্যোদয় হতে কতক্ষণ সময় পর্যন্ত স্থায়ী থাকে জানতে আগ্রহী।

🕮EšI x সূর্য উদয় থেকে ২০/২৩ মিনিট অতিবাহিত হলে দুই বা চার রাক্'আত ইশরাকের নামায পড়া মুস্তাহাব এবং অনেক ফজীলতময়। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, 'এই নামাযে এক হজ্ব ও এক উমরার সাওয়াব পাওয়া যায়। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি ইশরাকের দু'রাক্'আত নামায পড়ার প্রতি লক্ষ্য রাখবে তা I (সগীরা) গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করা হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমানও হয়। (¢jnL¡a)

সূর্য আকাশের এক-চতুর্থাংশ উপরে উঠলে অর্থাৎ রৌদ্র প্রখর হয়ে গেলে ইশরা¢LI নামাযের সময় শেষ হয় আর চাশতের নামাযের সময় আরম্ভ হয়। বেলা গড়িয়ে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চাশ্তের নামাযের সময় থাকে।

✍ jqi¢jc ®IS¡Em L¢I j

¢nmL, I¡‰e£u¡, Q–NË¡j

✪ fËnÀ কোন নামাযী যদি দুই রাক্'আতে সূরা ফাতিহা মিলানোর পর অন্য সূরা নামিলিয়ে যদি রুকুতে চলে যায়, তাহলে নামায হবে কি? সারা বছর যদি এরূf im অজান্তে করে ফেলে তাহলে পূর্বে আদায়কৃত নামাযের কি হবে? দয়া করে জানাবেন।

🕮EšI x ফরয নামাযে প্রথম দু'রাক্'আতে এবং সুন্নাত ও নফল নামাযের প্রত্যেক রাক্'আতে সূরা ফাতিহার সাথে কোরআন শরীফের বড় এক আয়াত বা ছে¡V তিন আয়াত বা অন্য সূরা মিলানো ওয়াজিব। ভুলক্রমে ওয়াজিব আদায় না হলে p¡q সাজদা দিতে হবে। ভুলে সাহূ সাজদা না দিলে ওই নামায পুনরায় আদায় করতে হবে। তেমনি ইচ্ছাকৃত ওয়াজিব আদায় না করলেও ওই নামায পুনরায় আদায় করতে হবেz সুতরাং ওই নামাযী ভুলক্রমে ওয়াজিব অনাদায়ে সাহূ সাজদা না দেওয়াতে ওইগুলোর জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর সময়-সুযোগ মত احتياط h¡ সাবধানতা বশতঃ ওই সব ফরজ নামাযগুলো যতটুকু সম্ভব কাজা করবে। এটাও উল্লেখ্য যে, চার রাক্'আত বিশিষ্ট ফরজ নামাযসমূহে যদি কোন মুসল্লি ভুলবশতx fËbj দুই রাক্'আতে সূরা-ক্বিরআত মোটেই না পড়ে অথবা ফাতেহা পড়েছে কিন্তু ভুmhnax ফাতেহার সাথে কোন ক্বিরআত মিলিয়ে পড়েনি তখন তা স্মরণ হলে অবশ্যই শেষে I দুই রাক্'আতে সূরা ক্বিরআত পড়ে দিবে। পরবর্তীতে সাহূ সাজদা আদায় করবে। এতে উক্ত নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। তা পরবর্তীতে কাজা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। বিস্ত¡¢Ia

[কিতাবু আশবাহ্ ওয়ান্ নাজায়ের এবং শরহুল বেকায়া 'ক্বিরআত' অধ্যায়।]

✍ jqi¢jc Cpj¡Dm BSj

¢eEj¢Iw, aš²¡I fm, Q–NË¡j

✪ fËnÀ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আগে তাহিয়্যাতুল ওজুর নামায পড়তে হয় কিনা ?

🕮EšI x ওজু করার পর অজুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো পরিপূর্ণভাবে শুষ্ক হওয়া পূর্বে "a¡¢qu¡am JS'I e¡j¡k fs¡ jÙ¹¡q¡h h¡ egmz ¢L¿¹H fËÑ¡I egm e¡মায সুবহে সাদিকের পর হতে সূর্য উদয় পর্যন্ত এবং সূর্য অস্তের পর থেকে মাগরিবের ফরS e¡j¡k পড়া পর্যন্ত সময়ে পড়া মাকরূহ। তবে অন্যান্য সময়ে প্রত্যেক ওজুর পর তাহিয়্য¡am ওজুর নামায সময় ও সুযোগ হলে পড়া মুস্তাহাব বা নফল এবং অনেক সাওয়াব SeL ¢L¿¹ h¡dÉa¡j ূmL euz -[Bmj N£I£ Ca£¢c]

❖ fÐÀ ফজরের নামায কয়টা পর্যন্ত কাজা পড়া যায়? জানালে খুশী হব।

📖EšI x সূর্য উদয়ের ২০ মিনিট পর থেকে পশ্চিমাকাশে সূর্য ঢলে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত ফজরের নামাযের সুন্নাতসহ কাজা পড়া যায়। সূর্য ঢলের যাওয়ার পর শুধ gIS নামাযের কাজা পড়তে হবে। তখন সুন্নাতের কাজা পড়তে হবে না। পড়লে তা নফল নামায হিসেবে পরিগণিত হবে।

[¢La¡hm ¢gLÅ Bm¡m j¡k¢q¢hm B lh¡'B, La: Cj¡j Bhcl Iqj¡e SS¢l Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q Caÿ¡¢cz]

✍ S¢jI EŸ£e

তৈলারদ্বীপ, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম

❖ fÐÀ আমি যখন মসজিদে নামায আদায় করি তখন ইমামের পিছনে দাঁড়িয়ে নিয়্যত করার পর একজন প্রিয় মানুষের কথা মনে পড়ে যায়। কোন রকমে তাকে je থেকে বাদ দিতে পারি না। এই অবস্থায় নামায আদায় করলে তা হবে কিনা জানালে Mn£ qhz

📖EšI x নামাযের মধ্যে আল্লাহ্ ও তাঁর প্রিয় রসূলের খেয়াল আসা স্বাভাবিক ও নামায কবূল হওয়ার আলামত। কারণ, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং তাঁর নির্দেশ মানার জন্য নামায আদায় করে থাকি। তদুপরি প্রিয় রসূল সাল্লাõ¡ý আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র খেয়াল নামাযের মধ্যে উদয় হয় এ জন্য যে, প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন صَـلُّـوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ اصلى Ab¡v তোমরা যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ সেভাবে নামায পড়ো।'' সুতরাং, ¢fÐ রসূলের তরীক্বাহ বা পদ্ধতি অনুযায়ী নামায পড়তে গেলে প্রিয় রসূলের প্রদশিa নিয়ম-পন্থা ইত্যাদি নামাযের মধ্যে স্মরণ আসাটা স্বাভাবিক। বিশেষ করে তাশাহ্হুদের মধ্যে প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'কে স্মরণ করেই সালাম দিতে হuz তাই যদিও নামায একমাত্র আল্লাহর জন্য আদায় করা হয়, তারপরও তাতে প্রিয় রসূলের স্মরণ আসা নামায কবূল হওয়ার আলামত। যেহেতু প্রিয় রসূলের স্মরণ আল্লাহরই স্মরণের নামান্তর। যেমন নবীর অনুসরণ আল্লাহরই অনুসরণ।

কিন্তু এ ছাড়া পার্থিব সম্পর্কের ব্যক্তি বা বস্তুর কথা নামাযের মধ্যে স্মরণ qJu¡ nua¡e£ কুমন্ত্রণা ছাড়া কিছু নয়। তাই নামাযের মধ্যে এ প্রকার পার্থিব বা দুনিয়াবী সম্পর্কের কথা স্মরণ হওয়া থেকে মনযোগকে আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে মনোনিবেশ করার জeÉ নামাযের আরকান -আহকাম, সুন্নাত-মুস্তাহাব ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আদায় হচ্ছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি রাখবে। এতে নামাযের মধ্যে অন্য দিকে মনোযোগ যাবে e¡z BI এ প্রকার অন্য পার্থিব বস্তুর দিকে খেয়াল বা মনোযোগ দিলে নামায ফাসেদ হবে না কিন্তু ফজীলত, বরকত ও সাওয়াব থেকে অবশ্যই মাহরূম হবে। নামাযের মধ্যে Mn'-খুজু' রক্ষা করা এবং আল্লাহর দিকে নিজের অন্তর ও দৃষ্টিকে নিবদ্ধ রেখে

একাগ্রচিত্তে মনোযোগী হওয়াই নামাযের প্রাণ বা মূল রূহ। আল্লাহর যেসব বা¥c¡ এভাবে নামায আদায়ের জন্য সচেষ্ট থাকেন তাঁদের সফলতা অবশ্যম্ভাবী। পবিত্র কোরআনে মজীদে এরশাদ হচ্ছে قَـدْ اَفْـلَـحَ الْـمُـؤْمِـنُـوْنَ الَّـذِيْـنَ هُـمْ فِـىْ صَلٰوتِهِمْ خَـاشِـعُـوْنَ নিশ্চয় সফলকাম হয়েছেন ওইসব মুমিন যারা নিজেদের নামাযে বিনয় ও ejË-[pl¡ j'¢jee, 23:1-2]

✍ jq¡Çjc Bhcp phI

ØVÉ¡ä ®I¡X, h¡wm¡h¡S¡I, Q–NÊ¡j

❖ fÐÀ আমাদের মসজিদের মুয়াজ্জিন ইমামের অনুপস্থিতিতে ঈদের নামায, জুমার নামায এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করে থাকেন। প্রশ্ন হল ইদানিং তি¢e na সাপেক্ষে খরচ ও লোকসানের ভাগীদার না হয়ে শুধুমাত্র মাসিক নির্দিষ্ট অঙ্কের লাভের ভিত্তিতে টাকা লগ্নী করেন। এ অবস্থায় ওই মুয়াজ্জিনের ইমামতিতে আমাদের নাম¡k শুদ্ধ হবে কিনা? জানানোর জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

📖EšI x লাভ ও লোকসান উভয়ের ভাগীদার না হয়ে শুধু নির্দিষ্ট অঙ্কের লাভের ভিত্তিতে টাকা লগ্নি করা সূদের পর্যায়ভুক্ত। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ সূদকে হারাম ঘোষণা করেছেন। এরশাদ করেছেন اَحَـلَّ اللّٰـهُ الْبَيْـعَ وَحَـرَّمَ الرِّبٰـوا Ab¡v 'আল্লাহ্ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন।' তদুপরি হুযI পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন كُـلُّ قَـرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبٰوا অর্থাৎ 'প্রত্যেক ঋণ যা থেকে উপকার পাওয়া যায় তাতে সূদ আছে। সুতরাং, এ fÐ¡I সুদের ভিত্তিতে টাকা লগ্নিকারী ইমামের পেছনে নামাযের ইক্বতিদা করা মাকরূহে তাহরীমী। এ ধরনের সুদী কারবার যেখানে সাধারণ ঈমানদার ও মুক্বতাদীদের Seÿ অবৈধ ও হারাম, সেখানে ইমাম বা নায়েবে ইমাম এবং হাফেযে কোরআনের জন্য La বড় হারাম ও জঘণ্যতর অপরাধ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং এ জাতীয় স্দcÉ L¡Ih¡I£ J g¡¢pL-C j®লন এর পেছনে জেনে-শুনে ইক্বতিদা করা উক্ত সুদী কারবারকে সমর্থন দেয়ারই নামান্তর। [রদ্দুল মুহতার এবং ফতোয়া-ই হিন্দিয়া, ইমামত অধ্যায়।]

❖ fÐÀ সাধারণত প্রায় মসজিদে নামায পড়লে দেখা যায় সাধারণ মানুষ নামাযের নিয়্যত করার পূর্বে পরনের প্যান্ট বা পাজামা টাকনুর উপরে ভাঁজ করে নামাk Bc¡u করে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটার হুকুম কিরূপ? বললে উপকৃত হব।

📖EšI x নামাযের ভেতরে বা বাইরে সব অবস্থাতেই অহঙ্কার বশতঃ পুরুষ টাখনু বা চুলগিরার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পড়া মাকরূহ-ই তাহরিমী। অহঙ্কার/গর্ব প্রকাশের জন্য না হলে মাকরূহে তানযীহি। আর নামাযের মধ্যে টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে নামায পড়াও মাকরূহ। কিন্তু এ মাকরূহ থেকে বাচার জন্য অনেকে পায়ের নিচ থেকে

পাজামা-প্যান্ট চুলগিরার উপরে মোচড়িয়ে দিয়ে থাকে। তাই পাজামা, প্যান্টকে পায়ের নিচ থেকে মোচড়িয়ে টাখনুর উপরে পরিধান করা মাকরূহে তাহরীমি। বরং সম্ভব হলে কোমরের দিক দিয়ে মোচড়িয়ে প্যান্ট-পাজামা টাখনুর উপর তুলে পরিধান করবে, অন্যথায় সম্ভব না হলে যেভাবে আছে, সেভাবে নামায আদায় করে নেবে। এতে মাকরূহ তানযীহি হবে। নামাযে সাওয়াব কম হবে। নামায পুনরায় পড়তে হবে e¡z ¢L¿º পাজামা-প্যান্টকে পায়ের নিচে থেকে মোচড়িয়ে টাখনুর উপর উঠিয়ে পরিধান করলে তাতে নামায মাকরূহ-ই তাহরীমি হবে বিধায়, ওই নামায পুনরায় আদায় করতে হবে।

[Bõ¡j¡ Bhcp p¡š¡l q¡jc¡e£ LaL I¢Qa "j¢je ¢L e¡j¡k' N¢Vz]

✍ jq¡¢jc Bhcm q¡¢mj ®i¡m¡

¢IS¡i h¡S¡l, I¡‰¡j¡¢V

◈ f¤ÐÀ রাঙ্গামাটির এক মসজিদে ওহাবী-মওদূদী ও সুন্নী মতাদর্শী লোক পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতের সাথে আদায় করে এবং ওই মসজিদের ইমাম সাহেব হলেন বাতিল ফেরকার আলেম। অথচ আধা কিলোমিটারের ভেতরে অন্য কোন মসজিদও নেই। এখন ওই ইমামের পেছনে নামায আদায় করা যাবে কিনা জানানো l জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

🕮Ešl x খারেজী, ওহাবী, মওদূদী, কাদিয়ানী ও শিয়াসহ যেসব লোকের বদআক্বীদা ও বিশ্বাসকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের হক্কানী আলিম ও মুফতীগণ কুফরী বলে সাব্যস্ত করেছেন, এমন বদআকীদা পোষণকারী ইমামের পেছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী বা নাজায়েয। ভুলবশত নামায আদায় করে থাকলে জানার পর ওই নামায পুনরায় আদায় করে নেবে। যেমন, ইমাম হালবি রহমাতুল্লা¢q আলাইহি 'গুনিয়া' গ্রন্থে বলেন-

يكره تقديم المبتدع لانه فاسق من حيث الاعتقاد و هو اشد من الفسق من حيث العمل يعترف بانه فاسق يخاف ويستغفر بخلاف المتبدع والمراد بالمبتدع من يعتقد شيئًا على خلاف مايعتقده اهل السّنة۔

অর্থাৎ, কোন বদআক্বীদা পোষণকারী লোককে ইমাম বানানো মাকরূহ-ই তাহর£j¡z কেননা, আমলগত ফাসিক থেকে আক্বীদাগত ফাসিক মারাত্মক। কারণ, আমলগত ফাসিক তার ফিস্‌ক বা পাপকে স্বীকার করে, এ জন্য আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং ক্ষমাপ্রার্থনা কামনা করে। কিন্তু আক্বীদাগত ফাসিক তার বিপরীত। আর আক্বীদাগa ফাসিক ওই ব্যক্তিকে বলে, যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা পরিপন্থি বদআক্বীদা পোষণ করে। -[…¢eu¡, fù¡ 480]

তাই কোন অবস্থায় কোন খারেজী, রাফেজী, মওদূদী, শিয়া ও কাদিয়ানীপন্থি Cj¡j J লোকের পেছনে নামায আদায় করা যাবে না। প্রয়োজনে ফিত্‌না-ফ্যাসাদের আশˆ¡ e¡

হলে; পৃথক জামা'আত কায়েম করবে, নতুবা একাকী নামায আদায় করবে। এটাই ইমাম ও ফক্বীহ্‌গণের বিশুদ্ধ মত।

আর কোন অপরিচিত স্থানে কোন অপরিচিত ইমামের পেছনে ইক্বতিদা করার পর k¢c ওই ইমামের আচরণ-বিচরণে বা বক্তব্যে আক্বীদাগত সন্দেহ সৃষ্টি হলে তার পেছে e আদায়কৃত নামাযও সতর্কতা স্বরূপ পুনরায় আদায় করবে। আর কোন স্থানে বা সফরে ইমামের আক্বীদা জানা না থাকলে সেখানে জামা'আতের সময় কোন মুসল্লী হাজি l হলে জামা'আতের সম্মানার্থে উক্ত মুসল্লী জামা'আতের সাথে নামায আদায় করবে এবং পরে ঐ নামায পুনরায় আদায় করে নিবে। […¢eu¡ J M¡¢eu¡ Ca£¡¢cz]

✍ Hp.Hj.j¡qj¡c q¡p¡e

৪, যাকির হোসেন রোড, ২ দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম

◈ f¤ÐÀ আমাদের এলাকায় একটি ইবাদতখানা ছিল যাতে জুমা ব্যতীত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা হত। বর্তমানে তার পাশে একটি জুমা মসজিদ fe¢ja হয়েছে। ইবাদতখানাটি ভেঙ্গে বেড়া দ্বারা বেষ্টন করে রাখা হয়েছে। এখন প্রশ্ন qm ইবাদতখানাটি কবরস্থান হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কিনা? অথবা তাতে বাড়ি ¢e¡Z করে অর্থ উপার্জন করা যাবে কিনা?

🕮Ešl x পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার জন্য কেউ কোন জায়গা ওয়াক্‌ফ করে থাকলে আর লোকেরা তাতে দীর্ঘকাল নামায পড়ে থাকলে, ওই জায়গা ক্বিয়ামত fk¿ মসজিদ হিসেবে পরিগণিত। পার্শ্বে অন্যত্র মসজিদ হওয়ার কারণে তাতে নামায পS¡l প্রয়োজন না হলেও ওই পুরাতন ইবাদতখানার সার্বিক সংরক্ষণ ও পবিত্রতা রক্ষা কl¡ স্থানীয় মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য এবং তাতে কবরস্থান বা বাড়ি নির্মাণ কর¡ ®L¡e অবস্থাতেই জায়েয নেই। [BmjN£l£ J lŸm jqa¡l]

✍ jq¡¢jc Bhm ®j¡L¡lIj B¢jl£

B¢jl i¡ä¡l, B¢jleNl, f¢Vu¡, Q–NË¡j

◈ f¤ÐÀ আমাদের গ্রামে মসজিদের মাঠেই জানাযার নামায আদায় করতে হয়। বর্তমানে মুসল্লী সঙ্কুলান না হওয়ায় মসজিদের মাঠটি ছাদ জমানোর পরিকল্পনা Ll¡ হচ্ছে। প্রশ্ন হল, কোন ঈদগাহ্‌ বা মসজিদের মাঠে ছাদ জমানো হলে এর ভিতরে জানাযার নামায পড়লে শরয়ী বিধান কি? এ ব্যাপারে শরীয়তের ফায়সালা কামন¡ L¢lz

🕮Ešl x মসজিদ ওই ভূখণ্ডকে বলে যা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার জন্য একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে। সুতরাং ওয়াক্‌ফকারী মসজিদের যে চতp£j¡ নির্ধারিত করে দিয়েছেন ওই ভূমিই মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। এ ছাড়া মসজিcl

আশ-পাশের যে সব জায়গা মসজিদের অন্যান্য কাজের জন্য বা ঈদের নামায পড়ার জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে তাতে জানাযার নামায পড়তে অসুবিধা নেই। উল্লেখ্য ®k, কোন ওজর ও প্রয়োজন ছাড়া মসজিদে জানাযার নামায আদায় করা অধিকাংশ ফক্বীহ্গনের মতে মাকরূহ। হ্যাঁ যদি আশে-পাশে কোন ময়দান বা খালি জায়গ¡ e¡ থাকে তবে মসজিদের বারিন্দায় নামাযে জানাযা পড়া যাবে। আর অতি বৃষ্টি-বাদলের সময় আশে-পাশে মাঠ ও খালি জায়গা থাকা সত্ত্বেও মসজিদের ভেতর জানাযা নাম¡k পড়তে পারবে। আর বৃষ্টি-বাদল না হলে এবং আশে- পাশে মাঠ ও খালি জায়গা থাকলে মসজিদের ভেতর জানাযার নামায না পড়ে মাঠ ও খালি ময়দানে জানাযা l নামায আদায় করবে। [শরহে মুসলিম, কৃত: আল্লামা গোলাম রসূল সাঈদী ইত্যাদি।]

✍ **ফিরোজা বেগম**

hqŸ¡l f¡s¡, fh ®N¡jc™£, ®h¡u¡mM¡m£

✪ **f-DÀ** আমি প্রতিদিন সকালে নিয়মিত ফজরের নামায আদায় করি। অনেক সময় ভুলে ঘর ঝাড়ু না দিয়ে নামায আদায় করে ফেলি। প্রশ্ন হল যে, ঘর ঝাড়ু না দিয়ে নামায আদায় করলে হবে, নাকি ঘর ঝাড়ু দিয়ে নামায পুনরায় আদায় করতে হ¢hz H ব্যাপারে জানানোর জন্য অনুরোধ করছি।

📖 **Ešl x** নামাযের স্থান পবিত্র হলেই নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট। নামায পড়ার জন্য প্রথমে ঘর ঝাড়ু দিতে হবে -এ প্রকার কোনকিছু বাধ্যতামূলক নয়। a¡C, ঘর-দুয়ার ঝাড়ু না দিয়ে প্রথমে নামায আদায় করলে ওই নামায অবশ্যই আদায় J শুদ্ধ হবে। পুনরায় ওই নামায আদায় করার প্রয়োজন নেই। তবে সময় থাকলে আগে Ol T¡s ®cJu¡ i¡m J Ešjz

✍ **Hp Hj j¢ncm Bmj**

fh dmC, L¡¢Vlq¡V, q¡Vq¡S¡l£

✪ **f-DÀ** কিছু কিছু মসজিদে দেখা যায় জুমার নামাযে ২য় খোতবায় মুনাজাতসুলভ বয়ান আসলে কতেক মুসল্লী 'আমীন, আমীন' বলে। ওই সব মসজিদের খতীবগণও এ সম্পর্কে কিছু বলেন্ না। খোতবার সময় 'আমীন' বলা আমাদের মাযহাবে হানা¢g£ অনুযায়ী জায়েয আছে কিনা, সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদিসহ বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ থ¡Lhz

📖 **Ešl x** খতীব সাহেব যখন খোতবায় মুসলিম উম্মাহর জন্য দু'আ করেন তখন মুসল্লীরা উচ্চস্বরে 'আমীন' বলা বা হাত উঠানো নিষেধ। তেমনি হুজূর পাক সাõ¡õ¡ý আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম মোবারক শ্রবণের পরও উচ্চস্বরে দরূদ শরীফ পাঠ কর¡J নিষেধ। বিশুদ্ধ অভিমত হল, উভয় খোত্বা শুনা lqw¡Rez Eiu ®M¡ah¡l pju

কথাবার্তা, সালাম দেয়া-নেয়া, যিক্র-আয্কার ইত্যাদি করা নিষেধ। যেমন- cl¦m মুখতার গ্রন্থে রয়েছে যে,

اذا خرج الامام فلا صلوة ولا كلام الى تمامها خلا قضاء فائتة لم يسقط الترتيب بها وبين الوقتيه فانها لاتكره سراج وغيره لضرورة صحة الجمعة والا لافيحرم كلام ولو تسبيحًا وامرا بمعروف بل يجب عليه ان يسمع ويسكت

অর্থাৎ যখন ইমাম খোতবা দিতে বের হবে তখন হতে খোতবাহ্ শেষ না হওয়া fk¿ নামায ও কথা বার্তা বলা নিষেধ। কিন্তু সাহেবে তারতীব তার ক্বাজা নামায পড়বে। তাই খোতবার সময় কথাবার্তা বলা, তাসবীহ পড়া, সৎকাজের আদেশ দেয়া ইত্যাদি হ¡l¡jz hlw aMe ®M¡ah¡q nÐhZ Ll¡ J ¢eÕQf b¡L¡ Ju¡¢Shz"

তাই খতীব সাহেব খোতবাহ্ প্রদানকালে কোন প্রকারের কথাবার্তা বলা, যিকl-BkL¡l Ll¡, cl¦c nl£g fs¡ h¡ c"Bl pju "B j£e' Ca£¡¢c hm¡ ¢e¢oÜz HV¡C q¡e¡g£ ফক্বীহ্গণের বিশুদ্ধ মত। [cl¦m jMa¡l J lŸm jqa¡l Ca£¡¢cz]

✍ **jq¡¢jc Bhm ®j¡L¡ll eDj£**

¢Sm¡e£ j¡cl¡p¡, plg¡¡V¡, l¡‰¡¢eu¡

✪ **f-DÀ** কোন বরযাত্রী জুমার দিন দূরবর্তী কোন স্থানে বরযাত্রা করেন। পথিমধ্যে মসজিদ না পাওয়ায় সময়মত জুমার নামায পড়া হয়নি। প্রশ্ন হল- বরযাত্রীদের মধ্যে উপযুক্ত ইমাম থাকলে জুমার সানী জামা'আত করা যাবে কিনা, এর সঠিক সমাধ¡e জানালে ধন্য হব।

📖 **Ešl x** জুমার নামায হয়ে যাওয়ার পর ইমামতি করার উপযুক্ত লোক থাকলেও জুমার দ্বিতীয় জামাত পড়া যাবে না। কেউ না জেনে পড়ে থাকলে ওই নামায আদায় হবে না। বরং জুমার স্থলে যোহরের নামাযই আদায় করবে। [ফতোয়া-ই রজভিয়া, ২য় খন্ড, কৃত আ'লা হযরত ইমাম শাহ আহমদ রেযা খাঁ বেlmi£ lj¡aõ¡¢q Bm¡C¢qz]

✍ **মুহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন**

j£lnl¡C, Q–NË¡j

✪ **f-DÀ** ইশার নামাযে বিতর পড়লে তাহাজ্জুদ নামাযের পর পুনরায় বিত্র পড়া যাবে ¢L?

📖 **Ešl x** শেষ রাতে জাগ্রত হওয়ার পূর্ণ আস্থা থাকলে, তবে তাহাজ্জুদ নামায পড়ে বিতর নামায পড়া উত্তম নতুবা ইশার নামাযের পর বিতর পড়ে নেবে। এশার নামাযের পর বিতর পড়ে নিলে তাহাজ্জুদ নামাযের পর পুনরায় বিতর নামায পড়তে হবে ন¡z

✍ e¡¢qc¡ BMa¡l ®Q±dl£

dj f l, BS¡c£ h¡S¡l, g¢VLR¢s

◈ **f-DÀ** নামাযরত অবস্থায় কোন কারণ বশত গলা হাঁকার দিলে নামায ভঙ্গ হবে কি? এর বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

📖**Ešl x** নামাযে ইচ্ছাকৃত গলা হাঁকরানো মাকরূহ। এতে নামাযের অধিক সাওয়াব ও ফজীলত থেকে বঞ্চিত হবে। তবে গলা খুসখুস করা থেকে স্বাভাবিক বা পরিষ্কাl হওয়ার জন্য গলা হাঁকার দিলে কোন ক্ষতি নেই। আলমগীরী ইত্যাদি দেখুন।

◈ **f-DÀ** যে কোন নামাযের মধ্যখানে কোন কিছু বাড়িয়ে পড়লে বা কম পড়লে অথবা কোন ওয়াজিব বাদ পড়লে সাহূ সাজদা দিতে হয়। এখন শেষ রাক্‘আতেও k¢c ভুলক্রমে সাহূ সাজদা না দেয় তাহলে কি নামায শুদ্ধ হবে? নাকি ওই নামায পel¡u আদায় করতে হবে?

📖**Ešlx** e¡j¡h †kl Ki¯i পর যদি উক্ত ওয়াক্তের ভিতর সাহূ সাজদা না করার কথা স্মরণ হয় তবে উক্ত নামায পুনরায় ওই ওয়াক্তে আদায় করতে হবে। আর যদি Eš² ওয়াক্তের ভেতর স্মরণ না হয়, বরং ওয়াক্ত চলে গেল এবং সাহূ সাজদা না করাl Lb¡ স্মরণ পড়ল তখন উক্ত নামায পুনরায় পড়বে না। প্রিয় নবীর উম্মতের ভুল-ত্রুটি Bõ¡q দয়া করে ক্ষমা করেছেন। যেমন- হাদীস শরীফে রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন رُفِـعَ عَـنْ اُمَّتِـىْ الخَطَاءِ وَالنِّسْيَان Ab¡v ""Bj¡l EÇja থেকে অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করা হয়েছে'' (আল্ হাদীস)। এটাই অধিকাংn ফকীহ্গণের রায় ও সিদ্ধান্ত।

[N¡jk Euem h¡p¡Cl, La Cj¡j °puc ýj i£ qie¡g£ lqj¡aõ¡q Bm¡C¢qz]

✍ jq¡Çjc Bhcl Iqj¡e

M¡S¡ ®l¡X, fh h¡L¢mu¡, Q–N¡

◈ **f-DÀ** অনেক মহিলাকে সব নামায বসে বসে আদায় করতে দেখা যায়। ফরয, ওয়াজিব নামায বসে বসে আদায় করলে আদায় হবে কি? দলীলসহ জানাবেন।

📖**Ešlx** ফরয, বিতর, দু'ঈদের নামায (পুরুষের জন্য) এবং ফজরের নামাযের সুন্নাত কোন ওজর ছাড়া বসে পড়লে তা আদায় হবে না। কারণ ফরয, ওয়াজিব ও pæ¡a মুয়াক্কাদাহ্ বিশিষ্ট নামাযে দাঁড়ানো (কিয়াম) হল ফরয। দাঁড়াতে অক্ষম এমন JSl R¡S¡ বসে বসে নামায পড়া পুরুষ-মহিলা উভয়ের জন্য নাজায়েয। ওই নামায আদায় হবে না। যেমন ফতোয়া-ই আলমগীরীতে উল্লেখ আছে যে,

وهو فرض فى الصلوة الفرض والوتر هكذا فى الجوهرة النيرة والسراج الوهاج

অর্থাৎ (দাঁড়ানো) ফরজ ও বিতর নামাযে ফরজ।' রদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা 299®a উল্লেখ আছে যে,

وسنة الفجر لاتجوز قاعدا من غير عذر باجماعهم كما هو رواية الحسن عن ابى حنيفة كما صرح به فى الخلاصة

অর্থাৎ কোন ওজর ব্যতীত ফজরের সুন্নাত বসে আদায় করা জায়েয নেই।

সুতরাং ফরজ, ওয়াজিব ও ফজরের সুন্নাত নামায কোন ওজর ছাড়া বসে বসে আদাu করা জায়েয হবে না। হ্যাঁ নফলনামায বসে বসে আদায় করা জায়েয। তবে দাঁড়িয়ে পড়া Ešjz

✍ jq¡Çjc HpL¡¾cl Bmj

g¢LI¢Vm¡, I¡ES¡e, Q–N¡

◈ **f-DÀ** একাকী নামায আদায়কারী চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাযে প্রথম তিন রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়েছে, আর চতুর্থ রাকাতে öd pl¡ ফাতেহা পড়েছে। অথচ শেষ দু'রাকাতে ক্বিরআত পড়ার নিয়ম নেই। সাহূ সাজদা e¡ দিয়েই নামায শেষ করেছে এখন তার নামায হবে কিনা।

📖**Ešl x** একাকী নামায আদায়কারী ফরজ নামাযের শেষ দু'রাকাতে বা শেষ দু'রাকাতের যে কোন এক রাকাতে সূরা ফাতিহার সাথে Ab¨ সূরা মিলালেও তার নামায আদায় হয়ে যাবে। এ জন্য সাহূ সাজদার প্রয়োজন নেই এবং মাকরূহ'ও হবে নাz

-[দুররে মুখতার ও ফাতোয়ায়ে ফয়জুর রসূল, ১ম খণ্ড, ২৪১পৃ]

✍ ¯puc jq¡Çjc p¡M¡Ju¡a ýp¡Ce

j£In¡C, Q–N¡

◈ **f-DÀ** আমি মাগরিবের দুই রাকাত সুন্নাত নামাযের প্রথম রাকাতে একটি সূরা তিন বার পড়েছি, এখন আমার নামায হবে কিনা?

📖**Ešl x** সুন্নাত বা নফল নামাযে উভয় রাকাতে বা এক রাকাতে একটি সূরা বারবার পড়াতে কোন অসুবিধা নেই। এতে নামায আদায় হয়ে যাবে; মাকরূহ হবে না। তবে ফরজ নামাযে একই সূরা বারবার পড়া মাকরূহ-ই তানযীহী। তবে একটি মাœ pl¡ জানা থাকলে তখন প্রতি রাকাতে ওই সূরাটি বারবার পড়াতে মাকরূহ হবে না।

-[রদ্দুল মুহতার ও ফতোয়া-ই রযভিয়া-৩য় খণ্ড, ৯৯পৃ]

◈ **f-DÀ** 'সিলাসিলাহ্-এ কাদেরিয়া আলিয়া'র শাজরা শরীফ অনুযায়ী মাগরিবের নামাযের ফরজ ও দুই রাক্'আত সুন্নাত আদায় করে ৬ রাক্'আত সালাতুল আওয়াবী£e আদায় করতে হয়। অনুরূপভাবে এশার নামাযের ফরজ ও দুই রাক্'আত সুন্নাত আদায়ের পর সালাতে কাশফুল আসরার আদায় কর¡ quz f-DÀqm- H AhÙ¡u মাগরিবের সুন্নাতের পর দুই রাক্'আত নফল ও এশার দুই রাক্'আতের পর দুই রাক্'আত নফল নামায কখন পড়তে হবে? আর না পড়লে কি চলবে?

📖**Ešl x** মাগরিব ও এশার ফরয নামাযের পর দু'রাক্'আত সুন্নাত-ই

মুয়াক্কাদাহ্’র পর সাধারণ যে দু’ রাক্’আত (নফল) নামায রয়েছে তা অতিরিক্ত হিসেবে পড়া হয়। আর যেহেতু ‘সালাতুল আওয়াবীন’ এবং ‘কাশফুল আসরার’ প্রভৃতি না¡j¡k মুস্তাহাব ও নফল, সেহেতু নফলের সাওয়াব অর্জিত হয়েছে বিধায় মাগরিব ও এn¡l ফরয ও দু’রাক্’আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ আদায়ের পর অতিরিক্ত দু’রাক্’আত egm e¡ পড়লেও চলবে। যদি কেউ বেশি ফযীলত ও সাওয়াবের জন্য ওই অতিরিক্ত দু’রাক্"Ba নফল নামায পড়তে চায়, তবে সে উক্ত নফল নামায ৬ রাক্’আত আওয়াবীনের পর এবং কাশফুল আসরারের পর পড়তে পারবে, এতে কোন অসুবিধা নেই, বরং ফযীলত-সাওয়াবের অধিকারী হবে। ইন্শা আল্লাহ্।

✍ **jq¡Çjc সাদেক**

Qlmr£¡, LZgm£, Q–NË

⯑ f-DÀ এশার আযানের পর একটি লাশ হাজির হল। ফরজ নামায আদায়ের পর জনৈক আলেম দাঁড়িয়ে বললেন, সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ ও বিতর পড়ার পর জানাযার e¡j¡k পড়লে ভাল হবে। কারণ, জানাযার নামায পড়তে বের হলে অনেক মানুষ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ পড়ার জন্য আর মসজিদে ফিরে আসবে না। কিন্তু ঐ আলেমের কথা না শুনে সবাই বের হয়ে জানাযার নামাযে শরীক হয়। এখন আমার জিজ্ঞাসা ফরজে আইনের fl পরই ফরজে কেফায়া পড়তে হবে, নাকি সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ আদায়ান্তে জানাযার e¡j¡k পড়লে উত্তম হবে? হাওয়ালাসহ উত্তর কাম্য।

📖Eš¼l x এশার নামাযের ফরজ ও সুন্নাত-ই মুআক্কাদাহ্ পড়ার পর জানাযার নামায আদায় করবে। এটাই ইমাম আলী উদ্দীন খাসকফী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাu¢q দুররে মুখতারে নির্ভরযোগ্য মত হিসেবে উল্লেখ করেছেন তবে কোন কোন ফক্£q glS নামাযের পরই সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ আদায়ের পূর্বে জানাযার নামায পড়ার কথা উল্লেখ করেছেন। অবশ্যই হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব দুররে মুখতারে প্রথj অভিমতকে গ্রহণযোগ্য মত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আর জানাযার নামায অবশ্যC বিতরের পূর্বেই আদায় করবে। যদি মৃতের লাশ পূর্বে থেকে উপস্থিত থাকে।

[দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার ইত্যাদি।]

✍ **হাফেয মুহাম্মদ সগীর হুসাইন**

n¡qj£l fl, LZgm£, Q–NË

⯑ f-DÀ ফরয অথবা সুন্নাত নামাযের সালাম ফিরানোর পর আমরা ডান হাত মাথায় রেখে থাকি। একদিন আমি মাথায় হাত দেওয়ার সময় এক ভদ্রলোক বলল, ‘টুপি আছে কিনা দেখছ নাকি?’ এ বলে ঠাট্টা করল। এখন প্রশ্ন হল সালাম ফেরানোর পর মাb¡u q¡a দেয়া শরীয়ত মোতাবেক জায়েয আছে কিনা; কোরআন-হাদীসের আলোকে জানালে EfLa qhz

📖Eš¼l x ফরয বা সুন্নাত নামাযের সালাম ফেরানোর পর ডান হাত মাথায় রেখে মাথার উপর ফিরানো সুন্নাত। পবিত্র হাদীস শরীফে হযরত আনাস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে,

كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم اِذَا صَلّٰى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهٖ مَسَحَ بِيَمِيْنِهٖ عَلٰى رَأْسِهٖ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ اذْهَبْ عَنِّى الْهَمَّ وَالْحُزْنَ - بزار در مسند و طبرانى در معجم اوسط و ابن السنى در كتاب عمل اليوم والليلة و خطيب بغدادى در تاريخ

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন নামায সম্পন্ন করতেন তখন X¡e হাত শির মোবারকের উপর ফিরাতেন এবং বলতেন “বিসমিল্লা-হিল্লাযী- লা- ইল¡-q¡ Cõ¡- ýu¡l lqj¡-el lq£-j, Bõ¡ýÇj¡kq¡h B¢æm q¡Çj¡ Ju¡m ýke¡z" Cj¡j h¡kk¡l a¡l gসনাদে, ইমাম তাবরানী মু’জামে আওসাতে, ইমাম ইবনুস্ সুন্নী ‘আমালুল ইয়াওম ও লায়্লাহ্ ও ইমাম খতীব বাগদাদী তারীখে বাগদাদে হযরত আনাস রিcu¡õ¡ý আনহু থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

সুতরাং নামাযের সালাম ফেরানোর পর মাথায় ডান হাত রেখে এ দু‘আ পাঠ কl¡ pæ¡a ও বরকতময়। অনেক ইমাম ও ফকীহ্ বলেছেন যে, ফরয নামাযের সালাম ফেরানোl পর মাথায় হাত রেখে এ দু‘আ পাঠ করলে এ আমালের বরকতে ওই ব্যক্তি পার্থিব দুশ্চিন্তা ও মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে। এটা পরীক্ষিত আমল। তাই ¢fÐeh£ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র কোন পবিত্র আমলকে জেনে শুনে ঠাট্টা-বিদ্রুপ কর¡ কুফর। কেউ না জেনে করে থাকলে জানার পর ওই কাজের জন্য নিষ্ঠার সাথে তাওh¡q করবে এবং আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং ওই আমল করার চেষ্টা করবে।

[বায্যার ও তাবরানীর সূত্রে ফাতাওয়া-ই রেজভিয়া (৩য় খণ্ড)
La: Cj¡j B'm¡ qkla n¡q Bqjc ®lk¡ lqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢q CaÉ¡¢cz]

⯑ f-DÀ এশার নামাযে বিতর নামায না পড়লে এশার নামায কবুল হবে কি? যদি বিতর নামাযের মধ্যে দু‘আ কুনূত জানা না থাকে, তবে কি অন্য সূরা দিয়ে ¢hal e¡j¡k আদায় হবে?

📖Eš¼l x কোন মুসল্লী এশার ফরয, সুন্নাত আদায় করে বিতর না পড়লে তার এশার নামায জিম্মা থেকে আদায় হয়ে যাবে। তবে বিতরের নামায যেহেতু আমাদের ইমাম আযম রহমাতুল্লাহি আলায়হি’র মতে ওয়াজিব, বিধায় বিতরের নামায ইচ্ছাকৃতভাবে না পড়লে ওয়াজিব তরক করার কারণে অবশ্যই গুনাহ্গার হবে এবং সুবহি সাদিকের পূর্বেই বিতরের নামায আদায় করে নেবে। আর সুবহি সাদিক হয়ে গেলে বিতরের নামায কাযা পড়বে। আরো উল্লেখ থাকে যে, ইচ্ছাকৃত এশার নামায না পড়ে বিতর নামায পড়লে ওই নামায শুদ্ধ হবে না। কারণ, এশা ও বিতর নামাযের মধ্যে

তরতীব ফরয। অর্থাৎ প্রথমে এশার নামায পড়বে তারপর বিতর পড়বে। কেউ ইচ্ছাLa এশার ফরয নামায না পড়ে বিতর নামায পড়লে ওই বিতর নামায আদায় হবে না। qÉ¡, কেউ যদি ভুলবশতঃ প্রথমে বিতর পড়ে নেয়, অথবা বিতর নামায পড়ে তার মনে fsm যে, সে এশার নামায ওযূ বিহীন পড়েছিল, তখন ওই বিতর নামায পুনরায় পড়তে হবে না। যদি দু'আ কুনূত জানা না থাকে, তবে দু'আ কুনূতের স্থলে 'রব্বানা আিfae¡ ¢gŸeu¡ হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানাতাওঁ ওয়া কি্না আযা-বান্না-র' পড়বে।

[¢La¡hm ¢gLq Bm¡m j¡k¡¢q¢hm B¡Ih¡"B, La Cj¡j Bhc¡ Iqj¡e SkI£ ও ফতোয়া-ই আলমগীরী ও দুররে মুখতার কৃত ইমাম আ'লা উদ্দীন হাসকফী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি CaÉ¡¢cz]

✍ jq¡Çjc S¡j¡m EŸ£e

j¢luj eNI, I¡‰e£u¡, Q–NË

ؠ fËnÀ আমি মসজিদের ইমাম। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়াই। একদিন শুধু একজন মুসল্লী ছিল। জামা'আতের সময় হয়েছে, তখন ঐ মুসল্লীকে ইক্বামত দিতে বললাম। মুসল্লী বলল, আমি ইক্বামত দিতে জানি না। এ অবস্থায় শরীয়তের হুকুম কি? জানালে EfLa qhz

📖Eš¡I x ইক্বামত দিতে জানে এমন কেউ না থাকলে ইমাম নিজেই ইক্বামত দিয়ে নামায পড়াবেন। তাতে কোন অসুবিধা নেই।

ؠ fËnÀ মাগরিবের নামাযের সময় ইমামতি করতে দাঁড়ালাম। এ সময় একজন মুসল্লীও ছিল না। এ অবস্থায় আমি কি ক্বিরআত উচ্চস্বরে পড়ব না নিম্নস্বরে পড়ব? জানালে উপকৃত হব।

📖Eš¡I x ইমাম সাহেব একাকী ফরয নামায শুরু করলে যে সব নামাযের জামাতে ক্বিরআত উচ্চস্বরে পড়া ওয়াজিব, সে সব নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে বা নিম্নস্বরে উভয়ভাবে ক্বিরআত পড়তে পারবে। এতে কোন অসুবিধা নাই। তবে ইমাম ফরয নামায শুরু LI¡I পর যদি কোন মুসল্লী উক্ত ইমামের সাথে ওই নামাযে শরীক হয় তখন ইমাম ক্বিIBa উচ্চ স্বরে পড়বে। [IŸm jqa¡I J ¢q¢cu¡ CaÉ¡¢c]

✍ jq¡Çjc n¡M¡Ju¡a ýp¡Ce

g¢LI¡qV, c¢rZ p¢mj fI, p£a¡L™

ؠ fËnÀ ওযূ' করে নির্জনে একা সতর খুললে ওযূ' আবার করতে হবে কি না?

📖Eš¡I x ওযূ' করার পর অসতর্ক অবস্থায় সতর খুলে গেলে ওযূ' ভেঙ্গে যাবে e¡z তবে বিনা কারণে ও বিনা প্রয়োজনে সতর যেন না খুলে সে দিকে লক্ষ্য ও সজাN c¢ø রাখা প্রত্যেক ঈমানদার নর-নারীর একান্ত কর্তব্য।

✍ কাজী মুহাম্মদ সাজেদুল হক

সেক্টর-৫, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা

ؠ fËnÀ আমরা জানি যে, ফজরের ফরয নামাযের পর সূর্যোদয়ের প্রায় ২০মিনিট সময় পর্যন্ত কোন নামায পড়া নিষেধ। উক্ত সময়ে ফরয আদায়ের পরপরই কোন মৃতের জানাযা পড়া জায়েয হবে কি? জানালে খুশী হব।

📖Eš¡I x ফজরের নামাযের পর জানাযার নামায পড়া জায়েয। আর সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও দ্বিপ্রহর এ ৩ সময়ে নামায পড়া হারাম। তবে জানাযা বা মৃতের লাশ যদি এ ¢e¢oÜ ওয়াক্তসমূহে নিয়ে আসা হয়, তখন জানাযার নামায পড়ে নিলে মাকরূহ হবে নাz qÉ¡, যদি জানাযা বা মৃতের লাশ পূর্ব থেকে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু দেরি করার দরুe j¡LI¦q ওয়াক্ত এসে গেল, তখন নামাযে জানাযা নিষিদ্ধ সময়ে পড়া মাকরূহ।

[আলমগীরী ও দুররে মুখতার ইত্যাদি]

ؠ fËnÀ কোন নামাযী ব্যক্তির ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল যদি তার স্থান থেকে সরে যায় তাহলে সেই নামাযী ব্যক্তি্র নামায কি না হওয়ার আশঙ্কা থাকে?

📖Eš¡I x সাজদা অবস্থায় উভয় পায়ের যেকোন একটি আঙ্গুলের পেট যমীনের সাথে লাগানো ফরয। আর ফরয আদায় না হওয়া নামাযগুলো অবশ্যই আবার আদায় করতে হবে। উভয় পায়ের দশ আঙ্গুলের পেট যমীনে লাগানো সুন্নাত আর উভয় পাuuI তিন তিনটি আঙ্গুলের পেট যমীনে লাগানো ওয়াজিব। যদি সাজদা অবস্থায় উভয় f¡ kj£e থেকে উঠে যায়, তবে নামায হবে না। এমনকি আঙ্গুলের পেট যমীনে না লাগিয়ে eM যমীনে লাগালেও নামায হবে না। এ বিষয়ে অনেক মুসল্লী গাফেল ও বেখবর ।

[ফতোয়া-ই রেজভিয়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৫৬ কৃত আ'লা হযরত ইমাম শাহ আহমদ ®Ik¡ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢qz]

✍ jq¡Çjc B¢aL Eõ¡q iCu¡

h¡j™¡, L¡c¢V h¡S¡I, Q¡¢ce¡, L¢jõ¡

ؠ fËnÀ বর্তমানে বড় বড় মসজিদে জুমা বা পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়ার সময় মাইক অথবা সাউন্ড বক্স ব্যবহার করে নামায আদায় করা হয়। কিন্তু হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেলে ইমামের আওয়াজ শুনা না গেলে মুক্বতাদীরা কি করবে? হয়তো ইমাম তার নামাk চালিয়ে যাচ্ছে এবং মুক্বতাদীরা কেউ রুকুতে, কেউ সাজদায় আর কেউবা দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমন সময় কী করা উচিত? জানালে উপকৃত হব।

📖Eš¡I x বড় জামা'আতে ইমামের সাথে মুকাব্বির নিযুক্ত করা সুন্নাত। বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে হঠাৎ মাইক বন্ধ হয়ে গেলে যাতে দূরবর্তী মুক্বতাদীর নামায আদায়ে অসুবিধা না হয়, তাই মাইকের সাথে সাথে মুকাব্বির নিযুক্ত করাই শরীয়তের ¢hd¡ez উল্লেখ থাকে যে, বিশেষ প্রয়োজনে বড় জামা'আতে মাইক বা সাউন্ড বক্স ব্যবহার করাতে শরীয়ত মোতাবেক অসুবিধা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে একেবারে ছোট জামা'আতে ইমাম জামা'আতের সময় মাইক বা সাউন্ড বক্স ব্যবহার করবে না।

✍ jq¡Çjc jh¡lL Bm£

q¢lZ¡, fh LmiESje, ®mjq¡N¡s¡

⊘ **f¡Ñ** মসজিদে ফরজ নামাযের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে কিছু মুসল্লীদেরকে দেখা যায়- মাথায় কপালে হাত রেখে পড়ে কালেমা শরীফ, কেউ কেউ রসূলকে স¡m¡a -সালাম দেয়, আর কেউ আস্তাগফিরুল্লাহ্ পড়ে থাকে। তবে কি পড়া ইসলামী বিধানে প্রযোজ্য দয়া করে সঠিক উত্তর জানালে উপকৃত হব।

📖Ešl x ফরয বা সুন্নাত নামাযের সালাম ফেরানোর পর ডান হাত মাথায় রেখে মাথার উপর ফিরানো এবং হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন দু'আ-দুরূদ পড়া সুন্নাতে মÙ¡q¡ î ¡qz যেমন- হাদীস শরীফে হযরত আনাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে,

كَـانَ الـنَّبِيُّ ﷺ اِذَا صَلّٰى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهٖ مَسَحَ بِيَمِيْنِهٖ عَلٰى رَأْسِهٖ وَقَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَالرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ اذْهَبْ عَنِّى الْهَمَّ وَالْحُزْنَ۔

অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন নামায সম্পন্ন করতেন তখন X¡e হাত শির মুবারকের উপর ফিরাতেন এবং বলতেন- বিসমিল্লা-হিল্ লাযী- লা- ইম¡-q¡ Cõ¡- ýu¡l lqj¡-el lq£-jz Bõ¡-ýÇj¡kq¡h "B¢œm q¡Çj¡ Ju¡m ýke¡z pal¡w, ফরয বা সুন্নাত ইত্যাদি নামাযের পর এ উপরিউক্ত দু'আ বা কালেমা-ই শাহাদাa J দরূদ-সালাম পাঠ করা সুন্নাতে মুস্তাহাব্বাহ্ ও বরকতময়।

⊘ **f¡Ñ** লাউড স্পিকারে নামায পড়া জায়েয আছে কিনা এ বিষয়ে জানানোর জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।

📖Ešl x জামা'আতের জন্য বিশেষ প্রয়োজনে লাউড স্পিকার ব্যবহার করাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে লাউড স্পিকারের সাথে সাথে মুসল্লিদের মধ্যে যোগÉ hÉ¢š² মুকাব্বির হবেন। কারণ, বড় জামা'আতে মুকাব্বির নিযুক্ত করা সুন্নাত। লাউড স্পিকারের কারণে যাতে সুন্নাতের উপর আমল বাদ পড়ে না যায় সেদিকে অবশ্যই সুদৃষ্টি রাখবে। তবে যদি ছোট্ট জামা'আতে শেষ কাতার পর্যন্ত ইমামের আওয়াজ সহজে পৌঁছে, Hje ছোট জামা'আতে লাউড স্পিকার ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। বরং ছোট জামা'আc ¢he¡ প্রয়োজনে মাইক বা লাউড স্পিকার ব্যবহার করা অনর্থক ও অনুচিত। এটাই বর্তj¡b মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ ইসলামী স্কলার ও ফিক্বহ্‌বিদগণের চূড়ান্ত অভিমত। উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ মনীষীগণের অভিমতকে তোয়াক্কা না করে বড় জামা'আতে বিশেষ প্রয়োজনে লাউড স্পিকারের ব্যবহারকে কুফরী ও বেঈমানী বলে বই-পুস্তক লেখ¡ h¡ f¢œL¡u ¢h '¡fe fÐe LI¡ ®N¡s¡j£, f¡Nm¡j£ J jMa¡l e¡j¡¿Iz H hÉ¡পারে

⊘ **f¡Ñ** নামাযে জামা'আতের সম্পূর্ণ রাক'আত ধরতে পারিনি। ইমাম সাহেব Wvb w`‡K সালাম ফিরানোর c‡i উঠে যাওয়ার কথাও আমার স্মরণে নেই। এখন উক্ত নামায আদায় হবে কি? নাকি পুণরায় পড়ে নিতে হবে? জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

📖Ešl x যার কিছু নামায ছুটে গেছে ইমাম m‡ne সালাম ফিরানোর সাথে সাথেই সে সালাম না ফিরিয়ে উঠে ছুটে যাওয়া নামায আদায় করে সালাম ফিরিয়ে না¡j¡k ®no করবে। যদি ইচ্ছা করে ইমামের সাথে সালাম ফিরিয়ে নেয়, তবে তার নামায ফাসেদ (ভঙ্গ) হয়ে যাবে। হ্যাঁ যদি ভুলবশত ইমামের সাথে সালাম ফিরায় নামাযের ৈhWL পরিবর্তনের পূর্বেই যদি তার স্মরণ হয় তবে দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট নামায পড়ে সাহু p¡Sc¡ দিবে। যদি বৈঠক পরিবর্তনের পর স্মরণ হয়, তবে পুরো নামায নতুনভাবে আদায় করতে হবে। -[দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার]

✍ ¢jS¡el lqj¡e

মুকুল নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ

⊘ **f¡Ñ** স্থানীয় ইমাম ও আলেমগণের কাছে শুনেছি আসর ও মাগরিবের নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে কোন নামায নাই। তাহিয়্যাতুল ওজূ ও দুখূলুল মসজিদ নামাযের আমলকারী ব্যক্তি কি আসর-মাগরিব'র মধ্যবর্তী সময়ে তাহিয়্যাতুল ওজূ ও দুখূmm মসজিদের নামায আদায় করতে পারবেন?

📖Ešl x আসরের ফরজ নামযের পর এবং সূর্যাস্তের পর থেকে মাগরিবের ফরয নামাযের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন নফল নামায পড়া অধিকাংশ হানাফী ইমামের মতে মাকরূহে তাহরীমা। সুতরাং ওই সময়ে তাহিয়্যাতুল ওজূ ও দুখূলুল্ মসজিদ পড়া যাবে না। তবে কাযা নামায পড়া যাবে। [ফতোয়া-ই হিন্দিয়া, দুররে মুখতার ও শরহে বেকায়া ইত্যাদির 'সালাত' অধÉ¡uz]

⊘ **f¡Ñ** জুমু'আর খোতবা প্রদানকালে লাঠি ব্যবহার করা জায়েয কিনা?

📖Ešl x খোতবাহ্ প্রদানকালে ইমামের লাঠি নেয়া জায়েয হওয়া সম্পর্কে আলিম ও মুফতীগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কতেক আলিম এটাকে উত্তম ও সুন্নাত বলেছেনz আর কেউ কেউ এটাকে মাকরূহ বলেছেন। যখন মাকরূহ এবং মুস্তাহাব নিয়ে মতপ¡bLÉ রয়েছে তখন করা, না করা উভয়টাই ইখতিয়ার রয়েছে। ফাতোয়া-ই আলমগীরীতে উল্লেখ আছে-

ويـكـره ان يـخـطب متكئًا على قوس او عصا كذا فى الخلاصة وهٰكذا فى المحيط ۔ جـ۱،صـ۱٤۸

অর্থাৎ ''কামান অথবা লাঠির উপর ঠেস লাগিয়ে খোতবাহ্ প্রদান করা মাকরূqz খোলাসাতুল্ ফাত্ওয়া ও মুহীত গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।''

-[Bmj¡N£l£, 1j M™, 148 fù¡]

তবে হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহ্‌লভী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি a¡l রচিত 'মাদারিজুন্ নুবূয়্যত' গ্রন্থে এ বিষয়ে 'উলামা-ই কিরামের ইখতিলাফ J ja¡¯eLÉ উল্লেখ করার পর জুমু'আ ও ঈদের নামাযে খোত্বা প্রদানের সময় লাঠি হাতে ®M¡ah¡q

প্রদান করাকে উত্তম বলে রায় দিয়েছেন। সুতরাং এ মাসআলায় জোর জবরদস্তি না LI¡C শ্রেয়। সুতরাং কোন খতীব খোত্বাহ্র সময় লাঠি হাতে নিলে নিষেধ করা যাবেনা। আর কেউ না নিলে লাঠি নেওয়ার জন্য বাধ্যও করা যাবে না। [gv`‡iRb beq¨Z]

✧ f‑DÀ জুমার মসজিদের ইমাম হওয়ার জন্য কি কি শর্ত এবং ইমামের কতটুকু কোরআন, হাদীস, ইজমা ও ক্বিয়াসের ইল্ম থাকা প্রয়োজন? দলীলসহ জানালে EfLa qhz

📖Ešl x ইমামের জন্য শর্ত: ১. মুসলমান হওয়া, ২. বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন হওয়া, ৩. fÐhuú qJu¡, 4. fl¦o qJu¡, 5. fÐh¡å e¡ qJu¡, 6. e¡j¡k öÜ qu ja প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও বিশুদ্ধ কোরআন পাঠে সক্ষম হওয়া। এ ছয়টি শর্ত অপরিহার্য। বিশেষত জুমু'আর নামাযে আরবিতে খোতবাহ্ প্রদান করা শর্ত (ফরজ)। তাই জj"Bl ইমামকে কমপক্ষে আরবিতে বিশুদ্ধ খোত্বাহ্ পাঠে সক্ষম হতে হবে।

[দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ইমামত অধ্যায় ইত্যাদি।]

✍ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ কাদেরী

f¡¢enl, ®n¡m¡h¡¢s, pl¡Cm, h¡Þ¡Zh¡¢su¡

✧ f‑DÀ লাঠি নিয়ে খোতবা দেওয়ার ব্যাপারে কিছু সংখ্যক আলেমের ফতোয়ার কারণে আমাদের সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে। এটা অবসানের জন্য সঠিক প্রম¡Z¡c পেশ করে দলিলসহ প্রকাশ করলে আমরা ধন্য হব।

📖Ešl x জুমার খোতবা দেওয়ার সময় লাঠি নেওয়ার ব্যাপারে কোন কোন ফক্বীহ্ মাকরূহ বলেছেন। যেমন ফতওয়ায়ে আলমগীরী, শামী ও আল্ বাহরুর রায়েক গ্রন্থকারগণ। আবার কোন কোন ফক্বীহ্ এটা নেওয়া জায়েয এমনকি সুন্নাত-মুস্¹¡q¡hJ বলেছেন। যেমন, পাক-ভারত উপমহাদেশের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আবদুল হক মুহাদ্দিp দেহলভী লিখিত 'মাদারিজুন্নবূয়ত' গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। জুমার খোতবার সময় লাঠি নেওয়া উত্তম বলেছেন। তবে এখন কথা হল এ ব্যাপারে অযথা বিবাদে লিপ্ত না হওয়ার পরামর্শ রইল। আর খতীব সাহেব যদি বৃদ্ধ বা দুর্বল হয়ে পড়েন তখন খোতবা প্রদানকালে লাঠি ব্যবহার করাতে কোন প্রকারের অসুবিধা নাই। Ma¢h যদি যুবক হয় তবে ইচ্ছা করলে লাঠি নিতেও পারেন অথবা বর্জনও করতে পারেনz HV¡ ®L¡e BLÅ¡Na j¡pBm¡ eu, hlw gl"D h¡ SkD j¡pBm¡z m¡¢W ®eJu¡ J e¡ নেওয়া উভয় প্রকারের মতামত রয়েছে ফুক্বাহা-ই কেরামের মধ্যে। তাই এ বিষu TNs¡ থেকে বিরত থাকাই নিরাপদ ও উত্তম।

✍ jq¡¢jc Sq¡l EŸ¡e

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া, চট্টগ্রাম

✧ f‑DÀ জুমার খোতবা দেয়ার সময় দ্বিতীয় মিম্বরে দাঁড়িয়ে খোতবা দেওয়া কি সুন্নাa না ওয়াজিব জানালে উপকৃত হব।

📖Ešl x জুমার দু'খোতবা দেওয়া ও শুনা ওয়াজিব। তবে জুমার খোতবা দেওয়ার সময় ইমাম সাহেব মিম্বরে দাঁড়িয়ে খোতবা প্রদান করা সুন্নাত। যেহেতু তা রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত। আর wg¤‡ii Z‡K দাঁড়িয়ে ®M¡ah¡ ®cJu¡ Ešj J i¡mz

✍ N¡S£ Bqjc Bm£ q¡l¦e

Ju¡l¦L, n¡ql¡¢Ù, Q¡cfl

✧ f‑DÀ জুমা এবং পাঞ্জেগানা মসজিদের আযান হাদীস শরীফ ও বিভিন্ন ফিক্হ'র কিতাবে দেখতে পাই, ''মসজিদের বাইরে উঁচু জায়গায় আযান দেওয়া সুন্নাত-ই মু'আক্কাদা।'' এখন প্রশ্ন হল- এ আযানটি মসজিদের বাইরে বাম পাশে না ডান পাশে দিতে হবে। প্রমাণসহ উত্তর প্রদান করলে কৃতজ্ঞ হব।

📖Ešl x পাঞ্জেগানা নামাযের জন্য এবং জুমার নামাযের জন্য প্রথম আযান উঁচুস্থানে দেওয়া মুস্তাহাব। যাতে মসজিদে চারপাশের লোকালয়ে আযানের শব্দ পৌঁছে য¡uz মসজিদের বাইরে ডান পাশে বা বাম পাশে কোন দিকে আযান দিতে হবে এ ব্যাপারে শরীয়তের কোন সুনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। যেহেতু আযানের ধ্বনি সকলের কানে পৌঁছানোই মূল উদ্দেশ্য; যাতে আযান শুনে মুসল্লীরা জামা'আতে হাজির হতে পারে। সে জন্য মসজিদের যেদিকে লোকালয় বেশি সেদিকেই আযান দেওয়া উত্তম। আর আযানের মdÉ "q¡CuÉ¡ "Bm¡p p¡m¡a Hhw q¡CuÉ¡ Bm¡m g¡m¡q ' hm¡l pju X¡e J h¡j দিকে মুখ ফিরানোও মুস্তাহাব। যাতে মসজিদের ডান ও বাম পাশের লোকেরা আযানের ধ্বনি শুনতে পান। তবে কোন অসুবিধা না হলে মসজিদের ডান পাশেই আযান দেওয়া উত্তম। [¢La¡hm ¢gLq "Bm¡m j¡k¡¢q¢hm BIh¡"B CaÉ¡¢cz]

✍ জাহাঙ্গীর হোসেন

¢p C ¢f ®SV, Q¬N‰

✧ f‑DÀ নামাযে সূরা মিলাতে গিয়ে কিছু অংশ পড়ার পর ভুলে গেলে করণীয় কি? এবং আয়াত সম্পর্কে কোন জ্ঞান বা স্মরণ না হলে করণীয় কী? সূরা ফাতিহার পl বিসমিল্লাহ্ পড়ে অন্য সূরা বা আয়াত পড়া যাবে কিনা? সূরা মিলানোর ব্যাপারে সহজভাবে লিখলে কৃতজ্ঞ হব।

📖Ešlx নামাযে সূরা মিলাতে গিয়ে কিছু অংশ পড়ার পর ভুলে গেলে দেখতে হবে

বড় এক আয়াত পরিমাণ বা ছোট তিন আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত হয়েছে কিনা। যদি H পরিমাণ হয় তাহলে রুকূ-সাজদা করে নামায আদায় করে নিবে। অন্যথায় অন্য এLV¡ সূরা বা ক্বিরআত দিয়ে নামায আদায় করে নিবে।

উল্লেখ্য, সূরা ফাতিহার পর বিসমিল্লাহ্ পড়ে অন্য সূরা পড়া যাবে; বরং কোন ®L¡e ফক্বীহ সূরা ফাতেহার পর অন্য সূরা আরম্ভ করার পূর্বে চুপেচুপে বিসমিল্লাহ্ fs¡ jÙ¡q¡h বলেছেন। সূরা মিলানোর ব্যাপারে মুসল্লীর জন্য যে সূরা সবচেয়ে সহজ এবং i¡m jMÙ আছে সেটাই পড়া উত্তম।

[শরহে বেকায়া, ওমদাতুর রেয়ায়া নামাযে ক্বিরআত অধ্যায়, গময়ু উয়ূনিল বাp¡Cl La Cj¡j ýj¡ z qie¡gz Hhw BqL¡jm ®L¡l Be 1j M™ La Cj¡j Bh hLl Sippip qie¡gz Ca£¡¢cz]

✍ jq¡¢jc Bmz Bqjc

p¡Š¡¢lu¡ j¡cl¡p¡, ¢nmL, l¡‰¢eu¡

⊕ fÐnÀ বসে নামায পড়লে যদি নামায শুদ্ধ হয়, তাহলে দাঁড়িয়ে ও বসে নামায পড়ার মধ্যে পার্থক্য কি? কিছু লোক দেখা যায় তারা নফল নামায বসে বসে পড়ছে। উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন।

📖Eš l x সক্ষমতা থাকা অবস্থায় ফরজ ও ওয়াজিব নামায বসে পড়া নাজায়েয। যেহেতু 'দাঁড়ানো' নামাযের একটি রুকন। তবে সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নফল নামায বসে পড়ার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু নামায বসে পড়ার সাওয়াব দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সাওয়াবের অর্ধেক।

✍ সূফী মুহাম্মদ মুরশেদ আহমদ খন্দকার

Cl¡u¡Ce, BEf¡s¡, m¡Lp¡j, L¢jõ¡

⊕ fÐnÀ ওজূ করার সময় প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধৌত করতে হয় ভুলক্রমে একটি হাত দু'বার ধৌত করলে ওজূর শেষ পর্যায়ে খেয়াল হলে পুনরায় শুধুমাত্র ওই q¡aV¡ আরেকবার ধৌত করলে চলবে, না আবার সম্পূর্ণ ওজূ করতে হবে? জানালে কৃতজ্ঞ qhz

📖Eš l x ওজূতে প্রতিটি অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করা সুন্নাত। সুতরাং কেউ ভুলক্রমে যদি কোন অঙ্গ দু'বার ধৌত করে তবে তার ওজূ পূর্ণ হয়ে যাবে। তাকে পুনরায় ওজূ করতে হবেনা।

✍ jq¡¢jc Bhcm S¡î¡l

মেমোরী কম্পিউটার, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

⊕ fÐnÀ এক আলিম জুমার খোতবা প্রদানকালে বলেছেন, 'দাঁড়ি ইসলামের নিদর্শন নয়, পাগড়ী ইসলামের নিদর্শন নয়।' ইসলামের দৃষ্টিতে এমন উক্তি ও এমন আলিম সম্পর্কে বিস্তারিত জানিয়ে উপকৃত করবেন।

📖Eš l x অবশ্যই দাঁড়ি ইসলামের নিদর্শন ও মহানবীর প্রিয় সুন্নাতের অন্যতম। পুরুষের সৌন্দর্য বর্ধনকারী। আল্লাহ্‌র রসূলের আদেশ- 'তোমরা দাঁড়ি লম্বা Ll ®N¡g ছোট কর।' তাই দাঁড়ি গজানোর পর থেকে শেভ না করে দাঁড়ি রেখে দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিবের পর্যায়ভুক্ত। আর পাগড়ী পড়াও সুন্নাতে যাইদাহ্। পাগড়ী পড়ার মধ্যে অনেক ফজীলত রয়েছে। পাগড়ীবিহীন নামাযের চেয়ে পাগড়ীসহ নামাযে সত্তরগুণ ¢hn£ p¡Ju¡h f¡Ju¡ k¡u; k¡ q¡c£p nl£g à¡l¡ fÐ¢Zaz pal¡w c¡¢s J f¡Ns£ Ahn£C ইসলামের নিদর্শন। যে আলেম অজ্ঞতাবশত: প্রশ্নে উল্লেখিত কথা বলেছে সে এ মাসআলা জেনে যেন সংশোধন হয়ে যায়, তাহলে তার পেছনে নামায পড়া যাবে Ae£b¡u তার পেছনে নামায পড়া জায়েয হবে না এবং তার ঈমান ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

⊕ fÐnÀ যোহর-আসর ব্যতীত ফজর, মাগরিব, ইশা ও জুমু'আর নামাযের জামা'আতে উচ্চ কণ্ঠে ক্বিরআত পড়া হয় এর কারণ কি পরিস্কারভাবে ব্যাখ্যা দিলে Mn£ qhz

📖Eš l x যেহেতু পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ হওয়ার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরূপ আদায় করেছেন। তাই তাঁর অনুসরণে আমরাও H নিয়মে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে থাকি। আর আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কোরআনে নির্দেশ দিয়েছেন- ''প্রিয় রসূল তোমাদের নিকট যা নিয়ে এসেছেন, তোমরা তা গ্রহZ Ll Hhw যা থেকে নিষেধ করেছে, তোমরা তা হতে বিরত থাক।'' তাই পবিত্র কোরআনের আলোকে প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অনুসরণ করা আমাদের Efl Af¢lqikz a¡R¡s¡, kMe f¢hœ jLL¡u e¡j¡k glk qu, aMe j,¡l f¢lবেশ f¢lস্থিতি মুসলমানদের অনুকূলে ছিলনা। মক্কার কাফিররা মুসলমানদের নামায এমন¢L ক্বিরআত পড়তে দেখলেও তাঁদের উপর অত্যাচার করত এবং দিনের বেলায় কাফেরcl আনাগোনা বেশি ছিল বিধায় দিনের বেলায় নামায তথা যোহর ও আসরের ক্বিরBa আস্তে আস্তে পড়া হত তাদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। আর ভোর বেলা Hhw রাতের বেলা যেহেতু কাফেরদের চলাফেরা কম থাকত। তাই এ সময় ক্বিরআত উচ্চস্বরে পড়া হত। অবশ্য এ বিষয়ে হযরত রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র অনুসরণই আসল উদ্দেশ্য।

⊕ fÐnÀ নামাযে ক্বিরআত'র মধ্যে কিংবা দুরূদ শরীফে যখন 'মুহাম্মদ' শব্দ পড়ে কেউ যদি দুরূদ শরীফ পড়ে ফেলে, তাহলে নামায হবে কি?

📖Eš l x নামাযের মধ্যে ক্বিরআত বা তাশাহ্হুদ পাঠ করার সময় 'মুহাম্মদ' শব্দ আসলে উচ্চস্বরে দুরূদ পাঠ করবেনা। তদ্রূপ নামায অবস্থায় ক্বিরআতে মহান আল্লাহ্‌l পবিত্র নাম মুবারক 'আল্লাহ্' শ্রবণ করে 'জাল্লাজালালুহূ' উচ্চস্বরে পড়বে না, নিম্নস্বরে পড়বে। তবে উচ্চারণ না করে মনে মনে পড়লে নামাযের ক্ষতি হবে না।

⊕ fÐnÀ বুখারী শরীফে নাকি আছে যে, নামাযে রত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াত

করা বড় গুনাহ্। এর ভয়াবহতা যদি কেউ জানত তাহলে নাকি কেয়ামত পর্যন্ত নামাযে রত ব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করলে বাদda qhz

EšI x নামাযীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা বড় গুনাহ্। প্রশ্নে উল্লিখিত বিশুদ্ধ হাদীসটাই এর প্রমাণ। অতিক্রমকারী গুনাহ্গার হবে তবে নামাযীর নামাযে কো¡e ¢hOÀ ঘটবে না। নামাযীর সামনে যদি সুতরা (প্রতিবন্ধক) অর্থাৎ এমন বস্তু, যা দ্বা।¡ e¡j¡k£l সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়; নামাযীকে আড়ালকারী এরকম প্রতিবন্ধকের সামনে দিয়ে অতিক্রম করতে কোন অসুবিধা নেই; কিন্তু সরাসরি নামাযীর সাজদার জায়গা ও সামনে দিয়ে যাওয়া যাবেনা। সাজদার জায়গা বলতে ফুক্বাহা-ই কেরামের পরিভাষায়- e¡j¡k£ দাঁড়ানো অবস্থায় সাজদার স্থানের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে যতদূর পর্যন্ত তা¡l c¢ø (fÐ তিন কাতার) প্রসারিত হয়, ওইটুকুই সাজদার জায়গা; এতটুকু স্থান বাদ দিu e¡j¡k£l সামনে দিয়ে যাতায়াত করা যাবে।

jq¡Çjc BmjN£l ýp¡Ce

fcu¡, l¡‰¢eu¡, Q–NË

fÐnÀ ইমাম সাহেব যখন ফরজ নামায শেষ করেন, তখন মুক্তাদীদের কী পড়া উচিত? আস্তাগফিরুল্লাহ্ পড়লে কি অসুবিধা আছে?

EšI x ফরজ নামাযের সমাপ্তিতে বিভিন্ন যিক্‌র- আয্‌কার ও দু'আর কথা হাদীস শরীফ ও ফতোয়ার কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। যে সমস্ত ফরজের পর সুন্নাতে মুয়াক্কা¡c¡q আছে সেখানে সংক্ষিপ্ত যিক্‌র ও দু'আ পাঠ করে সুন্নাত আদায়ে রত হবে লম্বা, যিLl h¡ ওয়াযিফা পড়া থেকে বিরত থাকবে নতুবা নামায মাকরূহ হবে। আর যে ফরজের fl সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নেই সেখানে নামাযীর ইচ্ছা অনুযায়ী যেকোন যিক্‌র, ওয়¡¢kg¡ J c"B পাঠ করা যাবে। বর্ণনায় ফরজের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ফালাক্ব ও সূরা না¡p, 33h¡l সুবহানাল্লাহ্, ৩৩বার আলহামদু লিল্লাহ্ ও ৩৪বার আল্লাহু আকবার পড়ে কালেমা-H তাওহীদ ও ইস্তিগফারের কথাও বর্ণিত হয়েছে। কেউ যদি ফরজের পর ইস্তিগফার h¡ কলেমায়ে তাওহীদ ও দুরূদ পাঠ করে তাও শুদ্ধ হবে। কেননা এসব যিক্‌রের অন্তi Š²z

®nM j¡qhhm Bmj

কলেজ রোড, চকবাজার, চট্টগ্রাম

fÐnÀ ইক্বামতের কোন্ বাক্য উচ্চারণের পর জামা'আতে দাঁড়াতে হবে? কাতার সোজা করার পর বসে আবার কখন দাঁড়াতে হবে? শরীয়ত মুতাবেক ব্যাখ্যা করূm deÉ qhz

EšI x ইক্বামত দাঁড়ানো অবস্থায় শুনা মাকরূহ। ফুক্বাহা-ই কেরামের বর্ণনানুযা¡u£ যদি জামা'আতের জন্য ইক্বামত শুরু হওয়া অবস্থায় যদি কেউ মসজিদে আসে, তাহলে সে যেখানে থাকে সেখানে বসে যাবে। তারপর যখন মুয়াজ্জিন حَـيَّ عَـلَـى الْفَلَاحِবলবে তখনই দাঁড়াবে। একইভাবে যারা মসজিদে অবস্থানরত আছে, তারাও বসে থাকবে। kMe

মুয়াজ্জিনের ইক্বামতে حَـيَّ عَـلَـى الْفَلَاحِতে পৌঁছবে তখন মুসল্লীগণ দাঁড়াবে। এ হুকুম ইমামের জন্যও। ইক্বামত শুরু হওয়ার সাথে সাথে দাঁড়িয়ে যাওয়া সুন্নাতে রসূm J সাহাবা-ই কেরামের আমলের পরিপন্থি। এ বিষয়ে সকলের সজাগ ও সতর্কদৃষ্টি কা¡jÉz

মুহাম্মদ মুবারক হোসেন সিদ্দীক

nÐNl, j¡p£N"

fÐnÀ নামাযের নিয়্যত মুখে বলা আবশ্যক নয়, কিন্তু ঢাকার ঐতিহাসিক পাটুয়াটুলি জামে মসজিদের খতীব আল্লামা মুহাম্মদ আবদুর রব চিশতী বলেন, নামাযে মুখে ¢euÉa করতে হয়। কিন্তু যখন ইমাম রুকূ'তে চলে যায় আর নিয়্যত করলে যদি ওই রাক"Ba না পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তখন নিয়্যত না করে শুধু 'আল্লাহু আকবার' বলে নামাযে শরীক হবে। উত্তরটি দলীলসহকারে জানাবেন।

EšI x 'নিয়্যাত' শব্দটি আরবী। যার শাব্দিক অর্থ অন্তরের পাকাপোক্ত ইচ্ছা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং শরীয়তের পরিভাষায় কোন কাজ করার ক্ষেত্রে অন্তরের দৃঢ় ইচ্ছাকে ¢euÉa বলে। ওই নিয়্যতে অন্তরের ইচ্ছাটায় গ্রহণযোগ্য, যদিও নিয়্যতের শব্দ মুখে উচ্Q¡lZ Ll¡ অধিকাংশ ফুক্বাহা-ই কেরামের মতে জায়েয। যেমন- অন্তরে ইচ্ছা হল যোহরের e¡j¡k পড়ছি এবং মুখে উচ্চারণ করা হল নামাযে আসর তবে এ ক্ষেত্রে অন্তরের ইচ্ছাটাই চূড়ান্ত। অন্তরের ইচ্ছার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মৌখিক নিয়্যত বা উচ্চারণ করা jÙ¡q¡hz আর ইমাম রুকূ'তে চলে যাওয়া অবস্থায় আগত মুসল্লী অন্তরে নিয়্যত করতঃ তাকবীরে তাহরীমা মৌখিক উচ্চারণ করে রুকূ'তে ইমামের সাথে শামিল হয়ে যাবে। কেee¡ অন্তরের নিয়্যত হল ফরজ এটা কোন অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া যাবেনা। কিন্তু সময়েl স্বল্পতার কারণে মৌখিক নিয়্যত করা যা মুস্তাহাব হিসেবে বিবেচিত তা ছেড়ে দিলে Ap¤hd¡ ®eCz

fÐnÀ শুনেছি বা'দাল জুমু'আহ্'র পর চার রাক্'আত আখেরী যোহর পড়া ওয়াজিব। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা আদায় করেনা। তা ওয়াজিব হওয়ার কারণ দলীল সহকারে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন।

EšI x জুমু'আর নামাযে দু'রাক্'আত ফরজের পর চার রাক্'আত বা'দাল জুমু'আ আদায় করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ্ বা ওয়াজিবের নিকটবর্তী; যা অবশ্যই পড়তে হবে বিশেষ কোন ওযর ছাড়া ছেড়ে দেয়া গুনাহ্, তা নিয়ে কারো দ্বিমত নেই। ¢L¿ºa¡l পর কত রাক্'আত পড়তে হবে তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে উত্তম অভিমত হল জুমু'আর দু'রাক্'আত ফরজ ও চার রাক্'আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা আদায়ের পর c'l¡L"Ba pæ¡am Ju¡LÅ paL¡jmL Bc¡u Ll¡z Cj¡j Bh CFpg Iqj¡aõ¡q আলায়হি এ দু'রাক্'আতকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা হিসেবে গণ্য করেছেন। আর কোন Cj¡j এ দু'রাক্'আতকে নফল বা সুন্নাতে যায়েদা হিসেবে গণ্য করেছেন। আর কোন ¢L¡e

ইমাম বা'দাল জুমু'আ অর্থাৎ চার রাক্'আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদার পর চার রাক"Ba আখেরী যোহর পড়ার কথাও বলেছেন সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্য এবং এ চার রাক্'Ba আখেরী যোহরকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বা ওয়াজিবের কাছাকাছি বলেও মত প্রকাশ করেছেন। তবে কিতাবুল আশবাহ্ ওয়ান্ নাযাইর'র গ্রন্থকার ইমাম ইবনে নুজাCj Bm মিসরী আল্ হানাফী সুন্নাতে মুয়াক্কাদার বিবরণ দিতে গিয়ে জুমু'আর নামাযে Sj"Bl দু'রাক্'আত ফরজের আগে (অর্থাৎ খোতবার পূর্বের) চার রাক্'আত এবং দু'র¡L"Ba ফরজের পর চার রাক্'আতের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন-

وَفِي صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ اَرْبَع قَبْلَهَا وَاَرْبَع بعَدهَا

অর্থাৎ নামাযে জুমু'আয় জুমু'আর ফরজের পূর্বে চার রাক্'আত ও ফরজের পরে Q¡l রাক্'আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

✍ jq¡¢jc S¡j¡m EŸ¡e
j¢lujeNl, l¡‰¢eu¡

❖ **fÐnÀ** আমি এক জায়গায় বেড়াতে গিয়ে দেখেছি মুয়াজ্জিন এক হাতে কান ধরে অন্যহাত ছেড়ে দিয়ে আযান দিচ্ছে। এভাবে আযান দেয়া যাবে কিনা জানালে উপLa qhz

📖**Eš l x** মুয়াজ্জিনের আযান দেওয়ার মুহূর্তে নিজের উভয় কানের ভিতরে আঙ্গুলি দেওয়া মুস্তাহাব ও উত্তম। আর যদি উভয় হাতকে কানের উপর রাখে তাও ভাল। ckje হিদায়া কিতাবে উল্লেখ আছে-

الافضل للمؤذّن ان يجعل اصبعيه فى اذنيه بذٰلک امر النبى عليه الصلوٰة والسلام بلالا ولانهٗ ابلغ فى الاعلام وجاز وضع يديه ايضا

অর্থাৎ মুয়াজ্জিনের জন্য আযানের মুহূর্তে নিজের উভয় কানে আঙ্গুলি রাখা উত্তমz ®Lee¡ এভাবে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হজরত বেলাল রদ্বিয়াল্লাহু আনহুেL নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ পদ্ধতিতেই আহ্বান (আওয়াজ) বড় হয়। আবার উভয় হাতকে কানে রাখাও বৈধ। আর যদি কেউ এক হাত বা উভয় হাতকে ছেড়ে দিয়ে আযান দেu, তাও আদায় হয়ে যাবে। তবে তা خِلَافِ اَوْلٰى h¡ Eš j a¢lL¡ek¡u£ qme¡z

❖ **fÐnÀ** জনৈক ইমাম সাহেব নামাযে জানাযায় তিন তাকবীর বলে সালাম ফিরিয়ে ফেলল। নামায শেষে সবাই এ নিয়ে আলোচনা করছে। দ্বিতীয় বার জানাযার নাম¡k পড়ানো হলনা। মাইয়্যেতকে দাফন করা হল। তিন তাকবীরের সাথে জানাযার নাj¡k পড়ালে হবে কি? জানালে উপকৃত হব

📖**Eš l x** নামাযে জানাযায় ৪ তাকবীর বলা ফরজ। কেননা চার তাকবীর হল নামাযে জানাযার রুকন। রুকন বলা হয় এমন বিধানকে যা ছাড়া কোন বস্তু শুÜ que¡z

যেমন- পঞ্জেগানা নামাযের জন্য রুকু-সাজদা। হেদায়া কিতাবের হাশিয়াতে উõM আছে-

لوترک تکبيرةً من التكبيرات فسدت صلوٰته كما لوترک ركعة من الظهر

অর্থাৎ যদি জানাযায় তাকবীরসমূহ থেকে একটি তাকবীরও ছেড়ে দেওয়া হয়, তch l নামাযে জানাযা ভেঙ্গে যাবে। যেমনি কোন ব্যক্তি যোহরের চার রাক্'আত থেকে এক রাক্'আত ছেড়ে দিলে ঐ নামায নষ্ট হয়ে যায়।
অতএব কোন ইমাম তিন তাকবীরে নামাযে জানাযা আদায় করলে ঐ নামাযে জানাk¡ আদায় হবে না। তাই ঐ নামাযে জানাযা পুণরায় পড়তে হবে।

✍ jq¡¢jc jeSl¦m Cpm¡j
Lcmf l, l¡ES¡e, Q–N¤

❖ **fÐnÀ** আমরা প্রায় দেখে থাকি, অনেক নামায শিক্ষার বইয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমু'আর নামাযের নিয়্যত ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণনা দেওয়া আছে। প্রশ্ন হল, কোরBe h¡ হাদীসে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুমু'আর নামাযের নিয়্যত কি রকম বর্ণনা দেওয়া আছে, তা বর্ণনা করলে আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকব।

📖**Eš l x** ¢eu¡a Blh£ në, k¡l n¡¢ëL Ab A¿রের সঙ্কল্প। শরীয়তের পরিভাষায় দৃঢ় ইচ্ছাকে নিয়্যত বলে। সুতরাং কেউ যদি মনে মনে নিয়্যত করে মুখে শুধু আল্লাহু আকবর বলে তবে নিয়্যত হয়ে যাবে। জিহ্বায় বা মুখে নিয়্যতের উচ্চারZ Ll¡ মুস্তাহাব এবং মৌখিক উচ্চারণে আরবী হওয়া আবশ্যকীয় নয়, বাংলা বা অন্য যেকোন ভাষায় হলেও চলবে; অবশ্য আরবী ভাষায় উত্তম। অতএব কোন ওয়াক্তের কি নামাk তা দৃঢ়ভাবে অন্তরে থাকলে জিহ্বার উচ্চারণে ভিন্ন হলেও কোন অসুবিধা নেই।
সুতরাং নিয়্যত নিয়ে এত ঝামেলা বা পেরেশানীর অবকাশ নেই। শরীয়ত তথা ফিLq¡Ü একেবারে সহজ করে দিয়েছে। [wKZvej Avkevn Iqbvhv‡qi KZ. Bgvg Be‡b bRvBb Avj nvbvdx in.]

✍ jq¡¢jc jDe EŸ¡e
hs¢cO£l f¡s, Q–N¤

❖ **fÐnÀ** অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাতেল ইমামের পেছনে নামায পড়তে হয়। প্রশ্ন হচ্ছে- এ নামায কি আদায় হবে নাকি পুনরায় আদায় করে নিতে হবে?

📖**Eš l x** বাতেল আকিদা সম্পন্ন ইমামের পেছনে জেনে শুনে নামায পড়লে গুনাহ্গার হবে। পড়লে পরবর্তীতে ঐ নামায পুনরায় অবশ্যই আদায় করে দিতে হবে। ফতহুল কদীর শরহে হিদায়া কিতাবে ইমাম কামালুদ্দীন ইবনে হুম্মাম হানাফী Iqj¡aõ¡q Bm¡u¢q, Cj¡j-C B'kj qkla Bh q¡¢eg¡, Cj¡j Bh CFpg J ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান শাইবানী রহমাতুল্লাহি আলায়হিম এ তিনজন মহান ইমামের বরাতে উল্লেখ করেছেন

لَاتَجُوْزُ الصَّلٰوةُ خَلْفَ اَهْلِ الْهَوَآءِ

(বদ-দ্বীন তথা বদমাযহাবীর পেছনে নামায বৈধ নয়)

B'm¡ qkla Cj¡j n¡q Bqjc ®lk¡ M¡e ®hÐDi£ lqj¡aõ¡¢q a¡"Bm¡ Bm¡u¢q 'ফতোয়ায়ে রেজভিয়া'র ৩য় খণ্ডে উল্লেখ করেছেন, ''ওহাবী তথা বাতিল আকীদা pÇf æ ইমামের পেছনে নামায বাতেল। ওই নামায মোটেই আদায় হবে না।''

অতএব সুন্নী ইমাম পাওয়া না গেলে নামায একাকী পড়বে। কোন ওহাবী, মওদূদ£, খারেজী আকীদা সম্পন্ন ইমামের পেছনে নামায পড়া থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। e¡ জেনে কোন বাতিল ইমামের পেছনে নামায আদায় করার পর পরবর্তীতে তার বদ আকীদা সম্পর্কে জ্ঞাত হলে অবশ্যই উক্ত নামায পুনরায় পড়ে নিবে।

[ফতহুল কদীর ও ফতোয়ায়ে রেজভিয়া]

✍N¡k£ Bqjc ng£

¢h¢h lq¡V, g¢VLR¢s

� fÐnÀ আমাদের মসজিদে আজ হতে প্রায় ৭/৮ বছর পর্যন্ত একজন মুয়াজ্জিন থাকেন। তিনি কোরআন শরীফ পড়তে জানেন এবং কয়েকটি সূরাও মুখস্ত জানেন। ¢L¿º তার প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া নাই। আর ঘড়িতে ক'টা বাজে তাও চিনেনা, কানেও Lj শুনেন। তিনি নামায আদায় করার সময় সাজদায় গেলে মাটিতে তার কপাল লাগায় ¢L¿º নাক লাগান না এবং সাজদায় তার পা একটা তুলে ফেলে, কোন সময় উভয় পা মাটিতে লাগান না। তার ইমামতিতে মুক্তাদীদের নামায আদায় হবে কিনা জানাতে অনুরোধ lCmz

📖Eš l x যে ব্যক্তি ক্বিরআত শুদ্ধ করে পড়তে জানেনা, রুকূ'-সাজদাহ্ ঠিকভাবে আদায় করতে জানেনা, নামাযের নিয়ম-কানূন সম্পর্কে অজ্ঞ, তার জন্য নামাযে ইj¡j¢a করা হারাম ও গুনাহ্। আর তার পেছনে জেনে-শুনে ইক্বতিদা করাও গুনাহ্ এবং HV¡ মূলত নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরয ইবাদতকে হালকা ও তুচ্ছ মনে করার নামান্তর, যা কোন প্রকৃত ঈমানদারের জন্য কল্পনাও করা যায়না। আরো উল্লেখÉ ®k, নামাযের সাজদা অবস্থায় উভয় পায়ের দশটি আঙ্গুলের পেট যমীনে লাগানো সুন্ন¡a Bl উভয় পায়ের তিন আঙ্গুলের পেট যমীনে লাগানো ওয়াজিব আর একটি করে আঙ্গুলির পেট যমীনে লাগানো শর্ত ও ফরজ। যদি একটি আঙ্গুলের পেটও না লাগে এবং উভu f¡ সাজদা অবস্থায় যমীন হতে আলগা হয়ে যায় তাহলে নামায ফাসিদ বা নষ্ট হয়ে যাবে। উক্ত নামায পুনরায় আদায় করতে হবে। অথচ এ ব্যাপারে অনেক ইমাম এবং মুসল্ল£ উদাসীন। এতটুকু জরুরী মাসআলা যে জানেনা তার জন্য ইমামতী করা এবং তার পেছনে নামায আদায় করা মারাত্মক অপরাধ ও গুনাহ্। এ বিষয়ে রদ্দুল মুখতার J ফতোয়ায়ে রজভিয়ায় বিস্তারিত বর্ণিত রয়েছে।

� fÐnÀ নামাযে রুকূ'-সাজদার তাসবীহ একবার পড়লে আদায় হয়ে যাবে? আমরা তো তিনবার পড়ি। দয়া করে বুঝিয়ে বলবেন।

📖Eš l x রুকূ'-সাজদায় কমপক্ষে একবার তাসবীহ সুবহানা রব্বিয়াল

B'm¡/সুবহানা রব্বিয়াল আযীম পাঠ করার সময় পরিমাণ অপেক্ষা করা ওয়াজিব। ৩বার করে তাসবীহ পাঠ করা সুন্নাত। ৩বারের কম হলে সুন্নাত আদায় হবে না। আর ৫ব¡l করে পাঠ করা মুস্তাহাব। সুতরাং ওয়াজিব ও সুন্নাত সবধরনের হুকুম পালন কর¡l Se£ ৫বার করে তাসবীহ পাঠ করা উত্তম ও অনেক সাওয়াবের কাজ।

✍jq¡Çjc n¡qel ✍jq¡Çjc p¡cj¡e p¡¢je

ØVÉ¡ä ®l¡X, h¡wm¡ h¡S¡l, Q¾NË¡j

� fÐnÀ আমাদের এলাকায় দু'টি জামে মসজিদ ও একটি ইবাদতখানা আছে। এখানে যারা ইমামের দায়িত্বে আছেন তারা প্রায় সময় নামাযের ওয়াজিব বিশেষ করে সাজদার ওয়াজিব (যমীনের সাথে আঙ্গুলের পেট লাগানো) তরক করেন। আমি যতটL জানি, ওয়াজিব আদায় না হলে নামায হবেনা। এ ক্ষেত্রে উক্ত ইমামদের নামায ca¡ হবেনা, এখন এ পরিস্থিতিতে তাঁদের পেছনে জামা'আত পড়া যাবে কিনা? পড়লে মুক্তাদীর নামায হবে কিনা? উল্লেখ্য, আমার জানা মতে তাঁদের পায়ে কোন pjpÉ¡ ®eCz

📖Eš l x যেসকল ইমাম রুকূ'-সাজদাহ্ এবং নামাযের আরকান-আহকাম সম্পর্কে অবগত নয়, এমনভাবে রুকূ'-সাজদাহ্ করে যা শুদ্ধ হয় না -এ ধরনের ইমামের n¡j¡kJ আদায় হবেনা তার পেছনে মুক্তাদীদের নামাযও আদায় হবেনা। তাই ইমাম-খতীh নিয়োগ করার সময় উপযুক্ত সুন্নী আলিম দ্বারা আক্বীদা-আমল যাচাই- বাচাই কl নিয়োগদান করা বাঞ্চনীয়। এ বিষয়ে মাসিক তরজুমান জমাদিউল আউওয়াল ১৪২৮ হিজরি (মে-জুন '০৭) সংখ্যার প্রশ্নোত্তর বিভাগে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। নিম্নে আরো কিছু বর্ণনা প্রদত্ত হল: ফতোয়ায়ে রেজভিয়ার বর্ণনানুসারে ইমামতি শুদ্ধ qJu¡l জন্য ইমাম সাহেব সুন্নী, সঠিক আক্বীদা সম্পন্ন, বিশুদ্ধ ক্বিরআত পাঠকারী, মাসাআলা-মাসাইল, তাহারাত ও নামায সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হওয়া এবং তন্মধ্যে এমন মন্দ বিষয় না থাকা জরুরী যা দ্বারা মুসল্লীগণ তাকে ঘৃণা করবে। উল্লেখিa ...Z¡hm£ একজন ইমামের জন্য অপরিহার্য। সুতরাং যে ব্যক্তি রুকূ'-সাজদাহ্ সঠিকভাবে Bc¡u করতে জানেনা, তার জন্য নামাযের ইমামতী করা হারাম ও গুনাহ্। আর তার পেছনে জেনেশুনে ইক্বতিদা করাও গুনাহ্ এবং এটা মূলত নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ একV ইবাদতকে হালকা ও তুচ্ছ করার নামান্তর যা কুফরীর দিকে নিয়ে যায় এবং এমe Bjm কোন ঈমানদারের নিকট থেকে কল্পনাও করা যায়না। উল্লেখ্য যে, নামাযের সাজc¡ অবস্থায় উভয় পায়ের দশটি আঙ্গুলের পেট যমীনে লাগানো সুন্নাত, আর উভয় পাu l তিন আঙ্গুলের পেট যমীনে লাগানো ওয়াজিব। আর একটি আঙ্গুলের পেট যমীনের সাথে লাগানো শর্ত ও ফরজ। যদি সাজদাহ্ আদায়কালে উভয় পায়ের অন্তত তিনটি আঙ্গুলের পেট যমীনের যুক্ত না থাকে, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে এবং উক্ত নামায অhnÉC

পুনরায় আদায় করতে হবে। অথচ এ ব্যাপারে অনেক ইমাম ও মুসল্লী উদাসীন। এaVL জরুরী মাসআলা যে জানেনা, তার জন্য ইমামতী করা এবং তার পেছনে ইক্তিদা Ll¡ j¡l¡aL ...e¡qz -[ফতোয়ায়ে রেজভিয়া ও রদ্দুল মুহতার]

fËnÀ নামাযরত অবস্থায় শরীরের কোন অংশ চুলকালে কোন হাত ব্যবহার করা যাবে এবং ক'বার?

Eš¹x নামাযরত অবস্থায় এক রুকনের মধ্যে তিনবার চুলকালে নামায নষ্ট হবে। নামাযের রুকন বলতে নামাযের ফরজসমূহকে বুঝানো হয়। নামাযের ফরজসমূহে চুলকানোর জন্য উভয় হাতের অবস্থান থেকে এক হাতকে আপন জায়গা থেকে তিনব¡l পৃথক করলে উক্ত নামায নষ্ট হবে। আর যদি বিনা কারণে একবার চুলকানো হয় তবে নামায মাকরূহ হবে। বিশেষ প্রয়োজনে এক রুকনের ২/১ বার চুলকালে মাকরূহ হবে না। কোন কারণে চুলকাতে হলে উভয় হাত দিয়ে চুলকাবে না; কেননা তা আমলে কসীরের পর্যায়ভুক্ত হয়ে যায় এবং নামায নষ্ট হয়ে যাবে। দাঁড়ানো অবস্থায় চুলকালে ডান হাত দিয়ে চুলকাবে এবং বাম হাতকে স্থির রাখবে। কেননা নামাযে দাঁড়ানো AhÙ¡u h¡j হাত ডান হাতের জন্য বুনিয়াদ বা ভিত্তিস্বরূপ। আর নামাযের অন্যান্য অবস্থাসমূহে বিশেষ কারণে যে হাতে চুলকানো সুবিধাজনক সে হাত দিয়েই ১/২বার চুলকাবে। এক রুকনে তার বেশি চুলকাবে না। নামায বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আল্লাহ্ আর বান্দার মাঝে সাক্ষাতের নাম নামায। সুতরাং আদব-কায়দা আন্তরিকতা, মহব্বত, মনোযোগ, নম্রত¡, ভদ্রতা, তথা ভয়প্রযুক্ত শ্রদ্ধা, একাগ্রতা একান্ত অপরিহার্য। এ বিষয়ে সকল নাম¡k£l pS¡N J paLÑa¡ ®eq¡ua SI¦I£z

jq¡¢j¦c c£¢e ýp¡Ce M¡e

অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ

fËnÀ নামাযের বৈঠকে তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পড়ার সময় অনেককেই দেখা যায় হাত মুষ্টিবদ্ধ করে শাহাদাত আঙ্গুল একটু উপরে তোলে, ঠিক যেন ইশারা ক¡l মত। আবার আযান ও ইক্বামতের সময় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র e¡j উচ্চারিত হলে দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি চোখে-মুখে লাগায়। এ সম্পর্কে জানতে চাইলে কেউ কেউ বলে- এটা ঠিক আছে, আবার কেউ বলে- এটা ভুল। তাই কোরআন-হাদীসের আলোকে এ কাজদু'টি শরীয়তসম্মত কিনা আলোকপাত করলে ধন্য হব।

Eš¹ x নামাযের বৈঠকে তাশাহ্হুদ তথা আত্তাহিয়্যাতু পাঠকালে 'আশ্হাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উচ্চারণের সময় ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলি উপরের দিকে উঠিয়ে মহান আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি ইশারা করা বৈধ ও সুন্নাত। যেমন- 'বাহারে শরীয়ত'র সুন্নাত অধ্যায়ে উল্লেখ আছে যে, শাহাদাত পর ইশারা করনা অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু পাঠকালে আশ্হাদু আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' উচ্চারণ কালে আঙ্গুল দ্ব¡l¡

Cn¡l¡ Ll¡ p¤æ¡azjq¡eh£ p¡õ¡õ¡ý B¢m¡C¢q Ju¡p¡õ¡j'l e¡j jh¡lL nЦe¡L¡ বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করে উভয় চোখে লাগানো প্রসঙ্গ:

Bk¡e, CL¡Ja J Aeÿ pju ýkl Ll£j p¡õ¡õ¡ý B¢m¡C¢q Ju¡p¡õ¡j'l e¡j jh¡lL শ্রবণকালে নিজের উভয় বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করে চক্ষুদ্বয়ে লাগানো মুস্তাহাব। বরং qkla Bcj B¢m¡C¢qp p¡m¡j, ¢pŸ£LÀ BLhl I¢àu¡õ¡ý Beý J Cj¡j q¡p¡e রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সুন্নাত ও বরকতময় আমল এবং চার মাযহাবের ফুক্বাহা-ই কের¡j J ওলামা-ই এযামের ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে এটা মুস্তাহাব। একে নাজায়েয ও হারাম hm¡ মূর্খতা ও নবীবিদ্বেষেরই পরিচায়ক। এটাতে দ্বীনী ও দুনিয়াবী অনেক উপকার রয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফ, সাহাবায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের আমল রয়েছে এবং প্রত্যেক জায়গায় রসূলপ্রেমিকগণ যুগযুগ ধরে এটাকে উত্তম আমল জেনে আমল করে আসছেন। 'সালাতে মাসউদী' কিতাবে উল্লেখ আছে-

رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ مَنْ سَمِعَ اِسْمِیْ فِی الْاَذَانِ وَوَضَعَ اِبْهَامَیْهِ عَلٰی عَیْنَیْهِ فَاَنَا طَالِبُهٗ فِیْ صُفُوْفِ الْقِیَامَةِ وَقَائِدُهٗ اَلَی الْجَنَّةِ

অর্থাৎ "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, যে আমার নাম আযানে শুনল এবং উভয়বৃদ্ধাঙ্গুলি (চুম্বন করে) চক্ষুদ্বয়ে রাখল, তবে আমি তাকে কিয়ামতের ময়দানে কাতারসমূহে তালাশ করব এবং বেহেশ্তের দিকে নিয়ে যাব।"

ফতোয়ায়ে শামীর ১ম খণ্ড আযান অধ্যায়ে উল্লেখ আছে-

يستحب ان يقال عند سماع الاولى من الشهادة ﴿صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ﴾ وعندالثانيةعنها ﴿قُرَّةُ عَيْنِىْ بِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ﴾ ثم يقول ﴿اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ﴾ بعد وضع ظفرى الابهامين على العينين فانه عليه السلام يكون قائدا له الى الجنة كذا فى كنز العباد وفى الفتاوى الصوفية الخ

অর্থাৎ আযানে প্রথম আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূ-লুল্লা-হ্ শুনাকালে শ্রবণকারী "p¡õ¡õ¡-ý B¢m¡L¡ Cu¡- Ip-m¡õ¡-q' Hhw ¢àa£u Bnq¡c B¢æ¡ jq¡¢j¡c¡l রসূ-লুল্লা-হ্ শ্রবণকালে 'কুররাতু 'আইনী- বিকা ইয়া- রসূ-লাল্লা-হ্' অতঃপরে বলবে 'আল্লাহুম্মা মাত্তি'নী বিস্সাম'ই ওয়াল্ বাসার' বলে উভয় চোখের উপর বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বয়ের নখ রাখা মুস্তাহাব। যে কারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাকে বেহেশ্তের দিকে নিয়ে যাবেন। -[কানযুল ইবাদ ও ফতোয়ায়ে সূফিয়া]

উল্লিখিত বর্ণনা দ্বারা বুঝা গেল, এটা শরীয়তসম্মত এবং অনেক কল্যাণকর। সুতর¡w একে অবৈধ বলা একেবারে মূর্খতা। যার ফলে রসূলবিদ্বেষীদের কাতারে জায়গা qJu¡l Bn¯¡ ®h¢nz

✍ jq¢hõ¡q ¢pŸ¢LÅ

B¢mu¡ j¡cl¡p¡, QLh¡S¡l, L¢jõ¡

✧ f¡DÀ জুমু'আর দিন অনেকে মসজিদে খোতবার সময় মসজিদ উন্নয়নের জন্য টাকা তোলা হয়। এ সময় টাকা তোলা কি সমীচীন? তা জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

📖Eš l x জুমু'আহ্ শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হল সাতটি। তন্মধ্যে একটি হল খোতবা। ওই খোতবা ছাড়া জুমু'আহ্ আদৌ হবে না এবং খোতবাহ্‌র মধ্যেও রয়েছে কিR na¡hm£, ¢LR p≈¡a J jÙ¡q¡hz cC ®M¡ah¡ f¡W LI¡ qm p≈¡a Hhw E f¢Ùa মুসল্লীদের জন্য উভয় খোতবা নীরবে শ্রবণ করা ওয়াজিব। তাই খোতবা এভাবে শুনতে হবে, যেন শ্রোতাদের মনোযোগ শুধুমাত্র খোতবার দিকেই ধাবিত nq Hhw Ae£ ®L¡e কাজে ও কথার দিকে মনোনিবেশ করে খোতবা শ্রবণ থেকে বিমুখ না হয়। আর ®k pjÙ মুসল্লী ইমাম থেকে দূরে হওয়ার কারণে খোতবার আওয়াজ শুনতে না পায়, তাদেl Se£J Qf b¡L¡ Ju¡¢Shz -[cll¡m jMa¡l J lŸm jqa¡l]

মদীনা শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক মসজিদ ক্বায়েমের মুহূর্ত থেকে যুগ যুগ ধরে মুসলিম শাসকগণ রাষ্ট্রপরিচালনা করেছিলেন, ধর্মীয় বিষয়গুলো তাঁদের তত্ত্বাবধানে পরিচালনা হত। তাঁরা ধর্মের প্রচার ও প্রসারে মসজিদ, j¡cl¡p¡q J জনহীতকর প্রতিষ্ঠানসমূহ কায়েম করতেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো তাঁদের সার্বিL ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হত। তাই জনগণের আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হত না। ¢L¿º পরবর্তী পর্যায়ে যখন বিশেষত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ, মাদরাসাহ্ ইত্যাদি রাষ্ট্রনায়কদের ধর্মবিমুখতার কারণে রাষ্ট্রকর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে না, তখন ধর্মের ধারক-বাহL q,¡e£ ওলামা-ই কেরামের কেউ কেউ মসজিদের সুষ্ঠু পরিচালনার নিমিত্তে প্রথম খোতব¡l সমাপ্তির পর দ্বিতীয় খোতবার সময় ফিক্বহ্ শাস্ত্রের অন্যতম ধারাالضرورة تبيح المحظورات (অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজনীয়তা হারামকে মুবাহ্ বা হালাল করে দেয়) এর ভিত্তিতে মসজিদের স্বার্থে চাঁদা বা টাকা নেয়া যাবে মর্মে মত প্রকাশ করেছেন এবং সাথে সাথে হক্কানী ওলামা-ই কেরাম এটাও বলেছেন যে, টাকা উত্তোলনের কার্যাদি নীরবে p¿f≈ করবে। স্বীয় মনোযোগ ও খেয়ালকে খোতবা শ্রবণে নিবিষ্ট রাখবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে ও মসজিদের উন্নতীর স্বার্থে খোতবার সময় টাকা গ্রহণের সময় অবশ্যই ®L¡e প্রকারের কথাবার্তা যেন না হয়, সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখবে।

আবার ফক্বীহ্গণের মধ্যে কেউ কেউ খোতবা শুনার মধ্যে বিঘ্নতা ও ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণে উক্ত সময়ে চাঁদা গ্রহণ করা নিষেধ করেছেন। সুতরাং যে সব মসজিদে অর্থ সম্fc J ফান্ড ভাল, সেসব মসজিদে জুমু'আর খোতবার সময় টাকা গ্রহণ করবে না। এটাই ®nÐ ও উত্তমপন্থা। আর যেসব মসজিদ অর্থ-সম্পদ ও ফান্ডের দিক দিয়ে নেহায়েত গরীব J অসহায় সেসব মসজিদে বিশেষ প্রয়োজনে জুমু'আর খোতবার সময় মসজিদের স্বা¢b টাকা সংগ্রহ করবে। তবে যেন খোতবা শ্রবণে সামান্যতমও ব্যাঘাত না হয়, নতh¡ গুনাহ্গার হবে।

✍মুহাম্মদ আনোয়ার হোসেন মুরাদ

°hmam£ ®l¡X, f¢Vu¡, Q–NË

✧ f¡DÀ আমি একজন কিশোর। আমি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আত সহ আদায় করি। প্রায় এক বছর আগে থেকে একটি সমস্যায় ভুগছি; তা হল আমার ঘন Oe বায়ু আসে। ওজূ করার সময় নামাযের মধ্যে এবং ফজরের পর কোরআন তিলাওয়া¢al সময়েও এ বায়ুবেগ বেড়ে যায়। এ তিন সময় ছাড়া অন্য কোন সময়ে বায়ু তেমনV¡ ®hl হয় না। তাই এ অবস্থা থেকে আমি কিভাবে রেহাই পাব, জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

📖Eš l x এটা একটি শারীরিক ব্যাধি বা অসুস্থতা। সুতরাং একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ রইল। আর যদি এ ধরনের রোগ চিকিৎসা দ্ব¡l¡ ভাল না হয়, তবে প্রতি ওয়াক্তের জন্য নতুন ওজূ করবে। উক্ত ওজূ দিয়ে সে ওয়াক্তের নামায-কলেমা ও কোরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি করতে পারবে মা'যূর হিসেবে। Ae£ ওয়াক্তের জন্য পুনরায় ওজূ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের রোগ-ব্যধি থেকে সকলকে আরোগ্য দান করুন।

✍ jq¡¿jc Cpl¡g£m ýp¡Ce

l¡‰¢eu¡, Q–NË

✧ f¡DÀ যদি বায়ুরোগে আক্রান্ত রোগী দৈনিক পাঁচবার ওজূ' করলে নামায আদায় হয়। তাহলে যে কোন ওয়াক্বতে পাঁচবার ওজূ' করে নামায আদায় করলে হবে ¢Le¡? নাকি ওজূ' ওয়াক্বতের জন্য নির্দিষ্ট? দয়া করে জানাবেন।

📖Eš l x বায়ুরোগে আক্রান্ত রোগীর নামাযের ওজূ' সম্পর্কে শরীয়তের বিধান হল সে প্রতি ওয়াক্বতের নামাযের জন্য নতুন ওজূ' করবে এবং সে ওজূ দিয়ে উক্ত ওয়াক্বতের ফরজ, নফল, ক্বাযা ইত্যাদি আদায় করতে পারবে। ওয়াক্বত চলে গেলে উক্ত ওজূ দিয়ে আর নামায পড়তে পারবে না। প্রত্যেক ওয়াক্বতের জন্য অবশ্য নতুন ওজূ করতে হবে।

✧ f¡DÀ আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব জামা'আতে নামায পড়ার সময় ক্বির্আতের মধ্যে অতিরিক্ত টেনে টেনে তিলাওয়াত করেন -এভাবে তিলাওয়াত করলে কি লাহানে জলী হবে? লাহানে জলীকারী ইমামের পেছনে নামায আদায় করা কি öÜ হবে? জানালে উপকৃত হব।

📖Eš l x নামাযে ক্বির্আতে চার আলিফের স্থলে তিন আলিফ পরিমাণ আর তিন আলিফের স্থলে দু'আলিফ পরিমাণ টানলে অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত এক আলিফ বেশ-কম হলে নামায নষ্ট বা ক্ষতি হবে না; তবে ক্বির্আতের উচ্চারণে লাহানে জলি হলে অথব¡ HL হরফের স্থানে অন্য হরফ উচ্চারণ করলে পবিত্র কোর্আনের অর্থ যদি বিকৃত হয়ে k¡u, তবে নামায নষ্ট হয়ে যাবে এবং গুনাহ্গার হবে। উক্ত নামায পুনরায় আদায় করতে হবে। আর ইমামের নামায নষ্ট হয়ে গেলে মুসল্লীদের নামাযও নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এ ব্যাপারে ইমাম/খতীবগণের সতর্ক দৃষ্টি রাখা অপরিহার্য। [¢qc¡cu¡ J lŸm jqa¡l]

✍ **jq¡Çjc Cjl¡e**

j¢au¡l fm h¡C ®mCe, Q–N¡Ÿ

❖ **f-BÀ** জামা'আত সহকারে সালাতুত্ তাসবীহ্ ও তাহাজ্জুদ নামায পড়া যায় কিনা জানালে ধন্য হব।

📖**EšI x** p¡m¡aa a¡ph£q J a¡q¡‹c EiuV¡ qm egm e¡j¡kz ®L¡lBe শরীফ ও হাদীস শরীফ তথা শরীয়তে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াস¡õ¡j এর মধ্যে অনেক গুরুত্ব ও ফজীলত বিদ্যমান। তাই আল্লাহ্ ও তাঁর হাবীবের নৈকV অর্জনে তা সদা পড়া উচিত। সাধারণত নফল নামায সর্বদা ফরজের মত গুরুত্ব সহকারে আযান-ইক্বামতের সাথে মুসল্লীগণকে জমায়েত করে ঘোষণা করার মাধ্যমে জামা'আতসহ আদায় করা ফুক্বাহা-ই কেরাম মাকরূহ বলেছেন। তবে ঘোষণা করা R¡s¡ সমবেত উপস্থিত কয়েকজন মুসল্লী মিলে কখনো কখনো উক্ত নামাযসমূহ জামা'আতpq আদায় করলে অসুবিধা নাই। অনেক বুযুর্গানে দ্বীন ও প্রখ্যাত আউলিয়া-ই কেরা j বরকতপূর্ণ রজনীসমূহে (রাগাইব (রজবের ১ তারিখ), বরাত, ক্বদর ও দুই ঈদের রাতে) নফল নামায জামা'আত সহকারে আদায় করেছেন মর্মে অনেক বর্ণনা নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে পাওয়া যায়। এগুলো যেহেতু নফল ইবাদত, তাই এ নিয়ে বাড়াবা¢s Ll¡ অনুচিত। গুনিয়াতুত তালেবীন কৃত গাউসুল আ'যম দস্তগীর, তাফসীরে রূহুল বয়¡e, pl¡ ক্বদরের ব্যাখ্যায় এবং দেওয়ানে আযীযে গাযীয়ে দ্বীন ও মিল্লাত আল্লামা সৈয়দ jq¡Çjc আযীযুল হক শেরেবাংলা আলক্বাদেরী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিসহ অনেকেই °hd হওয়ার পক্ষে প্রমাণাদি পেশ করেছেন। সুতরাং এ সব বিষয়ে ফিত্না-ফ্যাসাদ স¢ø Ll¡ সীমা লঙ্ঘন ছাড়া আর কিছু নয়। তবে সর্বদা ফরজ নামাযের মত গুরুত্ব সহকারে egm নামায ও তাহাজ্জুদ ইত্যাদি জামা'আত সহকারে পড়বে না। বৎসরের বিশেষ বিশেo বরকতমণ্ডিত রজনীসমূহে যেমন লায়লাতুর রাগাইব তথা রজবের ১ তারিখ, শবে ব l¡a, শবে ক্বদর ও দুই ঈদের রাতে এশার ফরজ নামায গুরুত্ব সহকারে জামা'আতে আদায়ের পর সালাতুর রাগাইব বা বিশেষ নফল নামাযসমূহ জামা'আত সহকারে আদায় করa Ap¤hd¡ e¡Cz G me bvgvh GKv GKv co‡Z I Amweav bvB|

✍ **jq¡Çjc CFpg ®lSi£**

Ešlpš¡, l¡ES¡e

❖ **f-BÀ** আমার ঘরের পাশে মসজিদ। ইমাম ওহাবী আক্বীদাপন্থী হওয়ায় আমি মসজিদে নামায পড়ি না এবং জুমু'আসহ পাঁচ ওয়াক্বত নামায পার্শ্ববর্তী সমাজের মসজিদে গিয়ে আদায় করি। কিন্তু অনেকে বলে নিজের ঘরের পাশের মসজিদ ছেড়ে অন্য মসজিদে গিয়ে নামায পড়লে হবে না অথবা বলে গুনাহ্গার হবে। এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করলে উপকৃত হব।

📖**EšI x** নামায যেকোন মসজিদে আদায় করলে তা আদায় হয়ে যায়, তবে মহল্লার মসজিদে আদায় করা উত্তম; যদিও মুসল্লীর সংখ্যা স্বল্প হয়। কিন্তু যদি মহõ¡l মসজিদে ঈমান-আক্বীদা পরিপন্থী, ভ্রান্তমতবাদী, যিনাকারী, সুদখোর এবং এমe দোষযুক্ত লোক ইমাম হয়, যার পেছনে ইক্বতিদা করা অবৈধ বা মাকরূহ-ই তাq l£j¡z এমতাবস্থায় নিরুপায় হয়ে অন্য মসজিদের জামা'আতে শরীক হওয়া মুসল্লীর কর্তবz H কর্মের জন্য শরীয়তের কোন নিষেধ নাই, তাই মুসল্লীর গুনাহ্ হবে না। আর যদি jpõ£lV ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয়, যার কথা সমাজের অধিকাংশ লোকেরা এবং মসজিদ কমিটির সদস্যরা মানে বা শুনে তখন উক্ত বদআক্বীদাপন্থী ইমামকে অপসারণের জন্য তিনি কমিটিকে প্রস্তাব করবেন, যাতে সমাজের সকল মুসল্লীদের নামায বরবাদ হওয়া থেকে মুক্তি পায়। তার প্রস্তাব যদি মসজিদ কমিটি বা সমাজের লোকেরা মেনে না ®eu h¡ e¡ শুনে, তখন সে অন্য সুন্নী মসজিদে গিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত এবং জুমা'আর নামায জা j¡"Ba সহাকারে আদায় করবে এবং আল্লাহ্র নিকট দায়মুক্ত হবে। [...¢eu¡ Ca£¢c]

✍ **jq¡Çjc MIn£cm Bmj**

¢c î¡, Bm gS¡Cl¡, Blh B¢jl¡a

❖ **f-BÀ** যোহরের সময় মসজিদে ঢুকে দেখি জামা'আত চলছে, তাই আমিও জামা'আতে শরীক হলাম। (তখন তিন রাক্'আত হয়ে গেছে) ইমাম সাহেব এক রাক্'আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে তাঁদের নামায শেষ করলেন। এখন, আমি বাকি fae রাক্'আত পড়তে কিভাবে সুরা-ক্বিরআত মিলাবো এবং কোন রাক্'আতে তাশাহ্ýc পড়তে বসবো -এ বিষয়ে বিস্তারিত বুঝিয়ে বলবেন।

📖**EšI x** জামা'আতে কয়েক রাক্'আত অতিবাহিত হওয়ার পর মুসল্লী জামা'আতে শরিক হলে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে মাসবুক বলে। শরীয়তে মসবুকের নামাযে I বিধান হল, ইমাম সাহেব নামায শেষে সালাম ফেরানোর পর উক্ত মুসল্লী অবশিø e¡j¡k আদায়ের জন্য দাঁড়াবে এবং যখন নামায শুরু করবে তখন শুরুকৃত নামায তার জeÉ প্রথম রাক্'আত হিসেবে বিবেচিত হবে। তাই উক্ত, রাক্'আতে সূরা ফাতিহার f l AeÉ সূরা মিলাতে হবে। তারপর দেখতে হবে যে, জামা'আতের কোন্ রাক্'আতে সে n¢lL হয়েছে, যদি শেষ রাক্'আতে শামিল হয়, তবে উক্ত রাক্'আতসহ তার জন্য দুই রাক্'আত হবে। তারপরই প্রথম বৈঠকের জন্য তাশাহ্হুদ পড়তে বসবে। এরপর তৃত£u রাক্'আতকে দ্বিতীয় রাক্'আত হিসেবে গণ্য করে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোe pl¡ মিলাবে এবং চতুর্থ রাক্'আতকে তৃতীয় রাক্'আত হিসেবে শুধু সূরা ফাতেহা পড়বে। অতঃপর শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ, দুরূদ শরীফ ও দু'আ মা'সূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবে।

আর যদি ইমাম সাহেবের সাথে পাওয়া রাক্'আতে মাসবুক মুসল্লী সুবহানাকা পড়ে তবে ইমামের সালাম ফিরানোর পর মাসবুক যখন বাকি নামাযের জন্য দাঁড়াবে, তখe pl¡-ক্বিরআতের পূর্বে সুবহানাকা পড়বে।

উপরোক্ত নিয়মেই মাসবুক বাকি নামায আদায় করে নেবে। যেহেতু এ বিষয়ে শরীয়তের ইমাম ও ফক্বীহ্গণ বলেছেন যে, মাসবুক ইমামের সালাম ফেরানোর পর যে রাক'আতগুলি সেই ইমাম সাহেবের সাথে পড়তে পারেনি সে রাক্'আতগুলি আদায় করবে। -শরহে বেকায়া, ওমদাতুর রি'আয়া, দুররে মুখতার ইত্যাদি

f·DÀ যোহরের নামাযের ফরজের পূর্বের চার রাক্'আত সুন্নাত জামা'আত শুরু হওয়ার আগে পড়তে না পারলে কি পরে আদায় করে দিতে হবে, যদি আদায় করতেই হয়, তাহলে কি পরের দু'রাক্'আত সুন্নাত পড়ার পরে পড়বো না কি আগে? জানালে ধন্য হবে।

EšI x যোহরের নামাযের ফরযের পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত হল সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ যা অবশ্যই পড়তে হবে। ইচ্ছাকৃত বাদ দিলে গুনাহ্গার হবে। জামা"Ba öl¦ হওয়ার আগে পড়তে সক্ষম না হলে, জামা'আত শেষ হওয়ার পর দু'রাক্'আত সুন্নাত পড়ার পরই প্রথমের চার রাক্'আত সুন্নাত নামায আদায় করে নেবে। যেহেতু ফরজের পরের দু'রাক্'আত সুন্নাত নামায ফরজ নামাযের সাথেই সম্পৃক্ত। এটাই হল উত্তj a¢IL¡z

ইমাম কামাল উদ্দীন ইবনে হুম্মাম হানাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি একে উত্তম হিসেবে ফাতহুল ক্বদীরে উল্লেখ করেছেন। তবে কেউ যদি ফরজের পর যোহরের দু'রাক্'আa সুন্নাতে মু'আক্কাদা আদায় করে তারপর পূর্বের চার রাক্'আত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ পড়ে তাও জায়েয। -[ফাতহুল ক্বদীর শরহে হেদায়া ইত্যাদি]

jq¡¢jc n¡q¡c¡a ýp¡Ce

®h‰I¡, ®h¡u¡mM¡m£

f·DÀ ইমাম সাহেব যদি দাড়ি ইচ্ছাকৃতভাবে এক মুষ্টির কম রাখেন, তাহলে সে ইমামের পেছনে নামায পড়া হারাম। কিন্তু মুক্বতাদী যদি ইচ্ছাকৃতভাবে দাড়ি না রাখেন বা এক মুষ্টির কম রাখেন তাহলে মুক্বতাদীর নামায হবে কি না জানাতে অনু্I¡d LI¢Rz

EšI x মুক্বতাদী ইচ্ছাকৃতভাবে দাড়ি না রাখলে বা এক মুষ্টির কম রাখলে শরীয়তের দৃষ্টিতে সে গুনাহ্গার হবে। আল্লাহ্র দরবারে খালিস তাওবা করবে। তবে নামাযের জামা'আতে এ রকম ব্যক্তির কারণে অন্যান্য মুক্বতাদীদের নামাযে কে¡e f·D¡I অসুবিধা বা মাকরূহ হবে না। তবে এমন ইমামের পেছনে নামায মাকরূহ-ই তাq¡I£j£, ওই নামায পুনরায় পড়তে হবে। কারণ, ফিক্বহের পরিভাষায় দাড়ি মুণ্ডাbL¡I£ g¡¢pLÅ মু'লান। এমন ফাসিক্বের পেছনে ইক্বতিদা করলে ওই নামায পুনরায় পড়ে দিতে হবে।

jq¡¢jc p¡M¡Ju¡a Eõ¡q

I¡‰¢eu¡, Q–NË

f·DÀ জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের উত্তর দেয়া এবং পরে আযানের দু'আ পড়া কি জায়েয আছে? আমি জনৈক মাওলানাকে বলতে শুনেছি যে, إِذَا قَامَ الْمُؤَذِّن فَلَا صَلٰوة وَلَا كَلَام এ হিসেবে জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের উত্তর দেয়া এবং দু'আ পড়া যাবে না। তিনি বলেছেন এখানে 'قَــــــامَ' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 'ইমাম সাহেব স্বীয় হুজরা হতে মসজিদের দিকে রওয়ানা হওয়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো।' উক্ত সময় থেকে কোন কথ¡ এমনকি আযানের জবাব এবং মুনাজাতও করা যাবে না। উক্ত বক্তব্য কতখানি নির্ভরযোগ্য? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

EšI x জুমু'আ দিবসে মিম্বরে উপবিষ্ট খতীবের সম্মুখে যে আযান দেয়া হয়, এর জবাব দেয়া ও দু'আ পড়া শরীয়ত সম্মত কিনা তা নিম্নে প্রদত্ত হল-

জবাব দেয়ার পদ্ধতি হল দু'টি: এক. মৌখিক উচ্চারণ করে জবাব দেয়া, দুই. ®j±¢ML উচ্চারণ ছাড়া অন্তরের মাধ্যমে জবাব দেয়া। মৌখিক উচ্চারণ করে খুতবার আযানের জবাব দেয়াকে মাকরূহ বলা হয়েছে। যেমন রদ্দুল মুহতারে উল্লেখ আছে اجــابة الاذان حينئذ مكروهة অর্থাৎ আযানের জবাব (খোতবার আযানের) ওই সময়ে মাকরূহ।

দুররুল মুখতারে উল্লেখ আছে ينبغى ان لايجيب بلسانه اتفاقا فى الاذان بين يدى الخطيب অর্থাৎ এর উপর ঐকমত্য যে, খতীবের সামনে †`qv আযানের জবাব মৌখিক ভাবে দিবে না।

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, খতীবের সম্মুখে যে আযান দেয়া হয়, a¡I Sh¡h ও দু'আ মৌখিকভাবে শব্দ করে দেবে না। কিন্তু উল্লিখিত আযানের জবাব ও দু'আ মৌখিকভাবে না হয়ে অর্থাৎ শব্দ না করে চুপিচুপি বা মনে মনে হলে কোন অp¤hd¡ ®eC; বরং অনেকেই জায়েয বলেছেন। যেমন মোল্লা আলী রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিI বর্ণনা ও হানাফী মাযহাবের ফিক্বহের কিতাবসমূহের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে বT¡ k¡uz তদুপরি সাহেবাইন তথা ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি তা'Bm¡ আলায়হিমার মতে ইমাম/খতীব খোতবা প্রদানের জন্য মিম্বরে আরোহনের পর খোah¡ শুরু করার পূর্বে দ্বীনী কথা তথা তাসবীহ-তাহলীল দু'আ-দুরূদ মাকরূহ নয়। তবে কেউ কেউ মাকরূহ বলেছেন। বিশুদ্ধ মত হল মাকরূহ নয়। সুতরাং খোতবার আযানের জh¡h দেয়াও এবং দু'আ-মুনাজাত করাতে খোতবা শুরু করার আগে অসুবিধা নেই। বরw qkIa আমীর মু'আভিয়া রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর আমল দ্বারা জায়েয প্রমাণিত। সহীহ hM¡I£ শরীফ ও নেহায়াতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং দুররুল মুখতার ও রদ্দুল মুহতারে জুমু'আর দ্বিতীয় আযানের জবাব দেয়া ও দু'আ-মুনাজাত করাকে মাকরূহ বলার অর্থ হবে উচ্চস্বরে জবাব দেয়া ও দু'আ করা। চুপিচুপি বা শব্দ না করে খোতবার আযানেI Sh¡h দেয়া ও দু'আ করতে অসুবিধা নেই। -[®qc¡u¡ M‡Ši (B lh£) : q¡¢nu¡ : 154 fù¡]

✍ **jqi¢jc niq Bmj Mie niqe**
L¡S£l f¡Nm¡, ®m±qSw, j¾p£N"

✧ f-DÀ আমার উপর নামায ফরজ হওয়ার পর থেকে অনেক ওয়াক্তের নামায কাজা হয়ে গেছে। এমনকি জুমু'আর নামাযও। এর মধ্যে কতদিনের কত ওয়াক্তের নামায কাজা হয়েছে তা আমার জানা নেই; কিন্তু ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃতভাবেও e¡j¡k কাজা করে ফেলেছি। এখন উক্ত নামাযের আযাব থেকে পরিত্রাণের কোন ব্যবস্থা থাকলে জানিয়ে বাধিত করবেন।

🕮Eš l x বালেগ হওয়ার পর থেকে অর্থাৎ ১২ বৎসর থেকে এ যাবৎ যত বছরের নামায কাজা হয়েছে বিত্‌রসহ দৈনিক ছয় ওয়াক্ত হিসাব করে মাসে (৩০×6) 180 ওয়াক্ত হিসেবে প্রত্যেক ওয়াক্তের ফরয ও বিতরের নামায কাজার নিয়্যতে Bc¡u করবেন। দু'নিয়মে নিয়্যত করতে পারবেন -আমি আমার জীবনের প্রথম ফজরের ফরS নামায অথবা শেষ ফজরের ফরজ নামায ক্বাজা করছি। অন্যান্য ওয়াক্তও এভাবে ¢eu£a করবে। নিষিদ্ধ সময় অর্থাৎ সূর্যোদয়, সূর্য স্থির ও সূর্যাস্ত যাওয়ার সময় বÉa£a AeÉ ph সময় ক্বাজা নামায আদায় করা যায়। আর লজ্জিত হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে বিশুদ্ধ অন্তকরণে তাওবা করবে, গুনাহ্ মাফ চাইবে; আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

✍ **মুহাম্মদ নূরুল করীম তারেক**
Ec¡¢mu¡, L¡¢VIq¡V, q¡Vq¡S¡I£

✧ f-DÀ নামাযে ভুল হলে 'সাজদায়ে সাহূ' দিতে হয়। এ সাজদায়ে সাহূ দেয়ার নিয়j কি ও ক'টি দিতে হয়? ইমামের পেছনে দাঁড়ানো অবস্থায় ভুল হলে 'সাজদায়ে p¡q' দিতে হবে কি? জানালে উপকৃত হব।

🕮Eš l x নামাযের ওয়াজিবসমূহ থেকে ভুলক্রমে কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে অথবা নামাযের কোন রুকন বা ফরযে দেরী হয়ে গেলে এর ক্ষতিপূরণার্থে যে সাজদা Ll¡ qu তাকে শরীয়তের পরিভাষায় সাজদায়ে সাহূ বলে। শরীয়তে সাজদায়ে সাহূর বিধ¡e qm শেষ বৈঠকে 'আত্তাহিয়্যাতু' পাঠ করার পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে দু'টি p¡Sc¡ করবে। অতঃপর আবার তাশাহ্‌হুদ, দুরূদ ও দু'আ মাসূরা পাঠ করে উভয় দিকে p¡m¡j ফিরাবে।

ইমামের পেছনে দাঁড়ানো অবস্থায় ইমামের ভুল ক্রমে কোন ওয়াজিব ছুটে গেলে বা অন্য কোন ব্যতিক্রম হলে ইমামের পাশাপাশি মুক্বতাদীরও সাহূ সাজদা আবশ্যক হবেz Bl যদি ইক্বতিদা অবস্থায় শুধু মুক্বতাদীর ভুল হলে ইমামের ভুল না হলে তবে মLåc£l উপর সাহূ সাজদা আদায় করা ওয়াজিব হবে না।

-[ফতোয়া খানিয়া, শরহে বেকায়া ও কানযুয্ দাক্বাইক্ব সালাত অধ্যায়]

✍ **নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক**
I¡‰¢eu¡

✧ f-DÀ আমার কর্মস্থল সংলগ্ন একটি বাতিল আক্বিদাপন্থী মাদরাসা আছে। এ কারণে আমাকে তাদের ইমামের পেছনে নামায পড়তে হয়, তাদের সভায় বাধ্য হয়ে উপস্a থাকতে হয়, তাদের পরিবেশিত খাবার গ্রহণ করতে হয়। মাঝে-মধ্যে তারা আমার আক্বীদা-বিশ্বাসকে ঠাট্টা করে। এমতাবস্থায় আমার নামায, তাদের পরিবেশিত খ¡h¡l এবং তাদের মাদরাসায় প্রদেয় চাঁদা -এসব কি শুদ্ধ হবে? এ প্রসঙ্গে যথার্থ সমাধান দিয়ে আমাকে কৃতার্থ করবেন।

🕮Eš l x ওহাবী-তবলীগী-মওদূদী তথা ভ্রান্ত মতবাদীদের পেছনে জেনে-শুনে নামায পড়া, তাদের সভা- সমাবেশে উঠা-বসা করা তাদের পরিবেশিত খাবার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভক্ষণ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। কেননা তাদের সংস্পর্শ হল একজন দ্বীনদাl মুমিনের জন্য জীবনসংহারক বিষতুল্য। যদিও তাদের সব কথা গলদ নয়, বরং কিR ¢LR শুদ্ধও বটে, কিন্তু বদমাযহাবীদের থেকে কোরআন-হাদীসের জ্ঞান অর্জন করাও সম্পZ হারাম। যেমন মুসলিম শরীফের একটি হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে انظروا عمن تاخذون دينكم অর্থাৎ "যার থেকে তোমরা নিজেদের দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করছ, তাকে দেখে নাও (সে যেন পথভ্রষ্ট ও বদমাযহাবী না হয়)" বর্ণনায় ইমাম মুহাম্মদ ইবনে p£l£e I¢àu¡õ¡ý a¡"Bm¡ Beýz

অতএব কোন প্রকৃত ঈমানদার যদি কখনো এ সমস্ত বদআক্বীদা পোষণকারীর পেছনে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় নামায পড়ে তা পুনরায় আদায় করে নিবে এবং যথাসম্ভব তাদের থেকে দূরে থাকবে। নতুবা তাদের দলভুক্ত হয়ে বেঈমান হওয়ার আশংকা থাকবে। তবে k¢c একেবারে নিরুপায় হয়ে পড়ে অর্থাৎ প্রাণ বাঁচানোর জন্য যদি তাদের মেলা-মজলিসে যেতেই হয়, তখন জাহেরীভাবে শরীক হবে তবে অন্তরে ঘৃণা প্রকাশ করবে। আর বেঁচে থাকার কৌশল অবলম্বন করবে। আর আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাওবা করবে।

-[মুক্বাদ্দামাহ : সহীহ মুসলিম শরীফ ও ফতোয়ায়ে ফয়যে রসূল ইত্যাদি]

✍ **jqi¢jc °Ruc Bqjc**
Bm gi¡m¡q qiE¢Sw ®p¡p¡C¢V, fh e¡¢pl¡h¡c

✧ f-DÀ আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব ইক্বামতের শুরুতেই মুসল্লীগণকে দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করার আদেশ দেন। এপ্রিল-মে/'০৭ সালে প্রকাশিত মাসিক তরজুমানের ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তরে দেখা যায়- ইক্বামত দাঁড়ানো অবস্থায় শুনা মাকরূহ। ইক্বামতকালে মসজিদে প্রবেশ করা মুসল্লীকে স্বস্থানে বসে যাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। ইক্বামত প্রদানকালে দাঁড়ানো সুন্নাতে রসূল ও সাহাবা কেরামের আমলের পরিপন্থী বলা হয়েছে। এ ইমাম সাহেব নিয়মিত তরজুমান পড়েন। ইক্বামতের শুরুতে আর 'হাইয়্যা আলাল

ফালাহ’-তে পৌঁছার পর দাঁড়ানোর বিষয়টি ক্বোরআন-হাদীসের আলোকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

📖Eš¦ x নামাযের জামা‘আতের ইক্বামত প্রদানকালে ইমাম সাহেব ও মুক্বতাদী সবাই বসে থাকবে। এমনকি ইক্বামত প্রদানকালে কেউ প্রবেশ করলে সেও বসে যাবে। কারণ ইক্বামতকালে ইমাম ও মুক্বতাদীর দাঁড়িয়ে থাকা মাকরূহ। তাই সবাই বসে বসে ইক্বামতের মৌখিক জবাব দেবে। তারপর যখন মুআয্যিন হাইয়া আলাস্ সালাত বলবে তখন দাঁড়ানোর জন্য সবাই প্রস্তুত হবে। যখন ‘হাইয়া আলাল ফালাহ’ বলবে, aMe সবাই দাঁড়িয়ে নামাযের জন্য কাতার সোজা করে নেবে। এটাই শরীয়তের বিধান J সুন্নাত। আজকাল কিছু মসজিদে দেখা যায়, মুআয্যিনের ইক্বামতের প্রারম্ভে ইমা¡j J মুক্বতাদী সবাই দাঁড়িয়ে যায়, এটা সুন্নাতের বিপরীত। এটা অবশ্যই পরিহার করবে।-আলমগীরী ও শরহে বেকায়া

✪ f‡ÐÀ ইতোপূর্বে প্রকাশিত তরজুমানের প্রশ্নোত্তর বিভাগ হতে জানা যায়- নামাযে দু’পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রেখে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু অনেক jpõ£ দু’পায়ের মাঝখানে দু’পা ছড়ায়ে দাঁড়ান। বিস্তারিত জানানোর জন্য বিনীত অনুরোধ lCmz

📖Eš¦ x নামাযে দু’পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রেখে দাঁড়ানো মুস্তাহাব ও উত্তম। অন্যথায় মুস্তাহাবের খেলাপ হবে। কিন্তু মাকরূহ হবে না। নামায সন্দেহ ছাড়া শুদ্ধ হবে। তবে মুস্তাহাব আমল করার চেষ্টা করবে। -[cll¦m jMa¡l J lŸm jqa¡l]

✪ f‡ÐÀ কোন জুমু‘আর খতীবের বয়স ৪০/৪৫ বছর, কিন্তু এখনও তাঁর মুখে দাঁড়ি গজায়নি। তার পেছনে নামায পড়া জায়েয হবে কি?

📖Eš¦ x দাড়ি হল ইসলামী নিদর্শন। মহান আল্লাহ্‌র বিশেষ নি’মাত। দাড়ি গজালেই এটাকে না মুন্ডিয়ে মুখে ধারণ করা ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত। দাড়ি গজানোর পর এক মুঠি বা চার আঙ্গুলির কম কেটে ছোট করা বা মুন্ডিয়ে ফেলা কবিরা গুনাহ্; H lLj ব্যক্তির পেছনে ইক্বতিদা করা মাকরূহে তাহরীমী এবং ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ইক্বতিদা করে নামায পড়ে থাকলে উক্ত নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব।

আর দাড়ি মূলত না গজালে এ রকম ইমামের পেছনে নামায আদায় করাতে শরীয়তে কোন বাধা নেই। তবে শর্ত হল ইমাম সাহেব বিশুদ্ধ আক্বীদা তথা সুন্নী আক্বীদা pÇf‘ J বিশুদ্ধ ক্বিরআত পাঠকারী হতে হবে।

-[আশি’‘আতুল লুম‘আত কৃত: শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহি a¡"Bm¡ Bm¡u¢q, gaým ক্বদীর শরহে হিদায়া কৃত হযরত ইমাম ইবনুল হুম্মাম রহমাতুল্লাহি তা‘আলা আল¡u¢qz]

✍ jq¡Çjc Cjl¡e
f¡W¡eVm£ ®l¡X, Xhmj¢lw, Q–N¡æ

✪ f‡ÐÀ অনেক মসজিদে দেখা যায় যে, মসজিদের পেশ ইমাম/খতীব জামা‘আত সহকারে সালাতুত্ তাসবীহ ও মাঝে মধ্যে তাহাজ্জুদের নামায পড়ান। তাই আমি H ব্যপারে আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করি- এ ধরনের নামায জামা‘আত সহকারে পড়া যায় কিনা। ইমাম সাহেব বলেন, এসব নামায জামা‘আতের সাথে পড়লে গুনাহ্ হয়। তাই আমার প্রশ্ন- এসব নামায জামা‘আত সহকারে পড়া যাবে কিনা জানালে কৃতার্থ হব।

📖Eš¦ x সালাতুত্ তাসবীহ ও তাহাজ্জুদ উভয়টা হল নফল নামায। শরীয়তে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে এর অনেক গুরুত্ব ও ফজীলত উল্লেখ আছে। সাধারণত নফল নামায সর্বদা ফরজের মত গুরুত্ব সহকারে আযান-ইক্বামতের মাধ্যমে মুসল্লীগণকে সমবেত করে জামা‘আত সহকারে আদায় করাকে ফুক্বাহা-ই কেরাম মাকরূহে তাহরীমা বলেছেন। তবে ঘোষণা করা ছাড়া সমবেত উপস্থিত কয়েকজনে মিলে উক্ত নামাযগুলো কোন কোন সময় জামা‘আতসহ আদায় করলে কোন অসুবিধা নেই। বিস্তারিতভাবে তরজুমান শাওয়াল সংখ্যায় প্রশ্নোত্তর বিভাগে প্রমাণাদিসহ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, দেখার পরামর্শ রইল।

✍ কানিজ ফাতেমা
j¢au¡lfm, f¡W¡eVm£ ®l¡X, Q–N¡æ

✪ f‡ÐÀ মাগরিবের নামায শেষে ছয় রাক‘আত সালাতুল আওয়াবীন, দুই রাক্‘আত হিফযুল ঈমান, কোরআন তিলাওয়াত ও দুরূদ শরীফ ইত্যাদি শেষ করার আরো ¢LRrZ পরে এশার আযান দেয়। প্রশ্ন হল- এ সব আদায় করার পর এশার আযানের অপেক্ষা e¡ করে এশার নামায আদায় করে নেয়া যাবে কি?

📖Eš¦ x ইমাম আ’যম হযরত আবূ হানীফা রহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হির মতে মাগরিবের পর পশ্চিমাকাশে লাল আবরণ ডুবে যাওয়ার পর সাদা রঙের আবরণ দুl£ia হওয়ার পর থেকে এশার নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। অতএব নামাযে এশার ওয়াক্ত হয়ে গেলে মসজিদে এশার আযান না দিলেও নামাযে এশা আদায় করা শুদ্ধ হবে। তবে ওয়াক্ত হওয়া জরুরী। ওয়াকৃত হওয়ার পূর্বে কোন ওয়াক্তের নামায পড়লে তা হবে না। বরং ওয়াক্ত হওয়ার পর সে ওয়াক্তের নামায অবশ্যই পুনরায় আদায় করতে হবে।

✍ jq¡Çjc Bhcõ¡q Bm h¡LÅ
বায়েজিদ, চট্টগ্রাম

✪ f‡ÐÀ নামাযে ক্বওমাহ্ ও জালসাহ্’র বিধান কি? কোন মুসল্লী যদি ক্বওমাহ্ ও

জালসাহ্ ব্যতিরেকে নামায সম্পন্ন করে তাহলে তার নামাযের ফলাফল কি হতে পারে? অনিচ্ছাকৃতভাবে এ দু'টি কিংবা কোন একটি বাদ পড়ে যায়, তবে সালাম ফেরানোর আগে তা স্মরণ হলে সাজদা-ই সাহ্ভ দিতে হবে কিনা? আমাদের দেশের শতকরা 95 জনের মধ্যে এ ধরনের ত্রুটি দেখা যায়। তাদের উদ্দেশ্যে কিছু নসীহত করবেন?

📖**EšI x** রুকু থেকে উঠার পর সোজা হয়ে দাঁড়ানোর নাম শরীয়তের পরিভাষায় কওমাহ্ এবং দু'সাজদার মাঝখানে ভালভাবে বসার নাম জালসাহ্। শরীয়তে Mq¡Ç¡jcÉ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর মধ্যে এর হুকুম হল ওয়াজিব। কেউ যদি ইচ্ছাগতভাবে এগুলো ছেড়ে দেয়, তবে তার নামায হবে না। পুনরায় পড়তে হবেz BI যদি ভুল বশতঃ ছেড়ে দেয় তাহলে সাজদাহ্-এ সাহ্ভ আদায় করা ওয়াজিব হবে। paI¡w সাজ্‌দাহ্-এ সাহ্ভ'র কথা স্মরণ থাকলে সালাম ফিরানোর আগে সাজদাহ্-এ স¡q¡ আদায় করবে। আর ইচ্ছাকৃত জেনে শুনে কওমাহ্ ও জালসাহ্ তরক করলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

◈ **f-DÀ** আমাদের হানাফী মাযহাবের লোকেরা কওমাহ্ ও জালসাহ্র প্রতি উদাসীন বলে শাফে'ঈরা তিরস্কার করে। এ কথা কি সত্য? বই-পুস্তকে পাওয়া যায়, হানাফীদের এ উদাসীনতা দেখে সুলতান মাহমূদ গযনভী নাকি 'হানাফী মাযহাব ছেড়ে দিয়ে শাফে'ঈ মাযহাব গ্রহণ করেছিলেন' -এ কথার বাস্তবতা কি? প্রমাণসহ উত্তর দিলে প্রীত qhz

📖**EšI x** আমাদের হানাফী মাযহাবের লোকেরা কওমাহ্ ও জালসাহ্-এর প্রতি উদাসীন বলে শাফে'ঈরা তিরস্কার করে এবং হানাফীদের উদাসীনতা দেখে সুলতাe মাহমূদ গযনভী হানাফী মাযহাব ছেড়ে দিয়েছেন -এ কথাগুলোর ভিত্তি নেই।

◈ **f-DÀ** নামাযে ইমাম সাহেব যেখানে বসার কথা ছিল, সেখানে না বসে দাঁড়িয়ে যান। এ অবস্থায় মুক্তাদীগণ তাকবীর বলে, ইমাম সাহেবও আবার তাকবীর বলca বলতে বসে গেলেন। প্রশ্ন হল- যেখানে একবার তাকবীর বলার নিয়ম, সেখানে fae h¡I তাকবীর বলা হল। এতে নামাযের অবস্থা কিরূপ হল? বললে উপকৃত হব।

📖**EšI x** ইমাম সাহেব প্রথম বৈঠক বা দ্বিতীয় বৈঠকে ভুল বশত দাঁড়িয়ে গেলে মুক্তাদীদের পক্ষ থেকে 'আল্লাহু আকবার' বলে শুধরিয়ে দিবে এবং ইমাম সাহেবও পুনরায় 'আল্লাহু আকবর' বলে বসলে তখন তাকবীর হয়ে যাওয়াতে কোন অসুবিধা ®eCz তারপর ইমাম সাহেব যথানিয়মে নামায শেষ করে সালাম ফিরানোর আগে সাজ্‌দ¡q-H সাহ্ভ আদায় করলে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে চার বা তিন রাক্'আত বিশিষ্ট নামাযের প্রথম বৈঠকে না বসে ভুলবশতঃ যদি ইমাম সোজা দাঁড়িয়ে যায় বা দাঁড়ানোI ¢eLVhaÑ হয়ে যায়, তখন পেছন থেকে কোন মুক্তাদী 'আল্লাহু আকবার' বলে লুকমা প্রদাe করলেও ইমাম সাহেব বসবে না। পরবর্তীতে সাজদাহ্-এ সাহ্ভ আদায় করবেন। আI দাঁড়ানোর নিকটবর্তী না হলে বসে যাবেন এবং পরবর্তীতে সাজদাহ্-এ সাহ্ভ Bc¡u করবেন। -শরহে বেকায়া এবং ওমরদাতুর রি'আয়া ইত্যাদি

◈ **f-DÀ** মাইকে আযান দেওয়া কিংবা মাইক দিয়ে নামায পড়ানো কি শির্ক? বিস্তারিত কোরআন হাদীসের আলোকে জানালে উপকৃত হব।

📖**EšI x** মাইক দিয়ে আযান দেওয়া, কোরআন তিলাওয়াত করা, ওয়ায-নসীহত করা, দুরূদ-সালাম, মিলাদ -ক্বিয়াম করা, ইবাদত-বন্দেগী ও বিশেষ প্রয়োজনে জুমু'আ-জামা'আত ইত্যাদি আদায় করা বৈধ শরীয়তসম্মত ও সর্বোপরি মুস্তাহ্সান তথা Ešjz ইবাদত-বন্দেগী, আযান ও জুমু'আ জামা'আতে মাইকের ব্যাবহারকে শির্ক বা হ¡I¡j hm¡ A' a¡I f¢IQ¡uL Hhw ¢gae¡-gÉ¡p¡c pªøl e¡j¡¿Iz

লাউড স্পিকার ও মাইক যা বক্তার আওয়াজকে উঁচু করার উদ্দেশে আবিস্কৃত, তা মma আল্লাহ্ তা'আলার এক বড় নি'মাত। যেমন বৈদ্যুতিক পাখা, যা বাতাস অর্জনের SeÉ ব্যবহৃত হয়; তা মহা নি'মাত। কোরআন করীমে উল্লেখ আছে- هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا অর্থাৎ: "আল্লাহ্ তা'আলা এমন সত্তা যিনি তোমাদের উপকারের জন্য যমীনের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।" আরো এরশাদ হয়েছে-

وَسَخَّرَلَكُمْ مَافِى السَّمٰوَاتِ وَمَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا

অর্থাৎ: "আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবগুলোকে মহান আল্লাহ্ তোমাদের SeÉ বশীভূত করে দিয়েছেন।"

অতঃপর উল্লিখিত দু'আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বস্তুর ব্যবহারে শরঈ নিষেধাজ্ঞা অবতীর্ণ হবেনা ততক্ষণ পর্যন্ত তা q¡m¡m J জায়েয হিসেবেই বিবেচিত হবে। যেমন আবূ দাঊদ শরীফে উল্লেখ আছে বিশিষ্ট সাহ¡hÉ হযরত সালমান ফারসী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন,

اَلْحَلَالُ مَا احلَّ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهٖ وَالْحَرَامُ مَاحَرَّمَ اللّٰهُ فِىْ كِتَابِهٖ وَمَا سكتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ

অর্থাৎ: "হালাল ওই বস্তু যা আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় কিতাবে হালাল করেছেন এhw q¡I¡j ওই বস্তু যা আল্লাহ্ তা'আলা কিতাবে হারাম করেছেন এবং যে সম্পর্কে মহান আõ¡qI কিতাবে প্রকাশ্য উল্লেখ নেই, তা ক্ষমাযোগ্য।"

তদুপরি হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে-

مَارَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ

অর্থাৎ: "যা মুসলমানগণ ভাল হিসেবে দেখে, তা আল্লাহ্ তা'আলার কাছেও ভামz"

তদুপরি কোরআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা প্রমাণিত বাস্তবসম্মত কানূন হল اَصْـــــــلُ الْاَشْيَـــاءِ الاِبَـــاحَةُ (প্রত্যেক বস্তুর মূল বৈধ)। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বস্তু নিষেধ হওয়ার সুস্পষ্ট দলিল কায়েম না হয় ততক্ষণ তা বৈধ। যেহেতু লাউড স্পীকার ও মাইকের ব্যবহারে কোরআন- হাদীসে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই এবং এটার ব্যবহার i¡m হওয়াকে বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানের সমর্থণ রয়েছে আর মুসলিম বিশ্বের সর্বœ

ইবাদত-বন্দেগীতে মাইকের ব্যবহার প্রচলিত। তাই মাইক দিয়ে কোরআন তিলাওয়¡a, ওয়ায-নসীহত, দুরূদ-সালাম ও ক্বিয়াম করা বৈধ, শরীয়ত সম্মত ও সর্বোপরি মুসতাহ্সান তথা উত্তম। ইবাদত-বন্দেগী ও জুমু'আ জামা'আতে মাইকের ব্যবহারকে ¢nlL h¡ qi¡l¡j J ...e¡q hm¡ A' a¡lC f¢lQ¡uLz a¡l¡ j¡CL hÉhq¡l e¡S¡য়েয ও শির্ক হওয়ার ব্যাপারে যে দলীল কোরআন থেকে পেশ করে থাকে তা তাদের জ্ঞানশূন্যতারই প্রমাণ বহন করে। যেহেতু প্রশ্নে উল্লিখিত আয়াতে মাইক বা লাউX স্পীকার সম্পর্কিত কোন কথাই উল্লেখ নেই। বরং উক্ত আয়াতে এরশাদ হয়েছে "ca¡j¡l¡ আল্লাহ্র ইবাদত কর আর তাঁর সাথে কিছুকে শরীক করিওনা।" তাই উক্ত আয়াত থেকে ইবাদত-বন্দেগীতে মাইকের ব্যবহারকে শির্ক ও হারাম বলাটা কোরআনের অপব্য¡MÉ¡ করারই নামান্তর। আর কোরআন অপব্যাখ্যাকারীর ব্যাপারে শরঈ ফায়সালা হল- ত¡l ঠিকানা জাহান্নাম। প্রিয়নবী সরকারে দু'আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াস¡õ¡j এরশাদ করেছেন-

مَنْ فَسَّرَ الْقُرْاٰنَ بِرَأْيِهٖ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهٗ مِنَ النَّارِ

অর্থাৎ: "যে পবিত্র কোরআনের মনগড়া (নিজের ইচ্ছেমত) ব্যাখ্যা করবে তার জeÉ উচিত সে যেন জাহান্নামে স্বীয় ঠিকানা বানিয়ে নেয়। [মিশকাত ও সুনানি ইবনে মাজাহ]

তবে হ্যাঁ, নামাযের জামা'আত ছোট হলে এবং মাইকের ব্যবহার বিশেষ প্রয়োজন না হলে তখন নামাযে মাইকের ব্যবহার হতে বিরত থাকবে আর জামা'আত বড় হলে মুসল্লী¢cl ইমামের অনুসরণে ব্যাঘাত হলে, তখন আযান ও ওয়ায-নসীহতের মত নামাযের বড় জামা'আতেও মাইকের ব্যবহারে কোন অসুবিধা নাই।

অবশ্য, মাইক ব্যবহার করা হলেও নামাযের জামা'আতে মুকাব্বিরও নিয়োজিত থাL¡ দরকার, যাতে মুকাব্বির বানানোর সুন্নাতও জারী থাকে এবং নামাযরত অবস্থায় ¢hcÉv চলে গেলে কিংবা মাইকে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে মুসল্লীদের ইমামের অনুসরণে অসুবিধার সৃষ্টি না হয়। সর্বোপরি, মাইকবিরোধীদের পক্ষ থেকে মুকাব্বির বানানোর সুন্নাত উঠে যাচ্ছে মর্মে যে আপত্তি উত্থাপন করা হয়, তাও দূরীভূত হয়ে যায়।

✍ jq¡¿¡jc lqja Eõ¡q

j¡CSf¡s¡, j¢lujeNl, l¡‰¡eu¡

◈ fÐnÀ আমাদের অফিসে ওজূ করার সময় সেন্ডেলের উপর দাড়িয়ে ওজূ করতে হয়। এ অবস্থায় নামায আদায় করলে শুদ্ধ হবে কিনা জানালে উপকৃত হব।

📖Eš¹l x ওজূ করার সময় উঁচু স্থানে বসে ওজূ করা মুস্তাহাব। এর বিপরীত হলে অর্থাৎ দাঁড়িয়ে ওজূ করলে মুস্তাহাবের সাওয়াব হবে না। তবে উক্ত ওজূতে ¢L¡e ¢hÒÀ¡ আসেনা। অতএব কারো ওজূ করার সময়ে সেন্ডেলের উপর দাঁড়িয়ে বেচিংয়ে ওজূ করতে হলে ওজূর ফরজ ও সুন্নাতসমূহ আদায় করা হলে ওজূ শুদ্ধ হবে এবং উক্ত ওজূ দ্বা¡l¡ নামায আদায় করাতে কোন অসুবিধা নেই।

✍ jq¡¿¡c Bhcõ¡q Bm B¢lg

guSm h¡l£ ¢p¢eul j¡cl¡p¡, n¡qj£l f l, LZgm£

◈ fÐnÀ শুক্রবার মহিলাগণ জুমু'আর নামায পড়েনা, তারা যোহরের নামায পড়ে। কিন্তু তারা যোহরের নামায কখন পড়বে? জুমু'আর নামায শেষ হওয়ার পর, না¢L আযানের পর? জানালে উপকৃত হব।

📖Eš¹l x মহিলাদের ইয্যত-আবরূ ও পর্দা-পুশিদা রক্ষার খাতিরে জুমু'আ-জামা'আত হতে তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে। তাই তারা শুক্রবারে যোহরের নামায পড়বে এবং উক্ত নামায ওয়াক্ত হওয়ার পর থেকে ওয়াক্তের মধ্যে যে কোন সময়ে পড়তে পারবে। জুমু'আর নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে অপেক্ষা করার প্রয়¡Se নেই। উল্লেখ্য, জুমু'আর প্রথম আযান যোহরের সময় হওয়ার পরেই হয়ে থাকে। সal¡w জুমু'আর প্রথম আযানের পর হতে মহিলারা পর্দা-পুশিদাসহ ঘরের মধ্যে নামা¢k যোহরের আদায় করবে।

✍ Bhcl l¡‹¡L ¢LlZ

BEQf¡s¡, V‰£, Y¡L¡

◈ fÐnÀ প্রায়ই দেখা যায়, নামাযরত অবস্থায় অনেকে শরীর চুলকায়। এতে নামাযের ®L¡e r¢a qu ¢Le¡?

📖Eš¹l x নামাযের রুকন তথা ফরজসমূহ থেকে কোন রুকন আদায়কালে বারংবার হাত উঠিয়ে তিনবার বা তার চেয়ে বেশি চুলকানো হলে উক্ত নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর একবার হাত রেখে কয়েকবার চুলকালে এবং তা ওজর ছাড়া হলে তবে উক্ত নামায মাকরূহ হবে। আর যদি ২/১বার চুলকানো ওজরের কারণে হয়, তবে কোন অসুবিধা হবে e¡z

◈ fÐnÀ কোন ওয়াজিব বাদ পড়ার কারণে নামাযের শেষ বৈঠকে দুরূদ শরীফ অথবা দু'আ মা'সূরা পড়ার সময় মনে হল তাশাহ্হুদের পর যে সাজদাহ্-এ সাহ্ভ জর¦¢l ¢Rm তা দেয়া হয়নি। এমতাবস্থায় কী করতে হবে?

📖Eš¹l x নামাযের কোন ওয়াজিব ভুলবশত ছুটে যাওয়ার কারণে সাজদাহ্-এ সাহ্ভ ওয়াজিব হলে উক্ত সাজদাহ্-এ সাহ্ভ অবশ্য আদায় করতে হয়ে; নতুবা n¡j¡k পরিপূর্ণ হয় না। অতএব কোন ব্যক্তি সাহ্ভের সাজদা আদায়কালে ভুলবশতঃ তাশাহ্হুদের পর দুরূদ শরীফ ও দু'আ শুরু করলে বা শেষ করে স্মরণ আসলে সাথে সাথে সাজ্দাহ্-এ সাহ্ভ আদায় করবে তারপর যথানিয়মে নামায শেষ করবে।

-[BmjNÑl£ J lŸm jqa¡l CaÉ¡¢c]

✍ jqi¢jc j¢q î õ¡q S¡q¡‰£l
শেখেরখীল, বাঁশখালী

◈ f¡DÀ ইমামের পেছনে মুক্তাদী নামাযের নিয়্যত করার পর সানা পড়ে চুপ করে থাকবে, নাকি সূরা ফাতিহাসহ অন্য কোন সূরা মিলিয়ে পড়বে?

🕮Eš l x কেউ জামা'আত সহকারে ইমামের পেছনে ইক্তিদা করে নামায আদায় করলে তার জন্য কোন ওয়াক্তে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা ও অন্যান্য কোe Bu¡a বা সূরা পাঠ করতে হয় না। বরং ইমামের সূরা ক্বিরআত মুক্তাদীর মনযোগ সহকারে শ্রবণ করাই যথেষ্ট। সুতরাং মুক্তাদী শুধু সানা পড়ে নীরবে ইমামের তিলাওয়াত শুনতে থাকবে। এটাই হানাফী মাযহাবের বিশুদ্ধতম মত।

[বেকায়া, শরহুল বেকায়া, কানযুদ্ দাকাইক্ব ও আল্ বাহরুর রায়েক ক্বিরআত AdÉ¡u]

◈ f¡DÀ যোহরের চার রাক্'আত ফরজ নামাযের সময় যদি শেষ এক রাকাত পায় তাহলে শেষ বৈঠকে কি চুপ করে বসে থাকব নাকি তাশাহ্হুদ, দুরূদ শরীফ ও c"Bpq পড়ব? ইমাম সালাম ফিরালে দাঁড়িয়ে বাকী তিন রাক্'আতের মধ্যে প্রথম দু'র¡L"Ba আগে আদায় করব নাকি প্রথমে শেষের এক রাক'আত আদায় করব? বিস্তারিত বুঝিcu দিলে কৃতার্থ হব।

🕮Eš l x যোহর, আসর, এশা ইত্যাদি নামাযে কেউ ইমামের সাথে চতুর্থ রাক্'আতে শামিল হলে সে উক্ত রাক্'আত শেষে ইমাম সাহেবের সাথে আখেরী বৈঠকে শরীক থাকবে এবং শুধু তাশাহ্হুদ পাঠ করবে। কেননা তার জন্য এ বৈঠকেও তাশ¡qýc পাঠ করা ওয়াজিব। তারপর ইমাম সাহেবের সালাম ফিরানোর পর সে দাঁড়িয়ে যাবে এবং জিম্মায় থাকা বাকি তিন রাক্'আত আদায় করা শুরু করবে। তা এভাবে যে, ®p প্রথমে এক রাক্'আত সানা, আউযু বিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্, সূরা ফাতিহা ও একV pl¡ h¡ ছোট তিন আয়াত কিংবা বড় এক আয়াত পাঠ করে রুকু- সাজদাসহ সম্পন্ন করবে, এরপর তাশাহ্হুদের জন্য বসে পড়বে এবং শুধুমাত্র তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাত) পড়ে পরবর্তী রাক্'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে। তারপর সূরা ফাতিহা ও একটি সূরা ¢Lwh¡ hs এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত পাঠ করে রুকু-সাজদাহ্ করে দাঁড়িয়ে যাবেz HMe আরেক রাক্'আত শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করে রুকূ-সাজদা আদায় করবে। পরিশেষে শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ, দুরূদ ইব্রাহীমী শরীফ ও দু'আ-এ মা'সূরা পড়ে সালাম ফেরাবে। এভাবে তার চার রাক্'আত হল। -[দুররুল মুখতার ও ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া]

উল্লেখ্য যে, তারতীব হিসেবে ইমামের সাথে প্রাপ্ত রাক্'আত হল ওই মুক্তাদীর (মাসবূক্) জন্য প্রথম রাক্'আত। এ কারণে তাকে ইমাম সালাম ফেরানোর পর উঠে এক রাক্'আত উক্ত নিয়মে পড়ে তাশাহ্হুদের জন্য বসতে হয়েছে। কারণ তখন তার দুC রাক্'আত হল। আর দুই রাক্'আত পড়ে প্রথম বৈঠক করতে হয়। এ বৈঠক থেকে উW যে যে রাক্'আত সম্পন্ন করবে তা তারতীব হিসেবে যদিও বা তৃতীয় রাক্'আত, ¢L¿ºa¡

তার জন্য ছুটে যাওয়া নামাযের দ্বিতীয় রাক্'আতই। তাই তাকে উক্ত রাক্'আতে pl¡ ফাতিহা ও ক্বিরআত পড়তে হল, ইমাম সাহেবও প্রথম দু'রাক্'আতে সূরা ফাতিহ¡ J ক্বিরআত যথানিয়মে পড়েছেন। এখন যেহেতু সে ইমামের সাথে যে রাক'আতটি পেয়েছিল, তা শেষ দু'রাক্'আতের এক রাক্'আত। সুতরাং উক্ত মুক্তাদীকে Ah¢nø এক রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহাই পড়তে হল।

✍ Bhcl l¡‹¡L ¢LIZ
BEQf¡S¡, V‰£, Y¡L¡

◈ f¡DÀ নামাযে তাশাহ্হুদের পর দুরূদ পড়াকে কেউ বলে ওয়াজিব, কেউ বলে pæ¡a; ®L¡e¢V p¢WL?

🕮Eš l x হানাফী মাযহাব অনুসারে নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পাঠের পর cl¦c nl£g f¡W LI¡ pæ¡az HV¡C p¢WLz

-[a¡e¢i£l¦m Bhp¡l, cl¤l¦m jMa¡l, lŸ¤m jqa¡l J Bmj¡N£l£z]

✍ N¡S£ k¡uem B¢hc£e
hlLm, Cpm¡j¡h¡c, Q¾ce¡Cn

◈ f¡DÀ একটি 'নামায শিক্ষা' পুস্তক পাঠে জানতে পারলাম, নামাযে দুই বারের বেfn তাশাহ্হুদ পড়তে পারবে না। আমার প্রশ্ন- মাসবূক যদি জামাতে এক রাক্'আত h¡ ¢ae রাক্'আত নামায না পায়, তখন সে কী করবে? উত্তর জানালে উপকৃত হব।

🕮Eš lx 'নামায শিক্ষা' পুস্তকে দুই বার তাশাহ্হুদের যে উল্লেখ রয়েছে ওটা একাকী নামায আদায় কারীর জন্য অথবা জামা'আতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শামিল থাকcm a¡l জন্য বলা হয়েছে। আর কোন নামাযী মসবুক হলে তার ক্ষেত্রে তাশাহ্হুদ দু'য়ের A¢dL হলে তাতে কোন অসুবিধা নেই, বরং তা শরীয়তসম্মত। -[ফতোয়ায়ে খানিয়া ও হিন্দিয়া ইত্যাদি]

◈ f¡DÀ আমি একজন ব্যবসায়ী। দোকানে কর্মচারী না থাকায় সময়মতো নামায পড়তে পারি না। এমতাবস্থায় আমার কী করণীয় জানালে খুশী হব।

🕮Eš l x সময়মত নামায আদায় করা একজন বুদ্ধিমান প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের উপর ফরজ এবং উক্ত নামায যথাসময়ে জামা'আত সহকারে আদায় করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ তথা ওয়াজিব। সুতরাং একজন মুসলিম পুরুষের জন্য কোন কারণে ব¡ অকারণে যথাসময়ে নামায আদায় না করা জঘন্য অপরাধ এবং আল্লাহ্ তাঁর রসূলেl নারাজীর কারণ হতে পারে।

দোকানে কর্মচারী নেই এই অজুহাতে নামায ছেড়ে দেওয়ার কোন অবকাশ শরীয়তে নেই। তাই নামাযের সময় ব্যবসা- বাণিজ্য ও অন্য কাজ-কর্ম বন্ধ রেখে নামায আc¡u করে নিবেন, নতুবা সময়মত নামায না পড়ার কারণে মহা অপরাধি ও শাস্তির উপযোগী হবেন। আদায় না করা নামায অবশ্য কাজা করবে এবং আল্লাহ্র দরবারে বিশুদ্ধ অন্তরে তাওবা করবে এবং ভবিষ্যতের জন্য সজাগ ও সতর্ক থাকবে।

✍ ®p¡¢eu¡ epI¡a p¢Q
Q¡¢cN¡J, Q–N¢

❖ fÐnÀ নামাযের মধ্যে অনিচ্ছায় আজেবাজে চিন্তা চলে আসে। কিন্তু নামায একটুও ভুল হয়না। শরীয়ত মতে আমার নামায হবে কি? যদি না হয় কি করলে এই সমস্য¡ cl হতে পারে। জানালে উপকৃত হব।

📖Eš¹l x নামাযের অবস্থা হল আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বান্দার বিশেষ সাক্ষাতের মুহূর্ত। যে অবস্থায় বান্দা মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলার সামনে উপস্থিত হন তাই q¡c£p শরীফে নামাযকে মুমিনের মি'রাজ বলা হয়েছে। সুতরাং ঐ মুহূর্তে নামাযীর অন্তরে আল্লাহর ভয় ও স্মরণ থাকতে হবে। খেয়াল, ভাবনা ইত্যাদি অন্যদিক থেকে সরিয়ে একমাত্র আল্লাহর দিকে করে নিতে হবে। ঐ নামাযকে হাদীসের ভাষায় বলা হয় মি'রাজুল মু'মিনীন। নামাযে অনিচ্ছায় কোন ভিন্ন ভাবনা আসলে তা অবশ্যই প¢lq¡l করার চেষ্টা করবে। নামাযের শুরুতে ইস্তিগফার ও তাওবা করে আল্লাহর কাছে সাq¡kÉ প্রার্থনা করবে। তার পরেও নামাযে অন্যকিছুর ভাবনা চলে আসলে নামায ফাসেc/eø হবে না। অজু করার মুহূর্তে শরীরের অঙ্গগুলোকে যথাযথ ধৌত ও মাসেহ করবেz পাশাপাশি কলবকেও বিভিন্ন বস্তুর খেয়াল থেকে সরিয়ে একমাত্র আল্লাহর ধ্যানে মনোনিবেশ করবে। নামাযের মধ্যে নানা খেয়াল ও দুশ্চিন্তা আসলে নামায নষ্ট qu e¡z তবে নামাযের অশেষ সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। -[রুকনে দ্বীন]

❖ fÐnÀ জুমু'আর খোতবা শুনা ওয়াজিব কিনা? আর ওয়াজিব হলে প্রথম খোতবা শুনা, না সানী খোতবা শুনা? না উভয় খোতবা শুনা ওয়াজিব? দয়া করে জানাhe ¢L?

📖Eš¹l x নামাযে জুমু'আর জন্য মতলক খোতবা প্রদান করা শর্ত বা ওয়াজিব। তবে দুই খোতবা পাঠ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং উপস্থিত মুসল্লীদের জন্য উভয় ¢M¡ah¡ নীরবে শুনা ওয়াজিব। তাই উভয় খোতবা এভাবে শুনতে হবে যেন শ্রোতাদের মনোযোগ শুধু খোতবার দিকে থাকবে। আর উভয় খোতবা প্রদানকালীন উপস্থিত ও মুসল্লীcl SeÉ সুন্নাত-নফল ওয়াজিব নামায আদায় করা, মৌখিক শব্দ করে কোন দু'আ-কালাম HjeLL ®L¡l Be ¢am¡Ju¡a Ll¡ ¢e¢oÜ ®L¡e ®L¡e jpõÉ ¢àa£u ®M¡ah¡ চালাকালীন ক্বলাল জুমু'আ সুন্নাত আদায় করে, তা অজ্ঞতা বশত; শরীয়তে এর Aej¢a ®eC; hlw ¢e¢oÜz -[gaým L¢cl J lŸm jqa¡l Caÿ¢c]

✍ jq¡¢jc Bj¡e Eõ¡q
বারখাইন জামেয়া জমহুরিয়া মাদরাসা

❖ fÐnÀ জুমু'আর নামায রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম চার রাক্'আত থেকে দুই রাক্'আত করে, আর দুই রাক্'আতের পরিবর্তে খোতবাকে ওয়াজিব করেছেনz অর্থাৎ জুমু'আর খোতবা জুমু'আর ফরজ নামাযের একটি অংশ। আমার প্রশ্ন হল- ®M¡ah¡

পড়ার সময়ও নামাযের মত এদিক-সেদিক না তাকানো কি জরুরি নয়? কোন কোe মসজিদে দেখা যায় যে, ইমাম সাহেবের খোতবা দেয়া অবস্থায় মসজিদের চাঁদা উঠানো হয়, ইসলামের দৃষ্টিতে কি এ কাজ জায়েয আছে? জানালে উপকৃত হব।

📖Eš¹l x kMe Sj"Bl ®M¡ah¡ f¡W Ll¡ qu, aMe pLm jpõÉl SeÉ nÀz করা ও নীরব থাকা ফরজ। যেসব লোক ইমাম থেকে দূরে থাকে অর্থাৎ খোতবার আওয়াজ যাদের কান পর্যন্ত পৌঁছায়না, তাদের জন্যও চুপ থাকা ওয়াজিব। কাউকে মন্দ কথা বলতে দেখলে হাতের ইশারায় বারণ করবে, কিন্তু মুখে বলা যাবে না। তাC Ma£h সাহেবের খোতবা প্রদানের সময় শ্রবণকারীরা অযথা নড়াচড়া করা কথাবার্তা বম¡ q¡l¡jz এমনকি প্রয়োজন ছাড়া দাঁড়িয়ে খোতবাহ্ শ্রবণ করাও সুন্নাতের পরিপন্থি।

সুতরাং খোতবা পড়াকালে মসজিদের স্বার্থে বা মসজিদের প্রয়োজনে চুপচাপ অhÙ¡u খোতবার দিকে মনোযোগ ও শ্রবণ বন্ধ রেখে টাকা-পয়সা গ্রহণ করা যদিও হারাম পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত নয়, তবুও উত্তম হল- খোতবাপ্রদানের আগে বা নামাযের পর মসজিদেl SeÉ টাকা উত্তোলন করা। আর যদি খোতবার আগে বা নামাযের পর নামাযী না থাকে বা চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে দ্বিতীয় খোতবার সময় মসজিদের প্রয়োজনে একেবারে নীরবে টাকা উত্তোলন করা যাবে; কিন্তু উত্তোলনকারী বা টাকাপ্রদানকারী কেউ ®L¡e কথাবার্তা বলতে পারবে না; বরং চুপ থাকবে আর খোতবা শ্রবণ করতে থাকবে। a¡J একমাত্র ওই সব মসজিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যেখানে মসজিদ পরিচালনার জন্য কোe যোগ্য ব্যবস্থাপনা নাই বা মসজিদের ফান্ডের সঙ্কট রয়েছে। কিতাবুল আশবাহ্ ওu¡e নাযাইরে ইমাম ইবনে নুজাইম আল্ হানাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইসলামী ফিক্বহের ধারাসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে একটি ধারা উল্লেখ করেছেন الضرورة تبيح المحظورات অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজনে অনেক সময় নিষিদ্ধ কর্মসমূহ মুবাহ বা জায়েয হয়ে যায়, তবে ইমাম আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেজা রহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হিসহ অনেকেই উভয় খোতবার সময় টাকা উত্তোলন নিষেধ করেছেন। যেহেতু ওই অবস্থায় কিছু কথাবার্তা হয়ে যায়, যা খোতবা শ্রবণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। সুতরাং যে সব মp¢Sc স্বয়ংসম্পূর্ণ, খোতবার সময় মুসল্লীগণ হতে টাকা উত্তোলন করার প্রতি মুখাপেক্ষ£ eu, সেসব মসজিদে খোতবা চলাকালীন টাকা উত্তোলনের কোন প্রশ্নই উঠে না। তবে ®k ph মসজিদ মুখাপেক্ষী সেখানে বিশেষ প্রয়োজনে খোতবার সময় টাকা উত্তোলন করতa পারে, তবে খোতবা শ্রবণে সামান্যতম ব্যাঘাত সৃষ্টি যেন না হয় সেদিকে বিশেষভাবে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, নতুবা গুনাহ্গার হবে। তবে উত্তম পন্থা হল খোতবার আযানের পূর্বে ৪/৫ মিনিট সময় দিলে কোন মুসল্লী ক্বলাল জুমু'আ (সুন্নাতে মুয়াক্কাc¡) Bc¡u e¡ করলে তারা উক্ত সুন্নাত নামায আদায় করে নেবে, আর এ সুযোগে মসজিদের জনÉ কোন মুসল্লী কিছু টাকা-পয়সা দেয়ার থাকলে দিতে পারবে।

❖ fÐnÀ নামাযের মধ্যে প্রথম রাক্'আতে সূরা ফীল পাঠ করে ২য় রাকাতে সূরা

কোরাইশ বাদ দিয়ে সূরা মাউন পড়া যাবে কিনা? আর ১ম রাকআতে সূরা কাউস¡l f¡W করে ২য় রাকআতে অপেক্ষাকৃত বড় সূরা 'সূরা কাফেরূন' পড়া যাবে কিনা? ১ম রাকআতের কিরাতের চেয়ে ২ রাকাতে কিরাত লম্বা করলে কোন অসুবিধা হবে কি?

EšI x কোন নামাজে ১ম রাকআতে সূরা ফীল পাঠ করে ২য় রাকাতে পরবর্তী 'সূরা কোরাইশ'কে বাদ দিয়ে 'সূরা মাউন' পাঠ করা হলে উক্ত নামাজ মাকরূহে তানযীহী হবে। যেমন ইলমে ফিক্বহের উল্লেখযোগ্য কিতাব 'নূরুল ইযাহ' এর নামাযের 'j¡LÅq' পরিচ্ছেদে উল্লেখ আছে যে, قراه سورة فوق التى قراها وفصل بسورة بين سورتين قراهافى ركعتين অর্থাৎ যে সূরা নামাযী পাঠ করেছে, (পরবর্তী রাকাতে) এর উপরের সূরা পাঠ করা মাকরূহ। এবং নামাযের দুই রাকআতে পঠিত দুই সূরার মধ্যে HL¢V সূরার মাধ্যমে পৃথক করা যেমন ১ম রাকআতে সূরা ফীল পাঠ করে ২য় রাকআca পরবর্তী সূরা 'কোরাইশ' কে বাদ দিয়ে সূরা মাউন পাঠ করলে নামায মাকরূহে (তানযীহী) হবে। তবে উভয় রাকআতে পঠিত উভয় সূরার মাঝখানে দুই বা ততো¢dL সূরার মাধ্যমে পৃথক করা হলে উক্ত নামায মাকরূহ হবে না। আর ১ম রাকআতে pl¡ কাউসার পাঠ করলে ২য় রাকাতে অপেক্ষাকৃত বড় সূরা যেমন সূরা কাফেরুন ইত্য¡¢c পাঠ করলে উক্ত নামায মাকরূহ তানযিহী হবে। অর্থাৎ ২য় রাকাতে ১ম রাকাতেl ame¡u কেরাত লম্বা পড়া মাকরূহে তানযিহী।

প্রসঙ্গ : এটাও উল্লেখ্য, ১ম রাকাতে পরবর্তী সূরা পাঠ করে ২য় রাকাতে পূর্ববaÑ pl¡ পাঠ করা যেমন ১ম রাকাতে সূরা 'কাফিরুন' পাঠ করে ২য় রাকাতে সূরা ফিল h¡ pl¡ কুরাইশ পাঠ করা যদি ইচ্ছাকৃত হয় তবে গুনাহগার হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসয়ূদ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত হাদিসে এসেছে- যে ব্যক্তি কোlBe خلاف ترتيب বা উলটিয়ে পড়ে, সে কি ভয় করে না যে আল্লাহ তা'আলা অন্তর উল্টিয়ে দেবে। [আলহাদিস] তবে নামায হয়ে যাবে সাহু সাজদাহ দিতে হবে নাz AhnÉC তাওবা করবে, অনিচ্ছাকৃতও ভুলবশত তারতিবের খেলাফ কোরআন উল্টিয়ে পড়লে গুনাহ হবে না, নামাযের শেষে সালাম ফিরানোর পূর্বে সাহুসাজদাও দিতে হচh e¡z Cj¡j ও মোক্তাদি সকলের জন্য একই হুকুম। যেমন কোন ইমাম যদি fলবশত অনিচ্ছাকৃত নামাযের ১ম রাকাতে সূরা নাস পড়লেন আর ২য় রাকাতে সূরা ফালাক পাঠ করলেe, নামায হয়ে যাবে সাহু সাজদাহ্ ওয়াজিব হবে না।

[নুরুল ইযাহ, দুররে মোখতার, রদ্দুল মোহতার, ফতোয়ায়ে রজভীয়া ও মুমিe¢L e¡j¡k CaÉ¡¢c]

✍ **মুহাম্মদ শাকিল উদ্দীন জাবের**
f¢Vu¡, Q–NË¡z

f¢DÀ নামাজে দাঁড়ানো ফরয, যদি কোন ওজর না থাকে তাহলে ওয়াক্তিয়া নফল নামাযে কি এ শর্তটি নেই? কোন ওজর ব্যতীত কি নফল নামাজ বসে পড়া যায়? n¢gEm

বিতর নামে যে আমরা দুই রাকাত নামাজ এশার নামাজের পরে আদায় করি সেই e¡j¡S কি বসে পড়া যায়? বিস্তারিত আলোচনা করলে বাধিত থাকব।

EšI x ওজরহীন অবস্থায় নফল নামায দাঁড়িয়ে পড়া মুস্তাহাব এবং বসে পড়াও জায়েয, বসে পড়লে নেকী ও সওয়াব অর্ধেক হবে। বিশুদ্ধ হাদিসে বর্ণিত আছে- صلوة الرجل قاعدا نصف الصلواة অর্থাৎ বসাবস্থায় একজন ব্যক্তির (নফল) নামাজের সওয়াব হল পরিপূর্ণ নামাযের অর্ধেক। এ হুকুম সাধারণভাবে সমস্ত নফল নামাচkl SeÉz বিতিরের পরে যে নফল নামায পড়া হয় তাও দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম। নবী করিম সাõ¡õ¡ý তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম উক্ত নামায বসে পড়েছেন মর্মে হাদিসে যা বর্ণিত আছে a¡ a¡l خصوصيت বা বৈশিষ্ট্য হিসেবে অনেক মুহাদ্দেসীন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং উক্ত হাদিস দ্বারা উম্মতের জন্য 'শফিউল বিতির' বসে পড়া উত্তম বলা গ্রহণযোগ্য নয় বলে অনেকেই মত প্রকাশ করেছেন। যেমন সুনানু ইবনে মাজা ১j M™ সালাত অধ্যায়ে আরবী টীকায়, ফতোয়ায়ে আমজাদী, ফতোয়ায়ে রজভী ও বাহারে শরীয়তে উপরোক্ত অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। তবে মালাবুদ্দা মিনহু কিতাবে ক¡SÑ সানাউল্লাহ পানিপত্তি রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বিতরের পর দু' রাকাত নgm নামাজ (শফিউল বিতির) যে বসে পড়া মুস্তাহাব বা আফজল হিসেবে বর্ণনা পেশ করেছে| যেহেতু এটা নফল নামায। দাঁড়িয়ে বা বসে উভয় অবস্থায় পড়া যায়। সুতরাং অযথা তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত না হওয়াই শ্রেয়।

✍ **jq¡¢jc p¡Cgm Cpm¡j**
jýlÉ f¡s¡, EšI BNË¡cz

f¢DÀ ১. আমি এক আলেমের কাছে শুনেছি মসজিদে জামায়াতের সময় প্রথম কাতারে দাঁড়ালে সওয়াব বেশী হয় এবং দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়ালে প্রথম কাতাচll ame¡u সওয়াব কম এভাবে ক্রমাগত সওয়াব কমতে থাকে। এখন আমার প্রশ্ন হল, মসজিদে দ্বিতীয় তলার প্রথম কাতারকে কি প্রথম কাতার ধরা হবে নাকি এভাবে ক্রমাগত পেছনের কাতার ধরা হবে?

২. আমার জানামতে রমজান মাসের রোজা শুরু হয় সুবহে সাদিক থেকে এবং শেo qu সূর্যাস্তের সাথে সাথে সাধারণত রমজান মাসে ফজরের আযান দেয়া হয় সুবহে সাদিকের আগে। আমার প্রশ্ন যদি আযানের পর এবং সুবহে সাদিকের আগে যদি খাবার খায় তাহলে রোজা রাখা সঠিক হবে?

EšI x ১ম. নামাযের জমাতে ১ম কাতার হল যা ইমাম সাহেবের নিকটবর্তী অতপর দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি কাতারসমূহ গণনা হবে, সুতরাং নিচের তলার cno কাতারের পর দ্বিতীয় তলার প্রথম কাতার হবে পরবর্তী কাতার, প্রথম কাতার নয়z অতএব কাতার সমূহের ফযিলত ইমাম সাহেবের পার্শ্ববর্তী কাতার থেকে সূচনা হবে।

[আলমগীরি ও বাহারে শরীয়ত ইত্যাদি]

২য়.শরিয়তের দৃষ্টিতে রোজা শুরু হয় সুবহে সাদেক থেকে সুবহে সাদেকের আগ jÝq পর্যন্ত হল সেহেরী গ্রহণের সময়। যতক্ষণ পর্যন্ত সুবহে সাদিক হবে না ততক্ষণ পk¿ ফজরের আযান দেওয়া সঠিক ও বৈধ হবে না। এবং ওয়াক্তের পূর্বে আযান দেওয়া হলে তা পুনরায় দিতে হবে। অতএব সুবহে সাদেকের আগে আযান দেওয়া হলে এমতাবস'¡u কেহ সেহেরি খাওয়াতে রত থাকলে তার সেহেরী খাওয়া শুদ্ধ হবে। রোজাতে কোe অসুবিধা হবে না; বরং যে অগ্রিম আযান দিয়েছে সে গুনাহগার হবে। তাই এ রLj ওয়াক্তের পূর্বে আযান দেওয়া থেকে বিরত থাকবে।

[কিতাবুল ফিকহ আলাল মাজাহিবিল আরবায়া এবং শরহে বেকায়া ইত্যাদি]

✍ **gnv¤§` gvgbi ikx` †Pšaix**
gnv¤§` w``vi"j nvmvb †Pšaix
DËi KvÆjx, PÆMvg|

◆**ck t** কোন মুসল্লির ডান পায়ের বৃদ্ধা আঙ্গুল সিজদা অবস্থায় সামান্য নড়াচড়া কর‡j bvgv‡hi †Kvb ¶wZ n‡e wKbv? GB mgm¨v hw` †Kvb Bgv‡gi nq Zvn‡j g³w`‡`i bvgv‡hi †Kvb ¶wZ n‡e wKbv? m‡ev©cwi wmR`vq bvgvhxi cv‡q Av½j¸‡jvi e¨envi wewa Av‡jvPbv Kivi Ab‡iva iBj|

🕮**DËi** ঃ ইমাম আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি রচিত ''ফতোয়ায়ে রজভীয়া'' এবং আল্লামা আব্দুচ ছত্তার হামদানী রচিত 'মুমিন কি নামায' এর weeiY †_‡K ¯úó Rvbv hvq †h, wmR`v Ae¯'vq GKRb bvgvRxi Dfq cv‡qi GKwU K‡i Av½wji †cU hwg‡b jvMv‡bv kZ Z_v dih| Dfq cv‡qi `k Av½wji †cU hwg‡b jvMv‡bv mbvZ| Avi Df‡qi wZbwU K‡i Qq Av½‡ji †cU hwg‡b jvMv‡bv IqvwRe Ges wmR`v Ae¯'vq Dfq cv‡qi me Av½wj †KejvgLx _vKv mbvZ| AZGe †Kvb মুসল্লির ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল সিজদা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃত সামান্য নড়াচড়া ki‡j ewK Av½j mg‡ni †cU wewa ‡gvZv‡eK Rwg‡b envj _vK‡j bvgv‡hi †Kvb ¶wZ n‡e bv| Ges G mgm¨v hw` †Kvb Bgv‡gi nq Zvn‡j Bgvg I g³w` Kv‡iv bvgv‡hi ¶wZ n‡e bv| Zvici I mveavbZv Aej¤b Kiv Pvq, hv‡Z G mgm¨v mwó bv nq| এটাও উল্লেখ থাকে সাজদাবস্থায় পা দ্বয়ের আঙ্গুলগুলোর নখ বা মাথা জমিনে লvM‡j h‡_ó n‡e bv, Aek¨B Av½j¸‡jvi †cU Rwg‡b jvMv‡Z n‡e| G e¨vcv‡i A‡b‡KB D`vmxb|

✍ **ˆmq` Avng` †iRv**
QvÎ, Rv‡gqv Avngw`qv mwbqv Awjqv
PÆMvg|

◆**ck t** †LvZevi Avhvb cKZc‡¶ gmwR‡`i wfZ‡i bv evB‡i? R%bK gvIjvbv

GUv‡K evB‡i e‡j‡Qb| G wb‡q GjvKvq weZK mwó n‡q‡Q| we¯wiZ Av‡jvPbv Ki‡j KZÁ ne|

🕮**DËi** ঃ খোতবার পূর্বে জুমআর দ্বিতীয় আযান সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নাত। ওই আযান Bgv‡gi mvgvb mvgwb gmwR‡`i `iRvqI †`Iqv hvq Ges gmwR‡`i wfZ‡i wg¤¢‡ii Kv‡Q LZx‡ei mvg‡bI †`Iqv hvq| DfqUv kwiqZ mgw_Z| G m¤ú‡K ÔÔIg`vZi wiqvqvÕÕ nwkqv‡q ki‡n †eKvqv I †n`vqvmn A‡bK wdK‡ni wKZv‡e ewYZ Av‡Q, mZivs †hLv‡b †hfv‡e cPjb Av‡Q †mfv‡e Avgj Kiv DwPZ, hv‡Z wdZbv d¨vmv` mwó bv nq| wbfi‡hvM¨ cvgvY¨ wKZvemg‡n Dfq cšvq RgAvi wØZxq Avhvb †`Iqvi weeiY i‡q‡Q| wbfi‡hvM¨ nw`m I wdK‡ni wKZve mg‡n Dfq cx×wZ I Avgj wjwce× Av‡Q| eZgvb we‡kI RgAvi bvgv‡h †LvZevi Avhvb Dfq wbqg †`qvi cPjb †`Lv hvq| †n‡igBb kixdvBb mn Avie we‡ki cvq LZevi Avhvb LwZ‡ei mvg‡b gmwR‡`i `iIqvhvq Ges Dcgnv‡`‡k cvq LwZ‡ei mvg‡b wg¤¢‡ii Kv‡Q †`qvi ‡iIqvR Pvj Av‡Q| Z‡e Rgvi wØZxq Avhvb LwZ‡ei mvg‡b wg¤¢‡ii Kv‡Q †`qvi weavb I Avgj hMhM a‡i P‡j Avm‡Q hv‡K wewfb †dK‡ni wKZv‡e جرى به التوارث হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ যুগ যুগ a‡i G wbqg P‡j Avm‡Q تـــــوارث সম্পর্কে ফতোয়ায়ে শামীতে উল্লেখ রয়েছে المتوارث لايكون مكروها A_vr hv hM hM a‡i cPwjZ Zv ÔgKiƒn n‡Z cv‡i bv আরো উল্লেখ করা হয়েছে وكذالک تقول فى الاذان بين يدى الخطيب فيكون بدعة حسنة اذ ماراه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن A_vr †mfv‡eB Zwg ej‡e LwZ‡ei mvg‡b c`Ë Avhvb m¤ú‡KI mZivs Zv †e`Av‡Z nvmbv| †Kbbv মুমিনগণ যে বস্তুকে ভাল হিসেবে জানে তা আল্লাহর কাছেও ভাল। অতএব হাজাi eQ‡ii †P‡q Av‡iv AwaKKvj †_‡K Avcb Avcb h‡Mi †dvKvnv‡q †Kivg I gwgbMY hLb GUv‡K Avg‡j cwiYZ K‡i‡Q Zvn‡j Avgv‡`i e‡S wb‡Z n‡e GUv আল্লাহর কাছে ভাল। আর এটা চিরসত্য ও স্বীকৃত যে, ইমাম ইবনে আবেদীন kvgx (d‡Zvqv‡q kvgxi) †jLK I Bgvg giwMbvbx (†n`vqv M‡š'i †jLK) Zv‡`i cieZx I jvgv‡q †Kivg I dwKnM‡Yi †P‡q A‡bK †ekx weÁ I wdKn d‡Zvqv m¤ú‡K AwaK ÁvZ| mZivs G gvmAvjv wb‡q A‡nZK weZ‡K bv Rov‡bv DwPZ|

[†n`vqv, ki‡n †eKvqv, Ig`vZi †iqvqv I iÏj gLZvi BZ¨w`]

⊕ **fDÀ** অনেকে বলে থাকে, সারাদিন কাজের ঝামেলায় নামায আদায় করতে না পারলে রাতে সব ওয়াক্তের নামায ক্বাযা আদায় করলে হয়ে যাবে -এ সম্পর্কে জানালে M¢n qhz

🕮**EšI x** যথাসময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা ফরয। ইচ্ছাকৃতভাবে আদায় e¡ Ll¡ h¡ LÅ¡ Ll¡ SOeÉaj Afl¡d, k¡ a¡Jh¡ R¡s¡ j¡g qu e¡z pju ja fÐÉq

বিশেষ কারণ ব্যতীত ইচ্ছাকৃত নামায ক্বাযা করলে ঈমানহারা হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই এ রকম অভ্যাস পরিহার করা অপরিহার্য। বিশেষ কারণে ওয়াক্বত মত আদায় e¡ করলে পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্যই ক্বাযা করবে, নতুবা জিম্মায় থেকে যাবে। -[f¡lL¡å J B¢n'"Bam mj"Ba Ca£¡¢c]

✍ jq¡¿j c ¢pl¡Sm Cpm¡j

কদমতলী, চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গুনিয়া

❖ fÐÀ নামাযের আগে যদি মযি বের হয়, তাহলে ওযূ করে পাক হওয়া যাবে কিনা? নাকি কাপড়ও পাল্টাতে হবে, অনুগ্রহ করে জানাবেন।

📖Eš l x শরীয়তের দৃষ্টিতে মযি হল নাজাসাতে গলিজা অর্থাৎ ভারী নাপাক। এটা শরীর থেকে বের হলে ওযূ ওয়াজিব হয়। আর মনি বের হলে গোসল ওয়াজিব হয়। অতএব ওযূ অবস্থায় কারো মযি বের হলে তার ওযূ ভেঙ্গে যাবে, পুনরায় ওযূ Ll¡ আবশ্যক। উক্ত মযি শরীর থেকে বের হওয়ার পর কাপড়ে বা শরীরে লাগলে দেখতে হবে তার পরিমাণ কতটুকু। যদি এর পরিমাণ এক দেরহাম বা এক আধুলি বরাবর qu, তখন একে পানি দ্বারা ধৌত করা বা পবিত্র করা ওয়াজিব। একে পবিত্র করা ছাড়া e¡j¡k আদায় করা হলে তা পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। আর এক আধুলির চেয়ে কম হলে তা পবিত্র করা সুন্নাত। এটা পবিত্র করা ছাড়া নামায আদায় করা হলে সুন্নাতের বরখেলাফ হবে। তাই এমতাবস্থায় পবিত্রতা অর্জন করত নামায পুনরায় আদায় করবে।-[মিশকাত শরীফ, মেরকাত ও মেরাত]

❖ fÐÀ বিভিন্ন নামাজ শিক্ষা বইয়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের রুকু-সাজদার তাসবীহসমূহ পড়ার কয়েকটি নিয়ম রয়েছে। কোন নিয়মে পড়লে এবং কত বার পড়লে ভাল হয়। আর সালাতুত্ তাসবীহ পড়ার নিয়ম জানালে কৃতজ্ঞ হব।

📖Eš l x পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে রুকুতে একবার ''সুবহানাল্লাহ'' বলা পরিমাণ অপেক্ষা করা ওয়াজিব। তিন বার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' বলা সুন্নাত, পাঁচh¡l hm¡ মুস্তাহাব। তদ্রূপ সাজদায় একবার 'সুবহানাল্লাহ' বলা পরিমাণ অপেক্ষা করা ওu¡¢Shz ¢aeh¡l '"phq¡e¡ l¡¢î u¡m B'm¡'' hm¡ p¤æa Hhw f¡Qh¡l hm¡ jÙ¹¡q¡hz

['ফাতহুল কুদীর' কৃত. ইমাম ইবনে হুম্মাম রহমাতুল্লাহি আলায়হি]

উল্লেখ্য, সালাতুত তাসবীহ ফযীলতপূর্ণ নামায। যার সাওয়াব সীমাহীন। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাচা হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে এরশাদ করেছেন ''হে চাচা যদি আপনার দ্বার¡ সম্ভব হয়, তবে দৈনিক একবার উক্ত নামায আদায় করুন, আর প্রতিদিন সম্ভব না হলে প্রতি জুমু'আর দিনে একবার আদায় করুন, তাও সম্ভব না হলে মাসিক একবার না¡j¡k আদায় করুন। আর মাসিক সম্ভব না হলে বাৎসরিক একবার আদায় করুন, আর

বাৎসরিকও সম্ভব না হলে অন্তত জীবনে একবার আদায় করুন।'' এ বর্ণনা দ্বারা বT¡ গেল, উক্ত নামাযের কত গুরুত্ব। তাই এ নামাজ যত্নসহকারে আদায় করা উচিত। Q¡l রাক্'আত বিশিষ্ট উক্ত নামাযের তারতীব যা তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইhe মুবারক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র সূত্রে বর্ণিত তা নিম্নরূপঃ

আল্লাহু আকবর বলে নিয়্যত করত সানা পাঠ করবে তারপর কলেমা তামজীদ পনর বার তারপর আ'উযু- বিসমিল্লাহ, সূরা ফাতিহা ও অন্য সুরা পাঠ করে দশবার উক্ত aph£q পাঠ করবে। রুকুর তাসবীহ পড়ার পর দশবার, রুকু থেকে উঠে রাব্বানালাকাল q¡jc বলার পর দাঁড়ানো অবস্থায় দশবার, সাজদাতে যাওয়ার পর সাজদার তসবীহ পাঠের পর তা দশবার পাঠ করবে, সাজদা থেকে উঠে বসে দশবার, আবার সাজদায় সাজদার তাসবীহ পাঠের পর দশবার। অতএব, ১ম রাকাতে পঁচাত্তরবার পূর্ণ হল। তারপর 2u রাক্'আতে ক্বিরআতের আগে পনের বার এবং ক্বির্আতের পরে রুকূ'তে যাওয়ার পূর্বে দশ বার এভাবে পুর্ব নিয়মে পঁচাত্তরবার পাঠ করবে, অনুরূপভাবে প্রতি রাকআতে পঁচাত্তর বার করে তিনশতবার উক্ত তসবীহ পাঠ করবে। [¢al¢j¢k nl£g J ...¢eu¡ Ca£¡¢c]

❖ fÐÀ ৪ রাক্'আত নামায পড়তে গিয়ে যদি কোন ওয়াজিব বাদ পড়ে যায়, তাশাহহুদের বৈঠকে যদি 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ার পর দুরূদ শরীফ 'আল্লাহুম্মা সল্লি "Bm¡ সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন' পর্যন্ত পড়ি অথবা এক সূরার পরিবর্তে অন্য সূরা পড়ে ফেললে কি করতে হবে। তাছাড়া ৪ রাক্'আত পড়ার পর সাহু সাজদা দেওয়ার কথা মনে না থাকলে নামাযগুলোকি আবার আদায় করতে হবে? এরূপ অতীতে আদায়কৃত নামাযগুলোকি এখন আদায় করতে হবে? জানালে উপকৃত হব।

📖Eš l x চার রাক্'আত পড়তে গিয়ে কোন ওয়াজিব ভুলক্রমে বাদ গেলে সাহু সাজদা ওয়াজিব হবে। আর ইচ্ছাকৃত ওয়াজিব বাদ দিলে নামায নষ্ট বা ফাসেদ হয়ে যাবে। উক্ত নামায পুনরায় আদায় করতে হবে।

প্রথম বৈঠকে তাশাহহুদের পর দুরূদ শরীফ ভুলবশত 'আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা সাযি¦E¢ce¡ মুহাম্মাদিন' বা আরো বেশি পড়ে ফেললে সাহু সাজদা ওয়াজিব হবে।

এক সূরার স্থলে অন্য সূরা পাঠ করা যেমন ক্বিরআতের মধ্যে প্রথমে সূরা ফাaq¡ f¡W করা তারপর অন্য সূরা মিলিয়ে পাঠ করা। কিন্তু কেউ যদি সূরা ফাতিহার স্থলে AeÉ pl¡ মুখ দিয়ে ভুলক্রমে চলে আসলে তখন তা বাদ দিয়ে প্রথম সূরা ফাতিহা পাঠ করবে তারপর অন্য সূরা মিলিয়ে পাঠ করবে। এমতাবস্থায় সাহু সাজদা ওয়াজিব হবে না¡z Hl ব্যতিক্রম হলে সাহু সাজদা ওয়াজিব হবে। যদি সূরা ফাতিহা তিলাওয়াতের পর ®k pl¡ তিলাওয়াতের খেয়াল ছিল তা উচ্চারিত না হয়ে ভুলবশত অন্য সূরা পাঠ করে ফেললে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে।

সাহু সাজদা ওয়াজিব ছিল, কিন্তু ভুলবশত দেওয়া না হলে সালাম ফিরোনোর পl p¡lZ আসলে সাথে সাথে সাহু সাজদা দিয়ে দেবে। আর স্মরণে না থাকলে উক্ত নামায Bc¡u

হয়ে যাবে। আর কোন নামাযে যদি কোন কারণে সাজদা সাহু ওয়াজিব হয়েছিল, ¢L¿º স্মরণ না থাকায় সাহু সাজদা আদায় করেনি; সাহু সাজদা ছাড়া নামায শেষ করেছে। অতঃপর উক্ত ওয়াক্তের মধ্যে যদি স্মরণ হয়, তবে ওই ওয়াক্তের মধ্যে উক্ত নামাk পুনরায় আদায় করবে। আর যদি উক্ত ওয়াক্ত চলে যায়, তারপর স্মরণ হলে তখন পel¡u উক্ত নামায পড়তে হবে না।

-[গমজু উয়ূনিল বাচায়ের শরহে কিতাবুল আশবাহ্ ওয়ান্ নাযাইর La. Cj¡j ýj¡ i£ q¡e¡g£ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢q Ca¢c]

◈ f–ÐÀx আমরা জানি ঈদের দিনে রোযা রাখা নিষেধ। প্রশ্ন হচ্ছে- ১২ই রবিউল আওয়াল (ঈদে মিলাদুন্নবী) যেহেতু সবচেয়ে বড় ঈদের দিন, ঐ দিন রোযা রাখ¡ জায়েয হবে কিনা?

📖 Eš l x Dc cC fÐ¡lz fÐj a: BLÅ¡Na Dc, ¢àa£ua: Bj mNa Dcz আমলগত ঈদ হলো দু'টি তথা ঈদুল ফিত্র এবং ঈদুল আজহা। আর আক্বীদাগত ঈদ অনেক। যেমন- সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিবস পবিত্র জুমার দিবসকেও হাদীস শরীফে ঈদের দিন বলা হয়েছে। অনুরূপ আরাফার দিবসকেও ঈদের দিন বলা হয়েছে। সুতরাং ®k দিবস না হলে জুমা, আরাফা, ঈদুল ফিতর, ঈদুল আজহা কিছুই হতো না সে fchp¢V শ্রেষ্ঠতম ঈদের দিন না হলে আর কোনটি হবে? আর সেই শ্রেষ্ঠ দিনটি হলো পবিœ 12 রবিউল আউয়াল শরীফ তথা ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

কেবল ঈদের দিন রোযা রাখা নিষেধ, এই ধারণা ভুল। কারণ সাধারণত: আমলগa ঈদের দিন তো মাত্র দুই দিন আর রোযা রাখা নিষেধ করা হয়েছে বছরে পাঁচ ¢cez পবিত্র হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে- لَا تَصُوْمُوْا فِىْ هٰذِهِ الْاَيَّام فَانَّهَا اَيَّام اَكلِ وَشَرب وبعال (الحديث) অর্থাৎ তোমরা ঐ সমস্ত দিনে রোযা রাখিওনা কেননা, সেগুলো হলো পানাহার এবং আনন্দ করার দিন।

[মু'জামুল কবীর লিত্ তারবানী, বাবু যিকরু আব্দুল্লাহ ইবনে হুযাফা, ৯ম খণ্ড, f.431, q¡¢cp ew-11422]

ঐ হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, পাঁচটি দিবসে রোযা নিষিÜ qJu¡l কারণ হলো ওই সব দিনে আল্লাহর পক্ষ হতে বান্দার জন্য জিয়াফতের ব্যবস্থা দেয়¡ হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ হতে প্রদত্ত জিয়াফত দিবসে রোযা রাখা মানে ওই মেহমানদারী হতে মুখ ফিরিয়ে রাখা।

উল্লিখিত হাদীস শরীফের আলোকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হলো, ওই পাঁচদিন ব্যতীত বছরের যে কোন দিন রোযা রাখা যাবে।

১২ রবিউল আউয়াল সমগ্র বিশ্বের জন্য এক বড় নেয়ামত প্রাপ্তির দিবস। বড় নেয়াja প্রাপ্তিকে উপলক্ষ করে রোযা পালন করা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নামান্তর। যেমন প্রিueh£ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি সোমবার রোযা পালন করতেন। সে ব্যাপাl নবীজির খিদমতে আরজ করা হলে তিনি উত্তরে বলেনفيه ولدت وانزل على - رواه

مسلم অর্থাৎ এ দিবসেই আমি দুনিয়াতে এসেছি এবং এই দিনেই আমার উপর ক্বোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে।

[jp¢mj nl£g, h¡h Cp¢aqh¡¢hp ¢pu¡¢j p¡m¡p¡¢a BCuÉ¡¢je ¢jeL¢õ শাহরিন ওয়া সাওমে ইউমি আরাফা ওয়া Böl¡, Ju¡m Cpe¡Ce Ju¡m Mj¡¢jp, q¡¢cp ew-1978]

মূলত: মিলাদকে উপলক্ষ করেই নবীজি রোযা পালনের মাধ্যমে মহান আল্লাহর শোLl আদায় করতেন।

সুতরাং ১২ রবিউল আউয়াল তথা মিলাদুন্নবীর দিবসে রোযা রাখা দান-খায়রাত Ll¡, মিলাদ-ক্বিয়াম, দরূদ-সালাম, তাবাররুকাত ইদ্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর দরবাl শোকরিয়া আদায় করা এবং প্রিয়নবী রসূলে আকরম সাল্লাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি শ্রদ্ধা-সম্মান প্রদর্শণ করা অনেক ফজিলত ও পূণ্যময়।

[আন-নি'মাতুল কুবরা, কৃত: ইমাম ইবনে হাজর হাইতমী মক্কী রহমাতুল্লাহি আল¡C¢q; Bm q¡i£ ¢mm g¡a¡Ju¡, La: Cj¡j S¡m¡mŸ£ pua£ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q; মাওয়াহেবে লাদুনিয়া, কৃত: Cj¡j Bqjc LÙm¡e£ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q CaÉ¡¢cz]

✍ jp¡Çjv Bc£c¡ ýpe¡ ®S¢p

দৈলারপাড়া, কুতুবজুম, মহেশখালী, কক্সবাজার

◈ f–ÐÀx পূর্ণ এক মাস রোযা রাখার জন্য মহিলাদের অনেকে ট্যাবলেট খেয়ে ঋতুস্রাব বন্ধ রাখেন। কিন্তু আমি শুনেছি এভাবে ঋতুস্রাব বন্ধ রাখলে নাকি নামায-রোযা qu e¡z এ কথা কতটুকু সত্য, দয়া করে জানাবেন।

📖 Eš l x কৃত্রিম ঔষধ সেবনের মাধ্যমে যদি ঋতুস্রাব বন্ধ রাখা হয়, আর স্রাব না হওয়াতে তা পবিত্রতার সময় হিসেবেই ধরা হবে। ঐ সময় নামায- রোযা পালন করলে তা আদায় হয়ে যাবে।

কিন্তু এভাবে ঔষধের মাধ্যমে ঋতুস্রাব বন্ধ রাখা অনুচিত, স্বীয় শরীরের উপর জুলুমের শামিল। এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে; তদুপরি এটা আল্লাহ্ fÐcš স্বাভাবিক নিয়মের উপর হস্তক্ষেপের নামান্তর। যেহেতু ঋতুস্রাবকালে আল্লাহ্ নারীদের জন্য শরীয়তের বিধান পালনে সহজ করে দিয়েছেন, সেহেতু নামায- রোযা পালনে অতি উৎসাহি হয়ে তা' বন্ধ করা অনুচিত।

◈ f–ÐÀx আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী। আমার পক্ষে শ্রেণীকক্ষে বসে বোরকার উপরের অংশটুকু খুলে রাখা কি জায়েয হবে? বোরকা পরিধান করা ফরজ, ওয়াজিব, সæ¡a নাকি মুস্তাহাব? জানিয়ে বাধিত করবেন।

📖 Eš l x একজন স্বাধীন মহিলার মুখমণ্ডল, দু'হাতের তালু ও দু'পায়ের পাতা ব্যতীত সমস্ত শরীর সতরের অন্তর্ভূক্ত। তা' ঢেকে রাখা তো ফরজ আর যখন প্রয়োজনে বাইরে যেতেই হয় তখন পর্দা অবলম্বন করাও ফরজ। আর তা হল, লম্বা চাদর, মাথাl

উপর থেকে মুখমণ্ডলের সামনে ঝুলিয়ে নেয়া, যাতে পর পুরুষের দৃষ্টি মুখমণ্ডmেl উপর না পড়ে। সুতরাং, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু সতরের অন্তর্ভূক্ত না হলেও fgaej আশঙ্কায় এগুলো আবৃত করাও জরুরী।

ক্লাস রুম বা স্বীয় কক্ষে ভীষণ গরম ও ক্লান্তির কারণে পরপুরুষের আনাগোনা ej থাকলে স্বীয় সতর আবৃত করে বোরকার উপরিভাগ নেহায়ত অস্থিরতা বোধ করলে খুলতে পারে। তবে বেগানা বা পরপুরুষের সামনে চেহারা যেন উন্মুক্ত না হয় সেদিকে একজন বালেগা রমনী অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে। বোরকা বা মাথার ওপর চাদর ব্যবহাl করা ঘর থেকে বিশেষ প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময় বালেগা রমণীর জন্য ফরজz

[আসাহ্হুস সিয়র ও ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া ইত্যাদি।]

✍ মুহাম্মদ ইকবাল হোসেন

j¢luj eNI, I¡‰e£u¡, Q–N¡j

⊘ fÐnÀ ®I¡k¡ I¡M¡ AhÙ¡u N¡e öe¡, N£ha LI¡, Su¡ ®Mm¡, TNs¡ LI¡, গালি-গালাজ ইত্যাদি করলে রোযার কতটুকু ক্ষতি হবে জানালে খুশি হব।

📖 Eš¡l x যে সব কাজ রোযার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পরিপন্থি, রোযা অবস্থায় ওই রূপ কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোর তা¢Nc দিয়েছেন। যেমন-

فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان سابّهُ احد او قاتلهُ فليقل
انى امرءٌ صائم ـ متفق عليه

অর্থাৎ, ''সুতরাং রোযা অবস্থায় তোমাদের কেউ যেন অশ্লীলতায় লিপ্ত না হয় Hhw ঝগড়া-বিবাদ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত qu তবে সে যেন বলে, আমি রোযাদার। -(hM¡l£ J jp¢mj)

হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন- من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى ان يدع طعامه وشرابهُ Ab¡v ''®k hÉ¢š² মিথ্যা বলা ও তদানুযায়ী আমল করা বর্জন করেনি তার এ পানাহার পরিত্যাগ কl¡ আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।''

pal¡w, ®I¡k¡ AhÙ¡u N¡e öe¡, N£ha LI¡, Su¡ ®Mm¡, TNs¡ ¢hh¡c LI¡ J গালি-গালাজ ইত্যাদি অশ্লীল অপকর্ম করা রোযার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থি। pal¡w কোরআন-সুন্নাহর আলোকে রোযা অবস্থায় উপরিউক্ত কুকর্ম ও গর্হিতকাজসমূহকে ফুক্বাহা-ই কিরাম হারাম, মারাত্মক অপরাধ ও রোযার জন্য হুমকি স্বরূপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এসব অপকর্ম করে সিয়াম সাধনা প্রকৃত অর্থে উপবাস থাকার e¡j¡¿Iz a¡C ®I¡k¡I L¡¢´Ma gm¡gm q¡¢pm LI¡I SeÉ H ph An£m J nI£ua বিরোধী কাজ পরিত্যাগ করার সাথে সাথে অন্যান্য নেক আমলের প্রতি ও বিশেষভাবে যত্নবান হতে হবে। সুতরাং রোযাদার ব্যক্তিকে ইবাদত, তিলাওয়াত, যিক্‌র ও তাসবীহে মগ্ন থেকে অন্যের প্রতি সহানুভূতি, সদয় আচরণ, দানশীলতা ও বদান্যতার মাধ্যমে

আল্লাহ্ ও রসূলের সন্তুষ্টি অর্জনের পথ প্রশস্ত করার প্রতি যত্নবান হতে হবে। ক¡IZ, রমজান হচ্ছে তিলাওয়াত, যিক্‌র এবং আল্লাহ্ ও রসূলের নৈকট্য লাভের এক বি¢no মৌসুম। আত্মিক উৎকর্ষ ও পরকালীন কল্যাণ লাভের এক বেহেশ্‌তী সওগাত এ IjS¡e j¡pz [¢jnL¡a, pq£q ®h¡M¡l£ J pq£q jp¢mj nl£g CaÉ¡¢cz]

⊘ fÐnÀ অনেক মসজিদে দেখা যায় খতমে তারাভীহ পড়ে না, সূরা তারাভীহ পড়ে। খতমে তারাভীহ না পড়লে কি কোন ক্ষতি হবে? বিস্তারিত জানালে খুশী হব

📖 Eš¡l x রমজান মাসে তারাভীহ্'র নামাযে কোরআন মজীদ একবার খতম করা সুন্নাত। অলসতার কারণে তারাভীহ্'র নামাযে কোরআন শরীফ খতম যেন ছেড়ে ন¡ দেয় সে ব্যাপারে, ফিক্বহবিদ ও শরীয়তের ইমামগণ হুশিয়ার ও সতর্ক করে দিয়েছেন। যেমন 'শরহে বেকায়া' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, والسنة فيها الختم مرةً ولايترك لكسل للقوم অর্থাৎ ''রমজান মাসে নামাযে তারাভীহ্'র মাধ্যমে পবিত্র কোরআন একবার খতম করা সুন্নাত এবং তা যেন মুসল্লীদের অলসতার দরুন ছেড়ে দেয়া না হয়।'' হেদায়া নামক কিতাবেও উপরোক্ত উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে।

-[শরহে বেকায়া, কিতাবুস্ সালাত, পৃষ্ঠা ২০০৫]

তবে উপযুক্ত ভাল হাফেজে কোরআন যদি কোন মহল্লায় পাওয়া না যায় তবে উপযš² একজন ইমাম দ্বারা অবশ্যই সূরা তারাভীহ্ আদায় করবে। কিন্তু অলসতার দরুণ খতমে তারাভীহ্ পরিত্যাগ করলে অবশ্যই গুনাহ্গার হবে।

✍ jq¡¢jc Bhcp ö¡I

hMaf¡l, g¢VLR¢s

⊘ fÐnÀ রমজান মাসে শেষ দশ দিন 'ইতিকাফ' নেয়া কি? যদি সমাজ থেকে মসজিদে কেউ ইতিকাফ না নেয় তাহলে শরীয়তের বিধান কি? গত রমজান মাসে মসজিদে ইতিকাফ নেয়া হয়নি। অনেকে বলছে এ বছর ২০ দিন ইতিকাফ নিতে হবেz আর কেউ বলছে নিতে হবে না। এই নিয়ে দ্বন্দ্ব চলছে। আশা করি সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়ে এটা নিরসনে বাধিত করবেন।

📖 Eš¡l x পবিত্র রমজান শরীফের শেষের দশদিন নির্ধারিত ইমামের মাধ্যমে জামাত অনুষ্ঠিত হয় এমন মসজিদে ইতিকাফ করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ আলাল কেফায়া। অর্থাৎ মহল্লাবাসীর কেউ যদি ইতিকাফ করে তাহলে সবার পক্ষ থেকে আদ¡u হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কেউ ইতিকাফ না করে তাহলে সকলেই সমানভাবে গুনাহ্গ¡I হবে। কোন ঘটনাক্রমে কোন মহল্লাবাসীর পক্ষ থেকে যদি কেউ এ সুন্নাত ইতিকাফ পালন না করে থাকলে, তা পরবর্তীতে কাজা করার বিধান নেই। বরং এ গুনাহ্র SeÉ আল্লাহর দরবারে সবাই ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এ কার্য সংগঠিa e¡ হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। তবে ইতিকাফ থাকাকালীন কোন কারণে যদি কারো ইতিকাফ ভঙ্গ হয়ে যায়, তা পরবর্তীতে রোযাসহ কাজা করে দেয়ার বিধান রয়েছেz

-[ফতোয়া-ই হিন্দিয়া ইত্যাদি দেখুন]

✍ **মুহাম্মদ আবুল কাসেম ভেন্ডার**

চাপাতলী, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম

⊛ fÐÀ পবিত্র মাহে রমজান মাসের শেষ দশ দিন মুসলমানকে জামে মসজিদে ই'তিকাফ পালন করা সুন্নাত। আমাদের মসজিদে গত বছর যারা ই'তিকাফ পালন করেন, তারা গোসল করেছেন। কিন্তু জনৈক মৌলভী সাহেব বলেছেন, ই'তিকাফকা¡l£ ফরজ গোসল ব্যতীত দৈনিক গোসল করা ভাল নয়। এতে ই'তিকাফকারীর পক্ষে সাওয়াব'র ক্ষতি হয়। তাই ই'তিকাফের সময় গোসলের ব্যাপারে শরীয়তের বিধি-¢hd¡e কী তা জানালে উপকৃত হব।

📖Ešl x Ju¡¢Sh C'¢aL¡g ®kje j¡pSaLa C'¢aL¡g Hhw p¤æ¡a C'¢aL¡g k¡ রমজানের শেষ দশকে করা হয়, যা সুন্নাত-ই মুআক্কাদাহ্ আলাল কিফায়াহ্। এ দ'fÐl ই'তিকাফে বিনা প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হওয়া হারাম। বিনা প্রয়োজনে বের হলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর ই'তিকাফকারী মসজিদ থেকে বের হওয়ার জন্য প্রয়োজন বা ওযর দু'ধরনের- ১. স্বভাবজাত প্রয়োজন। যা মসজিদে করা যায় না ®kje- পায়খানা-প্রস্রাব, ওযূ' এবং গোসল ফরজ হলে গোসল করার জন্য বের হওয়া। 2. nlD প্রয়োজন। ঈদ বা জুমু'আর নামাযের জন্য বের হওয়া। এ দু'ধরনের প্রয়োজন hÉa£a যখন-তখন গোসল করার জন্য ই'তিকাফকারী মসজিদ থেকে বের হবে না। হ্যাঁ, ই'তিকাফকারী নিয়মিত গোসল না করলে যদি অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে প্রয়োজনে গোসল করতে বের হতে পারবে, তখন তা স্বভাবজাত প্রয়োজন হিসেবে NZÉ হবে। কিন্তু বিনা প্রয়োজনে যখন-তখন গোসল করতে বের হবে না। এটাই শরীয়তের g¡up¡m¡z ¢La¡hm ¢gLÀ"Bm¡m j¡k¢q¢hm Bl h¡"B CaÉ¡¢cz

✍ **jq¡¢jc Bhcm j¡hc**

কুলগাঁও, জালালাবাদ, বায়েজীদ, চট্টগ্রাম

⊛ fÐÀ আমরা অনেকেই রমজান মাসে খতমে তারাবীহ্ পড়ার জন্য নিয়মিত নির্দিষ্ট মসজিদে উপস্থিত থাকার চেষ্টা করি। আমরা দীর্ঘদিন ধরে জেনে আসছি যে, কোe একদিন যদি সেই মসজিদের খতমে তারাভীহ্তে উপস্থিত থাকতে না পারে, তাহmে a¡l খতমে তারাভীহ্টা আর পূর্ণতা পায়না। তাহলে কোন ব্যক্তি যদি (অনিচ্ছায়) n¡l£¢lL সমস্যার কারণে নতুবা কোন স্থানে যাওয়ার ফলে আসতে দেরি হওয়ায় তারাভীহ্তে যোগদানে অসামর্থ্য হয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে এর ব্যবস্থাটা কিরূপ হবে? জানালে La¡b qhz

📖Ešl x আমাদের হানাফী মাযহাব মতে বিশ রাক'আত তারাভীহ্র নামায সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ এবং তারাভীহ্র নামাযে এক খতম কোরআন আদায় করাও সুন্নাতে jB‚¡c¡qz nl"D ®L¡e JSl R¡s¡ ®L¡e fl¦o h¡ j¢qm¡ Ampa¡hna a¡l¡i£ql নামায না পড়লে অবশ্যই গুনাহ্গার হবে। কেউ খতমে তারাভীহ্তে নিয়মিত অংশNËZ

করতে না পারলে তার খতম পরিপূর্ণ হবে না। বিধায় পবিত্র কোরআন খতমের সাJu¡h থেকে বঞ্চিত হবে। তাই কেউ কোন বিশেষ প্রয়োজনে খতমে তারাভীহ্তে অংশগ্রqZ করতে না পারলে খতমে কোরআনের এবং সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্র সাওয়াব থেকে ব¯' a হবে। আর শক্তি-সামর্থ্য ও সুযোগ থাকার পরও অলসতা বশতঃ খতমে তারাভীহ্ ছেড়ে দেওয়া গুনাহ্। অবশ্য বিশেষ কারণে যদি খতমে তারাভীহ্ ছুটে যায়, তবে আল্ল¡ql দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আর নিজে হাফেয-ই কোরআন হলে ছুটে যাওয়া তিলাওয়াত দ্বিতীয় দিন নামাযে তারাভীহ্তে পড়ে নিবে। এ পদ্ধতিতেও খতমে কো¡l Be আদায় হয়ে যাবে।

✍ **j¢q¡îm qL**

fh…Sl¡, l¡ES¡e

⊛ fÐÀ যে ব্যক্তি রোযা রাখেনি তার উপর সাদক্বাতুল্ ফিত্র্ ওয়াজিব কিনা জানিয়ে ধন্য করবেন।

📖Ešl x p¡cL¡Ð-C ¢gal Ju¡¢Sh qJu¡l SeÉ ®l¡k¡ l¡M¡ na euz pal¡w ®k ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ অর্থ সম্পদের মালিক হবে তার জন্য সাদক্বাহ্-ই ফিত্র Bc¡u করা অবশ্যই ওয়াজিব। তাই কোন ব্যক্তি শর'ঈ কোন ওজরের কারণে যেমন- সফl, রোগ ও অক্ষমতার কারণে রোযা রাখে নাই অথবা কোন কারণ ছাড়া রোযা না রাখলে তারপরও তার উপরও সাদক্বাহ্-ই ফিত্র ওয়াজিব, যদি নিসাব পরিমাণ সম্পদের j¡¢mL quz-[lŸm jqa¡l]

✍ **jq¡¢jc el¦m Cpm¡j n¡¢Lm**

Q–NË¡j

⊛ fÐÀ মসজিদে কোন হক দ্বীনী সংগঠন বা ত্বরীকতের সংগঠন'র উদ্যোগে ইফতার মাহফিল করা যাবে কিনা? এবং মাহফিলে মসজিদের পানি, চাটাই, কার্পেট ইতÉ¡¢c ব্যবহার করা যাবে কিনা? কোরআন-সুন্নাহ্'র আলোকে উত্তর প্রত্যাশী।

📖Ešl x মসজিদের মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতাদর্শালোকে গঠিত সংস্থা ও সংগঠনের উদ্যোগে মিলাদ মাহফিল, যিক্র্ মাহফিল, ইফতার মাহফিm Ll¡ জায়েয। যেহেতু মসজিদ আল্লাহ্র যিক্র, নামায ইত্যাদির জন্য নির্মাণ করা হয়। সেহেতু তা মসজিদে করাও জায়েয। তবে ইতিকাফকারী ছাড়া অন্য কারো জন্য মসজিদে পানাহার করা জায়েয নেই। তাই নফল ইতিকাফের নিয়্যত করেই মসজিদে আয়োজিa ইফতার মাহফিলে রোযাদারগণ ইফতার করবে। তবে মসজিদের যেন বেহুরমতি না qu এবং অপরিস্কার না হয় সেদিকে অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে। মসজিদে আয়োজিত ইফa¡l মাহফিলের রোযাদার মুসল্লীরা ইফতার গ্রহণের পর পর উক্ত মসজিদে মাগরিবের e¡j¡k আদায় করবে বিধায় অন্যান্য মুসল্লীর ন্যায় তারাও প্রয়োজনে মসজিদের পানি, Q¡V¡C ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে কোন অসুবিধা নেই।

✍ **হাফেয নাযীর আহমদ**

pJc¡Nl ®Oje¡, QL¢lu¡, L„h¡S¡l

✧ **fÐnÀ** আমাদের মসজিদে তিন বছর ধরে একজন অন্ধ হাফেয দ্বারা তারাভীহ্ নামায পড়ানো হয়। তিনি ওহাবী আক্বীদায় বিশ্বাসী। বর্তমানে তিনি একটি ওq¡h£ মাদরাসার হেফযখানায় চাকুরি করেন। আমার প্রশ্ন- বদআকীদার হাফেয সাহেব J Aå ব্যক্তির পেছনে নামাযের ইক্বতিদা করা যাবে কিনা প্রমাণসহ জানালে উপকৃত qhz

EšI x জামা'আতে উপস্থিত লোকদেরমধ্যে নামাযের বিধি-বিধান জানা বিশুদ্ধ কোরআন পাঠে সক্ষম ও সহীহ্ আকীদাহ্ সম্পন্ন লোক বিদ্যমান থাকলে, তখন অন্ধের ইমামত মাকরূহে তানযীহি। যদি জামা'আতে ওই অন্ধ ব্যক্তির চেয়ে নামাযের বিধি-বিধান জানা, বিশুদ্ধ কোরআন শরীফ পাঠে কেউ সক্ষম না থাকে, আর ওই অন্ধ হাফেয বা ইমামের আকীদাহ্ও শুদ্ধ হয়, তবে ওই অন্ধের ইমামতই উত্তম। যদি জামা'আতে উপস্থিত লোকদের মধ্যে পবিত্র কোরআন বিশুদ্ধভাবে পাঠকারী কোন ব¡¢am আক্বীদাধারী বা প্রকাশ্যে পাপ কাজ করে, এমন ব্যক্তি (ফাসিক্ব-ই মুমিন) থাকে আর অন্ধ ব্যক্তি যদি ওই সব দোষ থেকে পবিত্র হন, তবে ওই অন্ধের ইমামত করা আবশ্যLz আর ওই অন্ধ ব্যক্তি কোরআন শরীফ বিশুদ্ধভাবে পাঠ করতে সক্ষম এবং নামাযের বিধি-বিধান সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল, কিন্তু ওহাবী-দেওবন্দী, শিয়া-আহলে হাদীp, লা-মাযহাবী ইত্যাদি বাতিল আক্বীদায় বিশ্বাসী হয়, তবে ওই অন্ধ ইমাম-খতীব-হাফেযের পেছনে কোন অবস্থায় কোন মুসলমানের ইক্বতিদা করা জায়েয হবে না। হুযূর f¡L সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

وَلَاتُصَلُّوْا مَعَهُمْ ۔ (رَوَاهُ الْمُسْلِم)

অর্থাৎ তোমরা তাদের সাথে নামায পড়োনা। -[jp¢mj]

বিশ্ববিখ্যাত ফিক্বহ্গ্রন্থ 'গুনিয়াহ্'তে উল্লেখ আছে-

يكره تقديم المبتدع لانه فاسق من حيث الاعتقاد وهو اشد من الفسق من حيث العمل والمراد بالمبتدع من يعتقد شيئًا على خلاف ما يعتقده اهل السنّة ۔

অর্থাৎ বিদ'আতী (যার আক্বীদাহ্ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত পরিপন্থি) তাকে Cj¡j বানানো মাকরূহে তাহরীমাহ্। কেননা আকীদাগত ফাসিক আমলগত ফাসিকের চেuে মারাত্মক অপরাধী। সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত অন্ধ হাফেয যেহেতু আকীদাগত ওহাবী ab¡ নবীবিদ্বেষী, সেহেতু তার পেছনে নামায আদায় করা নাজায়েয ও গুনাহ্।

-[গুনিয়াহ ও ফতোয়া-ই রেজভিয়া ইত্যাদি]

✍ **jqi¢jc gMI EŸ£e ®j¡h¡IL n¡q**

দৌলারপাড়া, কুতুবজুম, মহেশখালী, কক্সবাজার

✧ **fÐnÀ** তারাবীহ্র নামায কয়েক রাক্'আত জামা'আতের সাথে পড়তে না পেরে

নিজে নিজে পড়তে পড়তে যদি বিতরের নামায জামা'আতের সাথে পড়তে না পাl তাহলে বিত্র নামায নিজে নিজে পড়তে পারব কিনা অনুগ্রহ করে জানালে ধন্য qhz

EšI x কেউ মসজিদে এসে দেখল- তারাবীহ্র নামায আরম্ভ হয়ে গেছে। তবে এশার ফরয নামায না পড়ে থাকলে প্রথমে এশার ফরয নামায একাকীভাবে আদায় করে নেবে। পরে তারাবীহ্র জামা'আতে শরীক হবে। এশার ফরয নামাযের জামা'আতে nl£L না হলে বিত্র নামায একাকী আদায় করবে। আর যদি কেউ এশার নামায জামা'আa সহকারে আদায় করে কোন কারণে তারাবীহ্র কিছু নামায ছুটে যায়, তবে প্রথমে ইমামের সাথে তারাবীহ্র নামাযে শরীক হবে। ইমামের সাথে বিত্র নামাযও Bc¡u করে ছুটে যাওয়া তারাবীহ্র নামায আদায় করা উত্তম। ইমামের সাথে বিত্রের e¡j¡k e¡ পড়ে, আগে ছুটে যাওয়া তারাবীহ্ পড়ে, পরে একাকীভাবে বিত্র পড়াও জায়েয আছে।

-[BmjN£l J lŸm jqa¡l Caÿ¡¢c]

✍ **মুহাম্মদ সারওয়ার কামাল কাশেমী**

দ. নলবিলা, ছোট মহেশখালী, কক্সবাজার

✧ **fÐnÀ** তারাবীহ্ নামাযে সাহূ সাজদা আছে কি? থাকলে না দিলে কি হবে? দলীলসহ জানালে উপকৃত হব।

EšI x জুমু'আ, ঈদুল ফিত্র ও ঈদুল আজহা ছাড়া যত রকমের নামায রয়েছে প্রত্যেক নামাযে সাজদা-এ সাহূর বিধান আছে। জুমু'আ ও উভয় ঈদের নামাযে মুসল্লীদের উপস্থিতি ব্যাপকহারে হয়, বিধায় সাহূ সাজদার ফলে মুসল্লীদের মcdÉ ফিত্নার আশঙ্কা থাকে। তাই ফুক্বাহা-ই এযাম উক্ত² নামাযে সাহূ সাজদা দেয়া Ju¡¢Sh হলেও না দেওয়াকে উত্তম বলেছেন। আর জুমু'আ ও দু'ঈদের জামাত ছোট হলে তMe সাজদা-এ সাহূ ওয়াজিব হলে আদায় করে দিবে। তারাবীহ্ তথা অন্যান্য নামাk নামাযের ওয়াজিবসমূহ থেকে কোন ওয়াজিব ভুলবশতঃ বাদ পড়লে আর নামাযে থ¡L¡ অবস্থায় স্মরণ হলে, সাহূ সাজদা দেওয়া ওয়াজিব। উক্ত সাহূ সাজদা দ্বারা নামাযের ত্রুটি দূরীভূত হয়ে যায় এবং নামায পরিপূর্ণ ও শুদ্ধ হয়ে যায় এবং মহান আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়; অন্যথায় নামায শুদ্ধ হয়না এবং আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না। a¡C কোন ওয়াজিব ভুলবশতঃ বাদ পড়লে অবশ্যই সাহূ সাজদা দিবে; কিন্তু কোন ফরS h¡c পড়লে সাহূ সাজদা দিলে হবেনা, ওই ফরজ বাদ পড়া নামাযগুলো পুনরায় আদায় করতে হবে।

✧ **fÐnÀ** বিত্রের নামায শবে বরাতের রাতে জামা'আতে পড়লে অসুবিধা আছে কি? জানালে ধন্য হব।

EšI x রমজান মুবারক ছাড়া অন্য সময়ে বিত্রের নামায জামা'আত সহকারে আদায় করা শরীয়ত সমর্থিত নয়। বিত্রের নামায জামা'আত সহকারে আদায়ের হুকj রমজান মোবারকের সাথেই সম্পৃক্ত। যেহেতু ফারূক্ব-ই আ'যম হযরত ওমর রদ্বিয়¡Õ¡ý

তা'আলা আনহু যখন খেলাফতের আসনে সমাসীন হলেন, তখন তিনি তারাবীহ্ ও বিত্রের নামাযকে জামা'আত সহকারে আদায়ের ব্যবস্থা করলেন এবং বললেন نعمت البدعة هٰذه (এটা কতই উত্তম বিদ্'আত)। অতঃপর সাহাবা-ই কেরাম তাঁর ওই কাজকে নির্দ্বিধায় সমর্থন করলেন। তারপর থেকে পবিত্র রমজান মাসে তারাবীহ্ ও বিত্রের নামায জামা'আতসহ আদায় করা সুন্নাত হিসেবে প্রচলিত হল। আর রমজান ছাড়া অeÉ মাসে বিত্রের নামায জামা'আত সহকারে পড়বে না। তদ্রুপ শবে বরাতেও বিত্‌ll নামায জামা'আতে পড়বে না। কোন ইমাম ভুল বা অজ্ঞতা বশতঃ শবে বরাতে বিত্রের নামায জামা'আত সহকারে পড়ে ফেললে মাকরূহ হবে এবং এ জন্য আল্লাহ্র দরবাl ক্ষমা প্রার্থনা করবে। -[ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া ও রদ্দুল মুহতার ইত্যাদি]

✍ jqiÇjc el¦m Cpm¡j ®Sl¡e

He Hp ®V¢mLj, ®g±Sc¡lq¡V, p£a¡L™

⯑ **fÐÀ** গত যিলক্বদ মাসে 'মাসিক তরজুমান'র প্রশ্নোত্তর বিভাগে ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও রদ্দুল মুহতারের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, যদি কেউ রমজান মাসে Hn¡l নামায জামা'আতে পড়তে না পারে, তাহলে তারাবীর নামাযের পর বিতির নামাযের জামা'আত না পড়ে একাকী পড়তে বলা হয়েছে।

কিন্তু গত কয়েক মাস আগে মাসিক আল্-মুবিনে বলা হয়েছে- রমজান মাসে এশার নামায জামাতে না পড়লেও বিতির জামাতে পড়া যাবে। [pN£l£]

এখন আমার প্রশ্ন- দু'পত্রিকার উত্তর সম্পূর্ণ বিপরীত। আশা করি বিপরীতের কারZpq সঠিক ফায়সালা কোন্‌টি জানালে উপকৃত হব।

📖Ešl x মাসিক তরজুমানের ফতোয়ায়ে আলমগীরী ও রদ্দুল মুহতারের বরাত দিয়ে বর্ণিত মাসআলা এবং মাসিক আল্-মুবিনের সগীরীর বরাত দিয়ে বর্ণিত ম¡pBm¡l মাঝে কোন বৈপরিত্য নেই; বরং উভয় বর্ণনাই শুদ্ধ। বরং মাসিক তরজুমানে বণিa মাসআলার উপর আমল করাটা মুস্তাহাব তথা উত্তম হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। কেননা, রমজান মাসে তারাবীহ্ ও বিতরের জামাতের হুকুম এশার ফরজ নামায জামা'আতে পড়া-না পড়ার উপরই নির্ভরশীল। তাই কেউ কেউ এশার ফরজ নামায জামাতে আদায় না করলে তার জন্য তারাবীহ্ ও বিতর জমাতে পড়া আবশ্যক নয় মর্মে মত প্রকাশ করেছেন। আর যদি কেউ এশার ফরজ নামায জামাতে আদায় না করে তারাবীহ ও বিতর জামা'আতে পড়তে চায়, তাহলে পড়া যাবে মর্মে মত প্রকাশ করেছেন। উভয় বর্ণনায় আমল করা যাবে, অসুবিধা নাই।

✍ Cj¡c EŸ¡e S¡j¡m

ফাজিলপুর মাদরাসা, মনুমুখ, বালাগঞ্জ, সিলেট

⯑ **fÐÀ** রমজানের প্রথম রোযা যেদিন রাখা হবে ঐ বছর ঐ দিনে ঈদুল আজহা পালিত হবে -এমন নিয়ম কি শরীয়তের বিধানে রয়েছে? জানতে আগ্রহী। যেমন- Nah¡l রোযা ও বকরী ঈদ সোমবারে হয়েছে।

📖Ešl x শরীয়তের বিধান মতে উপরোক্ত হিসাব স্থায়ী ও চূড়ান্ত নয়। কোন কোন সময় হতে পারে, সম্ভাবনা আছে। তবে 'আজাইবুল মাখলূক্বাত'র বরাত দিয়ে আল্লাj¡ Bhcl lqj¡e Rgl£ lqj¡aõ¡¢q a¡"Bm¡ Bm¡u¢q ü£u l¢Qa "ekq¡am j¡S¡¢mp'-H qkla Cj¡j S¡gl p¡¢cLÅ¢àu¡õ¡ý a¡'Bm¡ Beý'l HL¢V hZe¡ উপস্থাপন করে বলেছেন যে, গত বৎসর রমজানুল মুবারকের পঞ্চম তারিখ পরের bvpl রমজানুল মুবারকের প্রথম তারিখ একই দিন হয়ে থাকে এবং উক্ত বর্ণনাকে পঞ্চাn বৎসর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে, আর সঠিক পাওয়া গেছে। তবে 'নুযহাতm মাজালিস' ছাড়া অন্য কোন প্রামাণ্য কিতাবে ইমাম জাফর সাদিক্ব রদ্বিয়াল্লাহু a¡"Bm¡ আনহু উপরোক্ত বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে কিনা? তা আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। হ্যাঁ, "ekq¡am মাজালিস'র বর্ণনাকে পরীক্ষা করে দেখলে বাস্তবতা বেরিয়ে আসবে। আর প্রশ্নো¢õ¢Ma নিয়মটি এ যাবৎ কোন প্রামাণ্য কিতাবে আমার নজরে আসেনি, আল্লাহ্- রসূলই i¡m জানেন।

✍ jqiÇjc Bhcm S¡î¡l

মেমোরী কম্পিউটার, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম

⯑ **fÐÀ** রমজান মাসের শবে ক্বদ্রের রাতে তারাবীহ্ নামায সম্পন্ন করার পর আমরা কি বিত্রের নামায জামা'আত সহকারে আদায় করব, নাকি শবে কদরের নামায সÇfæ করার পর বিত্রের নামায সম্পন্ন করব; নাকি সবশেষে বিত্রের নামায জামা'আapq আদায় করব, দয়া করে কোর্আন-হাদীসের আলোকে জানালে উপকৃত হব।

📖Ešl x যেসব মুসল্লী কদরের রাতে নামাযে এশা ও তারাবীহ্ নামায জামা'আত সহকারে আদায় করেছে, তারা বিত্রের নামাযও ইমাম সাহেবের সাথে জামা'আত সহকারে আদায় করবেন, এটা উত্তম পন্থা। আর শবে কদ্রের নফল নামায নামাযে বিত্রের আগেও পড়া যাবে, পরেও পড়া যাবে এতে কোন অসুবিধা নেই।

✍ jqiÇjc Bhcõ¡q Bm-B¢lg

n¡qj£lfl, LZgm£

⯑ **fÐÀ** রমজানের রোযার সময় আমাদের বাজারের একজন হিন্দুর চায়ের দোকান খোলা রাখে। রোযা রেখেও কতিপয় ব্যক্তি ওখানে গিয়ে পানাহার করে কেউ না দেখে

মত এবং পরিবারের কেউ না জানে মত। তারা আবার রোযাদারের মত নামাযও পড়েন ইফ্তারও করেন। এরূপ ব্যক্তির শাস্তি কীরূপ? জানালে উপকৃত হব।

EšI x ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম হল 'রমজান মাসে রোযা রাখা'। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ও বিবেকসম্পন্ন ঈমানদার নর-নারীর উপর রমজান মাসের রোযা রাখা ফরজ-ই আইন। এটাকে অস্বীকার করা কুফর (অর্থাৎ আবার ঈমান আনতে হবে)। শরয়£ ওযর ব্যতীত ইচ্ছা করে উক্ত রোযা ভঙ্গ করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্। আর রোয¡l ¢euÉa করে সাহ্‌রী গ্রহণের পর দিনের বেলায় কোন শরয়ী ওযর ব্যতীত রোযা ভঙ্গ করলে ক্বাযা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই মিলে (ক্বাযা একটি, কাফ্‌ফারা ষাটটিসহ) প্রতিটি রোযাl SeÉ ®j¡V একষট্টিটি করে রোযা আদায় করতে হবে। তারপরেও রমজানুল মুবারকের একটি ¢c¡k¡l সমান হয় না। তাই রোযা ভঙ্গ করা থেকে বিরত থাকা এবং ইচ্ছাকৃত এমন জঘন্য q¡l¡j কাজ থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক ঈমানদারের উপর অপরিহার্য। [ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া]

✍ jq¡Çjc Bhcm Ngl fÐe

hsam¡N¡J, f¡Lelfl, LQu¡, Q¡cfl

fÐÀx রমজান মাসে এশার নামাযের পরে তারাভীহ্ ও বিতির নামাযের পূর্বে দু'রাক'আত নফল নামায সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস দ্বারা পড়লে বা অন্য ®L¡e pl¡ দ্বারা পড়া যাবে কিনা? জানালে খুশি হব।

EšI x নামাযে ক্বোরআন করীমের সূরা বা আয়াত পাঠকালে কোন নির্দিষ্ট সূরা বা আয়াতের নির্ধারণ করা আবশ্যকীয় বা জরুরি নয়। বরং যে কোন সূরা বা আয়াতের মাধ্যমে কোরআন করীমের তিলাওয়াত হলে ক্বিরআত ফরজ আদায় হয়ে যাবে। সুতর¡w সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস বা অন্য যে কোন সূরা বা আয়াত সূরা ফাতেহার সাথে মিলিয়ে পড়লে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। -ফতোয়া হিন্দিয়া, খানিয়া

✍ jq¡Çjc Bp¡c‹¡j¡e

jdÉj ¢e¢ÕQ¿¡fl, g¢VLR¢s

fÐÀx গত রমজানে একজন বৃদ্ধ লোক মসজিদের বারান্দায় ই'তিক্বাফ নিলেন। তখন মসজিদের ইমাম বললেন, তার ইবাদত আল্লাহর দরবারে কবূল হবে না। আরো বললেন, এটা নাকি আসমান-যমীনের তফাৎ। এ ব্যাপারে কোরআন-হাদীসের আলোকে আলোকপাত করলে খুশী হব।

EšI x মসজিদের বারান্দা মসজিদের হুকুমের শামিল। যারা মসজিদের বারান্দাকে মসজিদের বাহিরে বলে তারা ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের দাবি ¢i¢Šq£ez ইমামে আহলে সুন্নাতে মুজাদ্দিদে দ্বীনও মিল্লাত আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা বেরলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি উক্ত মাসআলাকে ভিত্তি করে التبـــصير المـنــجـدبـان

صــحن المسجد مسجد নামক একটি কিতাব রচনা করেছেন এবং তিনি উক্ত কিতাবে অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, মসজিদের বারান্দা মসজিদের হুকুমের n¡¢jmz তাউ কেউ মসজিদের বারান্দায় ই'তিক্বাফ পালন করলে তিনি উক্ত ই'তিক্বাফ মসজিদেই পালন করল। এর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। সুতরাং উক্ত ই'তিক্বাফ শরীয়ত মোতাবেক শুদ্ধ হবে এবং শরীয়তসম্মত পন্থায় সকল বিধি- নিষেধ ইত্যাদি মেনে ই'তিক্বাফ f¡me করলে ইন্‌শা আল্লাহ্ আল্লাহর দরবারে মকবূল হবে। তবে বারান্দার চেয়ে মসজি¢cl ভিতরেই ই'তিক্বাফ পালন করা উত্তম।

✍ jq¡Çjc q¡p¡e nl£g

jq¡Çjc j¢el¦Ÿ£e

জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলীয়া, চট্টগ্রাম।

fÐÀরোজা অবস্থায় ইনজেকশন ব্যবহার, ইনহেলার ব্যবহার, ইনুসুলিন ব্যবহার, ডোজ ব্যবহার এবং নাক, কান ও চোখে ড্রc ব্যবহার করলে শরীয়তের দৃষ্টিকোণে রোজা নষ্ট হবে কি না? এ বিষয়ে শরয়ী ফায়সালা প্রদান করতঃ ধন্য করবেন।

EšI x রোজা অবস্থায় ইন্‌জেকশন ব্যবহার করলে রোজা নষ্ট হবে কি না বর্তমান বিশ্বের মুফতিগণ এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করলেও রোজা অবস্থায় ইনCSLne ব্যবহার না করাই নিরাপদ ও রোজা নষ্ট হওয়ার আশংকা হতে মুক্ত। তদুপরি ইনজেকশন ইফতারের পর রাত্রি বেলায়ও প্রয়োজনে দেয়া যায়। তদ্রুপ যে সমস্ত রোগী ইনq¥m¡l ব্যবহার ব্যতীত রোজা আদায় করতে অক্ষম তারা রমজানের পর সুস্থ হলে ক্বাযা Bc¡u করবে, আর সুস্থ না হলে রমজানের প্রতিটি রোজার বিনিময়ে ফিদ্‌য়া/ কাফ্‌ফ¡l¡ (fÐ¢a রোজার বিনিময়ে একজন মিসকিনকে দু'বেলা আহার দান অথবা অর্ধ 'সা' তথা c'®L¢S ৫০ গ্রাম গম প্রদান করবে) ইনসুলিন সাধারণত ডায়াবেটিস রোগীরা আহারের ¢LR¥Z পূর্বে ব্যবহার করে থাকেন, যা রোজা অবস্থায় ব্যবহার করলে রোজা নষ্ট হয়ে k¡Ju¡l আশংকা বেশি বিধায় ইনসুলিন ইফতারের ঠিক সময়ে গ্রহণ করে কিছুক্ষণ পর ইফত¡l সামগ্রী আহার করবেন। তদ্রুপ পায়খানার রাস্তায় ডোজ ব্যবহার, নাক, কান ও চোখের ড্রপ ব্যবহারে রোজা নষ্ট হওয়ার আশংকা বেশি থাকে। যেমন ফোকাহায়ে কিরাম ®l¡k¡ অবস্থায় নশ টানা নিষেধ করেছেন। সুতরাং রোজা অবস্থায় ডোজ ব্যবহার নাক, L¡e J চোখের ড্রপ ব্যবহার থেকে বিরত থাকাই শ্রেয় ও নিরাপদ। তদুপরি ডোজ ব্যবq¡l, L¡e, নাক ও চোখের ড্রপ ইফতারের পর রাতের বেলায় সুবহে সাদিকের আগ পর্যন্ত বÉhq¡l করতে কোন অসুবিধা নাই বিধায় রোজা অবস্থায় ব্যবহার না করাই নিরাপদ। ®l¡S¡ অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনে মুমূর্ষ রোগীর প্রাণ রক্ষার্থে রক্ত দান করলে কোe Ap¢hd¡ ®eCz

✍ **j¡Jm¡e¡ jq¡¢jc Bhcm Ju¡cc**
h¡“¡l¡j f l, ¢h-h¡¢su¡z

❖ **fDÀ** মাহে রমজানে তারাবীর নামাজের হাদিয়া ৯০ হাজার টাকা উত্তোলন করে ইমাম সাহেবদেরকে ২৪ হাজার টাকা দিয়ে বাকি টাকা কমিটির ইচ্ছামত মসজিদে c লাগানো জায়েজ কিনা শরীয়াহ মোতাবেক সমাধান জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

Ešl x মাহে রমজানে হাফেজ সাহেবান ও ইমাম সাহেবকে সম্মানী সূচক হাদিয়া প্রদানের উদ্দেশ্য যে টাকা মুসল্লীদের পক্ষ থেকে রাজি ও স্বীয় খুশীতে নেয়া হয় তা থেকে তাঁদেরকে যথাযথ সম্মানজনক হাদিয়া প্রদানের পর ইমাম হাফেজ সাহেবানের সন্তুষ্টিতে অবশিষ্ট অংশ মসজিদের কাজে ব্যবহার করতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা ন¡Cz যদি টাকা গ্রহণের সময় সেভাবে গ্রহণ করা হয়। তবে ইমাম ও হাফেজ সাহেবানদেরকে স্বল্প পরিমাণ দিয়ে বাকি সব টাকা মসজিদের ফাণ্ডে রেখে দেয়া উচিত নয়।

✍ **jq¡¢jc L¡up¡l**
e¡ef l, g¢VLR¢s
Q–N¡¡z

❖ **fDÀ** 1. C'¢aL¡g l a AhÙ¡u gl k ®N¡pm hÉa£a fÐ£q ®N¡pm Ll¡l SeÉ মসজিদ থেকে বের হতে পারবে কিনা? জানালে উপকৃত হব

২. ব্যাংকে টাকা জমানো এবং ব্যাংক থেকে দেওয়া লাভ গ্রহণ করা জায়েয কিe¡? B¢j কোন এক মৌলভীর সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করলে তিনি এটি বিতর্কিত মাসআল¡ বলে জানান। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

Ešl x ১. ই'তিকাফরত অবস্থায় স্বপ্নদোষের কারণে গোসল ফরজ হলে এবং মসজিদের ভিতরে অজু ও গোসলের জন্য কোন ব্যবস্থা না থাকলে তখন ই'তিকাফL¡l£l গোসলের জন্য মসজিদের বাহিরে যাওয়া জায়েয, ফরজ গোসল ছাড়া অন্য যে কে¡e ধরণের গোসলের জন্য সাধারণত বাহিরে গমণ করার অনুমতি নাই। তবে কয়েকদিe গোসল না করার কারণে বা বেশী গরমের দরুণ যদি শরীর অস্থির হয়ে পড়ে, তMe বিশেষ প্রয়োজনে ক্ষতি হতে বাচার জন্য গোসল করতে বের হতে পারবে। এরিয়¡u অযু-গোসলের ব্যবস্থা থাকলে তখন ফরয গোসলের জন্যও বের হওয়ার অনুমতি ন¡Cz

২. হেফাজতের নিয়তে ব্যাংকে টাকা জমা করা শরিয়ত সম্মত। তবে জমাকৃত টাক¡l উপর বর্ধিত অংশ যা ব্যাংক কর্তৃক দেওয়া হয় তাতে শরিয়তের দৃষ্টিতে সুদের AhL¡n থাকায় উক্ত বর্ধিত টাকা গ্রহণ করে নিজস্ব কোন প্রয়োজনে ব্যবহার না করে ছাওয়াবের নিয়ত ছাড়া ফকির-মিসকিন দেরকে দিয়ে দিবে।

[ফতোয়ায়ে আমজাদিয়া ও ফতোয়ায়ে ফয়জে রসুল ইত্যাদি]

✍ **jq¡¢jc ইকবাল হোসেন**
c¢rZ Lcmf l,
l¡ES¡ez

❖ **fDÀ** রমজান মাসে রোজা থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তির যদি স্বপ্নদোষ হয় তাহলে JC ®l¡S¡c¡l hÉ¢š²l L¡lZ£u ¢L?

Ešl x রমজান মাসে রোজা থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তির স্বপ্নদোষ হলে তার রোজা ভঙ্গ হবে না এবং মকরূহও হবে না বরং রোজা সঠিক থাকবে। তবে গোসm J পবিত্রতা অর্জনে কালবিলম্ব না করবে বরং তাড়াতাড়ি গোসল করে পবিত্র হয়ে যা¢hz ইচ্ছাকৃত গোসল করতে বিলম্ব করলে গোনাহগার হবে। হাদিস শরীফে উল্লেখ আছে জানাবতওয়ালা ব্যক্তি যে ঘরে থাকে সেখানে রহমতের ফেরেশতা নাযিল হয় না।

[দুররুল মুখতার ও ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া ইত্যাদি]

✍ **মুহাম্মদ মীর কাশেম মানিক**
হাজী বাদশা মাবেয়া কলেজ।

❖ **fDÀ** ১. আমাদের একজন প্রতিবেশী ডায়াবেটিস রোগী পারিবারিক কারণে বিগত রমজানে বিষপান করে। তাকে মেডিকেলে নেওয়ার পর ইনজেকশানের মাধ্যমে বিষ ক্রিয়া বের করা হয় এবং ডায়াবেটিকস বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৫ দিন পর সে মারা k¡uz fÐÀ হল সে বিষ পান করার দরুণ ডাবাবেটিস বৃদ্ধি পেয়েছে। যে কারণে সে মৃত্যু h l Z করেছে। তার জানাযায় এবং মেজবানে যাওয়া যাবে কিনা জানাবেন। আর রমজাe বিষপানের কারণে রোযার কাফফারা হবে কি না?

Ešl x কোন কারণে অকারণে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে বিষপান করা মারাত্মক অপরাধ এবং কবিরা গুনাহ, অতএব, বিষপান করার পর হায়াতে বেঁচে থাকলে অবnÉ আল্লাহর দরবারে খালিচ নিয়তে তাওবা, ক্ষমা প্রার্থনা করবে, বিষপানের ফলে ডায়াবেটিকস বা অন্য রোগ বৃদ্ধি পেলে এবং সে কারণে মৃত্যুবরণ করলে তার নামাজে জানাযা পড়া যাবে এবং মেজবানেও যেতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অসুবিধা নেCz রমজানের রোজাবস্থায় বিষপানের কারণে রোজার কাফ্ফারা অবশ্যই আদায় করa হবে। রমজানের রোজা ইচ্ছা করে ভঙ্গ করার কাফফারার মত। অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তি² k¢c জীবনে বেঁচে থাকে তবে সে উক্ত রোজার কাফফারা হিসেবে লাগাতার ৬০টি ©l¡S¡ রাখবে, আর একটি কাযা রোযা আদায় করবে আর অক্ষম হলে ষাটজন মিসকিনকে পেV ভরে দুবেলা খাবার দেবে। রোজা অবস্থায় বিষপানের কারণে মৃত্যুবরণ করলে a¡l অলি-ওয়ারিশ ও সন্তানগণ তার পরিত্যক্ত মাল থেকে কাফ্ফারা স্বরূপ ষাটজন মিসকিনকে পেটভরে দুবেলা খানা খাওয়াবে।

উল্লেখ্য যে, বিষপান করে মারা গেলে অথবা বিষপান করার কারণে রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেলে বিশুদ্ধ বর্ণনা অনুযায়ী তার নামাজে জানাযা পড়া যাবে কাফন, দাফন করা যাবে এবং তবে উল্লেখযোগ্য প্রসিদ্ধ মুফতি/খতিব দ্বারা তার নামাযে জানাযা পড়াবে e¡ hlw

সাধারণ কোন অপরিচিত মোল্লা/মিজ্জি দ্বারা নামাযে জানাযা পড়াবে। যাতে এল¡L¡u প্রভাব সৃষ্টি হয় এবং বিষপান হতে মানুষ বিরত থাকে। [রদ্দুল মোহতার ও হিন্দিয়া ইত্যাদি]

◆ck t igRvb gv‡m Rvnvbv‡gi `iRv Ges Ke‡ii AvRve eÜ _v‡K| ck nj wn›`, †eŠ×, Kwdi gbwdK‡`i AvRveI wK eÜ _v‡K? †ivRv ivL‡Z A¶g e¨w³ †hB wgmwKb‡K wd`qv ¯‘i/c Lvevi LvIqv‡e, †mB wgmKxb wK †ivhv`vi n‡Z n‡e? †hgb wgmKxb hw` `ej Zvi Kvi‡Y †ivhv ivL‡Z bv cv‡i ev wgmKxb hw` bv-ev‡jM nq Zvn‡j Ggb wgmwKb‡K Lvbv LvIqv‡j †ivhvi wd`Bqvn Av`vq n‡e wKbv?

📖DËi ঃ রমজান মাসে দোযখের দরজাসমূহ বন্ধ থাকে এটা নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র বাণী দ্বারা প্রমাণিত যা প্রায় হাদি‡mi wKZvemg‡n i‡q‡Q| igRvb gv‡m †`vh‡Li `iRvmgn eÜ _vKvi Kvi‡Y mKj ¸YvnMvi we‡kIZ wn›`, †eŠ×, Kwdi I gbwdK BZ¨w`i Keimg‡n †`vh‡Li Mig I DËvc †cŠ‡Q bv| ZvB igRvb gv‡m †Kvb bvdigv‡bi Ke‡i †`vhL †_‡K cevngvb Mig I DËvc †cŠ‡Q bv| wKš gbwKi bwK‡ii mIqvj RIqv‡ei ci †`vhL †_‡K Avmv Mig DËvc Qvov Ab¨vb¨ Avhve mgn hv Ke‡i wbawiZ †hgb Avhv‡ei †d‡ikZv KZK †jŠnvi nvZzo Øviv AvNvZ Kiv BZ¨w` igRvb gv‡mI bvdigvb‡`i Rb¨ we`¨gvb _vK‡e| gmwjg mgv‡R igRvb gv‡m Ke‡ii Avhve nq bv e‡j †h K_v cwm× Av‡Q Zvi A_ nj †`vh‡Li `iIqvRv eÜ _vKvi Kvi‡Y Rvnvbv‡gi Mig DËvc hv mivmwi †`vhL †_‡K Ke‡i Av‡m Zv ïa eÜ _v‡K| [†mivZj gbwRn, ki‡n †gkKvZj gvmwen, KZ: gdwZ Avng` Bqvi Lvb bCgx] ‡ivRv ivL‡Z G‡Kev‡i A¶g hvi mej nIqvi †Kvb m¤¢ebv †bB hv‡K kwiq‡Zi cwifvlvq †k‡L dvbx ejv nq, Zvi †ivRvi wdw`qv nj cwZ †ivRv wcQ GK wdZiv ev GKRb wgmwKb‡K `'‡ejv Lvbv LvIqv‡bv †mfv‡e wÎk †ivRv wdw`qv nj wÎk wdZiv ev wÎkRb wgmwKb‡K `'‡ejv A_ev GKRb wgmwKb‡K 30 w`b `'‡ejv Lvbv LvIqv‡bv|

D³ wdw`qvi A_ ev Lvevi mvaviYfv‡e mKj cKv‡ii gmwjg wgmwKb‡`i‡K †`Iqv hv‡e| Z‡e gmwjg †bKKvi wgmwKb‡K †`Iqv DËg I g½jgq|

[‡giKvZ, †givZ, ki‡n †gkKvZ I wKZvej wdKn Avjvj gvRvnwej Avivevqv BZ¨w`]

✍ মুহাম্মদ খোরশেদুল আলম

e¡Cu¡, ¢chh¡, g¢SI¡, CE H C

◈ f‑DÀ আমি ২০০৩ সালের রমজান মাসে ওমরা করেছিলাম। সেখানে আমি বিতর নামায জামাতে পড়া বেশি ফজীলত মনে করে শাফেঈ ইমামের পেছনে জামাতে পcs¢Rz কিন্তু গত এপ্রিল-মে ২০০৬ তরজুমানের আমার এক প্রশ্নের উত্তরে জানতে পারলাম-

"মসজিদের ইমাম যদি হানাফী না হয়ে অন্য মাযহাবের অনুসারী হয়, যারা বিতরের নামাযে দু'রাক্'আতের পর সালাম ফিরিয়ে পুনরায় তৃতীয় রাক্'আত আদায় করে, তাদের পেছনে হানাফী মুকতাদির বিতর্ নামায জামাতে আদায় করা শুদ্ধ হবে e¡z"

সুতরাং এখন আমার প্রশ্ন তিন বৎসর আগের আমার বিতর নামাযগুলো ক্বাজা দিতে হবে কি? আর কিভাবে ক্বাজা দিব? দয়া করে জানাবেন।

📖EšI x ওই নামাযগুলো যেহেতু আদায় হয়নি, সেহেতু যত ওয়াক্তের বিতর নামায অনাদায়ী রয়েছে, তা হিসাব করে ক্বাজার নিয়্যত করে ক্বাজা দিবে। সূর্যোদuL¡m, pk মাঝ আকাশে স্থিরকালে এবং অস্তকাল -নিষিদ্ধ এ তিন ওয়াক্ত ছাড়া সময়-সুযোগ ja যেকোন সময় ক্বাজা পড়া যায়। অধিক ক্বাজা নামায আদায়ে সহজতার জন্য প্রত্যেL I¦L ও সাজদার তাসবীহ একবার করে পড়বে আর দু'আ-ই কুনূত'-এর স্থলে শুধু একব¡I h¡ ¢aeh¡I "I¢î N¢gIm£' (رَبِّى اغْفِرْلِىْ) বলবে। এভাবে অনাদায়ী সকল বিতর নামায অবশ্য আদায় করার চেষ্টা করবে।

[আহকামে শরীয়ত, কৃত: আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলায়হি]

✍ E¢jm M¡uI g¡¢aj¡

বিএ (সম্মান) ১ম বর্ষ, চট্টগ্রাম সিটি কলেজ

◈ f‑DÀ স্ত্রীর স্বর্ণালঙ্কার যাকাতের নিসাব পরিমাণ হলে ওই স্বর্ণের যাকাত স্ত্রীকে দিতে হবে নাকি স্বামীই দিবে?

📖EšI x যদি ওই নিসাব পরিমাণ স্বর্ণালঙ্কার স্বামী- স্ত্রীকে যৌতুক হিসেবে প্রদান করে বা স্বামী স্ত্রীকে মালিক বানিয়ে দেয়, তবে যাকাত স্ত্রীকে দিতে হবে। আর k¢c স্বর্ণালঙ্কার স্বামী, স্ত্রীকে শুধু পরিধান করতে দিয়ে থাকে, তবে স্বামীকেই যাকাত দিতে হবে। [এরফানে শরীয়ত, কৃত: ইমাম আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলাC¢q]

✍ মুহাম্মদ সাজেদুল হক

h¡¢s# 2, ®I¡X# 3/H, ®pfI# 5, EšI¡, Y¡L¡-1230

◈ f‑DÀ কৃষি জমিতে উৎপন্ন ফসলের যাকাত দিতে হবে কিনা প্রশ্নের উত্তরে (জমাদিউস্ সানী ১৪১৫, পৃ৪৪) জানিয়েছেন যে, কৃষি জমিতে উৎপন্ন দ্রব্যের "Jnl' আদায় করা ওয়াজিব। আবার অনুরূপ প্রশ্নের উত্তরে (শাবান ১৪২৩ পৃ. ৫০) জানিয়েছেন যে, সরকারকে যে সব জমির খাজনা দেয়া হয় সে সব জমিতে উৎপা¢ca ফসলের যাকাত নাই।

উল্লিখিত দুই ধরনের উত্তরে ব্যবধান থাকায় প্রকৃত উত্তর জানানোর জন্যে অনুরে¡d LI¡ ®Nmz

📖EšI x ফিক্বহ্ শাস্ত্রে জমিকে ৩ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। ১. উশরী, ২. খারাজী ও ৩. উশরীও নয় আবার খারাজীও নয়। যে ভূমি মুসলমানগণ অমুসলমানদের বিরুদ্ধে

যুদ্ধ করে বিজয়সূত্রে লাভ করেছে এবং মুসলমান রাষ্ট্র প্রধান তা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছেন তাকে উশ্রী জমি বলা হয়। এ রূপ কোন স্থানের অধিবাসীNZ বিনাযুদ্ধে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে তবে তাদের জমিগুলোও উশ্রি জমিতে পা‍lZa হয়। কিন্তু অমুসলিমের জমি যদি কোন যুদ্ধের ফলে লব্ধ না হয়ে থাকে, বরং বিনা যুদ্ধে সন্ধিসূত্রে লাভ হয়ে থাকে এবং ওই জমি অমুসলিমের দখলেই থাকতে দেয়া হয় তch তা উশ্রি জমিতে পরিণত হয় না। বরং খারাজী জমি হিসেবে গণ্য। পরবর্তীতে H S¢j কোন মুসলমান ক্রয় করলেও তা খারাজী জমির অন্তর্ভূক্ত হবে। আর মুসলমানরা ®cn জয় করার পর যে জমি কিয়ামত পর্যন্ত নিজের জন্য স্থায়ী করে নিল অথবা ভূমিl মালিক মৃত্যুর পর কোন ওয়ারিশ না থাকায় বায়তুল মালের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গেলো -এ fÐ¡l i¢j En¢lJ eu M¡l¡S£J euz

উশরি জমির ক্ষেত্রে ওই জমির উৎপন্ন শস্য বা ফসলের উপর 'উশর' ফরয হয় আর খারাজী জমির উৎপন্ন শস্য বা ফসলের উপর 'উশর' ওয়াজিব নয় বরং খারাজী জমিl সরকার কর্তৃক ভূমি কর আদায় করা রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। উশরি জমিতে বৃষ্টির পানি à¡l¡ ফসল উৎপন্ন হলে তাতে উৎপন্ন শস্যের উপর এক দশমাংশ 'উশর' দেয়া ওয়াজিব। আর যে সব উশরি জমিতে নদী-নালা, কূপ ইত্যাদি হতে পানি সিঞ্চন করতে হয় এje জমির উৎপন্ন ফসলের বিশভাগের একভাগ উৎপাদিত শস্যাদি থেকে গরীব-মিসকীনকে দিতে হয়।

বর্তমান আমাদের বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের ভূমিগুলো উশরি না খারাজী তা fed¡lZ করতে গিয়ে ফিক্বহ্‌বিদগণের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে বিধায়, আমাদের ¢cn£u জমির 'উশর' বা উৎপন্ন শস্যের দশভাগের একভাগ 'উশর' আদায় করে দেয়াই অধিক নিরাপদ। এ ব্যাপারে ইমাম আ'লা হযরত শাহ্‌ আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলাইহি কৃত: 'ফাত্‌ওয়া-ই রজভিয়া'তে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

[g¡aJu¡-C lS¢i u¡ J ®qc¡u¡ Ca£¡¢cz]

✍ Hp Hj Bhcõ¡q ¢nhm£

266/2, f¢ÕQj BN¡lN¡J, Y¡L¡-1207

⟐ **fÐnÀ** সৎদাদী, সৎমা, সৎসন্তানকে যাকাত প্রদান করা যায় কি না?

📖Ešl x সৎদাদী, সৎমা এবং সৎসন্তানকে যাকাত প্রদান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে °hdz ®Lee¡ Eš² h£¢š²hN k¡L¡a f¡Ðএ L¡l£l jmJ ee Hhw jm BJm¡cJ eez তাই তাদেরকে যাকাত প্রদান করতে শরীয়তের কোন বাধা নেই। তবে আপন বা সহোদর মা, সহোদর পিতা, সহোদর দাদা, দাদী এবং আপন সহোদর রক্তের সন্তানদেরকে যাকাত-ফিত্‌রা প্রদান শুদ্ধ নয়। -¢La¡hm ¢qc¡u¡ J lŸm jqa¡l k¡L¡a fh Ca£¡¢c]

⟐ **fÐnÀ** শুনেছি, যারা ঋণগ্রস্ত ও মুসাফির তাদেরকে যাকাত প্রদান করা যায়। আমার প্রশ্ন হল- যে ঋণগ্রস্ত ও মুসাফির ব্যক্তির নেসাবের অধিক পরিমাণ সম্পদ থাকে তাকেও কি যাকাত প্রদান করা যাবে?

📖Ešl x মুসাফির যার কাছে খরচের টাকা নেই, সফরের মধ্যে আর্থিক সমস্যায় নিমজ্জিত খরচের টাকার জন্য অপরের মুখাপেক্ষী, যদিও নিজ ঘরে নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে এ রকম ব্যক্তির জন্য প্রয়োজন †g\তাবেক যাকাত গ্রহণ করা শরীয়ত অনুযায়ী বৈধ, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি নেওয়া কোরআন-সুন্নাহ্‌সম্মত নয়।

-BmjN£l£ J cl l¦m jMa¡l]

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণের বোঝা থেকে পরিত্রাণের জন্যে যাকাত গ্রহণ করা বৈধ। fL¿ºk¢c তার নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে এবং ঐ সম্পদ দ্বারা ঋণ পরিশোধ হয়ে যায়, তবে উক্ত ব্যক্তির জন্য ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাত নেওয়া বৈধ হবে না। আর ঋণের পরিমাণ যদি নিসাবের পরিমাণ থেকে বেশি হয়, তখন নিসাব পরিমাণের চেয়ে h¢da পরিমাণ ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাত গ্রহণ করা বৈধ।

-ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া যাকাত অধ্যায় ইত্যাদি।

✍ jqi¢j c L¢gm EŸ£e

BmB¢je h¡¢lu¡ psL, hqŸ¡lq¡V, Q–NË¡j

⟐ **fÐnÀ** আমাদের দেশে অনেক মহিলা হজ্ব করার পর পূর্বের মত গান-বাজনা শুনে টিভিতে সিনেমা বা বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখে। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা কতটুকু বৈধz

📖 **Ešl x** একজন হাজী হজ্জের পর নবজাত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে যায়। হজ্জের পর পুনরায় গুনাহর কাজে লিপ্ত হলে পুনরায় তার আমলনামায় ওই গুনাহ্‌ লিখা হuz তাই হজ্জের পর বা পূর্বে সর্বাবস্থায় অশ্লীল গান-বাজনা শ্রবন করা এবং অশ্লীm সিনেমা-নাটক ইত্যাদি দেখা নাজায়েয ও গুনাহ্‌। তদুপরি হজ্জের মাধ্যমে বান্দ¡ ভবিষ্যতে জেনে-বুঝে গুনাহ না করার অঙ্গীকার করে থাকে। তাই হজ্জের পর জেনে-শুনে গুনাহে লিপ্ত হওয়া আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গের নামান্তর। যা মারাত¡L অপরাধ এবং পূর্বের চেয়ে আরো বড় গুনাহ। তদুপরি হজ্জ করে আসার পর এ জাতীu অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা পূর্ণ গুনাহের কাজে লিপ্ত হওয়া হজ্জ কবুল না হওয়ারই C¢‰a বহন করে।

[B¢nu¡am mj"Ba La n¡uM Bhcm qL jq¡¢Ÿp ®cqm i£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q Hhw মেরকাত শরহে মিশকাত কৃত মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইত্যাদি।

✍ ®j¡qi¢j c h¡qi¡cl

হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, সরকারী সিটি কলেজ

⟐ **fÐnÀ** আমার এক প্রতিবেশী সরকারী কলেজের শিক্ষিকা তার স্বামীর সাথে হজ্বে যাবার মনস্থ করল। যাবার প্রাক্কালে তার ছুটি নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। এমতাhÙ¡u ®p ঘুষ প্রয়োগ করে ছুটি মঞ্জুর করেন। আমরা জানি, ঘুষ দেয়া ও নেয়া হারাম। pa¡w তার হজ্ব কবূল হবে কি?

📖 Eš¦l x একান্ত নিরূপায় হয়ে ঘুষ দিয়ে স্বীয় বৈধ কাজ ও বৈধ ছুটি আদায় ও মঞ্জুর করাটা ক্ষমাযোগ্য। আদায়কৃত হজ্ব হয়ে যাবে। তারপরও পরম করুণাময়ের দরবারে তাওবা করবে। আর ঘুষ গ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই বৈধ নয়, হারাম, q¡l¡j, q¡l¡jz [শরহে সহীহ মুসলিম কৃত: ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি।]

✍ **jqi¢jc BSj ®L¡l¡Cn£**

®j¡¢je ®l¡X, Lcj ®j¡h¡lL, Q–NË¡j

◈ f**ÐÀ** হজ্বের মধ্যে অনেক ছোট ছেলে-মেয়েরা যায়। তাদের হজ্ব হবে কিনা? তারা তো হজ্বের দু'আ-দরূদ কিছুই পড়তে জানে না। আর কত বছর বয়সে হজ্ব করা য¡uz জানালে উপকৃত হব।

📖 Eš¦l x অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ে, মা-বাবা বা কোন আত্মীয়ের সাথে হজ্ব করতে যায়। হজ্বের ফরজ তথা ইহরাম বাঁধা, আরাফাতে অবস্থান করা ও তাওয়াফে যিয়¡la আদায় করে তবে তার হজ্ব আদায় হয়ে যাবে। তবে এটা নফল হজ্ব হবে; ফরজ হজ্ব নয়। কারণ, ইসলামে সামর্থবান মুসলমানে উপর জীবনে একবার যে হজ্ব ফরজ কর¡ হয়েছে তার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগ) হওয়া শর্ত। অপ্রাপ্ত বয়স্ক (নাবালেগ) এর Ef¡ ইসলামের দৃষ্টিতে হজ্ব ফরজ নয়। আর হজ্বের মধ্যে যে সব দু'আ পাঠ করা হয় ত¡ মুস্তাহাব মাত্র। তা পড়লে সাওয়াব, না জানলে বা না পড়লে হজ্বের কোন অসুবিধা হবে না। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর হজ্ব পালনের দৈহিক ও আর্থিক সঙ্গতি হলে জীবনে এLh¡l হজ্ব করা ফরজ। হজ্ব ফরজ হওয়ার সাথে সাথে হজ্ব পালন করা উচিত; দেরি করা E¢Qa euz-(শরহে বেকায়া ও রদ্দুল মুহতার ইত্যাদি)

✍**L¡S£ ¢Su¡EŸ£e ¢VV**

মুন্সেফ কাজীর বাড়ি, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম

◈ **fÐÀ** মহিলাদের হজ্বব্রত পালনের বিধান কি? দলিল সহকারে জানালে উপকৃত qhz

📖**Eš¦l x** প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা হজ্ব পালনের দৈহিক ও আর্থিক সঙ্গতি থাকলে মহিলার জন্যও হজ্ব পালন করা ফরজ। কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে হজ্বের অন্য¡e£ শর্ত পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথে স্বামী অথবা মুহরিম (যাকে বিয়ে করা হারা¡j) সফরসঙ্গী হওয়া শর্ত। হজ্বের সকল শর্ত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মুহরিম সফরসঙ্গী R¡S¡ মেয়ে লোকের জন্য হজ্ব করা বৈধ হবে না। যেমন, 'কুদূরী' নামক ফিকৃহগ্রন্থে রয়েছে ®k, **وَيـعُتَبـر فِيُ حَقِّ الُمرأة أَنُ يَّكُوُن لَهَا محُرم يحجّ بِهَا اَوُ زَوُج وَلَا يَجُوُزُ لها اَن تحج بِغَيُرِ همَا** অর্থাৎ মহিলার জন্য শর্ত হল স্বামী-কিংবা মুহরিম থাকা, যাতে সে তার সাথে হজ্বে যায়। মহিলার জন্য স্বামী কিংবা মুহরিম ছাড়া হজ্বে যাওয়া জা¢uk euz

-[pœ x Lcl£, 117 fù¡]

উল্লেখ্য যে, কোন মহিলা যদি স্বামী বা মুহরিম ছাড়া হ‡SÄ pgl h¡ AeÉ ®k ®L¡e সফরে অন্য কারো সাথে বা একাকী বের হয় তার সম্পর্কে ইমাম আ'লা হযরত শা¢q আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলায়হি শরীয়তের প্রমাণাদির আলোকে এ কথা বলেছেe যে, উক্ত মহিলা সফর থেকে ঘরে আসা পর্যন্ত প্রত্যেক কদমে কদমে অসংখ্য গুনা¢ql ভাগী হবে। বিস্তারিত দেখুন ঃ 'আন্ওয়ারুল বেশারত' কৃত ইমাম আহমদ রেযা lqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q CaÉ¡¢cz

✍ **j¡Jm¡e¡ Bhcm B¢SS**

®e¡u¡f¡s¡, l¡ES¡e, Q–NË¡j

◈ **fÐÀ** আমি বিগত ২২ বৎসর যাবত হাজ্বী সাহেবানদের খেদমত করে আসছি। বর্তমানে নূরে মদীনা হজ্ব কাফেলা প্রতিষ্ঠা করে খিদমতে নিয়োজিত আছি। ইদ¡¢ew সমস্যায় পড়েছি, মিনা হতে আরাফাতের ময়দানে যাত্রা করার সময় অনেকেই ৮ই ¢kmqSÄ`evMZ রাত্রে চলে যায়, আমি আমার কাফেলার হাজ্বীগণকে নিয়ে ৯ই যিলহজ্ব সকালে Av¡iv`dv‡Z যাত্রা শুরু করাতে বিভিন্ন বাদ-প্রতিবাদের সম্মুখীন হই, তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে আরাফাতে রওয়ানা হওয়ার সঠিক নিয়ম জানিয়ে আমাকে তথা সকল হজ্বযাত্রীকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করবেন।

📖**Eš¦l x** ৮ই যিলহজ্ব ফজরের নামায পবিত্র মক্কায় আদায় করে সূর্য উদয় হলে মিনার দিকে রওয়ানা হবে। মিনায় ওই দিন ও রাত অবস্থান করবে এটা সুন্নাত Hhw ৯ম তারিখ ফজরের নামায পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায সুযোগ হলে 'মসজিদে খ¡ug' অথবা মীনার সীমানায় পড়বে এবং ৯ই যিলহজ্বে মিনায় ফজরের নামায পড়ে আরাফাতের দিকে রওয়ানা হবে। এটাই সুন্নাতসম্মত তরীকা। এ সুন্নাত তরীকা কখনো ত্যাগ করা উচিত নয়। আরাফাতের রাত অর্থাৎ ৮ম তারিখ দিবাগত রাত মীনায় fkL¡l ও ইবাদত বন্দেগীতে রাত অতিবাহিত করবে, তা সম্ভব না হলে এশার ও ফজরের নামায জামাত সহকারে আদায় করে ওযু সহকারে ঘুমিয়ে পড়বে। এতে সারারাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করার সাওয়াব পাওয়া যাবে। মিনা হতে ৮ই যিলহজ্ব w`evMZ রাতে আরাফাতে গমন করা সুন্নাতের খেলাফ। তাই পূর্বের নিয়মে সুন্নাতের উপর Bjm করার চেষ্টা করবে। এতে অত্যাধিক সাওয়াব নিহিত। তবে বর্তমানে দিন দিন হাজ্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে অনেক সময় মু'আল্লিমগণ তাদের গাড়ী বহর দিয়ে লক্ষ লক্ষ হাজ্বী সাহেবানকে সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী সময়মত মীনা ও আরাফাতে নিয়ে যেতে হিমশিম খেতে হয়, ঘন্টার পর ঘন্টা মীনা-মুযদালিফা ও আরাফাতের বিভিন্ন র¡Ù¹¡u হাজ্বীগণের গাড়ীগুলোর মধ্যে জ্যাম লেগে যায়। যা অনেক সময় হাজ্বীগণের বি¦¢š²l এবং অনেক দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়ে যায়। কাফেলার পরিচালকগণও প্রায় হিমশিম খেয়ে যায়। সুতরাং এ সব কিছু বিবেচনা করে বিশেষ প্রয়োজনে যদি কোন ¢L¡e

মু'আল্লিম ও কাফেলার পরিচালকগণ যিলহজ্জের ৭ তারিখ দিবারাত হাজ্বী সাহেবানকে মীনায় নিয়ে যায় এবং ৮ তারিখ দিবাগত রাত মীনা থেকে আরাফাতে নিয়ে যায় তাতেও হজ্ব আদায় হয়ে যাবে। তবে যাদের জন্য সম্ভব তারা সুন্নাতের উপর আমল করার পরিপূর্ণ চেষ্টা করবে। এটাই শরীয়তের ফায়সালা।

[Lahm ¢gLq "qSÅAdÉ¡u' Hhw "BeJu¡l¦m ®hn¡l¡a' La: Cj¡j Bqjc ®Ik¡ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q CaÉ¡¢cz]

✍ **jq¡¿jc jDem qL**
®pfl 5, Ešl, Y¡L¡

fÐnÀ ®LE k¢c j¡,¡ nl£g, ¢je¡, Bl¡g¡ J jkc¡¢mg¡u AhÙ¡epq 15¢ce অবস্থান করে, তবে সে কি মুক্বীম হিসেবে গণ্য হবে? যদি মুক্বীম হিসেবে গণ্য হয় তবে তার জন্য কি অতিরিক্ত (হজ্বের শুক্‌রিয়াস্বরূপ কোরবানী ব্যতীত) কোরবানী Ju¡¢Sh হবে? মিনা, আরাফা ও মুযদালিফা কি হেরেম শরীফের অন্তর্ভুক্ত?

Ešl x k¢c ®LE j¡,¡ nl£g, ¢je¡ Bl¡g¡ J jkcmg¡u AhÙ¡epq 15¢ce থাকে তবে সে মুক্বীম হিসেবে গণ্য হবেনা; বরং মুসাফিরই থাকবে। কেননা ইক্বামতের নিয়্যত শুদ্ধ হওয়ার জন্য বিভিন্ন শর্তাবলী রয়েছে। তন্মধ্যে একটি শর্ত হল ১৫দিনেl নিয়তে ইক্বামত এক জায়গায় বা এক শহরে হতে হবে। যদি কেউ দুই জায়গায় বা cC শহরে ১৫ দিন অবস্থানের নিয়ত করে এবং উভয় জায়গা যদি স্বতন্ত্র শহর হয়, তবে l নিয়তে ইক্বামত শুদ্ধ হবেনা; বরং মুসাফিরই থাকবে। যেমন মক্কা, মিনা, মুযদwmg¡, আরাফা ইত্যাদি আর যদি একটি জায়গা অপরটির থেকে স্বতন্ত্র না হয় যেমন শহর ও শহরতলী, তখন মুক্বীম হবে। অতএব প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তি মুসাফির থাকবে। fhd¡u a¡l উপর শুক্‌রিয়ার কোরবানী ছাড়া অন্য কোরবানী ওয়াজিব হবেনা। অবশ্য কেউ যদি করে, তবে তা নফল হিসেবে গণ্য হবে। উল্লেখ থাকে যে, মিনা ও মুযদwলফা হেরমেi A¿iš² এবং আরাফা হেরেমের বাইরে অবস্থিত। আরো উল্লেখ থাকে যে, হজ্বে কেরান ও a¡j¡š Bc¡uL¡l£ q¡SÅ£nl£ua †j vতাবেক মুসাফির হলেও তামাত্তু ও কেরানের জন্য একটি ছাগল বা দুম্বা দমে তাশাক্কুর হিসেবে আল্লাহ্‌র নামে যিলহজ্জের ১০/১১/১২ তারিখে মিনা বা মক্কার হেরেমে যবাই করা ওয়াজিব। এটাকে শরীয়তের পরিভাষায় দমে কেরান h¡ দমে তামাত্তু অথবা কোরবানীও বলা হয়। ইফরাদকারীর জন্য তা মুস্তাহাব।

✍ **কাজী সাজেদুল হক**
h¡¢s-2, ®l¡X 3/H, ®pfl-5 Ešl¡, Y¡L¡

fÐnÀ বিভিন্ন পুস্তকে বিশেষত 'গুনিয়াতুত তালেবীন'-এ আরাফাতের দিনে ও রাতে কিছু বিশেষ ইবাদতের কথা বলা হয়েছে। আবার ৯ যিলহজ্জের জন্যও আলাদাভাবে ইবাদতের কথা বলা হয়েছে। কোন কোন আ‌লিম আরাফাতের দিন বলতে আমাদের

দেশে ৯ যিলহজ্ব তারিখ বলে বয়ান করে থাকেন। প্রশ্ন হল- আরাফাতের দিন বলতে হাজ্বীগণ যেদিন আরাফাতের ময়দানে থাকেন সেদিনই হবে, নাকি আমাদের ৯ যিmqSÅ তারিখ হবে। এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য জানাতে অনুরোধ করছি। উল্লেখযোগ্য গতব¡l আরাফাতের দিন ছিল ২৯ ডিসেম্বর শুক্রবার, আর আমাদের evsj v‡দশে ৯ যিলহজ্ব ছিল ৩১ ডিসেম্বর রবিবার।

Ešl x ৯ যিলহজ্ব আরাফাতের দিন অত্যন্ত মর্যাদাবান ও ইবাদতের দিন। সুতরাং মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ ও আরব দেশসমূহে তাদের চন্দ্র উদয়ের তারিখ অনুযাu£ আরাফা দিবস পালন করবে, আর আমাদের দেশসহ অন্যান্য দেশে আপন আপন চন্দ্র হিসেব অনুযায়ী ইবাদত-বন্দেগী ও যিক্‌র-আয্‌কার করার মাধ্যমে আরাফা দিবস f¡me করা যাবে। চাঁদ যেহেতু সূর্যাস্তের পরে উদয় হয়, সেহেতু দিনের পর থেকে চাঁদের তারিখ গণনা শুরু হয়। তাই ৯ তারিখ দিন গত রাত থেকে ১০ তারিখ গণনা শুরু হয়। উল্লেখ্য, যিলহজ্বের ১ তারিখ হতে ১০ তারিখ পর্যন্ত বড়ই বরকতপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ। বিd¡u Eš² তারিখসমূহেও ইবাদত-বন্দেগী বেশি বেশি করার পরামর্শ রইল।

fÐnÀ কেউ হজ্ব সম্পন্ন করে ১১/১২ যিলহজ্বের মধ্যে যদি দেশে ফিরে আসেন, তা হলে তাকে কি দেশে কোরবানী করতে হবে? উল্লেখ্য, এবার যেহেতু আমাদের ২¢ce আগে সৌদি আরবে কোরবানীর ঈদ হয়েছে, তাই অনেকে বিশেষত প্রথম ফ্লাইটে k¡l¡ এসেছেন তারা কিন্তু আমাদের ১২ যিলহজ্বে দেশে পৌঁছেছেন।

Ešl x সামর্থ্যবানের উপর কোরবানী করা ওয়াজিব। হাজ্বী যদি স্বীয় ওয়াজিব কোরবানী হজ্বে (মিনা বা হেরেম শরীফে সম্পন্ন করে) তবে বাড়ি ফিরে আসার পl পুনরায় কোরবানী দেয়া ওয়াজিব নয়। আর যদি মিনা বা হেরেম শরীফে স্বীয় কে¡lh¡e£ আদায় না করে আর বাড়িতে তার পরিবার যদি তাঁর পক্ষে কোরবানী আদায় না করে, তবে কোরবানীর দিনসমূহে (যিলহজ্বের ১০, ১১ ও ১২)'র মধ্যে দেশে ফিরে আসলে সামর্থ্যবানদের উপর কোরবানী আদায় করা ওয়াজিব হবে।

✍ **jq¡¿jc L¡j¡m ®Q±dl£**
কুলগাঁও স্কুল এন্ড কলেজ, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম

fÐnÀ আমি আমার মাকে নিয়ে এবার হজ্বে যাব। কিছু সংখ্যক আলিম বলেছেন হজ্বে গেলে হাজ্বীদের কোরবানী দেওয়ার প্রয়োজন নেই। শুধু 'দম' আদায় করলে হ¢hz H সমস্যাটি বিস্তারিত আলোচনা করলে খুশি হব।

Ešl x মক্কা শরীফের বাহিরের হাজ্বীরা যারা শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসাফিরের হুকুমে তাঁদের জন্য ধনীদের উপর শরীয়ত মোতাবেক যে কোরবানী ওয়াজিব তা করতে হবে না। কারণ শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসাফিরের জন্য কোরবানী ওয়াজিব নয়, কিন্তু মp¡¢gl উক্ত কোরবানী করার ইচ্ছা করলে নফল স্বরূপ করতে পারে। এতে অনেক সাওয়াব রয়েছে। সুতরাং সামর্থ্য থাকলে বাদ না দেওয়াই শ্রেয় এবং হাজ্বী সাহেব হSÅL¡e h¡

a¡j¡š করলে তার জন্য একটি দম দেওয়া ওয়াজিব। যাকে শরীয়তের পরিভাষায় দমে শুকরও বলা হয়। দমে তামাত্ত ও দমে কেরানও বলা হয়, আবার কোরবানীও বলা হয়। উক্ত দমে শুকরের হুকুম কোরবানীর জন্তুর ন্যায় বিধায় উক্ত দমে কেরান বা দ¢j a¡j¡šর মাংস হাজ্বী সাহেব নিজেও আহার করতে পারবে। তবে অপরাধজনিত দমের মাংস কোন হাজ্বী গ্রহণ করতে পারবে না; বরং তা ফক্বীর-মিসকীনের জন্য ¢ed¡¢laz-[j¡e¡p‡L qSÅa qkla ®j¡õ¡ Bm£ LÅ£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢q]

✍ jq¡¢jc ýp¡Ce

Q–N¡Ë ¢hn¢hcÉ¡mu

◈ fÐÀ কোরবানীর মাংস বিধর্মীদের খাওয়ানো জায়েয হবে কি?

🕮Ešl x কোরবানীর মাংসের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হল কোরবানীদাতা নিজেও খাবে এবং ফক্বীর- মিসকীনসহ অন্যান্যদের দেবে এবং খাওয়াবে। কিন্তু উত্তম হল কোরবানীর মাংসকে তিন ভাগে বিভক্ত করা। এক. ফকির-মিসকীনদের জন্য দুই. আত্মীয়-স্বজনদের জন্য, তিন. নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য। তবে কোরবানীর M¡wp অমুসলিমকে দেওয়া ও খাওয়ানো যাবে না। -[ফতোয়ায়ে ফয়জে রসূল ইত্যাদি]

✍ jq¡¢jc p¡m¡q EŸ£e

দৈলারপাড়া, কুতুবজুম, মহেশখালী, কক্সবাজার

◈ fÐÀ f¢a hvpl †mŠ`x সরকার বাংলাদেশের জন্য পবিত্র হজ্জের পর কোরবানীর পশুর গোশত প্রেরণ করে থাকে। আমার প্রশ্ন : প্রেরিত এসব গোশতের প্রকৃত হLc¡l ®L? p¢fcn¡m£ hÉ¢š²hN, plL¡l£ Lj¢Q¡l£, f¡¢Vl ®ea¡-Lj£l¡ HC ®N¡শত খেলে কোরবানীর কোন ক্ষতি হয় কিনা? বিস্তারিত জানতে চাই।

🕮 Ešl x হাজ্বীদের কোরবানীর যবেহকৃত জন্তুসমূহের গোশত সৌদি সরকার কর্তৃক গরীব-দুস্থ মুসলমানদের মধ্যে বিলি-বন্টন করার জন্য প্রেরণ করা হয়। a¡C ü স্ব দেশের গরীব-মিসকীনের মাঝে বিতরণ করাই উত্তম। উল্লেখ্য যে, কোরবানীর গোশত ধনী-গরীব সকলেই গ্রহণ করতে পারে। তাতে কারো কোরবানীর কোন প্রকারের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নেই । তবে হাজ্বীগণ কর্তৃক বিভিন্ন অপরাধের কারণে পবিত্র হেরমে যে সমস্ত 'দম' স্বরূপ ছাগল, দুম্বা ইত্যাদি যবেহ করা হয় তা একj¡œ গরীব-মিসকীনেরই হক। ধনীদের জন্য তা গ্রহণ করা নাজায়েয ও গুনাহ্। তবে NË¢Z করলে স্বীয় কোরবানীর ক্ষতি হয় না। যেহেতু সৌদি সরকারের ব্যবস্থাপনায় হাSÆ¡Z কর্তৃক যবেহকৃত ছাগল, দুম্বা ইত্যাদি যা বিভিন্ন গরীব রাষ্ট্রসমূহে প্রেরণ কর¡ qu, k¢c সেখানে কোরবানীর নিয়্যতে বা দমের নিয়্যতে যবেহকৃত জন্তু পৃথক পৃথক না qu, a¡ গরীব-মিসকীন ছাড়া ধনীদের জন্য গ্রহণ করা সম্পূর্ণ অন্যায় ও গুনাহ্।

✍ কে.এম.জসীম উদ্দীন

pqL¡l£ ¢nrL, fh ®QQ¢lu¡ fÐj¡¢l úm

◈ fÐÀ কোরবান উপলক্ষে কনে পক্ষ বরপক্ষকে যে পশু দেয় তাকি বরপক্ষ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার বা রাখতে পারবে অথবা এটি বিক্রি করে তার অর্থ ব্য¢š²Na কাজে ব্যবহার করতে পারবে? নাকি কোরবানি দিতে হবে? ঐ পশুকে যদি কোরব¡¢e দিয়ে দিতে হয় আর কোরবানিদাতা যদি মালেকে নেসাব হয় তখন কি অন্যের দেu¡ পশু দ্বারা নিজের কোরবানি আদায় শুদ্ধ হবে? দয়া করে বিস্তারিত জানাবেন।

🕮 Ešl x হ্যাঁ, তা ব্যক্তিগত কাজেও ব্যবহার করা যাবে, ইচ্ছা করলে বরপক্ষ তাদের কোরবানির নিয়্যতেও তা যবেহ করতে পারবে, আর কোরবানিও আদায় হu যাবে। যেহেতু কনেপক্ষ স্বীয় খুশিচিত্তে বরপক্ষকে অথবা বরপক্ষ কনেপক্ষকে কিছু হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করলে তা বরপক্ষ বা কনেপক্ষ মালিক হয়ে যায় আর মালিকান¡ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর স্বীয় যে কোন ভালকাজে তা ব্যবহার করতে পারে তবে দাব£ করে কোরবানির জন্তু বা অন্য কিছু গ্রহণ করা বড়ই আপত্তিকর এবং তা অন্যায় ও জুলুমের শামিল। যা কোন প্রকৃত মুসলমানের চরিত্র হতে পারে না।

✍ jq¡¢jc ®j¡Ùg¡ L¡j¡m

a¡l¦u¡, BöN", h¡þZh¡s£u¡

◈ fÐÀ কোরবানির মাংস কত দিন পর্যন্ত খাওয়া জায়েয আছে। ফ্রিজে মাংস সংরক্ষণ এবং মাংস রোদে অথবা যেকোন উপায়ে শুকানো জা¢qk ¢L?

🕮 Ešl x শরীয়ত মোতাবেক কোরবানির মাংস যতদিন ইচ্ছা ততদিন রাখা যায় এবং রুচিসম্মত পন্থানুযায়ী খাওয়া যায় কোন প্রকার অসুবিধা নাই। তবে কে¡lh¡¢el মাংস তিনভাগে ভাগ করে একভাগ আত্মীয়- স্বজনকে, একভাগ গরীব-মিসকিনকে এভাবে তিন ভাগের দুই ভাগ দানকরে অপর এক ভাগ নিজের জন্য বা স্বীয় পরিবারের মধ্যে পরিবেশন করা মুস্তাহাব ও সাওয়াবজনক। তবে স্বীয় এলাকায় গরীব-দুঃখী অধিক হলে কোরবানির m¤úY মাংস তাদের মাঝে বিতরণ করা, মঙ্গলময় ও অধিক p¡Ju¡hz [®qc¡u¡ J ¢q¢cu¡, ®L¡lh¡¢e AdÉ¡uz]

✍ j¡pL¡ hM¢au¡l ¢pl¡S£

Ju¡CSl f¡s¡, fh h¡L¢mu¡, Q–N¡Ë

◈ fÐÀ আমি যতটুকু জানি আক্বীক্বার জন্য সামর্থ্য থাকলে ছেলে হলে ২টি ছাগল, মেয়ে হলে ১টি ছাগল যবেহ্ করতে হয়। আমার প্রশ্ন, ১টা গরুর মধ্যে আক্বীক্ব¡l Se£ ক'জন ছেলের নাম দেওয়া যায়? কোরবানীর পশুর সাথে আক্বীকা জায়েজ কি না? জানালে খুশি হব।

🕮Ešl x কোরবানীর পশুর সাথে আক্বীক্বার নিয়্যত করাও জায়েয আছে। গরু,

মহিষ ও উট এ তিন প্রকার পশুর একেকটিতে সাত অংশ পর্যন্ত কোরবানী দেওয়া k¡uz তদ্রুপ আক্বীক্বার ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। তন্মধ্যে ছেলে সন্তানের জন্য দু'ভাগ আর মেয়ে সন্তানের জন্য এক ভাগ হিসেবে আক্বীক্বা করা উত্তম ও সুন্নাত তরীকা। সুতরাং, ®LE যদি একটি গরু দিয়ে ছেলে সন্তানের আক্বীক্বা করতে চায় তবে একটি গরুর মcdÉ সাতভাগ, তন্মধ্যে একটি ছেলের জন্য দু'ভাগ করে আর একটি মেয়ের জন্য একভাগ করে আক্বীক্বা দিতে পারবে। আর কেউ যদি একজন ছেলে বা একজন মেয়ের পক্ষে গোটা একটি গরু দিয়ে আক্বীক্বা করে তাতেও কোন অসুবিধা নেই।

[¢q¢¾cu¡ J lŸm ®j¡qa¡l CaÉ¡¢c]

✍ jq¡Çjc j¢qEŸ£e

¢Sm¡e£ j¡cl¡p¡, plg¡¡V¡, l¡‰¢eu¡

❓ fÐnÀ কোরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি করে ওই বিক্রিত টাকা মসজিদ, মাদরাসার নির্মাণ বা উন্নয়ন কাজে দেয়া যাবে কিনা? উল্লেখ্য যে, আমাদের মাদরাসা কর্তৃপক্ষ fÐahRl Q¡js¡ ¢h¢œ²a V¡L¡, Cu¡a£jM¡e¡l SeÉ ¢h¢iæ c¡eLa V¡L¡, Cu¡a£j ছাত্রদের হাতে দিয়ে তাদেরকে বলে তোরা এ টাকাগুলো মাদরাসায় দান করে cCz ইয়াতীম ছাত্ররা তাদের শেখানো বুলি অনুযায়ী বলতে বাধ্য হয় যে, 'আমরা এ টাকাগুলো মাদরাসায় দান করলাম'। এ ব্যাপারে আলেম সমাজ তথা মাদরাসা কর্তৃপক্ষ দু'ভাগে i¡N n‡q hvq। কেউ বলে চামড়ার পয়সা মাদরাসায় I মসজিদের উন্নয়নের কাজে দিতে পারবে। আর কেউ বলে দিতে পারবে না, এটা নাজায়েয। এ বিষয় নিয়ে এm¡L¡u বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছে। প্রমাণসহ সমস্যার সমাধান দিলে উপকৃত হব।

📖Eš l x ®L¡lh¡e£l m¤úY চামড়া মসজিদ বা মাদরসায় দান করা অথবা মসজিদে দেওয়ার নিয়্যতে নিজে চামড়া বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ টাকা মসজিদ নির্মাণে প্রc¡e Ll¡ উভয়ই জায়েয। কোরবানীর চামড়া সাদকা করা উত্তম, Z‡e Ju¡¢Sh euz a¡C কোরবানীর চামড়া নিজের ব্যবহারের জন্য রাখাও জায়েয। যাকাত, ফিতরা ও Unl ইত্যাদি ওয়াজিব সাদকার ক্ষেত্রে Mixeকে মালিক করে দেওয়া শর্ত, বিধায় তা মসজিদ ও মাদরাসার নির্মাণ কাজে ব্যয় করা জায়েয নেই। তাই যাকাত, ফিতরাmn pLm ওয়াজিব সদকার টাকা মাদরাসার ইয়াতীম গরীব শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যয় করতে হবে। কিন্তু কোরবানীর চামড়া সাদকা করা যেহেতু ওয়াজিব নয় তাই কোরবানীর চা¡js¡ h¡ Hl বিক্রয়লব্ধ টাকা সরাসরি মসজিদ মাদরাসা নির্মাণের কাজে ব্যয় করা যাবে। এca ¢qm¡ করার কোন প্রয়োজন নেই। তবে নিজের খরচ নির্বাহের নিয়্যতে কোরবানীর চ¡js¡ ¢h¢œ² করা হলে তখন ওই বিক্রিলব্ধ টাকা মসজিদে দেওয়া জায়েয হবে না বরং তা সাদL¡ করে দেওয়া ওয়াজিব। [d‡Zvqv‡q iRfxqv I d‡Zvqv‡q AvgRwi`qv]

✍ মুহাম্মদ আরিফুর রহমান রাশেদ

চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ

❓ fÐnÀ একটি পশু দু'জনে ভাগে কোরবানী করল। আমরা জানি গরু, মহিষে সাত ভাগ করা যায়। তিন ভাগ করে দু'জনে ছ'ভাগ নিল। সপ্তম ভাগ নবী করীম সাল্লাÕ¡ý তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর জন্য নির্ধারিত ছিল, এটি কে নিবে? অনুরূপ ¢ae জনে ভাগ করলে কিরূপ বন্টন করবে দয়া করে জানাবেন।

📖Eš l x গরু ও মহিষের কোরবানী সাত জনের পক্ষ থেকে দেওয়া যায়, তবে অবশ্যই সাত জনের পক্ষ থেকে করতে হবে শরীয়তে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। একজন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে একটি গরু বা মহিষ দিয়ে কোরবানী করতে পারে। দু'জনে মিলে একটি গরু বা মহিষ কোরবানীর জন্য ক্রয় করলে উভয়ে তিন ভাগ করে নেJu¡l পর অবশিষ্ট এক ভাগকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর জন্য নির্ধারZ করা হলে উভয়ে ইচ্ছা করলে উক্ত ভাগে শরিক হতে পারবে এবং টাকা অনুপাতে ®N¡na উভয়ে ভাগ করে নেবে। আর যদি একজন উক্ত ভাগের খরচ বহন করে তবে সে উক্ত ভাগের গোশত সবগুলো নেবে। অনুরূপভাবে তিন জনে মিলে করলেও সবাই উক্ত ভাগে শরিক হতে পারবে গোশ্তও সে অনুপাতে ভাগ হবে। উক্ত ভাগে কয়েক জন টাকা দিয়ে শরিক হলেও ভাগটা একক সত্ত্বার নামে হওয়ার কারণে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোরবানীতে কোন অসুবিধা হবে না। উল্লেখ থাকে যে, সামর্থ্যবান ব্যক্তির উচিত নিজের cL¡lh¡e£l পাশাপাশি প্রিয় নবীর নামেও কোরবানী করা। কেননা নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা"Bm¡ আলায়হি ওয়াসাল্লাম কখনো নিজের কোরবানীর মুহূর্তে স্বীয় উম্মতদেরকে বাদ ®ce ¢ez তিনি দু'টি ছাগল দ্বারা কোরবানী করতেন। একটি নিজের পক্ষে করতেন অপরটি উম্মতের পক্ষ থেকে করতেন এবং একটা ছাগল সকল উম্মতের পক্ষে কোরবানী প্রদান Ll¡ HV¡ ýSl BLlj p¡Õ¡Õ¡ý Bm¡u¢q Ju¡p¡Õ¡j Hl °h¢nøÉz

✍ কাজী মুহাম্মদ সাজেদুল হক

®pƒl 5, Ešl¡, Y¡L¡

❓ fÐnÀ কোরবানী করা ওয়াজিব। কিন্তু সূরা কাউসারে আল্লাহ্ পাক কোরবানী করতে বলেছেন। তদ্রুপ সূরা আন'আমের ১৬১-১৬২ আয়াতে কোরবানীর কথা আছে। আমার প্রশ্ন- কোরবানীকে ফরজ না বলে ওয়াজিব বলা হয় কেন? বিস্তারিত জানানোর অনুরোধ lCmz

📖Eš l x পবিত্র কোরআনের প্রতিটি নির্দেশ (امر) ফরয পর্যায়ের নয়। বরং কতেক নির্দেশ ফরয, কতেক নির্দেশ ওয়াজিব, কতেক নির্দেশ মুস্তাহাব ও কতেক নিদেn jh¡q পর্যায়ের। কারণ আরবীতে নির্দেশবাচক ক্রিয়া (امـــــر) বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাই কোরবানীর নির্দেশ ওয়াজিব পর্যায়ের। ইসলামী শরীয়তে 'ফরয'র পরই 'ওয়াজিh'l

Ù¡ez "Ju¡¢Sh' Aü£L¡lL¡l£ ®N¡j¡l¡q (fbïø) J hcj¡kq¡h£z nl"D JSl h£a£a ‘ওয়াজিব’ ত্যাগকারী ফাসিক্ব ও পরকালে জাহান্নামের শাস্তির অধিকারী। ইচ্ছাLa p¡j b থাকা সত্ত্বেও কোন ‘ওয়াজিব’ বর্জন করা কবীরাহ্ গুনাহ্। তবে কোরবানী করাকে শরীয়তের দৃষ্টিতে ইমামগণের মধ্যে কেউ কেউ সামর্থবান মুসলমানের উপর ফরয Hhw কেউ কেউ সুন্নাত হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু আমাদের হানাফী মাযহাবের Qs¡¿ অভিমত হল, সামর্থবান মুসলমানের উপর কোরবানী করা ওয়াজিব।

[¢La¡hm ®qc¡u¡ J g¡aým Lc£l "®L¡l h¡e£ AdÉ¡u' CaÉ¡¢cz]

✍ jq¡¿jc jeSl¦m Cpm¡j

c¢rZ Lcmf¤l, l¡ES¡e

◈ fÐÀ হাদীস শরীফে রয়েছে, কোরবানির মাংস তিন ভাগ করে এক ভাগ গরীব মিসকীনকে, এক ভাগ আত্নীয় স্বজনকে এবং একভাগ নিজের কাছে রাখা জরুরি। কি¿º আমাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়- একটি পরিবার ৪৫ কেজি ওজনের একটি গরু দিয়ে কোরবানি করল এবং এর থেকে যে ভাগ গরীব-মিসকীনকে দেয়াl Lb¡ তা না দিয়ে তারা ১০ জন মিসকীনকে আধাকেজি করে গোশ্ত দিল। অনুরূপ আত্নীয়-স্বজনকেও যে ভাগ দেওয়ার প্রয়োজন, তা তারা না দিয়ে হয়তো ১০ জনL 10 কেজি গোশ্ত দিল। বাকি সবগুলো নিজের জন্য রেখে দিল। এতে কোরবানির সh দায়-দায়িত্ব পালনে যে অসম্পূর্ণতা রয়ে গেল তা থেকে কিভাবে মুক্তি মিলবে জানালে EfLa qh

📖Ešl x প্রশ্নে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে কোরবানির পশুর গোশ্ত বন্টন করা মুস্তাহ¡hz তেমনিভাবে কোরবানির পশুর সমস্ত গোশ্ত আত্নীয়-স্বজন ও গরীব-মিসকীনের মাঝে বন্টন করে দেওয়াও জায়েয। যদি নিজ আত্নীয়-স্বজন ও পরিবারের সদস্য সংখ্যা ol¢n হয় এবং সামর্থবান না হন, তবে সম্পূর্ণ গোশ্ত আত্নীয়-স্বজন ও নিজ সন্তান-সন্ততিদের জন্য রেখে দিতে পারেন। সর্বাবস্থায় কোরবানী আদায় হয়ে যাবে। তবে কোরব¡e£l গোশ্ত গরীব-মিসকীনের মাঝে সাদক্বাহ্ বা দান করলে এক তৃতীয়াংশ সাদক্ব¡q Ll¡C উত্তম। অবশ্য কেউ কোরবানি করার মান্নত করলে, তখন কোরবানীর পশুর সব গোশaC ফকীর-মিসকীনের মাঝে সাদক্বাহ্ করা ওয়াজিব।

[কিতাবুল হিদায়া ও ফতোয়া-ই আলমগীরী ‘কোরবানি’ অধ্যায় দেখুন।]

✍ মুহাম্মদ হামেদ রেজা

n¡qj¡£l f¤l, LZgm£, Q–N¡j

◈ fÐÀ কোরবানীর পশু যবেহ করার সময় কোরবানীদাতার যে নাম দেওয়া হয়, তার নিয়ম কিরূপ? যদি কোরবানীদাতার নাম দেওয়া না হয় তাহলে ক্ষতি হবে ¢L? বিস্তারিত প্রমাণসহ জানালে উপকৃত হব।

📖Ešl x কোরবানীর পশু আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করার পর যাদের নামে কোরবানী দেওয়া হবে তাদের নাম উচ্চারণ করবে। যদি কেউ ভুলবশত উচ্চারণ নাও করে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। মনে মনে নিয়্যত করলেও তাদের পক্ষ থেকে কোরবানী আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহ্ সবারই অন্তরের খবর রাখেন।

◈ fÐÀ আমাদের দেশে কোরবানীর পশুর চামড়ার টাকা সাধারণতঃ গরীব-দুঃখীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। দেখা যায় একটি চামড়ার সকল টাকা একজনের মাঝে বিতlZ না করে অনেকের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সেই সাথে যাকাত-ফিতরার টাকাও সেভাবে বিতরণ করা হয়। আসলে এভাবে উভয় প্রকারে বিতরণ করা শরীয়ত †gvতাবেক জায়েয?

📖Ešl x যাকাত, ফিতরা ও কোরবানীর চামড়ার বিক্রয়লব্ধ টাকা বিতরণে ইসলামে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও খাত রয়েছে। উক্ত খাতসমূহ আটটি। তন্মধ্যে মুয়াল্লাফাতুল কুলূব’ তথা কাফেরদেরকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করবে, খাতটি l¢qa হয়েছে। বাকি সাত প্রকারের ক্ষেত্রে বিতরণ করতে অসুবিধা নাই। এ বিষয়ে ফুক¡q¡-C কেরাম ও শরীয়তের ইমামগণ বলেন-

للـمالک ان يدفع الی کل واحد وله ان يقتصر علی صنفٍ واحد کذا فی الهدايه وله ان يقتصر علی شخص واحد کذا فی فتح القدير

অর্থাৎ উল্লেখিত টাকার মালিকের জন্য উক্ত টাকা সপ্তপ্রকারের প্রত্যেককে দান করতে পারবে বা যেকোন এক প্রকারের নিকটও অর্পণ করতে পারবে বা কোন প্রকারের যেকোন একজন ব্যক্তিকেও দেওয়া যাবে। [কিতাবুল হিদায়া ও ফাতহুল কদীর শরহে হেদায়া ইত্যাদি।]

◈ fÐÀ জনৈক মহিলার স্বামী পাগল, সে মহিলা আমাকে ধর্মস্থ ভাই ডেকেছে। তাই, আমি তাকে দেখা-শুনা করি। এটা কি বৈধ হবে? জানালে উপকৃত হবো।

📖 Ešl x ধর্মস্থ ভাই-বোন ইত্যাদি শরীয়ত মতে আসল ভাই-বোনের মত নয় এবং মুহাররমাত তথা বিবাহ নিষিদ্ধ মহিলাদের অন্তর্ভূক্ত নয় অর্থাৎ এদেরকেও বিh¡q Ll¡ জায়েয। পবিত্র কোরআনের আলোকে যে সমস্ত মহিলাকে বিবাহ করা হারাম যেমন- j¡, নিজ বোন, খালা, ফুফু, দাদী, নানী, কন্যা, নাতনী ইত্যাদি মহিলাদের সাথে সরাসরি কথা বলা এবং তাদের দেখা- শুনা করা শরীয়ত মতে বৈধ। পক্ষান্তরে যাদের সাb বিবাহ শরীয়ত মতে নিষেধ নেই বিনা প্রয়োজনে তাদের সামনে যাওয়া ও সরাস¢l Lb¡ বলা শরীয়তের আলোকে বৈধ হবে না। তবে পর্দার আড়ালে বিশেষ প্রয়োজনে তাদের দেখাশুনা, সাহায্য-সহযোগিতা করতে কোন অসুবিধা নেই।

✍ jq¡¿jc jÙ¡L£j j¡qjc

আগাসাদেক রোড, ঢাকা-১১০০

◈ fÐÀ আমাদের পরিবারের সবাই সুন্নী মুসলমান। আমার আব্বা, আম্মাসহ সবাই কুকুর পালনে আগ্রহী। দয়া করে জানাবেন আমরা কুকুর পালন করতে পারব কিন¡?

📖 Eš l x কুকুর নিকৃষ্ট প্রাণীদের অন্যতম। কুকুরের সাথে সম্পর্ক রয়েছে শয়তানের। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র হাদীস শরীফে ইরশাদ করেন- لا تدخل الملآئكة بيتافيه كلب ولا صورة অর্থাৎ ঐ ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না, যেখানে কুকুর এবং প্রাণীর ছবি রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশের অনেক বিত্তবাb পরিবারে কুকুর লালন-পালনের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় যা সুস্থ বিবেক কোন অবস্থায়মেনে নিতে পারে না এবং যা একজe ঈমানদারের পক্ষে শোভা পায় না। তবে বিশেষ প্রয়োজনে ক্ষেত-খামার, ঘর-বাS, বাগান, ইত্যাদি হেফাজতের উদ্দেশ্যে শিকারী ও পাহারাদার কুকুর রাখতে শরীua মোতাবেক অসুবিধা নেই। [মিশকাত শরীফ, এবং মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরকাত ও মিরআত ইত্যাদিz]

✍ jqiÇjc el¦‹¡j¡e ®ej¡j¡e

লোহারপুল, বন্দর, চট্টগ্রাম

◈ f¬ÐÀ আমাদের এলাকায় অনেক তবলীগ রয়েছে, তারা বলে আমরা শাজরা শরীফ পাঠ করার সময় দু'জানু হয়ে বসে দুই হাতের তালুকে নিচের দিকে না দিয়ে উপরের দিকে দিয়ে থাকি কেন ? এ প্রশ্নটা আমার অজানা। অনুগ্রহ করে বিস্তারিত জানালে খুশি হবো।

📖 Eš l x শাজরা মূলত: মাশায়েখে এজামের নামের উছিলা নিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করা। আর মুনাজাত করার উত্তম পদ্ধতি হলো উভয় হাতের তালু প্রদর্শন পূর্বক এবং সমাপ্তিলগ্নে উভয় হাতের তালু চেহারায় মালিশ করা। শাজl¡ nl£g মুনাজাত হিসেবে হাতের তালু প্রদর্শন করা হয়। এটা একটা পদ্ধতি মাত্র, এটাকL নাজায়েয বলার কোন যুক্তি নেই। তবে শাজরা পাঠের দীর্ঘ সময় হাতের তালু উপরের দিকে উঠাতে কষ্টকর বিধায় শাজরা শরীফের শেষভাগে হাতের তালু মুনাজাতের eÉ¡u উপরের দিকে তুলে সমাপ্ত করবে।

✍ jqiÇjc el¦m qL

Q¡¢cN¡J, Q–NË¡j

◈ f¬ÐÀ এক ব্যক্তি স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পর নারীর সাথে অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে। যার দরুণ মহিলাটি গর্ভবতী হল। এমতাবস্থায় স্ত্রী তালাক হবে কি? দলিল সহকারে জানালে M¢n qhz

📖 Eš l x স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পরনারীর সাথে কেউ অপকর্মে লিপ্ত হলে স্বীয় স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবে না; বরং আক্বদের মধ্যে বহাল থাকবে। কিন্তু পরনারীর সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণে স্বামী কঠিন শাস্তির যোগ্য ও গুনাহে কবীরার মত জঘণ্যতম পাপের অধিকারী হবে। উল্লেখ্য যে, অপকর্ম বা যেনা প্রমাণিত হওয়ার Seé

কয়েকটা শর্ত রয়েছে। প্রথমত: উক্ত অপকর্মের ব্যাপারে তারা যদি স্বীকার করে Abh¡, অপকর্মে লিপ্ত অবস্থায় চারজন পুরুষ স্বচক্ষে দেখতে হবে। উপরোক্ত শর্তালোকে ব্যভিচার প্রমাণিত হলে ইসলামী শরীয়তের আলোকে যিনাকারী নর-নারী উভয়ই শাস্তির যোগ্য হবে। তবে পরনারীর সাথে যেনা বা অপকর্মের কারণে স্বীয় স্ত্রীর সাথে আক্বদ বা নিকাহের বন্ধন ছিন্ন হবে না।

[কিতাবুল ফিকহ আলাল মাযাহিবিল আরাবায়া ও ফতোয়ায়ে রজভিয়া ইত্যাদি।]

✍ মুহাম্মদ তালেবুর রহমান চৌধুরী

l¡ES¡e, Q–NË¡j

◈ f¬ÐÀ দায়ূস কি? এর হুকুম কি? বিস্তারিত বুঝিয়ে বললে বাধিত হব।

📖 Eš l x 'দায়ূস' বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে স্বীয় স্ত্রীর কথায় উঠা-বসা করে। নিজস্ব স্বকীয়তা বলতে যার কিছুই নেই। পবিত্র হাদীস শরীফে এই ধরণের ব্যক্তিদের জাহান্নামী বলা হয়েছে। যেমন-

عن ابن عمرؓ بسند حسن عن النبى ﷺ ثلثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة العاق لوالديه، والمراة المترجل، المتشبهة بالرجل والديوث

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রদিয়াল্লাহু আনহু নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিন প্রকারের মানুষের প্রতি মহান আল্লাহ্ কিয়ামতের দিবসে রহমতের দৃষ্টি দিবেন্ না।

১. মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান, ২. পুরুষের মত চলাফেরাকারী মহিলা এবং 3. c¡upz

[মসনদে আহমদ, বাবু মুসনাদিল মুকসিরিন, মুসনাদি আনাস বিন মালিক, হা¢cp ew-12881, e¡p¡uÉ nl£g, ¢La¡hk k¡L¡a, h¡hm j¡æ¡e ¢hj¡ E¢au¡; q¡¢cp ew-2515 CaÉ¡¢c]

ইমাম হাকেম মসনদের মধ্যে এবং ইমাম বায়হাকী শোয়াবুল ঈমান এর মধ্যে বণe¡ করেন, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রদিয়াল্লাহু আনহু নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন-

ثلثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النسآء

অর্থাৎ "তিন ধরণের মানুষ বেহেশতে প্রবেশ করবে না। ১. মাতা-পিতার অবাdÉ, 2. দায়ূস ও ৩. পুরুষ সদৃশ্য (চলাফেরাকারীনী) মহিলা।" তবে স্বীয় স্ত্রীর ভাm f l¡jn NËZ Ll¡ i¡m J j‰mjuz AhnÉ c¡upN¢Ël ja hc A¡É¡p f¢lq¡l Ll¡ HL¡¿ c¡¢uaÄ LahÉz [মুসতাদরাকে হাকিম; কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ, হাদিস নং-৭৩৬৩]

✍ pmaj¡e¡ ¢lq¡a

ডিঙ্গললোঙ্গা, বেতাগী, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম

◈ f¬ÐÀ শুনেছি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কারো মৃত্যুর পর একজনের চেহারা অন্যজন নাকি দেখা গুনাহ? বিস্তারিত বুঝিয়ে বললে বিশেষ কৃতার্থ হব। এতদিনের গভীর সম্fL ¢L মৃত্যুর কারণে শেষ? একটু দেখাও যাবে না ?

📖 Eš l x না, ব্যাপারটি সে রকম নয়; বরং স্বামী-স্ত্রীর কেউ মারা গেলে দু'জনের দুই ধরণের হুকুম। প্রথমত: স্বামী মারা গেলে স্ত্রী স্বামীর চেহারা দেখতে পারবে, এমনকি গোসল দেয়ার মত কোন পুরুষ পাওয়া না গেলে গোসলও দিতে পারবে। কেননা, স্বামী মারা যাওয়ার পরও আরো চার মাস দশ দিন ঐ স্ত্রীর ইদ্দত পালন করতে হয়, আর গর্ভবতী হলে প্রসব পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হয়। অর্থাৎ ততদিন স্বামীর আক্বদে থাকবে। তাই, স্ত্রী স্বামীকে দেখতে পারবে।

কিন্তু, স্ত্রী মারা যাওয়ার পর পরই স্বামী-স্ত্রীর আক্বদ ছিন্ন হয়ে যায়, বিধায় স্ব¡j£l Seÿ বৈধ হবে না ঐ মহিলাকে (স্ত্রী) গোসল দেয়া। এমনকি হাতে স্পর্শও করতে পারবে না। তবে, চেহারা দেখতে নিষেধ নেই। -(cll¦m jMa¡l)

আমাদের সমাজে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত রেওয়াজ আছে যে- স্ত্রী মারা গেলে ü¡j£ ঐ স্ত্রীর জানাযা (লাশ) কাঁধে নিতে পারবে না, কবরে নামাতে পারবে না, cQq¡l¡ দেখতে পারবে না; এসব ভিত্তিহীন ও ভুল ধারণা মাত্র।

স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তাদের দীর্ঘদিনের দাম্পত্য জীবনের ধারাবাহিকতা মৃত্যুর কারণে সাময়িকভাবে, বাহ্যিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেও পরকালে মহান আল্লাহ্ তাদেরL একত্রিত করে দিবেন, উভয়ে ঈমান-আক্বীদা, আমল-আখলাক এবং ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে hw` বেহেশতের উপযোগী হয় তবে বেহেশতে একত্রিত হবে। আর যদি উভয়ে জাহান্নামী হয় তাহলে, কার খবর কে রাখবে ?

[cll¦m jMa¡l, La: Cj¡j Bm¡EŸ£e Múf£ Iqj¡aõ¡q Bm¡C¢q Caÿ¡¢cz]

✍ gnv¤§` AvRgj †nv‡mb

‡gvKwgqv, QvMjbvBqv, †dbx

ক্ক t মসজিদের ভিতরে দেয়ালের চার পাশে গ্লাস লাগানো জায়েয আছে কিনা। অথবা যদি গ্লাস লাগানো থাকে তখন এর হুকুম কি হবে। আর যদি মসজিদের আলমারীতে ভিতরে আয়না লাগানো থাকে, তাহলে নামাযরত অবস্থায় মুসল্লীরv wbR wbR ‡Pnviv †`‡L, Zvn‡j bvgvh n‡e wKbv? we¯wiZ `jxjmnKv‡i Rvbv‡j DcKZ ne|

📖 **DËi t** সাধারণতঃ মসজিদের চতুর্পাশে জানালায় গ্লাস লাগানো নিষেধ হওয়ার কোন কারণ নেই। তবে পশ্চিমের দেয়ালে হালকা কিংবা গাঢ় গ্লাস লাগা‡j দু'টো অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ হালকা গ্লাস লাগালে মসজিদের বাইi লোকজনের চলাচলে নজরে পড়ে এবং গাঢ় গ্লাস লাগালে মুসল্লীদের নিজেদের শixi Avqbvq †`Lv hvq weavq, bvgv‡hi g‡bv‡hv‡M e¨vNvZ mwó nIqv A¯vfweK bq|

তাই, সামনের দেয়ালে গ্লাস না লাগিয়ে যেভাবে নামাযের ব্যাঘাত না হয় সে e¨e¯v করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে নামাযের নিয়ম হলো মুসল্লী যত¶Y bvgv‡h `vov‡bv _vK‡eb ZZ¶Y Zvi `wó _vK‡e wmR`vi RvqMvq, Avi i"K‡Z

†M‡j cv‡qi `B e×v½jxi Dci Avi emv Ae¯vq wb‡Ri †Kv‡ji w`‡K| Ab¨_vq Zvi g‡bv‡hv‡M weN mwó nIqvi m¤vebv _vK‡Z cv‡i| Avi GKvMÖZv ব্যতিরেকে নামায পরিপূর্ণ হয় না। হাদীস শরীফে প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আjvBwn ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِحُضُوْرِ الْقَلْبِ

ÒûRix Kje ev g‡bi GKvMZv Qvov bvgvh cwicY nqbv|Ó

[AvnKvgj †Kvivb KZ. Bgvg Ave eKi Rvmmvm-nvbvdx (in.) BZ¨vw`|]

ক্ক t gmjgvb‡`i g‡a¨ †Kvb bvix-ci"l bvgvh, †ivhv Z_v kixq‡Zi wewa weavb wKQB cvjb Kij bv| eis g`, Rqv, ‡Rbv BZ¨vw` kixqZ we‡ivax KvR K‡g wjß| Zvn‡j H mKj e¨w³iv gviv hvIqvi ci Zvi Rb¨ gmwR‡`i Bgvg mv‡ne, GjvKvi ûR‡iiv Zvi †Q‡j-mšvbiv wgjv` kixd, †KviAvb LZg, খানা-মেজবান ও যিয়ারত ইত্যাদি করে থাকে; তাহলে এইগুলোর মাধ্যমে আল্লাn Zv‡K ¶gv K‡i w`‡eb wKbv? kixq‡Zi `jxj mnKv‡i we¯wiZ Rvbv‡j DcKZ ne|

📖 **DËi t** ক্ষমা করা না করা আল্লাহ্ তায়ালার দয়ার উপর নির্ভরশীল তবে gZe¨w³i Iqwik‡`i `wqZ wn‡m‡e Cmv‡j mvIqv‡ei D‡Ï‡k¨ Dc‡iv³ †bK Avgjmgn Ki‡j Zvi †h GKUv eiKZ i‡q‡Q G‡Z †Kvb cKv‡ii m‡›`n Kivi m‡hvM †bB| G‡Z K‡i gZe¨w³ ¸bvnMvi n‡jI Zvi Ke‡ii Avhve nvjKv nIqvi Avkv Kiv hvq|

cwe Î nv`xm kix‡d ewYZ i‡q‡Q- gvbl gviv hvIqvi ci Zvi mg¯ Avgj eÜ n‡q hvq| wKš wZbwU Avg‡ji mvIqve Zvi Ke‡i Rvix _v‡K| Zb¥‡a¨ GKwU n‡jv H e¨w³ এমন ছেলে -সন্তান বা ওয়ারিশ রেখে গেল যে তার জন্য আল্লাহi `iev‡i `ÔAv K‡i| hv‡K Cmv‡j mvIqve ejv nq| mZivs gZ¨i ci G ai‡Yi cY¨gq Avgj, dv‡Znv Lvwb, `ÔAv-`i^` Aek¨B DËg ZviKv I wR›`v-g`v Df‡qi Rb¨ †bnvqZ DcKvix| Z‡e gZ e¨w³i †Q‡j-mšv‡bi Dci GKvš KZe¨- gZ e¨w³i wR¤§vq hw` diR bvgvh-‡ivhv ev Kvddviv I KR BZ¨vw` †_‡K hvq Ges gZ e¨w³ ab-m¤ú` †i‡L hvq Z‡e gZ e¨w³i KR cwi‡kva K‡i diR bvgvh-‡ivhvi wd`qv ev Kvddviv hZUK m¤e wnmve K‡i Av`vq Kivi †Póv Kiv Avi ev` ewKi Rb¨ Ki"Yvgq cfi `iev‡i ¶gv cv_bv Ki‡e| Zvici mva¨ Abhvqx `ÔAv-`i^` I dwZnvLwb, Cmv‡j mvIqve BZ¨vw` bdj Bev`Zmgn Ki‡e| [‡gkKvZ I Qwn gmwjg kixd BZ¨vw`]

✍ **gmv¤§r Lvqi“‡bQv †ivRx**
PÆMvg wekwe`¨vjq

ck t AvZ¥NvZx †evgv nvgjv kixqZ m¤§Z wKbv `qv K‡i Rvbv‡eb|

DËi t mivmwi `wbqvex Kvi‡Y RvqMv-Rwg, ivR‰bwZK †Kv›`j A_ev wnsmv-we‡Ø‡li Kvi‡Y KvD‡K nvgjv Kivi AbgwZ Bmjv‡g †bB| Z‡e cwZc¶ ev †Kvb Rv‡jg hLb G‡Kev‡i Mv‡qi Dci G‡m c‡o ZLb cwZi¶v K‡í cvëv আক্রমণ করা জিহাদের শামিল। বিশেষতঃ ইসলাম বিরোধী অপশ³i †gvKv‡ejvq gZ¨eiY Ki‡j Zv‡K kixq‡Zi cwifvlvq knx‡`i ghv`v †`qv n‡e|

mZivs AvZ¥NvZ †evgv nvgjwU hw` ¯xq Cgvb I gvZfwg i¶v‡_ cwZi¶vgjK nq| †hgb- wdwjw¯b, BivK-evM`v‡`i gRjg gmjgvbM‡Yi eZgvb Ae¯v Zv Aek¨B wRnv‡`i kvwgj| wKš cwiKwíZfv‡e Ab¨Rb‡K nZ¨vi D‡Ï‡k¨ ivR‰bwZK I wnsmvi Kvi‡Y AvZ¥ûwZ †`qv wbtm‡›`‡n Rjg I Kweiv Mbvn| cweÎ nv`xm kixd i‡q‡Q- রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম Gikv` K‡i‡Qb

اَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّار

A_vr Rwjg Lbx I A‡b¨i Dci Rjg Ki‡Z wM‡q Lb nIqv e¨w³ Df‡qB Rvnvbvgx|

[mnxûj eLvix, eve` w`qvZ, nv`m bs-6367, gmwjg kixd, eve wmnnwZj BKivi wej KvZwj Iqv ZvgwKb Iwjwq¨j KvZ‡j wgbvj wKmvm, nv`m bs-3182 BZ¨w`)

ck t A‡b‡K e‡j wPswo gvQ LvIqv bwK gvKi|n? GUv KZUK mwVK Rvbv‡j Lkx ne|

DËit wPswo gv‡Qi †ejvq †dvKvnv‡q †Kiv‡gi gv‡S ˆea I gvKi|n nIqvi e¨vcv‡i wKQ gZ cv_K¨ _vK‡jI AwaKvsk nvbvdx gvhnv‡ei gnwe°K †dvKvnv‡q GRv‡gi g‡Z wPswo gvQ kixq‡Zi `wó‡Kv‡Y gv‡Qi g‡a¨ Aš¦f³| weavq, Zv LvIqv A‰ea ev gvKi|n bq Ges G gZB weï×Zi|

G e¨vcv‡i AvnKv‡g kixq‡Z Bgv‡g Avÿjv nhiZ kvn Avng` †iRv ingvZzল্লাহি AvjvBwn `xN M‡elYv gjK Av‡jvPbv K‡i‡Qb|[AvnKv‡g kixqZ BZ¨w`]

✍ **gnv¤§` Iqv‡n`j Bmjvg wni“**
gvZvi evox (wgqvwR cvov), g‡nkLvjx, K·evRvi

ck t dv‡Znv wK ? RxweZ e¨w³i dv‡Znv †`qv hv‡e wKbv ? Avgiv †Zv Rvwb gZ e¨w³র ফাতেহা দেয়া হয়। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে nvqvZbex Zvi dv‡Znv †`qv nq †Kb ? `jxj mnKv‡i Rvbv‡j DcKZ ne|

DËi t dv‡Znv gv‡b n‡”Q miv dv‡Znv BZ¨w` c‡o mvIqve †cŠQv‡bv ICmv‡j mvIqve Kiv Z_v cweÎ †KviAv‡bi miv dwZnv, miv BLjvQ Avi KwZcq miv wZjvIqvZ K‡i wbawiZ e¨w³i bv‡g mvIqve †cŠQv‡bvi `ÔAv Kiv| GUv GKUv cY¨gq Avgj, dwZnv `vbKvix wb‡RI DcKZ nq| cweÎ †KviAv‡bi miv c‡o `ÔAv Kiv †Kej gZ‡`i Rb¨ mxgve× bq| eis RxweZ‡`i জন্যও দু'আ করা যায়। তাই হায়াতুন্ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম Gi D‡Ï‡k¨ ফাতিহা করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে সাওয়াব eLwkk KiZ: Avgiv wb‡RivB DcKZ nIqvi GKUv weivU Iwmjv| bZev bexRx আমাদের সাওয়াব পৌঁছানো ও দু'আর প্রতি মুখাপেক্ষী নন, আল্লাহ্ পাক Zv‡K AmsL¨ kvb-gvb I ghv`vi AwaKvix I wb®úvc ewb‡q `wbqv-AwLiv‡Zi mKj †bqvg‡Z ab¨ K‡i‡Qb| †m‡¶‡Î Avgv‡`i `AvÔi c‡qvRbBev wK ? mZivs wcq নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ওরসুন্নবী পালন করার মাধ্যমে প¶vš‡i আমরা নিজেরাই ফায়েদা হাসিল করছি। যেমন- আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইhি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি সদা সর্বদা দরূদ-সালাম এর হাদিয়া পেশ করার জন্য Cgvb`v‡ii cwZ ¯xq Kj¨v‡Yi †KviAvb-mbvq †bnvqZ ZwM` mnKv‡i wb‡`k †`qv n‡q‡Q| we¯wiZ †`Lb- Av``ii“m mwgb,কৃত শাহ অলি উল্লাহ্ দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, আল্ বাছায়ের, কৃতঃ আল্লামা হামদুল্লাহ দাজবী রহমাতুল্লাহি AvjvBwn Ges Avj dRi“j gbxi BZ¨w`|

✍ **gnv¤§` BKevj †nv‡mb**
iv½bxqv, wekwe`¨vjq

ck t cv‡q †g‡n`x †`qv Rv‡qh Av‡Q wKbv? Rvbv‡j Lkx n‡ev|

DËi t nv‡Z cv‡q †kvfv ea‡bi Rb¨ †g‡n`x jvMv‡bv ci“‡li Rb¨ ˆea bq| Z‡e cilMY `wo‡Z ev P‡j e¨envi Ki‡Z cvi‡e|

gwnjviv nv‡Z, P‡j Ges cv‡q †g‡n`x jvMv‡Z cvi‡e| †Kvb †Kvb dKxn gwnjv‡`i Rb¨ cv‡q †g‡n`x jvMv‡bv gvKi|n ej‡jI ÔAvkevn Iqvb bvRv‡qiÔmn cwm× A‡bK M‡š ˆea ejv n‡q‡Q| Z‡e †Kvb IRi ev c‡qvR‡b (†iv‡Mi Kvi‡Y) gwnjviv cv‡q †g‡n`x e¨envi Ki‡j Amweav bvB|

†R‡b ivLv DwPZ- ci“l‡`i Rb¨ DËg nj AvZi ev †Lvke Avi gwnjv‡`i Rb¨ †g‡n`x ev is| ci“l †g‡n`x ev is e¨envi Ki‡e bv Avi gwnjviv AvZi ev †Lvke e¨envi Ki‡e bv| GUvB Bmjvgx kixq‡Zi weavb|[wgkKvZ I ‡giKvZ BZ¨w`]

ck t Ô¯vgxi c`Z‡j ¯xi †e‡nkZÕ GUv wK mwVK?

DËi t Ô¯vgxi c`Z‡j ¯xi †e‡nkZÕ G K_v mivmwi cwe Î nv`xm ki x‡d উল্লেখ না থাকলেও স্বামী সন্তুষ্টির-অসন্তুষ্টির উপর স্ত্রীর বেহেশ্‌ত-দোযখ নির্ণq Kiv n‡e g‡g †ek wKQ nv`xm kixd ewYZ i‡q‡Q| ¯vgxi cwZ Povš— m¤§vb I k×v‡eva _vKv cwZwU ¯xi `wqZ| GgbwK nv`xm kix‡d bexRx Bikv` K‡i‡Qb-

"আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করার যদি অনুমতি ইসলামে থাকত, তাহলে Awg bvix‡`i cwZ wb‡`k w`Zvg †hb Zviv ¯ ¯ ¯vgx‡`i‡K m¤§vb mPK wmR`v K‡i|Ó

Aci nv`x‡m i‡q‡Q- Ô†Kvb ¯vgx Zvi ¯x‡K wb‡Ri c‡qvR‡b AvnŸvb Kij, Avi ¯x mvov w`j bv; †m ¯x †hb RvnvbvgB‡KB Zvi wVKvbv ewb‡q wbjÓ|

অধিকন্তু হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি bex‡q পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, wZwb e‡jb-

Ô†h gwnjv Zvi ¯vgxi (AvbMZ¨ cKv‡k) Kvco aB‡q †`q Zvi Avgjbvgvq আল্লাহ্ পাক একহাজার নেকী লিখে দেন, তার এক হাজার গুনাহ্ মাফ করে দেন| cw_exi me wKQB Zvi Rb¨ ¸bvni ¶gv cv_bv K‡i Ges Zvi GK nvRvi `iRv ej› K‡i ‡`qv nq|Ó

G RvZxq AmsL¨ nv`xm I eYbv mgn Zvdmx‡i i/ûj eqvb kixd I Bgvg Qdix রহমাতুল্লাহি আলাইহি কর্তৃক রচিত "নুজহাতুল মাজালিস"-এ উল্লেখ করা হq‡Q

gnv¤§` Igi dvi/K

PiYØxc, †evqvjLvjx, PÆMvg

ck t Bmjv‡gi `wó‡Z GKRb ci"l kixqZ †gvZv‡eK Pvi gwnjv weevn Ki‡Z m¶g n‡j, GKRb gwnjv †Kb Pvi ¯vgx MnY Kiv kixqZ ˆea K‡iwb? G m¤c‡K ‡KviAvb nv`x‡mi Av‡jv‡K Rvbv‡j DcKZ n‡ev|

DËi t Bmjvgx kixq‡Zi cwZwU weav‡bi †cQ‡b i‡q‡Q h‡_ó wnKgZ I †hŠw³KZv| GKRb ci"l PviwU weevn Ki‡j mšvb wb‡q DËiwaKvi wbY‡q †Kvb ai‡Yi mgm¨vq co‡Z n‡e bv| wKš GKRb gwnjv PviRb ¯vgx MnY Ki‡j mgm¨vq co‡Z n‡e| KviY, ZLb ck ‡`Lv †`‡e †h, mšvbwUi cKZ wcZv †K? PviRb ¯vgxi c‡Z¨‡K nq‡Zv `vex Ki‡e mšvbwU Zvi| ev¯‡e Zv bvI n‡Z cv‡i| G Kvi‡Y GKRb gwnjv PviRb ¯vgx MnY Kiv ˆea Kiv nqwb| Z`cwi Dc‡iv³ wel‡q ci"l‡`i ghv`v I m¤§vb ew× Kiv n‡q‡Q| mv‡_ mv‡_ wRnv`-hx×-weM‡n A‡bK mgq wewfb Kvi‡Y ci"‡li ¶q-¶wZ gwnjvi Zjbvq A‡bKvs‡k †ekx nq| ZLb bvix RwZi msL¨v AwaKnv‡i ew× cvq| Zv‡`i

Avkq I †ndvR‡Zi ¸i" `wqZ c`v‡bi wbwg‡Ë GKRb ewjó ci"l‡K we‡kl c‡qvR‡b GK mv‡_ PviRb gwnjv †bKvn Kivi AbgwZ kixqZ `vb K‡i‡Q| hv‡Z gwnjv‡`i Avkq¯j nq Ges cvc I ¶wZ †_‡K gw³ cvq|

[Qnxn eLvix I Qnxn gmwjg kixd, †bKvn Aa¨vq BZ¨w`]

gnv¤§` Rv‡b Avjg

miKvix wmwU K‡jR, PÆMvg

ck t R‰bK wkw¶Z, Ávbx I nR m¤úbKvix e× e¨w³ †Kvb Z"Q NUbv‡K †K› K‡i Zvi cwZc¶ e¨w³ Ges e¨w³‡`i‡K †Kvb Z_¨ cgvY Qvov RviR সন্তান বলে গালি দিলে শরীয়তের ফায়সালা কি? উল্লেখ্য ঐ বৃদ্ধ মাঝে মাঝে nvgv‡hi BgvgwZI K‡ib| Zvi ‡cQ‡b bvgvh cov Rv‡qh n‡e wK? †KviAvb-nv`x‡mi Av‡jv‡K Rvbv‡j DcKZ n‡ev|

DËi t †Kvb `wj j-cgvY Qvov KvD‡K MwjMvjvR Kiv Bmjvgx kixq‡Zi `wó‡Z m¤úY nvivg| cwe Î †KviAv‡b Bikv` n‡q‡Q- وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ A_vr- Ô‡Zvgiv KvD‡K Lvivc fvlvq m‡¤vab K‡iv bvÓ|[miv ûRivZ] cwe Î ছহি বোখারীতে বর্ণিত আছে হুযুর পুরনুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ

[Qwnûj †evLvix, wKZvej Cgvb, eve LIwdj gwg‡b wgb AvB BnevZv Avgjû Iqvûqv jv Bkqi, c_g LÛ ct bs-86,nv`xm bs-46]

A_vr gmjgvb‡K A‡nZK Mwj †`qv wdmK ev ¸bvn, Avi webv Kvi‡Y kiqx KviY Qvov Cgvb`vi‡K Lb ev nZ¨v Kiv‡K nvjvj g‡b Kiv Kdixi bvgvši| Z`cwi GK gmjgvb Av‡iK gmjgvb‡K A‡nZK MwjMvjvR Kiv Rj‡gi kwgj| Ggb wK A‡nZK hv‡K MwjMvjvR Kiv n‡q‡Q wZwb gvd bv Ki‡j আল্লাহ্-রসূলও ক্ষমা করবে না। সুতরাং এ ব্যাপারে সকলের সতর্কতা অবলম্বন Kiv †bnvqZ Ri"ix|

[Qnxn eLvix, 1g LÛ, mnxn gmwjg Ges gmwjg kix‡di e¨vL¨vMš ki‡n gmwjg KZ: Bgvg beex রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইত্যাদি]

nv‡dR Awgi ûmvBb

MÛvgviv, evkLvjx, PÆMvg

ck t ‡Kvb Agmwjg ¯vgx-¯x GK mv‡_ Cgvb Avbq‡bi ci cbivq H ¯vgx-¯xi weevn n‡Z n‡e wK?

DËi t weagx ¯vgx-¯x Df‡q GKmv‡_ Bmjvg MnY Ki‡j, Zv‡`i‡K bZbfv‡e AvK` Kivi `iKvi †bB| c‡ei weevn envj _vK‡e| Z‡e D³ ¯vgx-¯x Df‡q †hb gnviigv‡Zi Aš—f³ bv nq|

উল্লেখ্য যে, উ³ ¯vgx-¯xi ga¨Kvi m¤úK hw` Ggb nq- hv‡`i g‡a¨ weevn

msNwUZ nIqv Avgv‡`i Bmjvgx kixq‡Zi Ab‡gv`b †bB| †hgb- wb‡Ri †evb, gv, `v`x, Lvjv, Gfv‡e †h ‡P\`Ïi Rb gnviigvZ i‡q‡Q Zv‡`i g‡a¨ †KD hw` nq Zvn‡j ¯vgx-¯x Bmjvg MnY Kivi ci KvRx Zv‡`i weevn we‡"Q` K‡i w`‡eb| D³ ¯x BÏZ cvjb Kivi ci Ab¨ gmwjg ¯vgxi weev‡n Avex× n‡Z cvi‡e|

[ki‡n †eKvqv, 2q LÛ, †bKvn Aa¨vq, Dg`vZi †iAvôqv I †n`vqv †bKvn Aa¨vq BZ¨w`]

✍ Aw``v ûmbv †Rwm

‰`jvicvov, KZeRg, g‡nkLvjx, K· evRvi

ck t Avwg GKRb QvÎx| we`¨vj‡q cwiwPZ I AcwiwPZ ci"l‡`i mv‡_ Aek¨B †Lvk Mí ev msjvc n‡q _v‡K Ges c‡qvRbxq wKsev Ac‡qvRbxq wel‡q K_vevZvI ej‡Z nq| G wel‡q kixq‡Zi weavb wK? G ai‡Yi †gjv‡gkv wK m¤úY wbwl×? †KviAvb I nv`x‡mi Av‡jv‡K Av‡jvKcvZ Ki‡j evwaZ n‡ev|

DËi t cwiwPZ †nvK wKsev AcwiwPZ †nvK ci ci"‡li mv‡_ †LvkMí Kiv, K_v ejv, GgbwK †Pnviv Db¥³ Ae¯vq mvg‡b hvIqv I kixqZ g‡Z m¤úY wb‡la| Z‡e, we‡kl Ri"ixekZ: Kv‡iv mvg‡b †h‡Z n‡j ZvI c`v mnKv‡i| কারণ, মহিলাদের জন্য পর্দা অবলম্বন করা ফরজ। উল্লেখ্য যে, বিশেষ প্রয়োজনb AwfÁ cvi`kx Wv³v‡ii mvg‡b I Av`vj‡Z mv¶¨ c`v‡bi D‡Ï‡k¨ c`v mnKv‡i †h‡Z Amweav †bB|

G Rb¨ hw³ n‡jv, ewjKv we`¨vjq, ewjKv gnwe`¨vj‡q ev gwnjv gv`ivmvq †jLvcov Kiv, mnwk¶v †K‡›` †hgb K‡jR, BDwbfwmwU‡Z hvIqv GKvš c‡qvR‡b Ávb AR‡bi D‡Ï‡k¨ c`v, cwk`v I kwjbZv eRvq ivL‡Z n‡e Ges ci ci"‡li mv‡_ Aeva †gjv‡gkv I AvÇvewR †_‡K `‡i _vK‡Z n‡e| (আল্লাহ্ সবাইকে গুনাহ্-নাফরমানী ও অশ্লীলতা থেকে হেফাজত করুন।)

ck t Avwg †R‡bwQ †h, ¯vgxi AbgwZ e¨ZxZ Ab¨ wkï‡K ¯b¨ cvb Kiv‡j Zvi Rb¨ ciKv‡j hšYv`vqK kw¯i weavb i‡q‡Q| Avgvi ck nj- B‡Zvc‡e hw` ¯vgx g‡i hvq, Zvn‡j wbR B"Qvq wkï‡K ¯b¨ cvb Kiv‡bv hv‡e wKbv ? `wjj I hw³mn Av‡jvKcvZ Ki‡j Lkx n‡ev|

DËi t ci wkï‡K `»cvb Kivi mgqKvjxb †¯"Qvq †Kvb gwnjv KZK `acvb Kiv‡bv bvRv‡qh ev ¸bvn bq| ¯vaxb gwnjv‡`i wbR¯ ¯vaxbZv i‡q‡Q| Z‡e ¯vgxi AbgwZ †bqv fvj| Avi ¯vgxi gZ¨i ciI †Zgwb Ac‡ii `» wkï‡K `a cvb Kiv‡Z †Kvb Amweav †bB|[dZûj Kw`i BZ¨w`]

✍ gnvw¤§` Ave Qv‡jn

ei"gPov, Av‡bvqviv, PÆMvg

ck t weev‡ni mgq e‡ii nv‡Z †g‡n`x Ges ¯‡Yi AvswU e¨envi Kiv Rv‡qh Av‡Q wKbv ? `qv K‡i nv`x‡mi Av‡jv‡K Rvbv‡eb|

DËi t ci"‡li Rb¨ webv c‡qvR‡b nv‡Z-cv‡q †g‡n`x jvMv‡bv kixqZ g‡Z AbgwZ †bB| Z‡e P‡j ev `wo‡Z jvMv‡bvi AbgwZ i‡q‡Q|

¯‡Yi AvswU ev Aj¼vi ci"‡li Rb¨ Rv‡qh †bB| wewfb eYbvq †`Lv hvq- একদা রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুবকের আঙ্গুল থেকে ¯‡Yi AvswU L‡j wb‡q A‡bK `‡i wb‡¶c K‡iwQ‡jb Ges Bikv` K‡iwQ‡jb- ci"‡li nv‡Z ¯‡Yi AvswU Rvnvbv‡gi Av¸b mgZj¨|

mZivs, eZgvb mg‡q weevn Dcj‡¶ †g‡n`x Abôv‡bi bv‡g fvex, Lvjv‡Zv ‡evb, ZvjZ †evb, PvPvZ †evb Ges wewfb evÜex KZK `jvi nv‡Z †g‡n`x jvMv‡bv Ges ci"l KZK ¯‡Yi †PBb I AvswUi e¨envi BZ¨w` m¤úY wbwl× I গুনাহ এবং অশ্লীলতার নামান্তর। তবে, বিবাহ উপলক্ষে মহিলার হাতে অপর মহিলv KZK †g‡n`x jvMv‡bv bvRv‡qh ev ¸bvn bq; eis kixqZ g‡Z Rv‡qh|

[‡n`vqv I iïj gnZvi BZ¨w`]

ck t Avwg cwZw`b †Mvmj Kivi mgq †Mvm‡ji wbqZ K‡i †Mvmj Kwi| Avgvi K_v n‡jv ‡h, Avwg wK H wbqZ w`‡q bvgvh coe bv Avevi ARi wbqZmn AR K‡i bvgvh co‡Z n‡e ?

DËi t mvaviYZ †Mvm‡ji c‡e AR Kiv mbvZ| hv Øviv †Mvmj Gi cwicYZv Av‡m| Z‡e †KD ïagvÎ †Mvm‡ji wZbwU diR Av`vq ceK †Mvmj Ki‡jI †Mvmj ï× n‡q hv‡e|

GB †Mvm‡ji ci bvgvh, K‡jgv, †KviAvb wZjvIqvZ BZ¨w` Av`vq Ki‡Z kixqZ KZK †Kvb evav †bB|[Avj-wn`vqv BZ¨w`]

✍ gnvw¤§` †gv‡k` Avjg mgb

bqvinvU, `w¶Y nwjkni, PÆMvg

ck t Avgvi eqm 18 eQi| Avwg Rvwb gv‡qi cv‡qi wb‡P mšv‡bi †e‡nkZ| ZvB gv‡qi †mev I K_v ïbv Avgv‡`i KZe¨| gvi mv‡_ Lvivc ব্যবহারে আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট। আমরা যৌথ পরিবারে থাকি। প্রায়শঃ ঝগড়া-ঝাটি nq| gv hw` e‡j †h AgK fvB-fvexi mv‡_ K_v ejwe bv| Ggwb Ae¯vq Avwg wK Kie? Rvbv‡j Lkx ne

📖 **DËi t** gv-evevi Amšwó‡Z †Kvb KvR Kiv mšv‡bi Rb¨ Av‡`Š DwPZ bq| mZivs msmv‡ii KvR Kg Ggbfv‡e Ki‡Z n‡e †hb gv-evevi Amšwói KviY bv nq| G Qvov fvexi mv‡\_ †`Lv Kiv, K_v ejv, webv c‡qvR‡b †`e‡ii Rb¨ kixqZ we‡ivax| eis †`ei-fvexi Aeva †gjv‡gkv A‡bK mgq ¸bvn I wdZbvi KviY n‡q `vovq| ZvB nv`xm kix‡d wcqbex miKv‡i †`vÖAvjg সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাবীর জন্য স্বীয় দেবরকে মৃত্যু সমতুল্য ব‡j‡Qb| mZivs G e¨vcv‡i mZK I mRvM `wó †`ei-fvex Df‡qi Rb¨ GKvš Acwinvh| bZev wdZbv I ‡hbvi `iRv L‡j hvIqvi Avk¼v i‡q‡Q|]Avmvnûm wmqvi BZ¨vw`]

⊗**ck t** we`¨vRb diR Ges bvgvhI diR| Avgvi ck nj †Kvb e¨w³ hw` bvgvh bv c‡o cov‡jLvq †ekx mgq †`q Zvn‡j wK †mB e¨w³ ¸bvnMvi n‡e? cgvYmn Rvbv‡j Lkx ne|

📖**DËi t** bvgvh Av`vq Kiv diR| Bikv` n‡"Q-

اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا

A_vr-Òwbawi Z mg‡q bvgvh Av`vq Kiv c‡Z¨K Cgvb`v‡ii Dci diR|Ó [miv wbmv]

cov‡jLvi ARnvZ †`wL‡q bvgvh ev` †`qvi †Kvb AbgwZ †bB| eis mgqgZ cv‡ÄMvbv bvgvh Av`vq K‡iB †jLvcov I Ab¨vb¨ `wqZ Av`vq Ki‡e| GUvB kixq‡Zi weavb|

⊗**ck t** nvd nvZv kvU cwiavb K‡i bvgvh co‡j bvgvh Av`vq n‡e wK bv ?

📖 **DËi t** cY kvU bv _vKv Ae¯vq nvd kvU Mv‡q bvgvh co‡j Av`vq n‡e| তবে উত্তম হল পূর্ণ হাতা শার্ট পরে নামায আদায় করা। উল্লেখ্য যে, পূর্ণ শvU \_vKv m‡Ë I Avav nvZv kvU c‡i bvgvh Av`vq Kiv bvgv‡hi cwZ AeÁv c`kb I Ae‡njvi bvgvši| hv GKRb gwgb bvgvhxi Rb¨ eoB A‡kvfbxq I `tLRbK| ZvB dKxnMY GB g‡gI d‡Zvqv cYqb K‡i‡Qb †h, cYnvZv kvU kix‡i _vK‡Z kv‡Ui Aw¯b nv‡Zi Dc‡ii w`‡K ¸wU‡q †`qv gvKi|n| -[iï j gLZvi BZ¨vw`]

✍ **gnv¤§` Ave`j gËwje**
agci, dwUKQwo, PÆMvg

⊗**ck t** Ô‰mq`Ó †jLv Kvi Rb¨ †hvM¨ n‡e esk wn‡m‡e bv AvIjv` wn‡m‡e mvaviY gvb‡I wK ‡jL‡Z cvi‡e ev †jL‡j wK ¸bvn n‡e? `wjj mnKv‡i Rvbv‡j Lkx n‡ev|

📖**DËi t** রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বংশধর তথা খাতূনে

5জান্নাত হযরত ফাতিমা রদিয়াল্লাহু আন্হা এর আওলাদ জান্নাতের সরদার হযরZ ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন রদিয়াল্লাহু আনহুমা এর বংশধরগণকেই 'সৈয়্যদ' বjv nq| AvIjv‡` imj Qvov Ab¨ †KD Ô‰mq¨`Ó wjLv A‡kvfbxq| KviY, Av‡j imj Z_v bewRi eska‡ii ghv`v ¯qs ieŸj Avjvgxb cweÎ †KviAv‡b eYbv K‡i‡Qb| AvIjv‡` imj‡K ZwRg Kiv, gnveŸZ Kiv cwZwU gwg‡bi Rb¨ diR ও ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন-

قُلْ لَّا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى

A_vr †n imj! Avcwb ejb, Avwg †Zvgv‡`i Kv‡Q †Kvb cwZ`vb PvBbv, ïagvÎ (PvB) Avgvi AvIjv‡`i cwZ gnveŸZ [miv ïiv -25 Zg cviv]

mZivs, esk jwZdায় (বংশ শাজরায়) যাদের সম্পর্ক সরাসরি রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত, তাঁরা অবশ্যই 'সৈয়্যদ' লিখতে পারবেন। আর দwjj cgvY Qvov †KD Ô‰mq¨`Ó `vex Ki‡j n‡e bv| cvkvcwk Gme welq wb‡q Ab¨vb¨‡`i DwPZ evovewo wKsev ZK weZ‡K Rwo‡q bv cov| KviY GgbI n‡Z cv‡i †h, `vexKvix Avm‡j %mq¨` es‡ki, wKš GB gn‡Z wZwb eskxq kvRiv হাজির করতে পারছেন্ না। যেহেতু পবিত্র হাদীস শরীফে হুজূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম হাসানকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেছেন-

ان ابنى هٰذا سيد۔الحديث

A_vr wbðq wbðq Avgvi GB †`Šwnî Avgvi D¤§‡Zi ^mq¨`|

[আস্ সাওয়ায়েকুল মুহারেকা, কৃতঃ ইমাম ইবনে হাজার হায়তামী রহমাতুল্লাহn AvjvBwn I Qwn †evLvix]

ck t gmwR` Gi LZxe n‡Z n‡j wK wK †hvM¨Zv c‡qvRb? B"QvKZ bvgvh KvRv Kwi LZxe n‡Z cvi‡e wKbv Ges Zv‡`i wcQ‡b bvgvh n‡e wKbv? Rvbv‡j Lkx n‡ev

📖**DËi t** Rgvi LZxe ev BgvgwZi Rb¨ †h mg¯ †hvM¨Zv _vKv kZ, Zvnj- H e¨w³i weï× †KviAvb wZjvIqvZ, bvgv‡hi †gŠwjK gvmAvjv m¤ú‡K mg¨K aviYv _vKv, kixq‡Zi cY Abmvix nIqv Avi weï× AvKx`vi AbmiY BZ¨vw`| GKRb LZx‡ei Rb¨ G¸‡jv b¨bZg †hvM¨Zv| Gici evowZ †hvM¨Zv _vK‡j DËg|

†h e¨w³ cKv‡k¨ bvgvh ZiK K‡i, Zv‡K kixq‡Zi cwifvlvq dwmK gÔwjb ev cKvk¨ dwmK ejv nq| GB RvZxq cKvk¨ dwmK hZ eoB Ávbx-¸Yx †nvKbv †Kb Zvi †cQ‡b BKwZ`v Kiv gvKi|‡n Zvnixgv|

[d‡Zvqv‡q Lwbqv, wnÏv`qv- BgvgZ Aa¨vq]

✍ **জেসমিন আখতার রোজি**

Lcmfl, l¡ES¡e

◈ fÐÀ কোন ব্যক্তি যদি বলে- 'আমার উপর এই কাজটা করা হারাম' তাহলে সেই কাজ করাকি হারাম হয়ে যাবে? জানালে খুশী হব।

🕮 EŠl x হালাল-হারাম এসব শরীয়তের পক্ষ হতেই নির্ণয় করে দেয়া হয়েছে। পবিত্র হাদীস শরীফে রয়েছে **الحلال بين والحرام بين** pal¡w f¢hœ ®L¡lBe-সুন্নাহর মধ্যে যা কিছু হারাম করা হয়েছে তা-ই হারাম। বাকি সব হালাল বা jh¡qz অতএব, কোন হালাল বস্তু বা কোন হালাল কাজ কেউ হারাম করতে চাইলে কিংh¡ বললে তা হারাম হবে না। [®jnL¡a nl£g]

✍ **কাউসার নাহার বিনতে আবদুল মুনাফ**

q¡l¦u¡mR¢s, EŠl fcu¡, l¡‰e£u¡

◈ fÐÀ চলাফেরায় অনিচ্ছাকৃত কারো শরীরে পা স্পর্শ হলে তথা কোন প্রকার আঘাত হয়ে গেলে সালাম, সমবেদনা জানানো বা Sorry hm¡ LaVL nl£ua p¿ja জানতে আগ্রহী।

🕮 EŠl x কারো গায়ে অনিচ্ছকৃত পা লাগলে তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করা বা সমবেদনা জ্ঞাপন করা নিতান্তই ভদ্রতা এবং ভাল চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ।

এ ক্ষেত্রে বড়দের সালাম করে ক্ষমা চাওয়া উত্তম পদ্ধতি আর ছোটদেরকেও দুঃখিত ব¡ Sorry ইত্যাদি বলে সৌজন্যতা দেখানো যায়।

✍ **el S¡q¡e p¢j**

শেয়ানপাড়া দাখিল মাদরাসা, পটিয়া, চট্টগ্রাম

◈ fÐÀ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সালাম দিয়েছে। সেও একইভাবে সালাম দিয়েছে। এখন সালামের উত্তর কিভাবে দিতে হবে?

🕮 EŠl x সালাম দেয়ার নিয়ম হলো সালামদাতা বলবেন- 'আস্ সালামু আলাইকুম' আর উত্তর দাতা বলবেন- 'ওয়া আলাইকুমুস্ সালাম'। কিন্তু কেউ যদি EŠl দিতে গিয়েও 'আস্ সালামু আলাইকুম' বলে ফেলে তাও হয়ে যাবে। দ্বিতীয়বার EŠl দেয়ার আর কোন দরকার নেই। কারণ, উভয় বাক্যের মৌলিক অর্থ ও উদ্দেশ্য এক J A¢iæz

◈ fÐÀ গোসল ফরজ হওয়ার পর কেউ উক্ত নাপক ব্যক্তির শরীরের সাথে লাগলে বা কোন পবিত্র কাপড় তাঁর গায়ে দিলে সে ব্যক্তি বা উক্ত কাপড় কি নাপাক হয়ে যাবে? উত্তর দিলে খুশী হব

🕮 EŠl x কারো উপর গোসল ফরজ হবার পর ঐ ব্যক্তি অন্য কারো শরীরের সাথে লাগলে সেই ব্যক্তি নাপাক হবে না। কিংবা কোন কাপড় গায়ে দিলে সেই কাপড়ে

নাপাকী না লাগলে কাপড়ও নাপাক হবে না। কিন্তু নাপাকীর সাথে কাপড় লাগলে a¡ নাপাক হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, গোসল ফরজ হবার পর কোন প্রকার বিলম্ব না করে গোসল করা একা¿C বাঞ্ছনীয়। কারণ, নাপাক অবস্থায় অহেতুক ঘোরাফিরা করলে রহমতের ফেরেশ্তা a¡l কাছে আসতে পারে না।

✍ **jq¡¿jc Bhcõ¡q Bm-B¢lg**

n¡qj£lfl, LZgm£, Q–N¤

◈ fÐÀ আমার বড় আপার স্বামীর ভাই অর্থাৎ আমার আপার দেবর আমার আরেক আপাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। এমন আত্মীয়তার সম্পর্কে বিয়ে কি শরীয়ত মোতাবেক জায়েয হবে কিনা? শরিয়তের আলোকে উত্তর দিলে উপকৃত হব।

🕮 EŠl x প্রশ্নে উল্লিখিত পুরুষ ও মহিলার মধ্যখানে বিবাহ সম্পর্ক শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের আলোকে কোন প্রকার বাঁধা-বিপত্তি নেই।

উল্লেখ্য যে, এক ব্যক্তি দুই সহোদর বোনকে একই সময়ে স্ত্রী হিসেবে রাখতে পারবে না। তবে, স্ত্রী মারা গেলে কিংবা তালাক দিলে ঐ স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করতে পারবে।

এমনিভাবে দুই সহোদর ভাই আরেক দুই সহোদর বোনকে বিবাহ করতেও বাঁধা ®eCz যদি উক্ত বোনদ্বয় তাদের মুহাররমাতের অন্তর্ভূ³ e¡ quz

[nlým ®hL¡u¡ J ®qc¡u¡ ®eL¡q-AdÉ¡u]

✍ **B¢hc¡ pma¡e¡ ®Q±dl£**

djfl, BS¡c£ h¡S¡l, g¢VLR¢s

◈ fÐÀ আচ্ছা, ঘরের ভিতর নাকি মানুষের কোন ছবি বা পাখির বাসা রাখা যাবে না। বিভিন্ন ধরনের মানুষের ছবি রাখলে নাকি ঘরের মধ্যে ফেরেশ্তা আসেনা Hhw দু'আ কবুল হয় না। দয়া করে উত্তরে জানালে উপকৃত হবো।

🕮 EŠl x ঘরের মধ্যে মানুষ বা কোন প্রাণীর ছবি টাঙ্গিয়ে রাখার ব্যাপারে পবিত্র হাদীস শরীফে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- **لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة** Ab¡v "®k ঘরে কুকুর এবং প্রাণীর ছবি থাকবে সে ঘরে ফেরেশ্তারা প্রবেশ করে না।' এভাবে ছবি রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে আরো অনেক হাদীস শরীফ বর্ণিত আছে।

[R¢q ®h¡M¡l£ nl£g]

কিন্তু জীবন্ত পাখির বাসা ঘরে রাখা নিষিদ্ধ নয়। মানবিক দৃষ্টিকোণেও এটা fe¢oÜ qh¡l ®L¡e k¢š²C e¡z

✍ **jq¡¿jc ¢eS¡j EŸ£e j¡¢eL**

EŠl N¢õQ, l¡ES¡e, Q–N¤

◈ fÐÀ আমাদের গ্রামের একজন প্রবাসীর স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এ কথা স্বামী

জানার পর তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, কিন্তু স্ত্রী প্রভাবশালী হওয়ার কারণে, স্বামী বিদেশ হতে আসতে পারছে না, স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা করেছে। এখন কথা হল সমাজের গু¢V কয়েক লোক ঐ নির্লজ্জ মহিলাকে সমাজ হতে বের করে দিয়েছে। ঐ মহিলা তাদের বিরুদ্ধেও মামলা করে। যাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে তাদের ক'জন এখন জুমু'BI নামায পর্যন্ত পড়ে না। তারা বলে সমাজ হতে পাপী দূর করা আসল ফরজ। এ কথ¡ LaVL nI£ua p¢j az

📖 EšI x সমাজে চলমান অন্যায়-অবিচার এর প্রতিবাদ করা এবং অন্যায় প্রতিরোধে সোচ্চার ভূমিকা রাখা প্রত্যেক মুসলমানগণের ঈমানী দায়িত্ব। ব্যভিচারকারিনী মহিলার ব্যাপারে অভিজ্ঞ হক্কানী ওলামায়ে কেরামের পরামর্শ গ্রহণ করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করবে, তবে এই অজুহাত দেখিয়ে কেউ ¢LE জুমু'আর নামায পরিত্যাগ করার কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণ, নামায প্রত্যেকের উপর ফরজ। এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। আরেকটা সামাজিক বিষয়কে সামনে রেখে ফরS নামায বাদ দিতে হবে এটা শরীয়ত সমর্থিত নয়।

✍ মুহাম্মদ নূরুল ক্বাদের
রাঙ্গাদিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম

◈ fÐÀ ফাতেহা'র নিয়ম-কানুন জানতে চাই।

📖 EšI x ফাতিহা মুসলিম মিল্লাতের বুযুর্গানে দ্বীনের অনুসৃত একটি উত্তম আমল। এর বিভিন্ন নিয়ম রয়েছে। উত্তম পদ্ধতি হলো- সর্বপ্রথমে অজু করা। এরপর ক্বেবল¡jM£ হয়ে বসে যে সকল জিনিসের উপর ফাতিহা দিতে হবে তা সামনে রাখা ভাল। যদি ফাতিহার দ্রব্য ঢাকা থাকে উন্মুক্ত করে দিবে। নিয়ম হলো ঃ

HLh¡I pI¡ g¡¢aq¡, ¢ae h¡I pI¡ CMm¡R, HN¡I h¡I h¡ ¢ae h¡I cl¦c nI£g পড়ে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র রূহ মোবারকে ঈসালে সাওয়াব করবে, সকল নবী-রসূল, গাউস-কুতুব, অলী-আবদাল এবং সকল মুসলিম J মুমিন নর-নারীর এবং বিশেষ করে যার ফাতিহা দেয়া হচ্ছে তার নামে ঈসালে p¡Ju¡h বা সাওয়াব বখশীশ করার মাধ্যমে মহান আল্লাহর দরবারে দু'আ-মুনাজাত করা।

[গোলজারে শরীয়ত, ইত্যাদি]

✍ Hp.Hj.j¡Rj h¡L£ ¢hõ¡q
pI¡Cm, hÐ¡Zh¡s£u¡

◈ fÐÀ প্রচন্ড সর্দি থাকা অবস্থায় অজু করলে সর্দির প্রকোপ আরো বেড়ে যায় এবং হাঁচিও অবিরাম আসতে থাকে। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করে পবিত্রতা অর্জন করা যাবে কি?

📖 **EšI x** সাধারণত: তায়াম্মুম করা জায়েয তখনই, যখন পানি ব্যবহারের ফলে রোগ বেড়ে যাওয়ার এবং মারা যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেমন- মুখতাছারুল কুদI£ কিতাবে রয়েছে- **ان استعمل المآء اشتد مرضه اوخاف الجنب ان اغتسل بالمآء**

يقتله البرد او يمرضه فانه يتيمم بالصعيد অর্থাৎ- যদি পানি ব্যবহারের ফলে রোগ বেড়ে যায় কিংবা নাপাক ব্যক্তির আk¼¡ হয় যে, পানি দিয়ে গোসল করলে ঠান্ডা তাকে মেরে ফেলবে বা রোগাক্রান্ত করে দেবে তাহলে সে ব্যক্তি পবিত্র মাটি দ্বারা a¡u¡¢jj করবে।

উল্লিখিত দলিলের আলোকে বুঝা যায়, রোগের মাত্রার উপরই নির্ভর করবে তায়া¢jj করা যাবে কি যাবে না। সাধারণ সর্দি অবস্থায় পানি ব্যবহার করবে, প্রয়োজনে গরম পানি ব্যবহার করবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রচন্ড ঠান্ডা মওসুমে পানি ব্যবহাI করলে শরীরে এজমা বা হাঁপানী রোগ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে তখন তায়াম্মj করা যাবে। তবে প্রচন্ড সর্দিতে অজুতে পানি ব্যবহার করলে রোগ বেড়ে যাওয়াI আশঙ্কা থাকলে অজুর পরিবর্তে তায়াম্মুম শুদ্ধ হবে। যেমন- কিতাবুল আশবাহ্ ওয়¡e নাজায়েরে বলা হয়েছে রোগবৃদ্ধির আশঙ্কায় অজু বা গোসলের স্থলে তায়াম্মুম àI¡ পবিত্রতা অর্জন করবে।

[সূত্র : কিতাবুল আশবাহ্ ওয়ান্ নাজায়ের, কৃত: ইমাম ইবনে নুজাইম মিসরী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ফন্নে আউয়াল।]

✍ jq¡¢jc eDjŸe
j¢luj eNI, I¡‰e£u¡, Q–NË

◈ fÐÀ রক্ত দেয়া জায়েয আছে কি? আমাদের দেশে দেখা যায়, অনেক অপরিচিত বা মুহরিম ব্যক্তি অপরিচিত মহিলাকে রক্ত দিয়ে থাকে। আমার প্রশ্ন- ওই অপI¢Qa লোকের রক্ত অপরিচিত মেয়ের শরীরে প্রবেশ করছে, এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কিনা জানতে চাই।

📖 EšI x একজন মুমুর্ষ রোগীকে বাঁচানোর জন্য রক্ত দেয়া শরীয়ত বিরোধী নয়। যেহেতু রক্ত মানুষের মৌলিক অঙ্গ নয়। কেননা, রক্ত স্থায়ী থাকে না বরং সময় সাপেক্ষে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে রক্ত নেয়ার বিষয়টিও একই হুকুম। প্রাণ রক্ষা LI¡I জন্য মুমুর্ষ রোগী হারাম বস্তু গ্রহণ করাও শরীয়ত মোতাবেক বৈধ। তবে, রক্ত নিয়ে ব্যবসা করা, তথা ক্রয়-বিক্রয় করা শরীয়ত মোতাবেক অনুমতি নেই।

◈ fÐÀ আমার এক বন্ধু তার দূর সম্পর্কের খালাকে বিবাহ করতে চায়। দূর সম্পর্ক বলতে তার মা'র আপন মামাতো বোন। শরীয়তের দৃষ্টিকোণে আলোকপাত করুন।

📖 EšI x প্রশ্নে উল্লিখিত দূর সম্পর্কীয় খালাকে বিবাহ করা শরীয়ত মতে নাজায়েয হবে না। কেবল আপন খালা তথা মায়ের সহদর বোন‡k বিবাহ করা যাবে না। এটাই শরীয়তের ফায়সালা। [শরহে বেকায়া ও হেদায়া, নিকাহ্ ও মুহাররমাত অধ্যায়।]

✍ হাফেজ মুহাম্মদ জাকের হুসাইন
Nä¡j¡I¡, h¡nM¡m£, Q–NË

◈ fÐÀ আমি আনোয়ারার এক হেফজখানায় চার বছর যাবৎ চাকুরি করছি। আমার

হাতে অনেক ছাত্র হিফজুল কোরআন সম্পন্ন করেছে এ কারণে ছাত্রদের অভিভাবকগণ খুশি হয়ে ১০০/৫০০ টাকা পর্যন্ত আমাকে বখ্শিশ করে। এ কথা হেফজখানার প্রতিষ্ঠাতা জানতে পেরে আমার থেকে টাকাগুলো নিয়ে যায়। এগুলো কি তার জন্য জায়েয হবে। জানালে কৃতজ্ঞ হবো।

📖 Eš I x হেফজখানার জন্য কেউ আসবাবপত্র বা টাকা-পয়সা যদি দান করে তাহলে সেগুলো পরিচালনা কমিটি নিতে পারবে এবং যথার্থ স্থানে ব্যয় করবে। ¢L¿º কোন ছাত্রের অভিভাবকের পক্ষ হতে একান্তই শিক্ষকের জন্য যদি হাদীয়া স্বরূপ প্রc¡e করা হয়, তাহলে সেটা শিক্ষকেরই হক। সেক্ষেত্রে অন্য কেউ এতে হস্তক্ষেপ করা একেবারে অনুচিত ও অমানবিক। Z‡e Qv Î ev Qv‡Î i Awf fveK‡K Pvc mwó K‡i eLwk‡ki bv‡g wKQ Av`vq Kiv wk¶K bv‡gi KjsK Qvov Avi wK? wk¶K g‡nv`qMY‡K Gw`‡K j ¶¨ ivLv cig `wqZ|

✍ হাফেজ মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম

I¢nc¡h¡c, ®n¡iecä£, f¢Vu¡

⟐ f ÐÀx উলঙ্গ অবস্থায় ফরজ গোসল করলে আদায় হবে কি? যদি না হয়, কিভাবে আদায় করতে হবে তা কোরআন এবং হাদীসের আলোকে জানালে উপকৃত হব।

📖 Eš I x উলঙ্গ অবস্থায় ফরজ গোসল করলে ফরজ আদায় হবে। কিন্তু কোন কারণ ছাড়াই উলঙ্গ হয়ে গোসল করা মাকরূহ। কারণ, গোসলখানার মধ্যে উলঙ্গ হয়ে গোসল করলে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতারা সেই অবস্থা দেখে লজ্জিত ও অপমানিত qez Ges bivbx †d‡ikZvix Kó cvb|

✍ Hp.H.®L.Hj.®N¡m¡j I Iqj¡e ¢Vf

LIm L¡R¡I£ ¢iV¡

⟐ f ÐÀx বিয়েতে যে মোহর ধার্য করা হয় তা কি স্ত্রী সহবাস করার আগে দিতে হবে না কি পরে? শরীয়ত মোতাবেক উত্তর দিলে খুশি হব।

📖 Eš I x মোহরানা স্ত্রীর হক। এ হক যত সম্ভব তাড়াতাড়ি আদায় করে দেয়া উচিত। কিন্তু নগদ অর্থ/ সামর্থ যদি না হয় তাহলে সময়মত যে কোন সময়ে দেয়¡ k¡uz মনে রাখতে হবে এই মোহরানা অবশ্যই দিতে হবে। তবে স্ত্রী যদি স্বউদ্যোগে, স্বজ্ঞানে ঐ মোহরানা মওকূফ/মাফ করে দেয় কিংবা ঐ টাকা উপঢৌকন বা হাদিয়া হিসেবে স্বামীকে মৌখিকভাবে দিয়ে দেয় তাহলে মাফ হয়ে যাবে। যেমন- পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مّريئًا - النساء، ٤ অর্থাৎ- এবং তোমরা স্ত্রীদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের মোহরানা আদায় করো। অতঃপর তারা যদি সন্তুষ্টচিত্তে মোহরানার কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তাহলে তা তোমরা স্বাচ্ছন্দে ভোগ করবে। -[pl¡ ¢ep¡, Bu¡a - 4]

সুতরাং, মোহরানা পুরোপুরি আদায় করতে না পারলে স্ত্রী সহবাস করা যাবে e¡; এমনটি নয়। বরং স্ত্রী সহবাসের অনুমতি রয়েছে। তবে মনে রাখবে যে, মোহরাe¡ Ù£I হক। মাফ না করলে অবশ্যই স্বামীকে তা আদায় করতে হবেই।

⟐ f ÐÀx কোন ব্যক্তি যদি মৃত্যুর আগে বলে (অছিয়ত) যায়, আমার জানাযা অমুক ব্যক্তি পড়াবে, যদি মহল্লার মসজিদে ইমাম থাকে তখন ঐ ব্যক্তির কথা (অছিয়ত) থাকবে কিনা? কোরআন হাদীসের আলোকে জানাবেন।

📖 Eš I x মৃত ব্যক্তি তার পরিত্যক্ত এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির ব্যাপারে কোন অসিয়ত করলে ওয়ারিশগণ তা কার্যকর করবে। অন্য কোন বিষয়ে অসিয়ত পালন কর¡ ওয়ারিশদের জন্য আবশ্যকীয় নয়। সুতরাং, কারো মাধ্যমে জানাযার নামায পড়ানোর অসিয়ত করে গেলে এলাকার জামে মসজিদের ইমাম উপস্থিত থাকলে তাঁর অনুমতি সাপেক্ষে অসিয়তকৃত বুযুর্গ ও যোগ্যতম ব্যক্তি দ্বারা নামাযে জানাযা পড়াতে Ap¤hd¡ নেই। তবে, স্বীয় সন্তান যদি উপযুক্ত হয়, তিনিই মৃত মা-বাবার নামাযে জান¡k¡I Cj¡j¢a LI¡I Se£ A¢dL qLc¡I J ®k¡NÉaj hÉ¢š²z [দুররে মুখতার ও রদ্দে মুহতার ইত্যাদি।]

✍ jq¡¢jc el p¡m¡j ✍ jq¡¢jc q¡p¡e

h¡s£Es¡, pI¡Cm, h¡þZh¡s£u¡

⟐ f ÐÀx আমরা জানি দরূদে হাজারী শরীফ খুবই উপকারী। বিশেষ করে মৃতদের জন্য। তাই এই দরূদে হাজারী শরীফ কি কবরস্থানের পাশে দাঁড়িয়ে দেখে দে¢M f¡W করা যাবে? জানালে বিশেষ উপকৃত হবো।

📖 Eš I x কবরস্থানের পাশে দাঁড়িয়ে বা বসে বসে কোরআন তিলাওয়াত করা, যিক্‌র-আয্‌কার, দু'আ-দরূদ ইত্যাদি পড়ে মৃতব্যক্তির জন্য ঈসালে সাওয়াব কর¡ শরীয়ত মতে জায়েয ও পূণ্যময় এবং জীবিত-মৃত উভয়ের জন্য উপকারী। দরূদে হাজারী শরীফের ফজীলতও অনেক। তাই এই দরূদ শরীফ কবরস্থানের পাশে পাঠ কI¡ অবশ্যই পূণ্যময় আমল। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে একটি কবর যিয়ারত করতে গিয়ে অন্য কবরের উপর দাঁড়ানো যাবে না। কেননা, কবরের উপর দাঁড়ানো, মুসলমানদের কবরের উপর হাঁটা-চলা করা মাকরূহে তাহরীমা ও গুনাহ্‌। [ফতোয়ায়ে খানিয়া ইত্যাদি।]

✍ jq¡¢jc Bhcm S¡î¡I

j¡c¡Ih¡s£, Q—N¤

⟐ f ÐÀx আমাদের মসজিদের মেহরাবের বাম পাশে একটি দরজা করে ছোট একটি রুম করা হয়েছে মৃত ব্যক্তির লাশ রাখার জন্য (রুমটি মেহরাবের বাম পাশে মসজিদের বাইরে দরজাটি মসজিদের দেয়ালে)। যাতে স্থায়ীভাবে মসজিদে জানাযার নামাk fs¡ যায়। এ ব্যাপারে ইমাম সাহেবকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন বর্তমান যুগে জ¡uN¡I স্বল্পতার কারণে এরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে- অভূতপূর্ব এই fÜ¢a

সম্পর্কে কোরআন, হাদীস ও ফিক্বহ্ শাস্ত্রের মত কি? মোদ্দাকথা উক্ত পদ্ধতি চাm LI¡ জায়েয হবে কি? অথচ আশে পাশে স্কুলের খেলার মাঠ ইত্যাদি আছে।

📖 Eš I x আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন যে, আমাদের Cj¡j Bkj qkla Bh q¡e£g¡ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q J Cj¡j j¡¢mL I¢qj¡aõ¡¢q আলাইহি'র মতে "মসজিদের ভেতর জানাযার নামায পড়া মাকরূহ।" আর ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র মতে মসজিদের ভেতর জানাযার নামায পড়া জায়েয, মাকরূহ নয়।"

-[Ej¢c¡am LÅl, 7j Mä, 20 fù¡]

তবে আমাদের হানাফী ফক্বীহ্গণের মতে, মসজিদের ভেতর লাশ রেখে জানাযার নামায পড়া সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ। তাঁরা নিম্নোক্ত হাদীসকে দলীল হিসেবh ®fn করেন। এরশাদ হচ্ছে-

وعـن ابـى هريرة قال قال رسول الله ﷺ من صلى على جنازة فى المسجد فلا شىء له ـ سنن ابو داؤد، ج ٢: ص ٦٨

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাq সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে (লাশ রেখে) জানাযার নামায পড়লো, তার জন্য কিছুই নেই। -[pe¡e Bh c¡Fc, 2u M™, 68 fù¡]

তবে মসজিদের মধ্যে জানাযার নামায পড়া মাকরূহ-ই তাহরীমী, না মাকরূহ-ই তানযীহি এ নিয়ে হানাফী ফক্বীহ্গণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা কামাল উŸ£e ইবনে হুমাম 'মাকরূহ-ই তানযীহি' হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর তিনি বলেছেন, "মসজিদের ভেতর জানাযার নামায পড়া খেলাফে আওলা তথা উত্তম এর বিপরীত। অর্থাৎ মসজিদের ভেতর জানাযার নামায পড়া জায়েয, কিন্তু উত্তম হলো মসজিদে I বাইরে পড়া। [আল্লামা কামাল উদ্দীন ইবনে হুমাম রচিত ফাতহুল কদীর, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯০-৯১।]

মসজিদের ভেতর জানাযার নামায পড়া বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আমাদের কাছে আল্লা j¡ ইবনে হুমাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র উপরোক্ত অভিমতই প্রণিধানযোগ্য। কারণ, 'মাকরূহ-ই তাহরীমি' ঐ কাজই হয়ে থাকে, যা সম্পাদনের কারণে রসূলুল্লাহ্ p¡õ¡õ¡ý আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন শাস্তির ধমক প্রদান করেছেন।' অথচ মসজিদের ভেতর জানাযার নামায পড়ার ব্যাপারে হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন n¡¢Ù I ধমক শুনাননি বা প্রদান করেন্ নি, বরং এ টুকু এরশাদ করেছেন, "মসজিদে S¡e¡k¡I নামায আদায়কারী কোন সাওয়াব পাবে না।" দ্বিতীয়তঃ যদি মসজিদের ভেতর জানাযার নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমি হতো, তবে পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেI¡j NZ মসজিদের ভেতর জানাযার নামায পড়তেন্ না। অথচ তাঁরা মসজিদের ভেতর জান¡k¡I নামায পড়েছেন মর্মে হাদীস ও বর্ণনা বিদ্যমান। যেমন- ইমাম আবদুর্ রাযয¡L hZe¡

করেন-

(١) عـن هشـام بن عروة قال راى ابى الناس يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة فقال ما يصنع هؤلاء؟ ما صلى على ابى بكر الا فى المسجد ـ
(امام عبد الرزاق، المصنف ج٣، ص ٥٢٦)
(٢) وعن ابن عمر قال صلى على عمر فى المسجد ـ
(المصنف للامام عبد الرزاق)

অর্থাৎ (এক) হযরত হিশাম বিন উরওয়া বর্ণনা করেন, আমার পিতা জানাযার নাj¡k পড়ার জন্য লোকদেরকে মসজিদ হতে বের হয়ে যেতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, এ সব লোক কি করছে? (অর্থাৎ জানাযার নামায পড়ার জন্য মসজিদ হতে কেন বেরুচ্ছে? অথচ) হযরত আবু বকর রদিয়াল্লাহু আনহু'র জানাযার নামায মসজিদেই পড়া হয়েছিল। -[pœ x Cj¡j Bhcl I¡kk¡LÅa Bm jp¡æg, 3u M™, 526 fù¡]

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, হযরত উমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র জানাযা নামায মসজিদের মধ্যে পড়া হয়েছিল। -(পূর্বোক্ত NÜ)

ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন-

عن ابن عمرؓ صلى عليه فى المسجد و صلى عليه صهيب ـ (امام ابو بكر احمد البيهقى، سنن الكبرٰى، ج٤، ص ٥٢)

অর্থাৎ "হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর বর্ণনা করেছেন, হযরত উমর রদ্বিয়াল্লাহু আeý'I জানাযার নামায মসজিদের ভেতর পড়া হয়েছিল। আর হযরত সুহাইব রদ্বিয়াল্লাহু আeý তাঁর জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন। [pœ x Cj¡j h¡uq¡LÅ pe¡e Lhl¡, 4b M™, 52 fù¡]

ইমাম ইবনে আবী শায়বা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন যে,

عـن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال صلى على ابى بكر و عمر تجاه المنبر ـ
(امام ابى شيبة، المصنف، ج٣، ص ٣٦٤)

অর্থাৎ- মাতলাব ইবনে আবদুল্লাহ্ ইবনে হানত্বাব রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এরশাদ করেছেন- হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা'র জানাযার নামায মিম্বরের পার্শ্বে পড়া হয়েছে।" -[Cj¡j Bh n¡uh¡, Bm jp¡æg, 3u M™, 364 fù¡]

উপরোক্ত হাদীস শরীফ সমূহ দ্বারা এটা প্রমাণিত হলো যে, মসজিদের ভেতর জ¡e¡k¡I নামায পড়া মাকরূহ-ই তাহরীমি নয় বরং তা জায়েয। যদি মাকরূহে তাহরীমি হতো তবে সাহাবায়ে কেরাম মসজিদের ভেতর জানাযার নামায পড়তেন্ না।

যাহিরুর রাওয়াইত গ্রন্থগুলোর মধ্যে শুধু 'জামে সগীর' গ্রন্থে মসজিদে নামাযে জানাযা পড়া মাকরূহে তাহরীমি হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। তবে কোথাও এটা উল্লেখ নেই ®k, যদি লাশ মসজিদের বাইরে থাকে আর মুসাল্লী মসজিদের ভেতর থাকে, তবে কী হুকুম? এটা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকার কারণে আমাদের হানাফী ফক্বীহ্গণের মধ্যে

এ মাসআলায় মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। তাই শামসুল আইম্মা সরখসী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন যে,

وعند نا اذا كانت الجنازة خارج المسجد لم يكره ان يصلى الناس عليها فى المسجد انما الكراهة فى ادخال الجنازة لقوله عليه الصلوة والسلام جنبوا مساجد كم صبيانكم ومجانيكم فاذا كان الصبى ينهى عن المسجد فالميت اولٰى۔
(شمس الائمة محمد بن احمد السرخسى، المبسوط، ج٢، ص٦)

অর্থাৎ যদি জানাযা (লাশ) মসজিদের বাইরে থাকে, তবে আমাদের (হানাফীদের) মতে মসজিদের ভেতর জানাযার নামায পড়া মাকরূহ নয়। মাইয়্যত (লাশ) মসজিদের ভেতর প্রবেশ করানো হলো মাকরূহ। কারণ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াp¡õ¡j এরশাদ করেছেন 'শিশু ও পাগলগণকে তোমরা নিজেদের মসজিদ থেকে দূরে রাখ। সুতরাং শিশুগণকে যখন মসজিদ নাপাক হওয়ার আশঙ্কায় মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করানো থেকে দূরে রাখতে হয়, তখন তো মৃতকে মসজিদের ভেতর প্রবেশ করাe¡ থেকে দূরে রাখা উত্তম (যাতে মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট না হয়)।

[pœ x n¡jpm BCÇj¡ plMp£, Bm j¡hpa, Mä 2, fù¡ 68]

আল্লামা সায়্যিদ ত্বাহত্বাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন যে,

كلام شمس الائمة السرخسى يفيد ان هٰذا هو المذهب حيث قال و عندنا ان كانت الجنازة خارج المسجد لم يكره ان يصلى عليها فى المسجد۔ (العلامة احمد بن محمد الطحطاوى، خاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح، ص٣٦٠)

Ab¡v: n¡jpm BCÇj¡ plMp£ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q'l Ch¡Ia à¡l¡ hT¡ k¡u ®k, এটা হলো হানাফী ইমামগণের মাযহাব। কেননা, তাঁরা বলেছেন যদি লাশ মসজিদের বাইরে থাকে, তবে আমাদের মতে মসজিদের ভেতর জানাযার নামায পড়া মাকরূহ euz'' [pœ x Cj¡j Bqjc ¢he jq¡Çjc aÅaÅ£ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q, q¡¢nu¡aa aÅaÅ£, fù¡ 360]

আল্লামা মাহ্মূদ বা-বরতী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি লিখেছেন-

وعندنا اذا كانت الجنازة خارج المسجد لم يكره ان يصلى الناس عليها فى المسجد۔
(عناية على هامش فتح القدير، ج٢، ص٩٠)

অর্থাৎ : যদি জানাযা (লাশ) মসজিদের বাইরে থাকে, তবে মসজিদের ভেতর জাe¡k¡l e¡j¡k fs¡ j¡LI¦q euz'' [ইনায়াহ্, ফাতহুল কাদীর গ্রন্থের হাশিয়া, ২য় খন্ড, ৯০ পৃষ্ঠা।]

আল্লামা আলিম ইবনে আল্ আলা আনসারী দেহ্লভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

وقال الشافعىؒ لاتكره وعن ابى يوسف روايتان فى رواية كما قال الشافعى وفى روايه اذا كانت الجنازة خارج المسجد والامام والقوم فى المسجد فانه لايكره ۔ (فتاوٰى تاتارخانيه، ج٢، ص١٧٩)

অর্থাৎ: ইমাম শাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে, মসজিদের ভেতর জানায¡l নামায পড়া মাকরূহ নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ রহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে দু'টি A¢ija বর্ণিত রয়েছে। একটি অভিমত ইমাম শাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র অভিমতের অনুরূপ, অপর অভিমতটি হলো যদি জানাযা (লাশ) মসজিদের বাইরে থাকে আর ইমাম ও মুসল্লী মসজিদের ভেতর থাকে তবে এতে মসজিদের ভেতর জানাযার নামাk fs¡ j¡LI¦q euz'' -[ফতোয়ায়ে তাতারখানিয়া, ২য় খণ্ড, ১৭৯ পৃষ্ঠা।]

সুতরাং হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদীস যা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে-

من صلى على جنازة فى المسجد فلا شىء له

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মসজিদের মধ্যে জানাযার নামায পড়লো তার কোন কিছু (স¡Ju¡h) ®eCz পক্ষান্তরে হযরত ইবনে আবী শায়বা কর্তৃক লিখিত 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে উল্লেখ আছে qkIa আবূ বকর সিদ্দীক ও হযরত উমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা উভয়ের নামাযে জানাযা মসজিদের ভেতর আদায় করা হয়েছে।

উভয় প্রকার হাদীসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইমাম সরখসী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, Cj¡j ইবনে হুমাম রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও অপরাপর হানাফী ফক্বীহ্গণ বলেছেন যে, H ph জানাযার নামাযে লাশ মসজিদের বাইরে রাখা হয়েছিল আর নামায মসজিদের ভেaI পড়া হয়েছিল। সুতরাং এতে মাকরূহ হবার কোন কারণ নেই।

অতএব, আল্লামা ইবনে আবেদীন হানাফী শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি'সহ আমাদের যেসব হানাফী ফক্বীহ ও ইমামগণ মসজিদের ভেতর জানাযার নামায পড়া- চাই ল¡n মসজিদের ভেতর রাখা হোক বা বাইরে রাখা হোক সাধারণভাবে মাকরূহ বলেেRe-

এ মাকরূহ দ্বারা মাকরূহে তানযীহিই উদ্দেশ্য। আর মাকরূহে তানযীহিও তখন হেh যখন কোন ওজর ছাড়া মসজিদের ভেতরে জানাযার নামায পড়া হয়। যদি কোন ওজরের কারণে (যেমন, প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হওয়া, বাইরে স্থান সঙ্কুলান না হওয়া CaÉ¡¢c) মসজিদে জানাযার নামায পড়া মোটেই মাকরূহ নয়। তদুপরি বর্তমানে পবিত্র হারামাঈন শরীফাঈনসহ বিশ্বের অনেক স্থানে বাইরে লাশ রেখে মসজিদের ভেতর নামাযে জানাযা আদায় করা হচ্ছে। পবিত্র মক্কা শরীফে কফিন একেবারে মা'তাফেl মধ্যে ইমামের সামনে রেখে নামাযে জানাযা আদায় করা হয়। সুতরাং এ বিষয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা অনুচিত মনে করি।

মোটকথা, জানাযার নামাযের সুন্নাত নিয়ম হলো- জানাযার স্থানে ঈদগাহ্ ব¡ ®M¡m¡ ময়দান/মাঠ ইত্যাদি থাকলে এবং কোন প্রকার অসুবিধা না হলে সেখানে জানাk¡l নামায পড়বে। কিন্তু আত্মীয়-স্বজন, মহল্লাবাসী ও মসজিদের মুসল্লীগণ এলাকার ঈদগাহ্ বা ময়দান দূরবর্তী হওয়ার কারণে যদি সেখানে যাওয়া কষ্টকর হয় অথব¡ ঈদগাহ/ময়দানের ব্যবস্থা না থাকে তবে এমতাবস্থায় লাশ মসজিদের বাইরে রেখে

মসজিদের ভেতর জানাযার নামায পড়তে অসুবিধা নাই। এতে মাকরূহ হবার কারZ নেই। যদি একটি মাসআলায় দু'টি উক্তি বর্ণিত থাকে, তবে ঐ উক্তি গ্রহণ করাC E¢Qa, যাতে লোকদের কষ্ট না হয়। মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেন-

١- ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج . (مائده:٦)

٢- وماجعل عليكم فى الدين من حرج . (حج : ٧٨)

٣- يريد الله بكم اليسرٰ ولا يريد بكم العسر. (بقره: ١٨٥)

অর্থাৎ: ১. আল্লাহ্ চান্ না যে, তোমাদের উপর কোন প্রকার কষ্ট হোক। -[j¡'Cc¡q : 6]

২. আল্লাহ্ দ্বীনের মধ্যে তোমাদের উপর কোন প্রকার কষ্ট ও সঙ্কীর্ণতা রাখেন্ ¢ez

-[q¡SÅ78]

৩. আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজতাই চান এবং তোমাদের প্রতি কষ্ট চান্ না।

-[h¡LÅ¡ : 185]

¢fÐbex হুজূরে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

بشروا ولاتنفروا ويسروا ولاتعسروا - (صحيح مسلم، ج٢، ص٨٢)

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর বান্দাগণকে সুসংবাদ প্রদান কর, তাদেরকে বিতাড়িত করো না, আর তাদের জন্য সহজপন্থা অবলম্বন কর, কষ্টে নিক্ষেপ করো না।

-[pq£q jp¢mj, 2u Mä, 82 fù¡, Jjc¡am LÅ£, La: Cj¡j hcl¦¢Ÿe BCe£ q¡e¡g£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০। ফাতহুল কদির, কৃত: ইমাম ইবনে হুম্মাম হানাফী রহমাতুল্লা¢q Bm¡C¢q, 2u M™, 90-91 fù¡ এবং শরহে সহীহ মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড, কৃত: আল্লামা গোলাম রসূল সাঈদী, fù¡ 1026-1032 fk¿z]

✍ আবু তাহের

m¡mM¡e h¡S¡l, Q–NË¡j

✧ fÐÀx আমার ঘরের একটি ক্যালেন্ডারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র রওজা মোবারকের ছবি রয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে- আমি যখন ঘরে প্রবেশ করি aMe রওজা মোবারক আমার সামনে সব সময় পড়ে। আমি রওজা মোবারক চুম্বন করি এখe আমার কোন ভুল হচ্ছে কিনা? ভুল হলে এতে আমার করণীয় কি বা রওজা মোবাIL দেখলে কি পড়ব দয়া করে জানালে উপকৃত হবো।

📖 Eš l x ভক্তি ও মুহাব্বত সহকারে প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র রওজা শরীফের ছবি চুম্বন করা এবং বুকে লাগাতে শরীয়ত মোতাবেক কোন অসু¢hd¡ নাই বরং এটা রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি ভক্তি ও মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ। যেমন সাধারণতঃ পবিত্র কোরআন শরীফের কপিসমূহ হাCa নিয়ে ভক্তি-মুহাব্বত সহকারে চুমু দেয়া হয় এবং বুকে লাগানো হয়। তদ্রুপ প¢hœ বায়তুল্লাহ্ তথা খানায়ে কাবার ছবিকে চুমু খাওয়াতেও অসুবিধা নাই, বরং Ešj J সাওয়াব। এ সব বিষয়ে নিয়ত ও উদ্দেশ্যই মূলকথা। উদ্দেশ্য ভাল হলে ভাল ও

সাওয়াব। যেমন কিতাবুল আশবাহ ওয়ান্নাযায়েরে ইমাম ইবনে নুজাইম মিসরী হানাফীয়া উল্লেখ করেছেন **الامور بمقاصدها** অর্থাৎ মাকসাদ বা উদ্দেশ্যই মূলকথা।

[কিতাবুল আশবাহ ওয়ান্নাযায়ের, ফননে আউয়াল, ২য় কায়েদা]

✍ S¯eL hÉ¢š²

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

✧ fÐÀx একজন মাদরাসার ছাত্র হোস্টেল'র মধ্যে অবস্থান করে। তার অভিভাবকের পক্ষে হোস্টেলের খোরাকী বহন করা তেমন কষ্টকর নয়। কিন্তু তার অভিভাবক যদি কোন উপায়ে অর্থাৎ কোন প্রভাবশালী লোকের সাথে সম্পর্ক থাকায় তার সুপারিশের মাধ্যমে হোস্টেলে ফ্রি থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে, তাহলে সেটা তার ভবিষ্যCal SeÉ কতটুকু ক্ষতি হবে? বিস্তারিত জানতে আগ্রহী।

📖 Eš l x যদিও কোরআন-হাদীস ও ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীরা আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত। বিধায়, তারা যাকাত ও মিসকিন ফান্ড থেকে খানা-পিনা গ্রহণ করা A¯hd নয়, কিন্তু পারিবারিক অবস্থা স্বচ্ছল হলে খোরাকি দিয়ে হোস্টেলের খানা গ্রqZ LI¡V¡C শ্রেয়। আর যদি তার অভিভাবক বিত্তবান হওয়া সত্ত্বেও খোরাকি দিতে না চায়, তবে উক্ত ছাত্র যাকাত-মিসকিন ফান্ড থেকে খানা গ্রহণ করতে কোন প্রকার অসুবিধা e¡C, অবশ্য বিত্তবান অভিভাবকের তার (উক্ত ছাত্রের) খোরাকি প্রদান করা একান্ত কতhÉz

[মিরকাত শরহে মিশকাত, কৃত: মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাই¢q CaÉ¡¢cz

✍ মুহাম্মদ মোরশেদ আলম

Ešl j¡c¡n¡, q¡Vq¡S¡l£, Q–NË¡j

✧ fÐÀx একজন পীরের মুরীদ স্বীয় পীর সাহেবের নিকট কয়েকটি সবক Av`vq Kivi পর পীর সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করতে না পারার দরুণ যদি অন্য একজন পীরের নিকট বায়'আত গ্রহণ ক‡র ঐ মুরীদ কি শরীয়তের দৃষ্টিতে কাফের হয়ে যাবে। তবে সেই ১ম পীরের যতটুকু সবকের কাজ করেছে তাও আদায় করে জানালে খুবই EfLa qhz

📖 Eš l x উপরোক্ত কারণে শরীয়তের দৃষ্টিতে কাফির হবে না। তবে কামিল হক্কানী সুন্নী পীর-মুর্শিদের প্রত্যক্ষ সাক্ষাত না পেলেও সবক-ওয়াজিফা ইত্যাদি যথাযথ Bc¡u L‡i এবং হক্কানী স্বীয় পীরের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা মজবুত রাখবে। ফয়েজ-বরকত ইত্যাদি লাভে ধন্য হবে। অন্য পীরের নিকট বায়'আতের কোন প্রয়োজন নাই। হ্যাঁ পীর k¢c ভন্ড, ফাসিক, অজ্ঞ ও বদ-আক্বীদার অনুসারী হয় তবে উক্ত ভন্ডপীরের বায়'আত ত্যাN করে অবশ্যই হক্কানী সুন্নী কামিল পীর মুর্শিদের স্মরণাপন্ন হবে। এটাই নাজাত J L¡¢ju¡hÉl E¢pm¡z

[আহকামে শরিয়ত ও ফতোয়ায়ে আফ্রিকা কৃত. যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, ফকিহ, দার্শeL, jS¡¢Ÿc, ইমামে আহলে সুন্নাত আ'লা হযরত শাহ আহমদ রেযা রহ. ইত্যাদি]

✍ jq¡Çjc I¢hEm ýp¡Ce ®Q±dl£

মোহরা, চান্দগাঁও

◈ f÷ÐÀ¥ আমরা সকলে অবশ্যই জানি সুদ দেয়া এবং নেয়া উভয়টি হারাম। কিন্তু মানুষের বড় অভাব টাকার অভাব। এই অভাবে মানুষ স্বর্ণের দোকানে স্বর্ণ বন্ধক ®cuz স্বর্ণ বন্ধকের বিনিময়ে দোকানদার থেকে যে টাকা নেয়া হয় সে টাকাগুলোর হাজারে ৪০ টাকা করে সুদ দিতে হয়। বাধ্য হয়ে এই সুদগুলো দিতে হচ্ছে। সুদ দেয়া k¢c হারাম হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই সুদগুলোর শরয়ী হুকুম কি? জানালে EfLa qhz

🕮 Eš l x ইসলামে সুদ প্রথা ও সূদী লেন-দেন সম্পূর্ণ হারাম। পবিত্র কোরআন মজিদে রব্বুল আলামীন কোরআনে পাকে এরশাদ করেছেন- احل الله البيع وحرم الربوا القران অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলা বেচা-কেনাকে হালাল করেছেন আর সূদকে হারাম করেছেন।"

আপনার বর্ণনাকৃত বিষয়ে শরীয়তের ফায়সালা হলো- একান্ত বিশেষ প্রয়োজনে Apq¡u অবস্থায় শতকরা এত হারে সূদ দিয়ে কোন টাকা ওয়ালা থেকে টাকা নিয়ে সমসÉ¡ সমাধান করবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে কিন্তু কোন AhÙ¡u সূদ নিতে পারবে না। অবশ্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে সূদী লেন-দেন থেকে বেঁচে b¡L¡l SeÉz [শরহে সহীহ মুসলিম, কৃত: ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইত্যাদি।]

◈ f÷ÐÀ¥ কোন এক মহিলার স্বামী নেই অর্থাৎ স্বামী মারা গেছে এবং ঐ মহিলার কোন ছেলে সন্তান ছিল না। কিন্তু তিনটি মেয়ে আছে। ঐ মহিলার স্বামী স্ত্রী I মেয়ের জন্য কিছু টাকা রেখে গেছেন। কিন্তু ঐ টাকা গুলো কাজে লাগাতে কেউ নেই। অর্থাৎ ব্যবp¡ h¡ অন্য কোন খাতে ব্যয় করার জন্যও কেউ নেই। এখন ঐ মহিলা তার একজন বিশ্বস্ত মানুষকে তার স্বামীর রেখে যাওয়া টাকা থেকে কিছু টাকা দিলেন ব্যবসা করাI SeÉ এবং বললেন 'তুমি আমাকে উক্ত টাকা থেকে কম পক্ষে শতকরা ৫/১০ টাকা করে লাভ দিও।' এখন ঐ মহিলার ভয়- লাভের টাকাগুলো সুদ হিসেবে গণ্য হবে কিন¡? বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর শরয়ী হুকুম কি? জানালে উপকৃত হব।

🕮 Eš l x বর্ণনাকৃত নিয়মে সুদ হবে। বিধায়, তা বৈধপন্থা হবে না। তবে আপন ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে এ রকম বলতে পারে- 'আমার টাকা ব্যবসা-বাণিজ্য করে যত লাভ হবে লভ্যাংশ থেকে মাসে আমাকে এত টাকা করে দিবে। বাকি লাভ-লোকসান বৎসরের শেষে হিসাব করে আমার পাওনা আমাকে দিয়ে দিবে; Avcwb পাওনা থাকলে আমার থেকে নিয়ে নিবে। তখন তা সূদ হবে না এবং হালাল হবে।

[ওকারুল ফতোয়া, কৃত. মুফতি ওকারউদ্দিন বেরলভী রহ.]

◈ f÷ÐÀ¥ আমি আমার মাথার চুল কাটার পর গোসল করেই নামায আদায় করি। আসলে মাথার চুল কাটার (ছাঁটার) পর গোসল না করে নামায পড়লে নামাযের ®L¡e ক্ষতি হবে কি?

🕮 Eš l x Qm L¡V¡l f l ®N¡pm Ll¡ gIS ¢Lwh¡ Ju¡¢Sh eu; hIw Cpm¡j£ শিষ্ঠাচারের একটি অংশ মাত্র। এছাড়া মাথাটা ধুয়ে ফেললেই চলে। সুতরাং চুল কেটে গোসল না করে নামায আদায় করলে কোন অসুবিধা নাই। Z‡e যেহেতু আমাদের দেশে বেশির ভাগ নাপিত বিধর্মী ও অমুসলিম তাদের হাত মুসলমানের শরীরের we‡kIZ gv_v Øfn nIqvq গোসল করে নেয়াটা ভাল।

✍ jq¡Çjc Ju¡¢qcm A¡mj ¢njm

jep¡, f¢Vu¡, Q–N¡Ð

◈ f÷ÐÀ¥ কোন কিছু সহজে স্মরণ থাকে না। তাই স্মরণশক্তি বৃদ্ধির কোন সমাধান আছে কিনা জানতে ইচ্ছুক।

🕮 Eš l x স্মরণশক্তি বৃদ্ধির বিভিন্ন পদ্ধতি বুযুর্গানে দ্বীন শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন- ১. গুনাহর কাজ হতে দূরে থাকা, ২. নিয়মিত নামায আদায় করা, ৩. বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করা। ৪. কোরআন তিলাওয়াত করা, ৫. আল্লাহর দরবারে ফরিয়াc Ll¡ CaÉ¡¢cz qkla n¡uM Bhcm qL jq¡¢Ÿp ®cqm£ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q'I প্রণীত "জযবুল কুলূব ইলা দিয়ারিল মাহবূব" কিতাবের মধ্যে একটা দরূদ nI£g পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তা নিম্নরূপ-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ
كَمَا لَا نِهَايَةَ لِكَمَالِكَ وَعَدَدَ كَمَالِهٖ

Bõ¡ýÇj¡ R¢õ Ju¡ p¡¢õj Ju¡ h¡-¢IL Bm¡- p¡¢uÉ¢ce¡ Ju¡ j¡Jm¡-e¡-jq¡Çj¡¢ce, Ju¡ B-¢mq£ L¡j¡ m¡- ¢eq¡-u¡a¡ ¢mL¡j¡-¢mL¡ Ju¡ Bc¡c¡ L¡j¡-¢mq£z [Skhm Lmh]

✍ jp¡Çjv p¡¢qc¡ BMa¡I

মহেশখালী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

◈ f÷ÐÀ¥ একজন মানুষ আমার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিল। কয়েক মাসপর সে ওই টাকা না দিয়ে মারা গেল। এমতাবস্থায় যদি আমি তাকে ক্ষমা করে না দিই, তাহলে কবরে তার কী অবস্থা হবে?

🕮 Eš l x বান্দার হক আল্লাহ্ পাক ততক্ষণ ক্ষমা করেন্ না, যতক্ষণ ঐ বান্দা মাফ না করে। সুতরাং কারো হক না দিয়ে কেউ মৃত্যু বরণ করলে তাকে কবরে শাÙ¹ ®i¡N করতে হবে। এখন আপনার উচিৎ হবে, ঐ মৃতব্যক্তির কোন ওয়ারিশ দুনিয়াতে থাকলে তাকে বিষয়টি অবহিত করা। তারা আদায় করে দিলেও হয়ে যাবে। আর তারা যদি আদায় না করে একজন মুসলমান ভাই হিসেবে মানবিক দৃষ্টিকোণে ঐ মৃতব্যক্তিকে ক্ষমা করা উত্তম হবে। অন্যথায় হাশর দিনে তার নেকী দিয়ে বা গুনাহের বোঝা f¡l করিয়ে হকের বদলা নেয়া হবে। [R¢q ®h¡M¡I£ J R¢q jp¢mj]

✍ ডেজী আখতার

j¢luj eNl, l¡‰e£u¡, Q–NË¡j

◈ fËñx আমার বাবারা ৪ ভাই এবং ৪ বোন। আমার জন্মের তিন মাস আগে আমার বাবা মারা যান। তিনি মারা যাবার সময় কিছু টাকা (অন্তত: ১ লাখ) রেখে k¡ez k¡ আমার বাবার বড় ভাই সব নিয়ে নেয়। গত দুই বছর পূর্বে আমার দাদা মারা য¡ez ¢L¿º আমার দাদা মারা যাবার সময় তাঁর সম্পত্তির কোন ভাগ করে দিয়ে যায়নি। এমতাবস্থায় সম্পত্তি ভাগ করলে কি তাতে আমার কোন অধিকার থাকবে? অর্থাৎ আমার বাবারটি আমি পাব? ইসলামের দৃষ্টিকোণে জানালে খুশি হব।

📖 Eš l x আপনার দাদার মৃত্যুর সময় তার ওয়ারিশ হিসেবে যেহেতু তার নিজের সন্তান রয়েছে (অর্থাৎ আপনার চাচা ও জেঠা ইত্যাদি) সেহেতু ঐ সম্পত্তি হতে B f¢e পাবেন্ না। যেমন ফরায়েজ শাস্ত্রের সিরাজী কিতাবে রয়েছে **ويسقطن بالابن** Ab¡v মৃতব্যক্তির কোন ছেলে সন্তান থাকলে শরীয়ত মতে তার নাতনী সম্পত্তির অংশ প¡u না। আপনার বাবা যেহেতু আপনার দাদার আগেই মৃত্যু বরণ করেছেন সেহেতু আ fe¡l বাবা আপনার দাদা হতে কোন সম্পত্তি পাবেন্ না। আপনার বাবা যদি পেতেন cpM¡e থেকে আপনিও পেতেন। তিনি যেহেতু পাননি সুতরাং আপনিও পাবেন্ না। তবে আপনার বাবার নিজস্ব সম্পত্তি খরিদকৃত জমি ও বেতনের টাকা ইত্যাদি থেকে আপe অবশ্যই শরীয়ত মোতাবেক পাবেন। [সিরাজী, ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া ইত্যাদি]

◈ fËñx Bj¡l e¡j "j¡lS¡e¡ f¡l i£e ®XS£' Hhw Bj¡l h¡åh£l e¡j "®j¢le¡ পারভীন রুনি'। সবাই বলে এই নামগুলোর কোন অর্থ নেই। তখন আমার খুব খা l¡f লাগে। সত্যিই কি কোরআন-হাদীসে এই নামগুলোর অর্থ নেই। দয়া করে জানাবেez

📖 Eš l x 'মারজান' শব্দটির অস্তিত্ব পবিত্র কোরআনের সূরা আর্-রহমান-এ f¡Ju¡ k¡uz k¡l Ab- jš²¡ h¡ ®R¡V jš²¡z Bl "f¡l i£e' në¢V g¡p£ Hl Ab qm- নক্ষত্র। সুতরাং ''মারজান পারভীন'' অর্থবোধক নাম হিসেবে কারো নাম রাখcm A¯hd বা অসুবিধা হবে না। Z‡e †WRx, i"wb, eë, më G ai‡bi ev‡S bvg ivLv †_‡K weiZ _vKv evÃbq| ev‡S bv‡gi GKUv K-cfve Rxe‡b cwi jw¶Z nq|

✍ মুহাম্মদ ফারুক শাহেদ

Lcjam£, j¢au¡l fm, Q–NË¡j

◈ fËñx একজন মুসলমান শরীয়ত মোতাবেক কিভাবে বিবাহ করতে পারে এবং ইসলামের দৃষ্টিতে কি কি প্রযোজ্য? যেমন- কনের প্রতি বিবাহের পূর্বে অথবা বিবাহের পরে কি দায়িত্ব এবং কনের আত্মীয়-স্বজন ও বরের আত্মীয়-স্বজন এবং এলাকাবাসীর প্রতি কি কি দায়িত্ব থাকতে পারে? কোরআন-হাদীসের আলোকে জানালে খুশি qhz

📖 Eš l x p¡d¡lZa ¢hh¡q eh£¢Sl p¤æ¡az Ùÿ£l j¡q l J i lZ-®f¡oZ f¢lQ¡me¡l উপর সামর্থবান এবং শারীরিক যোগ্যতা সম্পন্ন প্রত্যেক পুরুষের জন্য ইসলামী nl£ua মোতাবেক বিবাহ করার বিধান রয়েছে। নিয়ম হল- পরিমাণমত মোহরানা নির্ধারণ করে ei ev কনের পক্ষ হতে কোন প্রকার যৌতুক দাবি করা ছাড়া বিবাহ করবে। বিবাহ পড়ানোর নিয়ম হলো- একজন যথাযথ উকিলের নেতৃত্বে দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক, জ্ঞানব¡e (পাগল, বেহুশ ইত্যাদি হতে পারবে না) ব্যক্তির সাক্ষ্য নিয়ে তাঁদের উপস্থিতিতে খোতবা সহকারে একজন হক্কানী সুন্নী আলেম বিবাহ পরিচালনা করবেন।

উল্লেখ্য যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এবং উভয় বংশের মধ্যে যেন সুসম্পর্ক বজায় থাL সেদিকে সুনজর রাখবে। শ্বশুর-শ্বাশুরি এবং মুরব্বীদের প্রতি যত্নবান হবে। আস¡-k¡Ju¡ করবে।

✍ ¯puc¡ el h¡e

¢jS¡fl, q¡Vq¡S¡l£, Q–NË¡j

◈ fËñx হুজূর তাহলীল কি? শুনেছি নাকি প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর উপর এক লাখ পঁচিশ হাজার বার (লা-ইলা-হা ইল্লাহু) তাহলীল পড়া ওয়াজিব। নিজের তাহলীল ¢L নিজেই আদায় করতে পারবে? আমি যদি ফজরের নামাযের পর একশ বা দু'শ বার আদায় করি বা মাসে কিংবা বছরে পাঁচশ' বার বা দশ/বারো বছরে পুরো এক m¡M পঁচিশ হাজার বার আদায় করি তাহলে কি নিজের পক্ষে আদায় হয়ে যাবে। অনেক সময় দেখা যায় মানুষ মারা গেলে সে দিনেই আলেম দিয়ে ঐ তাহলীল আদায় করতে। আমি যদি আমার তাহলীল নিজেই আদায় করি তাহলে কি আলেম দিয়ে আবার আদায় করতে হবে? হুজূর, এ বিষয়ে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

📖 Eš l x তাহলীল আল্লাহ্ তা'লার যিক্‌র; যাতে রয়েছে অসংখ্য ফজিলত। বিভিন্ন প্রকার বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বুযুর্গানে দ্বীন এ আমলের দীক্ষা দিয়েছেez

এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ শরীয়ত সমর্থিত যেকোন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই তাহলীm আদায়ের ব্যবস্থা করলে আল্লাহ্ তা'লা কামিয়াবী দান করেন। বিশেষ করে মৃতব£¢š²l জন্য তাহলীল অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ আমল। তবে এটা পড়া ওয়াজিব এবং জীবনে একবার অবশ্যই আদায় করতে হবে, এমন ধারণা করা সঠিক নয়। হ্যাঁ, যত বেশি fs¡ যায় ততবেশি ভাল। এটা মুস্তাহাব ও পূণ্যময় আমল। পবিত্র হাদীস শরীফে রয়েচR- **افضل الذكر لآاله الا الله**...الخ (الحديث) Ab¡v Ešj ¢kLl qm, "m¡-Cm¡-q¡ ইল্লাল্লা-হ্। অন্য বর্ণনায় নবীজি এরশাদ করেন-

قال النبى ﷺ خير ما اقول انا والنبيون من قبلى لااله الا الله-

অর্থাৎ আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের উত্তম যিক্‌র হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'z

এ ধরনের অনেক বর্ণনাসমূহ হাদীস শরীফের কিতাবসমূহে বিদ্যমান। যিক্‌র-আযL¡l Hl g¢Sma J jk¡c¡ pwœ²¡¿ hZe¡ J q¡c£ppjq R¢q ®h¡M¡l£ J ¢jnL¡a

শরীফসহ হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। gjZt jv Bjvnv ইল্লাল্লাহু এর জিকিরকে তাহলিল বলা হয়, এটা কবরে রহমত ও শান্তি লাভের জb¨ A‡bK DcKvix, RxeÏkvq wb‡RI Zvnwjj Av`vq Ki‡Z cv‡i| BbwZKv‡ji c‡iI Bgvg mv‡ne I nv‡dR mv‡nevb w`‡q Zvnwj‡ji e¨e¯v Kiv hvq|

✍ ¯puc ®N¡m¡j j¡c¡e£ ✍ jq¡¢jc Bu¡a Bm£

pma¡en£, jn¡S¡e, q¢hN"

◈ f‡ÐÀ "°puc' hwn£u ®L¡e h£¢š² k¢c jJcc£I ¢Q¿¡d¡l¡ J ®L¡e h¡¢am মতবাদকে সমর্থন করে তাহলে শরীয়তে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে ফায়সালা কি? দয়া করে বিস্তারিত জানাবেন।

📖 Eš I x মওদূদীবাদ ইসলামের নামে একটি বাতিল ও ভ্রান্ত মতবাদ। ঈমান-ইসলাম বিরোধী অনেক ভ্রান্ত আকীদার কারণে বিশ্বের সমাদৃত ওলামায়ে ®Ll¡j Bhj আ'লা মওদূদীকে নবীগণের শানে কটূক্তি করার কারণে ভ্রান্ত হিসেবে ফয়সালা দিয়েছেন। সুতরাং, তার প্রবর্তিত মতবাদ নিশ্চয় ভ্রান্ত মতবাদ। কোন সত্যিকাl ঈমানদার মুসলমান ঐ মতবাদকে সমর্থন করতে পারে না। বাস্তবিক সৈয়দ বংশীয় কোন ব্যক্তি মওদূদী মতবাদকে সমর্থন করার প্রশ্নই আসে না। তবে বাংলা শিfra কোন সৈয়দ বংশীয় লোক যদি এ মতবাদ সমর্থন করে তাহলে, স্থানীয় হক্কানী-সক্ল ওলামায়ে কেরামদের ঈমানী দায়িত্ব হবে তাঁর সামনে মওদূদী মতবাদের ইসলাj বিরোধী ভ্রান্ত আকীদাসমূহ তুলে ধরা এবং তাকে সংশোধনের চেষ্টা করা। অনেL pju না বুঝেও অনেক সহজ-সরল লোক ভ্রান্ত লোকের বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যায়। Avi †R‡b ï‡b ewZj gZev` †cvlY Ki‡j Zvi m½ Aek¨B Z¨vM Ki‡e| GUvB kwiq‡Zi dvqmvjv| [Qvn gmwjg kixd]

✍ Bhcõ¡q Bm-h¡L£ h¡h

®hf¡l£ f¡s¡, BN‡¡c, Q–N‡

◈ f‡ÐÀ ঘুমালে বা ঘুম যাওয়ার সময় আমার যৌনচিন্তা হয় এবং সে সময় আমার বীর্যপাত হয়। এখন আমার কি গোসল করা ফরজ হবে। ফরজ হলে গোসল না করলে কি গুনাহ্ হবে? জানালে খুশি হব।

📖 Eš I x হ্যাঁ এমতাবস্থায় অবশ্যই গোসল করা ফরজ হবে এবং বিনা কারণে গোসল না করে বিলম্ব করে নাপাক অবস্থায় বসে থাকলেও গুনাহ্গার হবে।

তবে বীর্য বের না হয়ে মজি বা পাতলা সাদা পানি দেখলে গোসল করা ফরজ হবে না। বরং তা ভালভাবে পরিষ্কার করে অবশ্যই অজু করে নিবে।-(¢jnL¡a J ¢j lL¡a Ca£¡c)

✍ Hp.Hj.Bma¡g ýp¡Ce

...Z...¢eu¡, ®ha¡N£, l¡‰e£u¡, Q–N‡

◈ f‡ÐÀ একটি মাদরাসার উপাধ্যক্ষ হতে জানতে পারি, কোন কাজে বা প্রয়োজন বোধে সফরে গেলে নিজ বাড়ি হতে ১৫ মাইলের বেশি দূরত্বে এবং সেই সফর য¢c 15 দিনের কম হয় তাহলে নাকি পাঁচ ওয়াক্ত নামায মাফ বা ১৫ দিন পর্যন্ত নামাk e¡ পড়লে চলে; আবার যদি ১৫ দিনের বেশি হয় সফর না হলে ১৫ দিন পরে পড়তে হবে নামায। অতএব, ১৬ দিন হতে নামায আরম্ভ করতে হবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল ঐ 15 দিনের মধ্যেবেশি কমে ২টি জুমাহ্ রয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানালে উপকa qhz

📖 Eš I x সফর অবস্থায় নামায মাফ হয়ে যায় এ ধরণের তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। বরং নামায সর্বাবস্থাতেই ফরজ। তবে সফর যদি তিন মনজিল তথা নিজ বাসভূমি হতে $57\frac{1}{2}$ মাইল বা ৯৩ কিলোমিটার দূরবর্তী কোন জায়গার উদ্দেশ্যে সd‡I †ei nq Hhw I সফর যদি ১৫ দিনের কম সময়ের জন্য হয় তাহলে তাকে বলা হয় মুসাফির। আর ঐ মুসাফিরের জন্য কসরের বিধান রয়েছে। কসর বলা হয়, চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাযগুলো দুই রাকাত করে পড়া। এতটুকু সুবিধা ইসলামী শরীয়তের পক্ষ হতে ®cu¡ হয়েছে। উল্লেখ্য, সুন্নাত ও নফল নামাযসমূহের কোন কসর নেই। সফরের অবস্থায় নামায পড়ার সুযোগ হলে সুন্নাত-নফলসহ পড়লে অনেক সাওয়াব আর ঝামেলার কারণে mbvZ-bdj পড়তে না পারলে ক্ষমাযোগ্য।

[শরহে বেকায়া, সালাত অধ্যায় ও কিতাবুল আশবাহ্ ওয়ান্ নাজায়ের, ফতোয়ায়ে রজভীয়া, বাহারে শরিয়ত ও মুমিন ïL ej¡j¡k, f.239, La. Bõ¡j¡ BhcÖ pi¡š¡l q¡jc¡e£ hIL¡a£ el£ Ca£¡cz]

✍ jq¡¢jc el¦m B¢Sj

fh ®ha¡N£, l¡‰e£u¡, Q–N‡

◈ f‡ÐÀ আমার আব্বা আমাকে আমাদের প্রিয়নবীর সুন্নাত দাঁড়ি রাখতে নিষেধ করছে। আমি জানি দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব এবং আমার আব্বা এও বলে দিয়েছে যে- k¢c আমি দাঁড়ি রাখি তাহলে আমাকে ঘর থেকে বের করে দিবে। এখন আমি আমার আব্বার ধন-সম্পত্তি ছেড়ে চলে যাব, নাকি দাঁড়ি না রেখে আব্বার সাথে থাকব?

📖 Eš I x পবিত্র হাদীস শরীফে রয়েছে **لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق** Ab¡v **"স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির অনুকরণ করা যাবেনা।"** ইসলামী শরীয়তে দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব হিসেবে প্রমাণিত। সুতরাং মা-বাবা, স্ত্রী, বড় ভাই-বোন, আত¦u-üSe কারো অনুরোধ বা চাপ ইত্যাদির কারণে দাঁড়ি কাটলে গুনাহ্গার হতে হবে। ¢LR ¢LR তথাকথিত অভিজাত (!) পরিবারের ছেলেরা দাঁড়ি রাখাকে লজ্জাজনক মনে করলেও প্রতিটি মুসলমানের উচিত এই বিষয়ে সচেতন হওয়া।

c¡¢s l¡M¡ eh£¢SI pæ¡az hv cvjb Kiv IqwRe chv‡q Ašf³| c¡¢s L¡V¡ নবীজির কোমল বুকে কাঁটা দিয়ে আঁচড়ানোর ন্যায়। নবীর উম্মত দাবি করে eh£¢SI বুকে আঘাত করলাম -আমরা কোন ধরনের মুসলমান। অধিকন্তু কেউ যদি দাঁড়ি নিয়ে

ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে সাথে সাথে তার ঈমান চলে যাবে। কারণ, দ্বীনের সংশ্লিষ্ট ¢L¡e ¢hou নিয়ে হাসি-তামাশা করা কুফরী। তবে বাবা ও বড়জনকে (যে দাড়ি না রাখার Sef Q¡f সৃষ্টি করছে) শালীনতার সহিত বুঝাবার চেষ্টা করবে। -[ফতোয়ায়ে খানিয়া ইত্যাদি]

✍ ¢l¢Su¡ BMa¡l Cu¡p¢j e

f¢Vu¡, Q–NË

◈ fËnÀ গোসলের পর মহিলাদেরকে পুনরায় অজু করতে হবে কি? কারণ, কাপড় পাল্টানোর সময় তাদের একটু অসুবিধা হয়। বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

📖 Eš l x সাধারণতঃ গোসলের সাথে সাথে অজুও হয়ে যায়। নতুন করে অজু করার প্রয়োজন পড়ে না। কাপড় বদলানোর সময় সতর উন্মুক্ত হয়ে গেলে অথবা Aef কারো সতর কিংবা নিজের সতরের প্রতি নজর পড়লে, কোন ছবির প্রতি দৃষ্টি দিলে অথবা কোন বেগানা নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি পড়লে অজু নষ্ট হয় না। তবে বেগানার দিকে যেন দৃষ্টি না পড়ে সেদিকে সজাগ থাকবে। [বাহ্‌রুর রায়েক ইত্যাদি।]

✍ L¡Sf jq¡Ç j c CEpg

Ešl ®f¡j l¡, l¡‰efu¡, Q–NË

◈ fËnÀ জায়গা জমি সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা বা ঝগড়া বিবাধের কারণে প্রতিপক্ষকে ঘা¢qm LI¡, L¡¢gl hm¡ Hhw †Zvর বউ তালাক হয়ে গেছে বলা শরিয়তের দৃষ্টিতে কী হুকুম? এ ব্যাপারে শরীয়তের চূড়ান্ত ফায়সালা কামনা কl¢Rz

📖 Eš l x ইসলামী শরীয়তের নির্ভরযোগ্য কিতাবের উদ্ধৃতিসমূহের আলোকে ফায়সালা হল : যতক্ষণ পর্যন্ত কোন মুসলমান/ ঈমানদার ইসলামের মৌলিক বিষup j q ®kje a¡Jq£c, ¢lp¡m¡a, e¡j¡k, ®l¡k¡, qSÅk¡L¡a J AL¡VÉ q¡m¡m J AL¡VÉ হারামকে ইচ্ছাকৃত ইনকার বা অস্বীকার এবং আল্লাহর রসূলের শানে কটূক্তি করche e¡, ততক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র দুনিয়াবী ঝগড়া বিরোধের কারণে, জায়গা-জমি মামলা মোকাদ্দমা সংক্রান্ত তর্ক বিতর্কের দরুন কোন মুসলমান, ঈমানদারকে কাফের hm¡ SOZÉaj Af l¡d J pÇfZ q¡l¡j Hhw a¡Jh¡ Af¢lq¡kz ac f¢l c¢eu¡hf ঝগড়া-বিরোধ মামলা-মোকাদ্দমার কারণে কোন মুসলমানকে বা তাঁর মা-বোন®L গালি-গালাজ করা ফাসেকী তথা ফিসক-ফুজূরী ও জঘণ্যতম গুনাহ্। যেমন রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন اَلْـمُسْـلِـم مـن سـلـم المسـلـمـون مـن لسـانـه ويـده الـحديث ـ (صحيح بخارى) Ab¡v k¡l Sh¡e (গালি-গালাজ) এবং হাত (প্রহার ও আঘাত) থেকে মুসলিম সমাজ রক্ষা পায় তিfeC fËa j pm j¡ez -[pq£q hM¡l£, 1j M™, 6fù¡]

রসূলে মকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন سِبَابُ الْمُسْلِمِ

فُسُـوْقٌ وَقِتَـالُـهٗ كُـفْـرٌ অর্থাৎ কোন মুসলমানকে গালি-গালাজ করা ফাসেকী আর মুসলমানদের হত্যা করা বা রক্তকে হালাল মনে করা কুফরী। - [pq£q hM¡l£, 1j M™, fù¡ 12]

হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন- ايـمـا امـرى قال لاخيه كافر فقد بآء بها احد هما ان كان كما قال والارجعت اليه الحديث Ab¡v কোন ব্যক্তি যদি তার কোন মুসলিম ভাইকে কাফের বলে তখন এ কাফের শব্দটি তাদের একজনের দিকে (যাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে) ফিরবে যদি সে সত্যিই কাফের হয় আর যদি সে কাফের না হয় তখন কাফের শব্দটি (যে বলেছে) তার দি¢L প্রত্যাবর্তন করবে। (অর্থাৎ কাফের বলার পাপ বা গুনাহ্ যে বলেছে তার দিকেC বর্তাবে।) -[শরহে মুসলিম, ইমাম নববী ৫৭পৃষ্ঠা]

ইসলামী ফতোয়ার নির্ভরযোগ্য কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি কোন সাধ¡lZ মুসলমান ঈমানদার কোন একজন হক্কানী (প্রকৃত) আলেম (নায়েবে রসূল বা ফক্বীহ/মুফতী)কে দুনিয়াবী কোন কারণ ছাড়া শুধু দ্বীনী আলেম হিসেবে গালি-N¡m¡S করে তখন সে কাফের হয়ে যাবে ইল্‌মে দ্বীনকে হেয় প্রতিপন্ন করার কারণে। আর k¢c কেউ কোন আলেমের সাথে জাহেরী কারণে বা দুনিয়াবী ঝগড়া-বিবাদ ও মামলা-মোকাদ্দমার কারণে ঝগড়া ও তর্কবিতর্ক করে বা মন্দ বলে তখন কাফের হবে e¡z -[ফতোয়ায়ে খানিয়া ও ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, ২য় খণ্ড, ২৭০ পৃষ্ঠা।]

উপরোক্ত নির্ভরযোগ্য প্রমাণাদি ও উদ্ধৃতিসমূহের আলোকে ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণে এ মর্মে ফতোয়া -ফায়সালা হল- দুনিয়াবী কারণ তথা জায়গা-জমি J মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে তর্কের এক পর্যায়ে প্রতিপক্ষকে 'তুই কাফের, তুই কা¢gl hm¡, তার স্ত্রী তালাক হয়েছে, অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করা এবং তার মাকে গালি ®cu¡' জঘণ্যতম অপরাধ ও গুনাহ্ হয়েছে। যার কারণে অবশ্যই বিশুদ্ধতম অন্তকরণে পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে তাওবা করতে হবে আর প্রতিপক্ষ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। কারণ, বান্দার হক বান্দা ক্ষমা না করলে, আল্লাহ্ পাকও ক্ষমা করেন্ নাz এটাই ইসলামী শরিয়তের ফায়সালা।

✍ jq¡Çj c Cg¢aM¡l ýp¡Ce

SueNl, l¡‰efu¡, Q–NË

◈ fËnÀ মাঝে মাঝে কোন অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময় আমি শার্টের সাথে টাই পড়ে থাকি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে- ইসলামের দৃষ্টিতে টাই পড়াটা কতটুকু বৈধ?

📖 Eš l x 'টাই' খ্রিস্টানদের ধর্মীয় নিশান। তাদের মতে এটা হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালামকে ইহুদীগণ যে ফাঁসি দিয়েছিল সেটারই স্মৃতি স্বরূপ খ্রিস্ট¡e সম্প্রদায় এটা পরিধান করে থাকে। তাই 'টাই' খ্রিস্টানদের ধর্মীয় নিশান হওu¡l

কারণে মুসলমানদের জন্য এটা পরিধান করা বর্জনীয় এবং অনুচিত। তবে একান্ত অপারগতায় বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে রীতি স্বরূপ বাধ্য হয়ে ট¡C পরলেও মনে মনে প্রকৃত মুসলমান একে ঘৃণা করবে। এটাই প্রকৃত মুসলমানদের অন্যতম আদর্শ। আর বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন না আসলে অবশ্যই বর্জন করবে।

◈ fÐÀ ছাত্রদের পড়া মনে রাখার জন্য কী করা প্রয়োজন?

📖 Eš I x হযরত ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর শিক্ষক হযরত ওয়াকি রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে পড়া মুখস্থ বা মনে না থাকার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, তিনি উত্তরে বলেছিলেন- তুমি গুনাহর কাজ করা ছেড়ে দাও, এতে তোমার স্মরণn¢š² বৃদ্ধি পাবে। তাই পাপ কাজ ছেড়ে দিলে, নিয়মিত কোরআন তিলাওয়াত ও মিসওয়¡L করলে স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায় বলে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

[a¡"m£jm ja¡"B¢õj CaÉ¡¢c]

তালীমুল মুতায়াল্লিম গ্রন্থে ১২তম পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়-

اقـوى اسبـاب الحفظ الجد والمواظبة وتقليل الغذا وصلوة الليل ـ وقراة القران مـن اسبـاب الـحـفـظ وقيـل ـــ ليـس بشـئ ازيـد للحفظ من قرأة القران نظرًا ـــ والسـواك وشـرب الـعسـل واكـل الـكندر مع السكر والكل احدى وعشرين ذيبة حـمـراء كـل يـوم على الربق يورث الحفظ ويشفى من الامراض والاسقام وكل ما يقلل البلغم والرطوبات يزيد فى الحفظ [تعليم المتعلم ـ صفحه ١١٠ـ١٠٨]

অর্থাৎ পড়া মনে রাখার শক্তিশালী উপায় হলো- কঠোর প্রচেষ্টা ও ধারাবাহিক fWe, কম আহার এবং তাহাজ্জুদের নামায পড়া। কুরআন তিলাওয়াত ও স্মৃতি শক্তি বৃÜI অন্যতম উপায়। কোন কোন ইমাম বলেছেন স্মৃতি শক্তির বৃদ্ধির জন্য দেখে কুরBe তিলাওয়াতের চেয়ে অধিক কার্যকরী কোন বিষয় নেই। এ ছাড়া মিছওয়াক করা, jd পান করা, আর প্রতিদিন লালচে রং এর একুশটি কিসমিস ভিজিয়ে খাওয়া, এতে p¡IZ শক্তি বাড়ে, বহু রোগ-ব্যা¡ধ হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। Avi †h me e¯ Kc I ejMg‡K nvm K‡i Zv Avnvi Ki‡j ¯§iY kw³ ew× cvq

[n¡uM hIq¡e¢Ÿe S¡lek£I (Iq.) I¢Qa a¡m£jm ja¡u¡¢õj, f. 108-১১০, প্রকাশনায়-আশরাফীয়া লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

✍ jq¡Ç¡jc p¡ ‹ ¡c ýp¡Ce fm¡n

দৈলারপাড়া, কুতুবজুম, মহেশখালী, কক্সবাজার

◈ fÐÀ যে কোন কারণে শরীর অপবিত্র হয়ে গেছে। কিন্তু শরীর যে অপবিত্র তা আমার মনে নেই। এই অবস্থায় নামায পড়লে নামায হবে কি?

📖 Eš I x এ জাতীয় ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমাযোগ্য। যেহেতু সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র হাদীস শরীফে এরশাদ করেছেন **رفـع عـن امتـى الـخطـا**

والـنسيـان অর্থাৎ আমার উম্মত হতে ভুলবশতঃ ত্রুটি ক্ষমা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, শরীর নাপাক অবস্থায় অনিচ্ছাকৃত ও ভুলবশতঃ ফরজ নামায আদায়ের পর যদি কে¡e সময় তা স্মরণ হয় তবে সাথে সাথেই উক্ত ফরজ নামায পুনঃ আদায় করে দেবে। নফল ও সুন্নাত নামাযেরও একই হুকুম। আর স্মরণ না হলে তা ক্ষমাযোগ্য।

[BqL¡jm ®L¡IBe, La Cj¡j Bh hLI Bm S¡pp¡p Bm-q¡e¡g£ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q, 1j M™, Hhw Njk Eu¢em h¡R¡¢uI La. Cj¡j ýjh£ q¡e¡g£ Iq. CaÉ¡¢c]

✍ j¡Jm¡e¡ jq¡Ç¡jc eSI¦m Cpm¡j

nÐI, e¡¢RIeNI, hÐZh¡¢su¡

◈ fÐÀ কবরস্থানের উপর মসজিদ নির্মাণ করা, ক্ষেত-খামার করা ও চলাচলের পথ তৈরি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু বৈধ হতে পারে ? এ বিষয়ে শরীয়তের সWL ফায়সালা জানিয়ে অশেষ সাওয়াবের ভাগী হবেন এবং আমাদেরকেও ধন্য করবেন।

📖 Eš I x নতুন-পুরাতন মুসলিম কবরস্থানের যে কোন কবরের উপর মসজিদ, মাদরাসা কিংবা ঘর-বাড়ী, দোকান-পাঠ, যাতায়াতের রাস্তা, ক্ষেত-খামার ইতÉ¡¢c LI¡ ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণ অবৈধ ও নাজায়েয। বরং মুসলিম কবরবাসীগণের উপর H জাতীয় আচরণ জুলুম, অত্যাচার ও বেআদবীর নামান্তর। এ ব্যাপারে শরীয়তের পÐ¡ZÉ দলিলাদি ফিক্বহ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাবের বরাতসহ নিম্নে পেশ করা হল :

1. Bõ¡j¡ Bhcm NZ£ e¡hmp£ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q I¢Qa "Bm q¡c£L¡ae নদিয়াহ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, **التـراب الـذى عـليه حق الميت فلا يجوز ان يـوطـوه'** মৃত ব্যক্তির কবর এবং মৃত ব্যক্তির উপর যে মাটি রয়েছে তা মৃত ব্যক্তির হL বা অধিকার। সুতরাং ঐ কবর বা কবরের মাটির উপর পদচারণা করা মোটেই জায়েয ®eCz

2. ফাত্ওয়া-ই-আলমগীরীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, **يـأثـم بـوطئ القبور لانّ سقف الـقبـر حـق الميت** অর্থাৎ কবরের উপর পদচারণা করলে গুনাহ্ হবে কেননা, কবরের R¡c ja hÉ¢š²I qL h¡ A¢dL¡Iz

3. আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে লিখেছেন ®k, **لانّ الـميت يتأذى بما يتأذى به الحى والظاهر انها تحريمه لانّهم نصّوا على ان الـمـرور فـى سـكّة حادثة فيها حرام وقد قال عليه الصلوة والسلام لَاَنْ اضع قدمى على جمر احبّ الى من وطئ القبر** Ab¡v ®Lee¡, ®k L¡S à¡I¡ S£¢ha hÉ¢š² Lø f¡u, ®p L¡S à¡I¡ ja hÉ¢š²J Lø f¡uz H Lb¡ Øfø ®k, ja hÉ¢š²I কবরের উপর প্রস্রাব-পায়খানাসহ চলাফেরা এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ড যা দ্বারা মৃত ব্যক্তিI Lø qu তা হারাম। কেননা ফক্বীহগণ সুস্পষ্টভাবে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, কবরের উপর সø N¢m বা সরুপথ দিয়ে চলাচল করা সম্পূর্ণরূপে হারাম।' হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওu¡p¡õ¡j

এরশাদ করেছেন- জ্বলন্ত আগুনের কয়লার উপর আমার পা রাখা আমার নিকট কবরে পদচারণার চেয়ে বেশি প্রিয়।

4. পবিত্র হাদীস শরীফে আরো বর্ণিত আছে যে, **لانْ امشى على جمرة او سيفٍ احب الىّ من اذا امشى على قبر رواه ابن ماجه عن عقبة بن عامر رحمه الله بسند جيد۔ وقد قال النبى ﷺ كسر عظم الميت واذاه ككسره حيّا وفى لفظ الميت يوذيه فى قبرہٖ مايوذيه فى بيته۔ وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال رأنى رسول الله ﷺ جالسًا على قبر فقال ياجالس القبر انزل من القبر لاتوذ صاحب القبر كذا فى العطايا النبوية فى الفتاوٰى الرضوية للامام احمد رضا رضي الله عنه ج۴/ ۱۰۹ ص**
অর্থাৎ হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, জ্বলন্ত কয়লার h¡ ধারালো তরবারির উপর চলা আমার জন্য উত্তম কবরের উপর চলার চাইতে। ইবনে j¡S¡q nl£‡ফ, হযরত আকবাহ্ বিন আমির রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন, মৃত ব্যক্তির হাড় ভেঙ্গে cCu¡ ও তাকে কষ্ট দেয়া, তাকে জীবিত অবস্থায় হাড় ভেঙ্গে দেয়ার ন্যায়। অন্য বর্ণনাu এসেছে- মৃত ব্যক্তিকে তার কবরে কষ্ট দেয়, যা তাকে তার ঘরে কষ্ট দেয়।
হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হুজl পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি কবরের উপর বসা অবস্থায় দেখে বললেন, তুমি কবরের উপর থেকে নেমে এসো। কবরবাসীকে কষ্ট দিওনা।' এ সব হাদীসসমূহ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলাইহি ফাতওয়ায়ে রেজভিয়া, ৪র্থ খন্ড, ১০৯-১২০ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

5. Cj¡j Bhcm NZ£ e¡hmQ£ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q "L¡nge el Be Bpq¡¢hm কুবূর' গ্রন্থে লিখেছেন যে, **كره ابو حنيفة رحمة الله تعالٰى ان يوطأ على قبر او يجلس او ينام عليه او يبول اويتغوطه لما فيه من الاهانة وفى جامع الفتاوىٰ لقارى الهداية وسئل بعض الفضلآء عن وطئ القبور فقال يكره قيل هل يكره على انه تارک للاولٰى فقال لابل يأثم لانه عليه الصلوة والسلام قال لانْ اضع قدمى على جمر احبّ الى من وطئ القبر۔ قيل التابوت والتراب الذى فوقه بمنزلة السقف فقال وان كان بمنزلة السقف لكنه حق الميت باق فلا يجوز ان يوطأ** অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি কবরের উপর পদচারণা করা অথবা বসা অথবা নিদ্রা যাওয়া কিংবা প্রশ্রাব-পায়খানা করাকে মাকরূহ বলেছেez যেহেতু এসব কাজে কবরবাসীর প্রতি অবজ্ঞা ও মানহানি করা হয়। জামেউল ফাত্ওয়ার মধ্যে রয়েছে, কোন এক বিজ্ঞ মুফতির নিকট কবরের উপর পদচারণার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে, উত্তরে তিনি তা মাকরূহ বলেছেন। এতে পুনঃ প্রশ্ন LI¡ qu-

এটা কি মাকরূহে তানযীহী। উত্তরে তিনি বললেন, না, বরং গুনাহের কাজ। কেনe¡, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এরশাদ- আমার কাছে কবরে পদচারণ¡ করা থেকে জ্বলন্ত কয়লায় পা রাখা ভাল।' অতঃপর ঐ মুফতী মহোদয়ের কাছে পুনঃপ্রশ্ন করা হল- কবরের তাবুত এবং কবরের উপর যে মাটিসমূহ রয়েছে তা কবরের ছাদ স্বরূপ। এতে কবরের উপর পদচারণা করতে অসুবিধা কি? উত্তরে তিনি বললেন- যদিও ছাদ স্বরূপ, কিন্তু তা মৃত ব্যক্তির হক, যা কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবেz AaHh, কবরের উপর পদচারণা কখনো বৈধ হবে না।

6. ইমাম ইবনে হাম্মাম হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কৃত ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে রয়েছে যে, **ويكره الجلوس على القبر و وطئهُ** অর্থাৎ কবরের উপর বসা এবং পদচারণা করা মাকরূহে তাহ্রীমী।

7. হিলিয়া কিতাবের মধ্যে ইমাম ইবনে আমীরুল হাজ্ব নাওয়াদের, তোহ্ফাতুল ফোক্বাহা, বাদায়ে এবং মুহীত্ব কিতাবের বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, **اَنّ اباحنيفة كره وطئ القبرا والقعود اوالنوم او قضآء الحاجة اليه** Ab¡v Bh qe£g¡ রহমাতুল্লাহি আলাইহি কবরের উপর পদচারণা করা বা বসা বা নিদ্রা যাওয়া কিংh¡ কবরের প্রতি মুখ করে মল-মূত্র ত্যাগ করা মাকরূহ বলেছেন।

8. ইমাম ইবনে আবিদীন শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে লিখেছেন **لايخرج منه بعد اهالة التراب الا لحق ادمى كاَنْ تكون الارض مغضوبة او** ®k, **اخذت بشفع او يخير المالک بين اخراجه ومساوته بالارض كذا فى الخانية والهندية** অর্থাৎ মৃত ব্যক্তিকে কবরে মাটি দেয়ার পর কবর থেকে উঠানো যাবে না। অবশ্য কোন মানুষের যদি হক থেকে যায় তখন ভিন্ন মাসআলা। যেমন- কবরের জাuN¡ যদি জোরপূর্বক দখলকৃত হয় অথবা হককে শোফার মাধ্যমে নেয়া হয়, তখন মালিকের এখতেয়ারে থাকবে। হয়তো মৃত ব্যক্তিকে বের করে অন্য জায়গায় দাফন করতে পারবে। অথবা কবরকে মাটি দ্বারা সমান করে দিতে পারবে। কেননা কবরটি অবৈd, যেহেতু তা মালিকের অনুমতি ব্যতিরেকে দেয়া হয়েছে অবশ্য মালিক রাজি থাকলে বা অনুমতি দিলে তখন মৃত ব্যক্তিকে কবর থেকে বাহির করার প্রশ্ন আসে না।

9. ইমাম আহমদ রেজা রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ফাত্ওয়ায়ে রেজভিয়ায় ফতোয়ায়ে রহমানিয়ার বরাত দিয়ে লিখেছেন যে, **لايجوز ان يبنى فوق القبور بيتاً او مسجداً لان موضع القبر حق المقبور فلا يجوز لاحد التصرف فى هواد قبرہٖ** Ab¡v কবরসমূহের উপর কোন ঘর বা মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয নহে। কেননা, কবরেl S¡uN¡ দাফনকৃত মৃত ব্যক্তির হক ও অধিকার। অতএব, কারো জন্য কবরের উপরিভাগে কোন প্রকারের চলাফেরা বা ব্যবহার করা বৈধ হবে না।'

10. ইমাম আহমদ রেজা রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ফাত্ওয়ায়ে রজভিয়াতে আরো

লিখেছেন যে, اذا بنى المسجد بتسوية القبور لم يكن مسجداً فان الوقف لايملك فلا يوقف مرةً اخرىٰ۔ ولاتباح فيه الصلاة لان القبر لا يخرج عن القبرية باضافة تراب عليها فنهى الصلوة على القبر ثم هو تصرف فى الوقف بما ليس له وتغير له عما قد كان له فلايجوز অর্থাৎ কবরকে সমান করে যদি মসজিদ নির্মাণ করা হয়, তাহলে সেটা মসজিদ হবে না। যেহেতু কবরস্থান প্রথমে কবরll SeÉ ওয়াকফ করা হয়েছে, সেহেতু মসজিদ নির্মাণের জন্য দ্বিতীয়বার ওয়াক্ফ হতে পারে না। আর সেখানে নামায কোনভাবেই বৈধ হবে না। কবরে মাটি ভরাট করার মাধ্যমে কবরের হুকুম বাতিল হবে না। সেই ভরাটকৃত ভূমির উপর নামায পড়া মানে কবরের উপরই সরাসরি নামায পড়ার নামান্তর। আর কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করার মাধ্যমে কবরের জন্য যা ওয়াক্ফ করা হয়েছে তার বিপরীতে কাজ করা। এটা কে¡e প্রকারেই বৈধ নয়।' -(ফতোয়ায়ে রেজভিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা - ৬০৯)

11. রদ্দুল মুহতারে আরো বর্ণিত আছে যে, تكره الصلاة على القبر لورود النهى عن ذالك حيث قال لعنة الله على اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد رواه الشيخان عن ام المؤمنين الصديقة رضى الله عنها وعن ابن عباس رضى الله عنه অর্থাৎ কবরের উপর নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। কেননা এ ব্যাপারে হাদীসে পাকে নিষেধ রয়েছে। হুজুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- ইহুদী-খ্রিস্টানদের উপর আল্লাহর অভিশাপ, কেননা তারা তাদের নবীগণের কবরের উপর সরাসরি মসজিদ বানিয়েছে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম, হযরত আয়শা সিদ্দীকাহ ও হযরত ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে এ সমস্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হ্যাঁ তবে যদি কবরের উপর নামায পড়তে এবং মসজিদ নির্মাণ করতে বাধ্য হয়, Ab¡v এটা ছাড়া অন্য কোন উপায় না থাকে তবে মাকরূহে তাহরীমি থেকে পরিত্রাণের SeÉ একটি উপায় শরীয়তের মধ্যে রয়েছে। আর তা হচ্ছে কবর বা কবরস্থানের চতুর্পাশে উঁচু দেয়াল নির্মাণ করবে এবং দেয়ালের উপর ছাদ দিবে। যেন কবরের মাটি থেকে কমপক্ষে এক বিঘত উপরে হয় আর কবরের মাটির সাথে ছাদ স্পর্শ না হয়। এতে কবরের উপরের মাঠির সাথে ছাদের সরাসরি কোন সম্পর্ক থাকবে না, উক্ত ছাদ কবরের উপর আড়াল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় ছাদের উপর নামায পড়া জায়েয হবেz ®kje, wbfi‡hvM¨ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, ان كان بين القبر والمصلى حجاب فلا تكره الصلاة অর্থাৎ যদি কবর এবং মুসল্লীর মধ্যে পর্দা অথবা আবরণ থাকে, তাহলে নামায মাকরূহ হবে না। 'খোলাসা' ও 'যখীরা' নামক ফতোয়ার কিতাবে অনু¦f hZe¡ রয়েছে। (ইমাম আহমদ রেজা রহমাতুল্লাহি আলাইহি কৃত: ফাতওয়ায়ে রেজভিয়া, ৩য় খণ্ড, 604 J 605 fªù¡z

উপরোক্ত ফিক্বহ্ ও ফাত্ওয়া গ্রন্থের প্রামাণ্য দলীলাদির আলোকে সাব্যস্ত হm ®k, সরাসরি কবরের উপর মাটি ভরাট করে gmwR` নির্মাণ করা সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয এবং সেখানে নামায পড়াও মাকরূহে তাহ্রীমা। তেমনিভাবে কবরস্থানের উপর দিয়ে চলাচলের পথ নির্মাণ করা, কবরের উপর ক্ষেত-খামার করা, পায়খানা-প্রস্রাব কl¡ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে হারাম ও মহাপাপ। যা উপরোক্ত দলীলাদির দ্বারা সুস্পষ্ট হলো। qÉ¡, k¢c jp¢Sc ¢ej¡Z 2/1 wU Ke‡ii Dci করা ছাড়া আর কোন উপায় না থাকে, একান্ত বাধ্য হয়ে কবরের উপর মসজিদ সম্প্রসারণ করতে হয়, তবে কবরের চতুষ্পার্শে দেয়াল দিয়ে কবরের মাটি হতে কমপক্ষে এক বিঘত উপরে ছাদ নির্মাণ করে এর উfl মসজিদ নির্মাণ করা যায়। বিশেষ জরুরী অবস্থায় ছাদের উপর নামায পড়া মাক¦q হবে না। কেননা ছাদটা কবরের উপর দেয়াল বা আড়াল স্বরূপ হয়ে গেল। মসজিদ m¤cmviY ev নির্মাণের জন্য যদি কবরস্থান ছাড়া অন্য খালি স্থান থাকে তাহলে সেখানে jp¢Sc wbgvY করা আবশ্যক। তখন কোন অবস্থাতেই কবরস্থানের উপর মসজিদ নির্মাণ করা যাবে না।

সুতরাং, কোন মুসলিম কবরস্থান বা কবরের উপর বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া হাঁটা-চলাফেরা করা, মসজিদ নির্মাণ করা এবং নামায পড়া তদ্রূপ ক্ষেত-খামার Ll¡ J পায়খানা-প্রস্রাব করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে সকলের সতর্ক ও সজাগ দª¢ø একান্ত কাম্য। আরো উল্লেখ্য যে, বর্তমানে চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জেলায় কবরস্থানসমূহে গরু-ছাগল দ্বারা পায়খানা-প্রস্রাব করানোর যে কুপ্রথা পরিলক্ষিত হয় তা অত্য¿ দুঃখজনক ও পরিতাপের বিষয়। এটা মারাত্মক গুনাহ্ ও জঘণ্যতম অপরাধ। তদুপl, কবরস্থানের চতুষ্পার্শ উন্মুক্ত রাখাও চরম অবহেলার শামিল। যা দ্বারা উন্মুক্ত² jp¢mj কবরস্থানকে গরু-ছাগলের চারণভূমিতে পরিণত হতে দেখা যায়। সুতরাং এ সব অপরাধ থেকে মুক্তিলাভের জন্য এবং gmwjg কবরস্থানের সম্মান বজায় রাখতে কবরস্থানের চতুষ্পার্শ্বে দেয়াল দিয়ে হেফাজত ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের জeÉ মুসলিম মিল্লাতের প্রতি উদাত্ত আহ্বান রইল।

✍Hj.He.Bmj

j¡cl¡p¡-H-°auÉthu¡ Ac¢cu¡ p¢æu¡, P›`‡Nvbv

⟐ fÐÀ আমাদের গ্রামের মসজিদের বারান্দায় খতমে গাউসিয়া শরীফ পড়া হত। ইদানিং কিছু দিন ধরে বন্ধ করে দিল। দুই তিন ব্যক্তি বলল- হুজূর কেবলা তাহের শাহ্ মাদ্দাজিল্লুহুল আলী'র হাতে বায়'আত হলেই খতমে গাউসিয়া পড়া হয়; তাই, এ সম্পর্কে আলোকপাত করলে উপকৃত হব।

🕮 Eš l x কোন সুনির্দিষ্ট পীর সাহেবের হাতে বায়'আত গ্রহণ করলে 'খতমে গাউসিয়া' শরীফ পড়তে হয় -এ ধরনের ধারণা ভুল; বরং হুজূর সায়্যিদুনা আবদm

কাদের জিলানী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও পরবর্তী কাদেরিয়া তরীকার মহান শায়খগণ এ খতমে গাউসিয়া ইত্যাদির মত মোবারক খতমসমূহ সকলের মঙ্গলের জন্য প্রবর্তb করেছেন। যাতে সুনির্দিষ্ট দু'আ-দরূদ, যিক্র- আয্‌কার'র মাধ্যমে আল্লাহ্ ও a¡l ¢fÊ রসূলের সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

কারণ, সাধারণ মানুষের পক্ষে আল্লাহ্ ও রসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করার নিমিত্তে fce-l¡a কঠোর পরিশ্রম করা, কঠোর রিয়াজত, মুশাহাদা ও মুরাকাবা ইত্যাদি করা dxp¡dÉ ব্যাপার। যা সকলের পক্ষে করা সম্ভব নয়। তাই, তরীকতের শায়খগণ সাধারণ মানুষের এ অসহায়ত্বের প্রতি খেয়াল রেখে এ সব মোবারক খতমের ব্যবস্থা করেছেন। তাই হিংসাবশতঃ এ সব খতম শরীফ করতে না দেয়া, বাঁধা প্রদানকারীদের জন্য hs অমঙ্গলের কারণ। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনে এ সব হতভাগাদের সম্পর্কে এরশাদ করেছেন- وَمَنْ اَظْلم ممن منع مسٰجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعٰى فى خرابها اُوْلٰئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خآئفين لهم فى الدنيا خزى ولهم فى الاخرة عــذاب عــظيــم অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির চেয়ে জালিম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর মসজিদসমূহে আল্লাহর নামের চর্চায় নিষেধ করে এবং সেগুলোর ধ্বংস সাধনে প্রu¡pÑ হয়, তাদের জন্য সঙ্গত ছিল না যে মসজিদসমূহে প্রবেশ করবে কিন্তু ভয়-বিহ্বল হয়ে। তাদের জন্য রয়েছে পৃথিবীতে লাঞ্ছনা ও পরকালে রয়েছে মহাশাস্তি।

[pl¡ h¡LÅ¡, Bu¡a- 114]

তাফসীরকারকগণ, মসজিদে আল্লাহর নামের চর্চায় বাঁধা প্রদানের ব্যাখ্যায় বলেছেন ®k, e¡j¡k, ®M¡ah¡, a¡ph£q, Ju¡S-ep£qa J e¡"a nl£g phC Bõ¡ql ¢kLরের শামিল। তাই, এ সব পূণ্যময় আমলগুলো মসজিদে হতে না দেওয়া বাঁধা প্রদান Ll¡ জঘণ্য অপরাধ। কারণ এসব পূণ্যময় কাজের জন্যই মসজিদ নির্মাণ একমাত্র উদ্দেশ্য। সুতরাং, মিলাদ শরীফ, দরূদ-সালাম, যিক্র- আয্‌কার ও খতমে গাউসিয়া শরীফের মত ইত্যাদি বরকতময় কার্যসমূহ মসজিদে হতে না দেয়া এবং বাধা প্রদান করা SOZÉ অপরাধ। যার জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা ও পরকালের মহাশাস্তির কথা বলা হয়েছে। মmax এটা ইহুদী চরিত্র। আল্লাহ্ সবাইকে হেদায়ত দান করুন আ-মীন।

◈ f-ÐÀ জাতীয় দিবসে আমরা শহীদ মিনারে নানান প্রকার ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। এটা কি শরীয়তের আওতা অনুযায়ী জায়েয হবে ?

🕮 Eš l x শহীদ মিনার বা কোন স্মৃতিসৌধে কোন মুসলিম শহীদের কবর থেকে থাকলে তাতে ফুল ইত্যাদি দেয়া জায়েয। কবর নেই এমন মিনার ও সৌধে ফুল ইত্যাদি দেয়া, এটাকে শহীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদন বলে মনে করা এL¢V দেশীয় সংস্কৃতি মাত্র। বরং দেশ ও জাতির জন্য উৎসর্গপ্রাণ শহীদের স্মরণে

ফাতিহাখানি, মিলাদ মাহফিল, ঈসালে সাওয়াব, দু'আ- মুনাজাত, কাঙ্গালী ভে¡S J স্মরণসভা আয়োজনের মাধ্যমে দেশ-জাতির জন্য তাঁদের ত্যাগ ও বীরত্বের কাহিe£ তুলে ধরার ব্যবস্থা করাটাই হলো শরীয়তসম্মত পন্থা।

✍ ®j¡h¡Il Eõ¡q

j¢Éj ®j¡ql¡, Q-NÐ¡j

◈ f-ÐÀ আমরা প্রায় বিয়ে অনুষ্ঠানে দেখি- বর অথবা কনেকে সাত পুকুরের পানি দিয়ে গোসল করান এবং মোমবাতি আমগাছের ঢাল বদনায় ভর্তি পানি, কুলোয় L¡Q¡ হলুদ, ঘাস এবং স্বর্ণের আংটি কপালে দিয়ে সাতবার ঘুরানো, অনেক লোকে বলে এগুলো নাকি না করলে বর-কনের অমঙ্গল হয়। কোরআন হাদীসের আলোকে বিস্তা¢la জানালে বিশেষভাবে উপকৃত হব।

🕮 Eš l x এসব হিন্দুয়ানী রসম-রেওয়াজ। ইসলামী শরীয়তে এ প্রকার অনুষ্ঠান বা আয়োজনের কোন ভিত্তি নেই। এ সব কুপ্রথা বর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের এক¡¿ কর্তব্য। তবে বিবাহের শুভ দিন হিসেবে বর-কনে উভয়ে পাক-পবিত্র পানি দিয়ে ...l¦aÅ সহকারে অজু-গোসল করবে, এটা ভাল প্রথা ও শুভ লক্ষণ।

✍ jq¡¿jc jeSl Bmj

Lcmf¤l, l¡ES¡e, Q-NÐ¡j

◈ f-ÐÀ আমার নাম 'মোঃ মনজুর আলম', আমার ভাইয়ের নাম 'মোঃ মনছুর আলম' এবং আমার বোনের নাম 'আয়শা আখতার লিমা'। এই নামগুলোর অর্থ ও এই নামগুলো কোরআন-হাদীসের মতে সঠিক কিনা জানালে খুশি হব।

🕮 Eš l x প্রত্যেক নামের পূর্বে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে রহমাতুল্লিল আলামীন p¡õ¡õ¡ý Bm¡C¢q Ju¡p¡õ¡j'l f¢hœ e¡j ®j¡h¡IL "jq¡¿jc' ¢mM¡ quz a¡C H মোবারক নাম সংক্ষেপে (মোঃ, মুঃ, মুহাং) লিখা নিষেধ ও আদবের পরিপন্থীz আপনাদের 'মনজুর আলম', 'মনছুর আলম' ও 'আয়েশা আখতার' নামগুলো সঠিক আছে। ডাক নাম 'লিমা' এর কোন অর্থ নেই। তাই অর্থহীন নামে ডাকা অনুচিতz "jeRl Bmj' Ab f¢bh£l p¡q¡kÉf¡Ç h¡¢c¡, "jeSl Bmj' Ab f¢bh£l পছন্দনীয় আর 'আয়েশা' শব্দের অর্থ- সুন্দর জীবনের অধিকারীনী আর 'আখতার' অর্থ- তারকা বা বিশেষ পতাকা। [ফিরোযুল লুগাত ও সা'ঈদী ডিকশিনারী (উর্দু) ইত্যাদি।

◈ f-ÐÀ আজকাল মুরগী কেনার পর সেই মুরগীকে দোকানে জবাই করা হয়। জবাই করার সময় অজু করা হয় না। এভাবে জবাই করা মুরগী খাওয়া কি শরীয়ত সম্মত? জানালে খুশি হব।

🕮 Eš l x জবেহের জন্য অজু করা উত্তম তবে শর্ত নয়। তাই, আল্লাহর নাম নিয়ে 'বিসমিল্লাহ্ আল্লাহু আকবার' বলে জবেহ করা হলে উক্ত মুরগীর মাংস খাওয়া যাবে, Ap¢hd¡ e¡Cz

✍ jq¡Çjc Bhcm L¢l j ✍ q¡S£ Bhcm ma£g

(শিলাইগড়া ৬নং ইউনিয়ন'র গ্রামবাসীর পক্ষে)

◈ fÐnÀ চট্টগ্রাম আনোয়ারা থানার ৬নং বারখাইন ইউনিয়নের ৪৫নং ওয়ার্ডের শিলাইগড়া গ্রামবাসী সর্বসম্মতিক্রমে একটি মসজিদ নির্মাণের উদ্যোগ নিলে জ¯eL ব্যক্তি মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্ফ করে। গ্রামবাসীর আর্থিক সাহায্যে ঐ জমিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। মসজিদের মুসল্লী ও এলাকাবাসীর ঐক্যমতে এলাক¡l একজন আলেমকে খতীব হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। হঠাৎ ওই খতীব সাহেব মৃত্যুhlZ করলে অন্য একজন ইমাম নিয়োগ করা হয়। কিছুদিন পর ওই নতুন ইমাম সম্পর্কে মুসল্লী ও এলাকাবাসীরা অসন্তোষ প্রকাশ করে অভিযোগ দেয়। মুতাওয়াল্লী মুসল্লীদের অভিযোগের প্রতি কর্ণপাত না করে ওই ইমামকে উক্ত পদে বহাল রেখেছে। জমি ওয়াক্ফকারী জোরালোভাবে বলতে লাগল- 'ইমাম পরিবর্তনের অধিকার কারো ®eC, যার ইচ্ছা সে নামায পড়বে, যার ইচ্ছা সে পড়বে না।' এ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের ফায়সালা দিয়ে আমাদের ধন্য করবেন।

🕮 Eš l x ইসলামী শরীয়তের সর্বজন গৃহীত সিদ্ধান্ত হলো যে, যে ইমামের উপর আকীদা-আমল ও চলা- চরিত্রের ত্রুটির কারণে মুসল্লীরা অসন্তোষ প্রকাশ ক‡i l ইমামের জন্য ঐ সব লোকের ইমামতি বৈধ হবে না। এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের প্রমাণ্য কিতাবসমূহে দলীলাদি বর্ণিত হয়েছে। যেমন- রদ্দুল মুহতারmn fÐ¡ZÉ ফাত্ওয়ার কিতাবে বর্ণিত আছে যে, (لو امّ قوما وهم كارهون) ان الكراهة لفساد فيه اولانهم احق بالامامة كره له ذلك تجريماً لحديث ابى داؤد لايقبل الله الصلاة من تقدم قومًاوهم له كارهون (ردّ المحتار، ج ١/ ٥٥٩ص) Ab¡v ®L¡e ইমাম কোন এক জাতির ইমামতি করছে আর ঐ জাতি ঐ ইমামের উপর আস্থাবান নয়z কারণ, ইমামের মধ্যে শরয়ী বা সামাজিক ত্রুটি রয়েছে অথবা জাতির মধ্যে ঐ ইমামের চেয়ে উপযুক্ত রয়েছে, তখন ওই ব্যক্তির জন্য ঐ জাতির ইমামতি করা মাকরূহে তাহরীমী হবে। যেমন আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির নাj¡k কবুল করবে না, যে ইমামতির জন্য অগ্রসর হল আর মুসল্লীরা তার ইমামতির প্রfa BÙ¡h¡e euz

[রদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড, ৫৫৯ পৃষ্ঠা; ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড, ৮৬ পৃষ্ঠা J ছগিরী শরহে মুনিয়াতুল মুসাল্লী, ৯৬ পৃষ্ঠায় এই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে।]

সুতরাং, যখন উক্ত গ্রামের এবং মসজিদের অধিকাংশ মুসল্লীগণ ঐ ইমাম বা খতীবের ইমামতিতে সন্তুষ্ট নয়, তাই ঐ ইমামের জন্য ঐ মসজিদের ইমামতি করা মাকরূহে তাহরীমী। আর যদি মুসল্লীদের অসন্তোষ ইমামের মধ্যে বাতিল আক্বীদা বা চরিত্রহীনতার কারণে হয় তাহলে ঐ ইমামের ইমামতি বৈধ হবে না। যেমন- ফাতহুm

কাদীর ও ছগিরী শরহে মুনিয়াতুল মুসল্লী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে-

(١) ويكره للامام ان يوم وهم له كارهون بخصلة اى بسبب خصلة توجب الكراهة ـ (الصّغيرى شرح منية المصلّى، ص ٩٢)ـ

(٢) الصلوة حلف اهل الأهوآء لاتجوز ـ (فتح القدير)

অর্থাৎ চরিত্রগত কারণে যদি মুসল্লিরা ইমামের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করে তবে l ইমামের জন্য ইমামতি করা মাকরূহ-ই-তাহরীমা। আর যদি আক্বীদাগত ভ্রান্তির কারণে মুসল্লিরা অসন্তুষ্ট হয় তবে তার পেছনে নামায পড়া জায়েয নেই।

-[ছগীরী শরহে মুনিয়াতুল মুসাল্লী ও ফাতহুল কুদীর]

ইমাম-খতীব নিয়োগদানের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান হল, মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা J নির্মাণকারী অথবা তার নিকটাত্মীয়-স্বজন এবং মুসল্লীদের ঐক্যমতে ইমাম বা খত£h নিয়োগ করা হবে। এতে মুতাওয়াল্লীর একক কোন সিদ্ধান্ত বা এখতিয়ার নেই। আl মসজিদ নির্মাণকারী একজনকে পছন্দ করলো এবং অন্যান্য মুসল্লীরা আরেকজনকে পছন্দ করলো সে সময় প্রতিষ্ঠাতা ও নির্মাণকারীর পছন্দই প্রাধান্য পাবে। এতে মুতাওয়াল্লীর পক্ষ থেকেও কোন এখতিয়ার খাটাতে পারবে না। যেমন- দুর্‌রে মMa¡l কিতাবে রয়েছে যে, البانى للمسجد اولٰى من القوم بنصب الامام والمؤذن فى المختار و كذا ولده و عشيرته اولٰى من غير هم الا اذا عيّن القوم اصلح ممن عينه البانى (لان منفعته ذالک ترجع اليهم انفع الخ ـ Ab¡v Cj¡j J j¡u¢‹e নিয়োগদানের ব্যাপারে মসজিদ নির্মাণকারী (প্রতিষ্ঠাতা) মুসল্লীদের তুলনায় A¢dL এখতিয়ার রাখে। অনুরূপভাবে নির্মাণকারীর বংশধর এবং আত্মীয়-স্বজন (ইমাম ও মুয়াজ্জিন নিয়োগের ক্ষেত্রে) অন্যান্যদের চেয়ে প্রাধান্য পাবে। কিন্তু মসজিদ পfÐÙ¡a¡ ও নির্মাণকারী যাকে পছন্দ করেছে তার তুলনায় মুসল্লীদের পছন্দনীয় ব্যক্তি য¢c ইমামতির ক্ষেত্রে সব দিক দিয়ে উপযুক্ত হন, সে সময় মুসল্লীদের পছন্দনীয় ব্যক্তি ইমাম হওয়ার ব্যাপারে প্রাধান্য পাবে।

[ইমাম আহমদ রেজা রহমাতুল্লাহি আলাইহি কৃত: ফাতওয়ায়ে রেজভিয়া, ৩য় খণ্ড, ২৬২ পৃষ্ঠায় এ মাসআলার উপর বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে]

অতএব, ফতোয়ার আবেদনে লেখা হয়েছে যে, এ মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা বা নির্মাণL¡l£ কোন ব্যক্তি বিশেষ নয় বরং এলাকার জনসাধারণের অর্থের বিনিময়ে মসজিদ নি¢ja হয়েছে, তাই মসজিদ নির্মাণে সকল এলাকাবাসী সমান অংশীদার বিধায়, মুতাওu¡õ£ কর্তৃক নিজস্ব পছন্দনীয় ইমাম, মুয়াজ্জিন বা খতীব নিয়োগদানের ব্যাপারে শরীয়তের পক্ষ হতে কোন এখতেয়ার নেই।

সুতরাং মুসল্লীদের অসন্তুষ্টির কারণে ঐ ইমামের ইমামতি যেমনিভাবে মাকরূহে তাহরীমী অনুরূপভাবে জুমু'আ ও ঈদের ইমামতিও মাকরূহে তাহরীমী। আর

এমতাবস্থায়, মাকরূহ হওয়াটা ইমামের আমল বা চারিত্রিক ত্রুটির কারণে। আর যw`
ইমাম বাতিল ও ভ্রান্ত আকীদা পোষণকারী হলে তার ইমামতি জায়েয হবে না, তvi
পেছনে নামাযও হবে না। আর যদি মুতাওয়াল্লী এই কথা বলে আমি এই ইমাম বা খতীবকে আমার ইখতিয়ারেই নিয়োগ দিব বা বহাল রাখবো, তোমাদের যার ইচ্ছv নামায পড়বে বা যার ইচ্ছা নামায পড়বে না। তখন মুসল্লীরা অন্য মসজিদে গিCu নামায পড়বে| এটাই শরীয়তের চূড়ান্ত ফায়সালা।

[ইমাম আহমদ রেজা রহমাতুল্লাহি আলাইহি রচিত 'ফাতওয়ায়ে রেজভিয়া' ৩য় খণ্ড, 236 fॄôvi]

বর্তমান ফিতনা-ফ্যাসাদের যুগে আল্লাহর পবিত্র ঘর মসজিদ, মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন নিয়োগ ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়ে মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও এলাকাবাসx সাধারণ মুসল্লীর মধ্যে অনেক বিরোধ ও মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়, যা অনেকাংশে হানাহানি ও রক্তপাত পর্যায়ে গড়ায়। এ জাতীয় পরিবেশে বেশির ভাগ আধিপত্য we¯Ívi ও ক্ষমতার দাপট দেখানোর কারণে সৃষ্টি হয় -যা অতীব পরিতাপের বিষয় ও লজ্জাজনক। সুতরাং, শহরে বা গ্রাম-গঞ্জে কোন মসজিদে এ জাতীয় Aöi f¢l¢Ù¢a সৃষ্টি হলে মুতাওয়াল্লী বা সাধারণ মুসল্লীগণ নিজ নিজ দাপট ও ক্ষমতা প্রদর্শন না করে আল্লাহ, রসূল, মাওত ও কবরকে ভয় করে অভিজ্ঞ একাধিক সুন্নী হক্কানী ওলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হয়ে সমস্যার সমাধানের পদক্ষেপ নিবেন এটাই কামনা| flj করুণাময় আল্লাহ সকলকে ফিতনা-ফ্যাসাদ থেকে রক্ষা করুন, আ-মীন।

✍ jq¡Çjc Bmj

j l¡ceNl, L¢jõ¡

◈ fÐnÀ আমার গ্রামের একটি লোকের টাকার প্রয়োজন হল। ঐ লোকটির গ্রামে কয়েকটা জমি ছিল। ঐ লোকটি আমাকে বলল আমার একটি জমি তুমি নিয়ে যাও এhw আমাকে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা দাও এবং লোকটি আমাকে বলল আমি যতদিন তোমার এই টাকা পরিশোধ করতে না পারব, ততদিন পর্যন্ত আমার এই জমিতে তুমি চাষাবাদ করে ফসল ফলাতে পারবে এবং তা খেতে পারবে এবং ঐ লোকটি আরও বলল তোমাকে যখন আমি ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা পরিশোধ করে দেব তখন তুমি আমার জমি আমাকে দিয়ে দেবে। আমি ঐ লোকটির এই চুক্তি² মেনে নিলাম। এখন আমি জানতে চাই, আমি যে ঐ লোকটিকে টাকা দিয়ে ওনার জমিতে চাষাবাদ করে খেলাম, এটা কি সুদ খাওয়ার অন্তর্ভূক্ত হবে? যদি না হয় তাহলে তো ভালই, আর যদি সুদ হয় তাহলে ঐ ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা লোকটি আমাকে পরিশোধ করার পর এবং আমি তার জমি তাকে দিয়ে দেওয়ার পর, এই টাকাটা কোন ভাল কাজে ব্যয় করা যাবে কি?

🕮 Ešl x এ প্রকার চুক্তির মাধ্যমে কেউ জমি বন্ধক রাখলে ঐ জমিতে ক্ষেত-খামার বা চাষাবাদ করে বা অন্য কোন উপায়ে ঐ বন্ধকী জমি হতে উপকার অর্জন করা ও ভোগ করা ঋণদাতার জন্য জায়েয হবেনা বরং তা সুদের অন্তর্ভূক্ত হবে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন- كُلُّ قَرْضٍ جَرّ نَفْعًا فَهُوَ رِبٰـــــوا অর্থাৎ "প্রত্যেক ঋণ যা থেকে উপকার পাওয়া যায় তাতে (উপকারে) সুদ আছে।" সুতরাং, উপরোক্ত বিষয়ে বন্ধক কৃত জমিZ ক্ষেত-খামার, চাষাবাদ করে উপকার ভোগ করা বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা কারো ক্ষেত্রে জায়েয নেই। তবে হ্যাঁ, বন্ধকের চুক্তি হয়ে যাওয়ার পর বন্ধকদাতা স্বইচ্ছায় যদি বন্ধক গ্রহীতাকে বন্ধককৃত জমি থেকে উপকার ভোগ করার নিজ থেকে অনুমতি প্রদান করে তবে বন্ধক গ্রহীতvi জন্য উক্ত জমি থেকে উপকার ভোগ করা বা চাষাবাদ করা জায়েয। আর যদি উপকvi ভোগ করা অর্থাৎ চাষাবাদ করা শর্ত ও চুক্তির ভিত্তিতে হয় যা বর্তমানে আমাদের দেশের রেওয়া‡R cwiYZ তা সম্পূর্ণ নাজায়েয।

[দুররে মুখতার কৃত: ইমাম আলাউদ্দীন খাছকাছী এবং রদ্দুল মুহতার, কৃত: ইমাম ইবনে আবেদীন শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি, কিতাবুর রেহন বা বন্ধL AdÉvq]

✍ j¡Sq¡l ®qm¡m

গাউসিয়া কমিটি চন্দনাইশ উপজেলা

◈ fÐnÀ রাত বা দিনের বেলায় মাইকযোগে পবিত্র খতমে কোরআন পড়া জায়েয আছে কিনা?

🕮 Ešl x মাইকযোগে রাতে বা দিনে পবিত্র কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা জায়েয। Z‡e cvkeZx K‡i i"Mx _vK‡j Zvi w`‡K l j¶¨ ivL‡e †hb Zvi Amweav bv nq|

◈ fÐnÀ এখনো অনেক পরিবার আছে ছেলেমেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে পছন্দের ধার ধারেনা। তাদের ইচ্ছানুসারেই ছেলে-মেয়েদের বিবাহ সম্পন্ন করতে চায়। এ জাa£u বিবাহ ইসলামী শরীয়ত মতে শুদ্ধ হবে কিনা?

🕮 Ešl x অনেক ক্ষেত্রে ছেলে-মেয়েদের বয়সের অপরিপক্কতার কারণে বা আবেগতাড়িত হয়ে অনুপযুক্ত ছেলে বা মেয়ে পছন্দ করে বসে, এ ক্ষেত্রে বর-কনের পারিবারিক সমতা ও সামঞ্জস্যতা অনেক সময় রক্ষা হয় না। তাই মা-বাবা বা অভিভাবক এ সব বিয়েতে বাধা দিয়ে থাকেন, নিজ ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ কল্যvZ চিন্তা করে নিজেদের পছন্দ মত পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে অনুNa ছেলে-মেয়েদের উচিত মা-বাবার পছন্দের উপর হ্যাঁ বলা। তাই এ জাতীয় বিয়ে অবশ্যই শরীয়তের দৃষ্টিতে শুদ্ধ। তবে, বালেগ-বালেগা (প্রাপ্তবয়স্কা) যুবক-যুবতীদের বেলায় তাদের সম্মতি একান্তই অপরিহার্য। তাদের সম্মতি ব্যতীত জোরপূর্বক বিয়ে

শাদী ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণে সংগঠিত হবে না। মা-বাবা বা অভিভাবকেcl পছন্দমত ঘরে বিবাহের সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইলেও যুবক-যুবতী ছেলে-মেয়ের pÇj¢a b¡L¡ AhnÉC SI¦l£z

[সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী শরহে সহীহুল বুখারী, শরহে বেকায়া ও হেদায়া "¢eL¡q' AdÉ¡u Caÿ¡¢cz]

✍ jq¡Çjc ¢pl¡Sm Cpm¡j ®Q±dl£

গণী কলোনী, চকবাজার, চট্টগ্রাম

◈ fÐnÀ সুনির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত যেখানে-সেখানে পায়খানা-প্রস্রাব করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কি ধরনের অপরাধ? কোরআন-হাদীসে এর কোন দলীল আছে কিনা? এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত জানালে বাধিত হব।

🕮 Eš l x যত্রতত্র পায়খানা-প্রস্রাব করা অভিসম্পাতের কারণ। ইমাম আবু দাউদ ও নাসাঈ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সারজাম রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, হুজূl আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা তিনটা অভিসম্পাতের কারণ হতে বিরত থেকো। আর তা হল পানির ঘাটে, রাস্তার মাঝখানে এবং গাছের ছায়ায় প্রস্রাব করা।'' -[pe¡¢e e¡p¡D J Bh c¡Fc]

সুতরাং, যেখানে-সেখানে পায়খানা-প্রস্রাব করা শরীয়তের দৃষ্টিতে আল্লাহর ফেরেশতা ও মানুষের অভিসম্পাতের কারণ হয়। এতে পরিবেশ দূষিত হয় এবং সাধারণ মানুষের কষ্টের কারণ হয় ও নানা রোগ-ব্যাধি ছড়ায়। তাই মানুষের চলাচলের পথে, পা¢el ঘাটে, মসজিদের পাশে, কবরস্থানে ইত্যাদি স্থানে পায়খানা- প্রস্রাব করা নিষেধ।

-[সুনানে নাসাঈ, আবু দাঊদ ও মিশকাত শরীফ]

✍ jq¡Çjc jDeŸ£e

Q–N¤Ë ¢hn¢hcÉ¡mu

◈ fÐnÀ মহিলাদের চুল কেঁটে ছোট করার হুকুম কি? স্বামী যদি স্ত্রীকে কাঁধ পর্যন্ত Qm কেটে ফেলতে নির্দেশ দেয়, তখন স্ত্রীর করণীয় কি?

🕮 Eš l x মহিলাদের চুল কেটে ছোট করা জায়েয নেই। চুল কেটে পুরুষের মত আকৃতি ধারণকারী মহিলার উপর আল্লাহর অভিসম্পাতের ভাগী হওয়ার বর্ণনা হাদীp শরীফে বর্ণনা আছে। তদুপরি চুল লম্বা করা মহিলাদের সৌন্দর্য। বিনা প্রয়োজনে উক্ত সৌন্দর্যের প্রতি কুঠারাঘাত করার কারো অধিকার নেই। শরীয়তে নাজায়েয ও নিষিদ্ধকৃত বিষয়ে স্বামী নির্দেশ করলে তার কথা মান্য করা যাবে না।

◈ fÐnÀ মাছ মরে পানিতে ভেসে উঠলে বা পানিতে নামার পর পায়ে মৃত মাছ লাগলে তা তুলে খাওয়া জায়েয হবে কি?

🕮 Eš l x মাছ মরে পানিতে ভেসে উঠলে, যদি তা পঁচে না যায়, তবে ঐ মাছ খাওয়া জায়েয। বা শিকারীর পায়ের আঘাতে মরে যাওয়া মাছ খাওয়াও জায়েয।

আর যদি পঁচে ও ফুলে যায় তা আহারযোগ্য নয়। অবশ্য, ওই মাছ যা রোগজনিত কারণে নিজ থেকে পানির উপর ভেসে ওঠে এমন অবস্থায় যে সেটার পেট hw` আসমানের দিকে থাকে Z‡e এ ধরনের 'সামাক-ই-তাফী' বা ভাসমান মাছ খাওয়া হালাল নয়। হাদীসে পাকে এমন মাছ খেতে নিষেধ করা হয়েছে। -[Lcl£ Caÿ¡¢c]

✍ el¦m Bmj ®qm¡m£

রাজানগর রাণীরহাট কলেজ, রাঙ্গুনীয়া

◈ fÐnÀ একটি জামে মসজিদের মূল ঘরের মেহরাবের উপরে এবং চতুর্পার্শ্বে জানালার মধ্যস্থলে আল্লাহু, মুহাম্মাদু এবং নামাযের কাতারের পেছনের উপরে اَلـــلّٰـــهُ مُحَمَّدٌ লেখা আছে। সেই মসজিদে নামায পড়লে আদায় হবে কিনা?

🕮 Eš l x এতে নামাযের কোন অসুবিধা হবে না। নামায আদায় হয়ে যাবে। Z‡e আল্লাহ্ এবং প্রিয় রাসূলের নাম মোবারক কাতারের পিছনে না লিখে মসজি` i mvg‡b m¤§y‡bi mv‡_ wjL‡e hv‡Z m¤§yb ewא nq|

✍ jq¡Çjc Bhcl Iq¡£j

h¡s£EX¡, pl¡Cm, h¢þZh¡s£u¡

◈ fÐnÀ এক ব্যক্তি তার ছেলেকে অসিয়ত করল যে, 'আমার মৃত্যুর সময় যদি তুমি উপস্থিত থাক তাহলে আমার জানাযার নামায পড়াবে।' এখন প্রশ্ন হল, ছেলেটি A¯hd কাজে লিপ্ত রয়েছে এরপর সে নিজে নিজে তাওবা করে আত্মসমর্পন করল যে, আমি আর কোন দিনই এ কাজ করব না। এখন ছেলেটি যদি জানাযার নামায পড়ায় অর্থ¡v ইমাম হয় তাহলে নামায সহীহ হবে নাকি হবে না? যদি জানাযার নামায সহীহ e¡ qu তাহলে ছেলেটির করণীয় কি?

🕮 Eš l x নিজে নিজে নিষ্ঠার সাথে Zvlev Ki‡e a¡Jh¡qL¡l£l Afl¡d Bõ¡q তা'আলা আপন কৃপায় ক্ষমা করে দেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে- التـــآئــب مــن الذنب كمن لاذنب له অর্থাৎ নিষ্ঠার সাথে গুনাহ্ হতে তাওবাহ্কারী ওই ব্যক্তির ন্যায় k¡l ®L¡e ...e¡q ®eCz ZLb ওই ব্যক্তির পেছনে ইক্তিদা করতে কোন অসুবিধা নেই।

[ফতোয়া-ই-হিন্দিয়া ইত্যাদি।]

✍ jq¡Çjc ¢lu¡S EŸ£e ¢lje

®L¢mnql, f¢Vu¡, Q–N¤Ë

◈ fÐnÀ খৎনা করা কার সুন্নাত এবং সেটা কি আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র আসার আগে ছিল নাকি পরে হয়েছে এবং খৎনা করার বিধান কি? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

🕮 Eš l x Mrনা সুন্নাত। এটা ইসলামের রীতি-নীতির অন্তর্ভূক্ত। সহীহ বুখারী

শরীফে হযরত আবু হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাj আশি বছর বয়সে নিজের খvনা নিজে করেছিলেন।" সুতরাং এতে বুঝা যায়, খre¡ HVw‡K পূর্বেও ছিল। কোন কোন বর্ণনা মতে- হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম হca এ রীতি চালু হয়েছে।

সাত থেকে বার বছর বয়সের মধ্যে খত্না করানো উচিত। ছেলের খত্নার দায়িaÅ পিতার উপর বর্তায়। পিতা না থাকলে দাদা বা ছেলের অভিভাবক খত্না করানে¡l দায়িত্ব পালন করবে। খত্না ইসলামের একটি অন্যতম নিদর্শন। তাই এটা বাংলা i¡o¡u "jpmj¡e£'J hm¡ quz [সুনানে নাসাঈ ও মিশকাত শরীফ ইত্যাদি।]

CEeR

®S¡u¡I¡, h¡c¡j amí, Q¾ce¡Cn, Q–N¤

◈ f ÐÀ আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব দাড়ি ও চুলে হেজাব দেয় এবং বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের হেড্ মাওলানা। আর আমাদের সমাজের কেউ কোরআন শরীফ খতম করার জন্য দিলে না পড়ে বলে, পড়া হয়েছে এবং মুয়াজ্জিনের সাথে ঝগড়া করে। গালি দেয়, বলে শালার পুত। উক্ত ইমামের পেছনে আমরা নামায পড়িনা, একা HL¡ পড়ি। ওই ইমামের পিছে নামায পড়া যাবে কিনা আর হেজাব কে কে করতে পারch বিস্তারিত দলিল সহকারে জানালে উপকৃত হব।

📖 Eš I x ইসলামী শরীয়তে মুজাহিদ বা ইসলামী যোদ্ধা ছাড়া অন্য কারো জন্য দাড়ি ও চুলে কালো রঙের হেজাব দেয়া হারাম। কালো হিজাব দেয়া ইমামের পেছনে bvgvh cov Ges মিথ্যা বলতে অভ্যস্ত ও গালি-গালাজ করে এমন ব্যক্তিকে ইমাম নিযুক্ত করা গুনাহ্। তার পেছনে ইক্তিদা করা মাকরূহে তাহরীমী।

q¡SÅcm¡ ¢ju¡ j¡aî I °Ruc Bqjc

পূর্ব গুজরা মুহাম্মদিয়া জামে মসজিদ কমিটির পক্ষে

◈ f ÐÀ আমাদের মসজিদটি বর্তমানে নির্মাণাধীন। অনেক কাজ এখনো বাকী রয়েছে। তাই আমাদের স্থানীয় একজন প্রবাসীর কাছে কিছু টাকা চাইলে তিনি বললেন: তিনি প্রবাসে যেখানে অবস্থান করছেন সেখানে আরবীদের কাছ থেকে বেশ কিছু ®j¡V¡ অংকের চাঁদা সংগ্রহ করতে পারবেন। উক্ত টাকা হতে তিনি কিছু টাকা পারিশÐL হিসেবে নিতে চাচ্ছেন। শরীয়ত মোতাবেক তাকে আমরা পারিশ্রমিক ও মেহনতের বিনিময়ে টাকা দিতে পারি কিনা? যদি পারা যায় তাহলে প্রতি হাজারে তাকে La V¡L¡ করে দিতে পারি জানালে উপকৃত হব।

📖 Eš I x উপরোক্ত বিষয়ে ইসলামী শরীয়তের ফায়সালা হল, মসজিদ, মাদরাসা,

ইবাদতখানা, খানকাহ্ ইত্যাদি দ্বীনী প্রতিষ্ঠানসমূহে ইসলামের প্রচার-প্রসারের নিমিত্তে হালাল রুজি থেকে দান‾খয়রাত করা, সাহায্য-সহযোগিতা করা নিঃসন্দেহে পুZÉju J সাওয়াবজনক এবং সর্বোপরি ঈমানদারের আদর্শ। পবিত্র কোরআন মজীদে পরম করুণাময় আল্লাহ্ এরশাদ করেন-

اَلَّذِيۡنَ يُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡغَيۡبِ وَيُقِيۡمُوۡنَ الصَّلٰوةَ
وَمِمَّا رَزَقۡنٰهُمۡ يُنۡفِقُوۡنَ

অর্থাৎ প্রকৃত ঈমানদারের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য হল যে, তাঁরা অদৃশ্যের উপর ঈম¡e N¤Z করে আর নামায প্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি যা তাদেরকে রিযক্ দান করেছি তা হতে (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ করে। উল্লেখ্য যে, সামর্থ অনুযায়ী মসজিদের জন্য নিজস্ব তহবিল থেকে দান করা অথবা পরিচিত বন্ধু-বান্ধব ও শুভাকাঙ্খীদের থেকে দান-খয়রাত ও সাহায্য গ্রহণ করা উভয়টা পুণ্যময় ও ইবাদতের শামিল।

সুতরাং কোন মুসলমান প্রবাসী সেখানকার দানবীর মুসলিম আরবীদের থেকে feS দেশের মসজিদ, মাদরাসার উন্নয়নের জন্য চাঁদা ও সাহায্য সংগ্রহ করা ইসলামী দৃষ্টিতে দোষনীয় নয় এবং মসজিদ মাদরাসা তথা দ্বীনী খেদমতের নিয়তে জায়েয J সাওয়াবের কাজ। তবে ভিত্তিহীন কোন মসজিদ মাদরাসা বা দ্বীনী প্রতিষ্ঠানসমূহের নামে প্রতারণামূলক দেশ বা বিদেশ থেকে চাঁদা ইত্যাদি সংগ্রহ করা সম্পূর্ণ ধোঁL¡h¡¢S J হারাম। যেমন- কিতাবুল আশবাহ্ ওয়ান্ নাজায়ের গ্রন্থে বর্ণিত ইসলামী শরীয়তের বিধানসমূহের মধ্যে একটি হল- اَلۡاُمُور بِمَقَصِدِهَا অর্থাৎ কার্যক্রমের হুকুম ও ফলাফল নির্ভর করবে নিয়ত ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে। -[কিতাবুল আশবাহ, ২য় কায়েদা, পৃষ্ঠা ৫৩]

acf¢l استيجار على الطاعات Ab¡v Cj¡ja, Bk¡e, Ju¡S-ep£qa, কোরআন-হাদীসের তা'লীমের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা পরবর্তী ফক্বীহগণের (مُتَأخرين) অভিমত অনুযায়ী মুসতাহ্সান বা জায়েয। যেমন- কিতাবুল আশবাহ্ ওয়ান্ নাযায়ের ২য় কায়েদায় উল্লেখ করা হয়েছে যে,

بل افتى المتقدمون بان العبادات لاتصح الاجارة عليها كالامامة والاذان وتعليم القران والفقه ولكن المعتمد ما افتى به المتأخرون من الجواز ـ هٰكذا فى كتاب الهداية و غيره

আর নেক নিয়তে মসজিদের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে চাঁদা সংগ্রহ করা নেক কাজসমূহের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং ইসলামী শরীয়তের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহের ও সম্মানিত মুফতীগণের অভিমত অনুযায়ী পূর্ব গুজরা মুহাম্মদিয়া জামে মসজিদেi ®Mcja J উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিদেশী দানবীর আরবীদের নিকট থেকে চাঁদা ও সাহায্য সংগÊq করা বৈধ এবং পারিশ্রমিক স্বরূপ সংগ্রহকারীকে মসজিদ ফান্ড থেকে অথবা সংগ্রহLa

অর্থ থেকে পরস্পরের আলোচনা ও সম্মতির ভিত্তিতে কিছু টাকা/অর্থ প্রদান করa শরীয়ত মোতাবেক অসুবিধা নাই।
যেমন- মসজিদের ইমাম, খতীব ও মুয়াজ্জিনকে মসজিদ ফান্ড থেকে খেদমতের বিনিময়ে মাসিক বেতন প্রদান করা হয়।

✍ H.He.Hj.gMl¡Ÿ£e
রোড-৭, পোর্ট কলোনী, বন্দর, চট্টগ্রাম
✧ fÐÀ ওয়াক্ফকৃত মসজিদে¡ সীমানায় বা মসজিদের বারান্দায় ইমাম বা মুয়াজ্জিনের জন্য আলাদাভাবে রুম করে থাকা, খাওয়া ও ঘুম যাওয়া জায়েয কিe¡? সঠিক উত্তর জানতে আগ্রহী।
📖 Eš l x মসজিদের বারান্দাও মসজিদের অন্তর্ভূক্ত। তাই বারান্দা তৈরি হওয়ার পর এবং সেখানে নামায আদায়ের পর সেখানে ইমাম-মুয়াজ্জিনের জন্য রুম নির্মা¡Z করা, তথা ই'তিকাফকারী ছাড়া অন্য কেউ ঘুমানো, পানাহার ইত্যাদি করা নাজায়েয, হারাম ও আদবের পরিপন্থী। অবশ্যই মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত জায়গায় মসজিদ নির্মাণের বা মসজিদে নামায পড়ার স্থান নির্দিষ্ট করার পূর্বে ওই জায়গায় নির্দিষ্ট স্থানে ইমাম- মুয়াজ্জিনের জন্য হুজরা বা কক্ষ তৈরি করা হয় তবে অসুবিধে নেই। কিন্তু মসজিদের সীমানা তথা নামায পড়ার স্থান নির্ধারণ করার পর ওই নির্ধারিত স্¡e মসজিদ হিসেবে পরিগণিত। যদিও বারান্দা হোক না কেন। তাই মসজিদ তথা নামাযের সীমানা নির্ধারিত হওয়ার পর ঐ সীমার মধ্যে ইমাম-মুয়াজ্জিনের জন্য 0l °a¢l Ll¡ যাবে না। করলে তা ভেঙ্গে দিয়ে মসজিদের অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

[রদ্দুল মুহতার, কৃত ইমাম ইবনে আবেদীন শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইত্যাদিz]

fÐÀ ¢Ym¡-LmM hÉhq¡l Ll¡ eh£ Ll£j p¡õ¡õ¡ý Bm¡C¢q Ju¡p¡õ¡j Hl M¡p সুন্নাত বলে সাধারণ লোকের মধ্যেও পরিচিত। কিন্তু কোন কোন আলেম বলে থাকেন যে, এটা সাহাবায়ে কেরাম রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম'র সুন্নাত। সুতরাং যদি ঢিলা-কুmM ব্যতীত সঠিক নিয়মে অজু করে নামায পড়লে বা ইমামতি করলে নামাযের কোন r¢a হবে কিনা তা জানাবেন।
📖 Eš l x পায়খানা-প্রস্রাবের পর ঢিলা নেওয়া সুন্নাত। এটা হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র আমল দ্বারা প্রমাণিত। ঢিলা না নিয়েও পানি দ্বার¡ উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে নামায আদায় করলে বা ইমামতি করলে জায়েয ও শুÜ হবে।-["¢q¢cu¡' CaÉ¡¢cz]

✍ **নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক**
✧ fÐÀ কয়েক বছর আগে আমি একটি ছেলেকে গোপনে বিয়ে করি। সেদিন কাজী সাহেব না থাকায় কাজি সাহেবের ছেলে আমাদের বিয়ের কার্যাদি সম্পাদন করেz L¡S£ সাহেবের ছেলে ছাড়া আর কেউ আমাদের বিয়ের সাক্ষী ছিল না। বিয়ে বলতে আমর¡ শুধু কাজী সাহেবের বিয়ে পড়ানো মোটা খাতাটিতে নাম ঠিকানাসহ সই করে এসেছি। দু'জনের কেউই কবুল বলিনি। বিয়ে রেজিস্ট্রিও করিনি। দশ হাজার টাকা মোql d¡k করা হয়েছে। এমতাবস্থায় বিবাহ জায়েয হবে কি? তাকে স্বামী ভেবে তার সাথে ®cM¡ সাক্ষাৎ বা ঘুরাফেরা করা যাবে কিনা? কোরআন-হাদীসের আলোকে ব্যাখ্যা কl আমাদের উপকৃত করবেন।
📖 Eš l x বিবাহের রুকন হল দুটি। ইজাব তথা প্রস্তাব করা আর কবূল করা বা গ্রহণ করা। বিবাহের পক্ষদ্বয় নারী ও পুরুষদের বা তাদের অভিভাবক অথবা প্রতিনিধিদের ইজাব-কবূল'র মাধ্যমে বিবাহ সংঘটিত হয়। ইজাব-কবূল (প্রস্তাhe¡ -গ্রহণ করণ) মৌখিক অথবা লিখিত আকারেও সম্পাদিত হতে পারে।
আর বিয়ের শর্ত হল: বিবাহে অন্তত দু'জন প্রাপ্ত বয়স্ক ও বুদ্ধিমান মুসলিম পুl¦o Abh¡ HLSe fÐ¡hu¡L J h¤Ü p¢fæ jp¢m j fl¦o Hhw c'Se fÐ¡ hu¡L¡ J h¤Ü p¢fæ¡ মুসলিম নারীকে সাক্ষী থাকতে হবে। বর-কনের স্বেচ্ছাসম্মতিতে বিবাহ অনুষ্ঠিত হতে হবে এবং তাদের ইজাব-কবুল তথা প্রস্তাবনা-গ্রহণকরা সাক্ষীদেরকে নিজ কানে শুনতে হবে। তবে অভিভাবক বা প্রতিনিধির মাধ্যমে বিয়ে অনুষ্ঠিত হলে তা নিজ কানে öe¡ আবশ্যক নয়। সুতরাং বিবাহ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিবাহের রুকন ও শর্তাবলীর কোe একটি অপূর্ণ থাকলে উক্ত বিবাহ শুদ্ধ হবে না।
তাই, প্রশ্নে বর্ণিত বিবাহে সাক্ষীর শর্ত পূরণ হয়নি। তদুপরি বর-কনে কেউ ইS¡h-Lhm (প্রস্তাব-গ্রহণ) সম্পন্ন হয়নি। তাই, এ বিয়েতে বিয়ের শর্ত ও রুকন (ইজাব-কবm) e¡ পাওয়া যাওয়াতে ওই বিয়ে ফাসিদ ও অশুদ্ধ হিসেবে গণ্য হবে। পরবর্তীতে উপযুক্ত² সাক্ষী ও মৌখিক ইজাব-কবুল (প্রস্তাবনা পেশ করা-গ্রহণকরা) সম্পন্নের মাধ্যমে বিয়ে শুদ্ধ করে নিতে হবে। তাই বিয়ে শুদ্ধ না হওয়ার আগে পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রী ভেবে ®cM¡-সাক্ষাৎ ও ঘুরাফেরা করা অবৈধ, নাজায়েয ও গুনাহ্। তদুপরি বেহায়াপনা ও অn£ma¡l e¡j¡¿lz -[®qc¡u¡ J Ej c¡al ¢lBu¡ CaÉ¡¢c]
✧ fÐÀ মেয়েদের হায়েজাবস্থায় অজু করে কি কি আমল করা যাবে? দরূদ শরীফ পড়া যাবে কি? দাঁড়িয়ে, হাঁটতে হাঁটতে, শুয়ে শুয়ে বা দালানে ঠেস দিয়ে বসে দরূদ শরীফ পড়া যাবে কিনা জানালে উপকৃত হব।
📖 Eš l x মহিলাদের ঋতুস্রাবকালে কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফ দেখে দেখে বা মুখস্থ তিলাওয়াত করা হারাম। এমনকি যে কাগজে কোরআনের আয়াত লিখা আছে JC Ù¡e Øfn Ll¡J q¡l¡jz

কোরআন শরীফ ছাড়া অন্যান্য যিক্‌র, দরূদ শরীফ, কালিমা ইত্যাদি পড়া বা ধj£u বই-পুস্তক মনে মনে পাঠ করাতে অসুবিধা নেই। তবে ঋতুস্রাবকালে কুলি বা অজু করে পড়াটা উত্তম। অজু ছাড়া মনে মনে পড়লেও কোন অসুবিধা নেই। আর ঋতুস্রাবকালে নামাযের সময় অজু করে নামায আদায়ের সমপরিমাণ আল্লাহর যিক্‌র ও দরূদ শরীg ইত্যাদি মনে মনে পড়াও জায়েয। দাঁড়িয়ে, চলাফেরা অবস্থায়, দেয়ালে ঠেস লাগিয়ে নিজ সুবিধামত দু'আ-দরূদ অন্তরে অন্তরে পড়াতে কোন অসুবিধা নেই। অবশ্য ®L¡e শিশুকে কোরআন শরীফের কোন আয়াত বা সূরা বানান করে শিক্ষা দেয়া ঋতুস্রাh অবস্থায় অসুবিধা নেই। শর্ত হল, তিলাওয়াতের নিয়্যত করবে না।

[কিতাবুল আশবাহ্ ওয়ান্ নাজায়ের এর ব্যাখ্যাগ্রন্থ গমযু উয়ূনিল বাছায়ের, La Cj¡j ýj¡i£ Bm qie¡g£ রহমাতুল্লাহি আলাইহি, বাহারে শরীয়ত, ২য় খণ্ড ইত্যাদি।]

✍ jq¡¢jc Bhcn nLLl

hMafl, g¢VLR¢s, Q–N䃚

◈ fÐÀ মুসলমানদের হালাল পশু যবেহ করার সময় 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' ছাড়া যদি কোন হালাল পশু যবেহ করা হয় তা খাওয়া কি হারাম হবে? হাদীস-কোরআনের আলোকে বর্ণনা করলে উপকৃত হব।

📖 Eš l x ®k pLm S¿ºJ f¡¢Ml ®N¡na M¡Ju¡ k¡u a¡ q¡m¡m LI¡l pju আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা শর্ত। যবেহ করার সময় 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে যবেহ করবে। যবেহকারী ইচ্ছাকৃতভাবে 'বিসমিল্লাহ্' বলা ছেড়ে দিলে ওই যবেহকৃত প্রাণী মৃত হিসেবে পরিগণিত হবে। তার গোশ্‌ত খাওয়া যাবে না। তবে ভুলবশতঃ 'বিসমিল্লাহ্' না বললে উক্ত যবেহকৃত জন্তু খাওয়া যাবে।

[শরহে বেকায়া ও বাহারে শরীয়ত, যবেহ্ অধ্যায় ইত্যাদি।]

◈ fÐÀ jpm¡e jpm¡e i¡C i¡Cz k¢c ®L¡e jpm¡e ¢eS jpm¡e i¡C HI দোকান থেকে মাল ক্রয় না করে অমুসলিম হিন্দুর দোকান থেকে ক্রয় করে যে মালগুলো তার জন্য কি হারাম, নাকি নাজায়েয? আলোচনা করলে উপকৃত হব।

📖 Eš l x এক মুসলমান অপর মুসলমানের দ্বীনী ভাই। তাই দ্বীনী ভাইয়ের সাহায্য-সহযোগিতার প্রতি খেয়াল রাখা, তাঁর উন্নতি কামনা করা অপর মুসলমানের পবিত্র দায়িত্ব। তাই, মুসলমান ভাইয়ের দোকান থেকে মালামাল খরিদ করা তাI fa সাহায্য সহযোগিতার নামান্তর। এ নিয়্যতে মুসলমান ভাইয়ের দোকান থেকে মা¡m¡j¡m ক্রয় করা অবশ্য সাওয়াবজনক। তেমনি ব্যবসায়ী মুসলমান ভাইকেও ক্রেতার প্রতি নিছক মুনাফা লাভের নিয়্যতে নয় বরং সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে মুসলমান ভাইয়ের সাথে লেনদেন করা উচিত। দ্রব্যমূল্য ঠিক রাখা সঠিক পরিমাণে ওজন করা তথা কোন প্রকারে যেন ক্রেতাসাধারণ ক্ষতির সম্মুখীন না হন, সেদিকে একজন সৎ মুসলিম

ব্যবসায়ীর সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তাই মুসলমানের ব্যবসা-বাণিজ্যের কল্যাণ J উন্নতির চিন্তা করে এক মুসলমান অপর মুসলমানের দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে ক্রয় করা সাওয়াবজনক ও কল্যাণকর। তবে, হিন্দুর দোকান থেকে নগদ বা বাকীতে হালালদ্রব্য ক্রয় করলে তাও জায়েয হবে। এতে কোন অসুবিধা নেই। হিন্দুর সাথে এ প্রকার হালাল ব্যবসায়িক লেন-দেন করা জায়েয।

[ফাতওয়ায়ে রেজভিয়া, ১০ খণ্ড, বেচা-কেনা অধ্যায়, কৃত: ইমাম আহমদ রেজা খ¡e Iqj¡aõ¡q B¢m¢q Ca£¡¢cz]

✍ HCQ.Hj.Bhcm B¢SS

E.®O¡e¡I f¡s¡ (h¡q¡IL¡Q¡), I¡j, L„h¡S¡I

◈ fÐÀ কোন মসজিদের ইমাম বর্তমানে বিবাহের উপযুক্ত। তবে এই ইমাম বেশি করে যৌতুক নিয়ে বিয়ে করার প্রত্যাশায় রয়েছেন বলে প্রকাশ। এখন প্রশ্ন, ¢k‡aL নিয়ে বিয়ে করেছে বা করবে, এ ধরনে ইমামের পেছনে ইক্তিদা করা কতটুকু nI£ua p¢ja?

📖 Eš l x বর্তমান সমাজের একটি বিশেষ কুপ্রথা হল যৌতুকের আদান-প্রদান। যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি। বস্তুতঃ পাত্র পক্ষের তরফ থেকে পাত্রীপক্ষের নিকV যৌতুকের দাবী করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। চাপ সৃষ্টি করে কোন উপঢৌকন গ্রহণ LI¡ মূলত যুলুমেরই নামান্তর। এরূপ চাপসৃষ্টি করে অন্যকে বাধ্য করে অর্থ সম্পদ J আসবাবপত্র গ্রহণ করতে হাদীস শরীফে নিষেধ করা হয়েছে। প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন اَلَا لَا تَظْلِمُوْا لايحل مال اَمْرِئ الا بطيب نفس منه ـ (رواه البيهقى فى شعب الايمان) Ab¡v ""p¡hd¡e! ®a¡j I¡ kmj করোনা। জেনে রেখো কোন মানুষের মাল কারো জন্য তার সন্তুষ্টি ব্যতীত হাm¡m eu''

[h¡uq¡L¡Ö"Bhm Dj¡e; ¢jnL¡a nI£g, 255 fù¡]z

তাই যৌতুক নিয়ে বিয়ে করা বা যৌতুক দাবী করা একজন ইমামের চরিত্র হওয়¡ E¢Qa নয়। এমন চরিত্র পরিহার করা ইমাম ও একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য উচিত। এ ধরনের ইমামের পেছনে যদিও নামায আদায় করা শুদ্ধ হয়ে যাবে কিন্তু এ জাতীয় Q¢lœ পরিহার না করলে উক্ত ইমামের প্রতি মুসল্লীগণের আস্থা অবশ্যই নষ্ট ও ক্ষুন্ন হবেz k¡ পরবর্তীতে উক্ত ইমামের ইমামতি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে।

◈ fÐÀ আমাদের কাবা ঘর পশ্চিম দিকে। তাই আমরা পশ্চিম দিকে হয়ে নামায পড়ি। অন্যান্য দেশগুলো উত্তর- দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে আছে তারা কোন দিকে নাম¡k পড়ছে। ঃ

📖 Eš l x যে দেশে যে দিকে কাবা অবস্থিত সে দিকেই নামায আদায় করতে হবে। অর্থাৎ কাবাকে সামনে নিয়েই নামায আদায় করা ফরজ। তাই, আমরা বাংলাদেশী, ভারতবাসী ও পাকিস্তানের লোকেরা পশ্চিম দিকে কাবা অবস্থিত হওয়ায়, পশ্চিম দিকে নামায পড়ে থাকি।

✍ jq¡Çjc S¢pj EŸ¢e

®MJs¡, Lph¡, h¢Æ Zh¡s£u¡

◈ fÐÀx আমাদের গ্রামে জামে মসজিদের মধ্যে শুক্রবারে জুমার আযানের পর যে ®M¡vh¡ f¡W LI¡ qu HC BIh£ ®M¡vh¡I ®L¡e h¡wm¡ aISj¡ LI¡ que¡z HLSe হুজুর বলেছেন যে ফরজ নামাযের আগে তরজমা করা নাকি সুন্নাতের বরখেলাফ হয়z তাই, আমাদের গ্রামের প্রত্যেক সাধারণ মানুষ জুমা বারের খোৎবার বাংলা আলোচনা থেকে বঞ্চিত। তাই, নামাযের পূর্বে খোৎবার বাংলা তরজমা বা আলোচনা করা জায়েয আছে কিনা? কোরআন-সুন্নাহর আলোকে জানালে খুবই উপকৃত হব।

🕮 Eš I x জুমার ও দু'ঈদের খোৎবা আরবীতে দেয়া সুন্নাত। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও তাবয়ে তাবেঈন হতে যুগ যুগ ধরে এ ধারা চলে আসছে। আরবী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় জুমা ও দু'ঈদের খোৎবা দেয়া মাকরূহ। তাই নিজ নিজ মাa i¡o¡u খোৎবার আলোচনা মুসল্লী সাধারণকে বুঝিয়ে দেয়ার নিমিত্তে জুমার খোৎবার আগে বা নামাযের পরে অনুবাদ করা বা শরীয়তের বিধি- বিধান নিয়ে আলোচনা করা সুন্নাতের খেলাফ নয়। দলীল বিহীন এ ধরনের মনগড়া ফতোয়া দেয়া অজ্ঞতা ও মুর্খতার নামান্তর। বরং প্রত্যেক দেশে খোৎবার পূর্বে নিজ নিজ মাতৃভাষায় খোৎবার aISj¡ সম্মানিত মুফতী, আলিমগণ করে আসছেন। তাতে মানুষ উপকৃত হচ্ছে। এটা উত্তম পন্থা ও আমল। পবিত্র হাদীস শরীফে এরশাদ হচ্ছে مـاراه المُسْلِمُوْن حَسناً فَهُوَ عِنْدَ الـلّـــه حَسَــنٌ। অর্থাৎ ''মুসলমানদের কাছে যা উত্তম, আল্লাহর কাছেও তা উত্তম।'' সুতরাং, জুমার মূল আরবী খোৎবার পূর্বে উপস্থিত মুসল্লীদের উদ্দেশে মূল আIh£ খোৎবার বঙ্গানুবাদ করা ও নসীহত স্বরূপ কোরআন-সুন্নাহর আলোকে তাক্বরীর-বu¡e পেশ করাতে শরীয়ত মোতাবেক কোন অসুবিধা নেই। তবে খোৎবার Avhv‡bi পূর্বে চার রাকাত 'ক্বলাল জুমুআ' সুন্নাত নামায আদায়ের সুযোগ প্রদান করবে।

✍ p¡e¢Sc¡ e¡Se£e M¢L

কালালিয়া কাটা, হোয়ানক, মহেশখালী, কক্সবাজার

◈ fÐÀx দুই নর-নারী একে অপরকে ভালবেসেছিল। একে অপরকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এক সময় মেয়ের অভিভাবক ছেলের অভিভাবকের নিকট প্রস্¡h দিল। ছেলেটি G কথা শুনে মেয়ের থেকে পালিয়ে গেল। এখন মেয়ে কি মনে মনে তাকে স্বামী বলে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারবে? না অন্য দিকে বিয়ে বসবে? cu¡ করে জানালে খুশী হব।

🕮 Eš I x fÐ huL, pÙ c'Se f I¦o h¡ HLSe f I¦o J c'Se e¡I£I সাক্ষীতে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক পাত্র- পাত্রীর ক্ষেত্রে বিয়েতে পরস্পরের সম্মতি তথা ইজ¡h-

কবুল (প্রস্তাব-গ্রহণ)এর মাধ্যমে বিয়ে শুদ্ধ হয়। তাই কেউ কাউকে বিয়ে করবে বললে বা বিয়ের প্রস্তাব দিলে বা প্রস্তাব নিয়ে গেলে ইসলামী শরীয়তের মতে বিয়ে h¡ ¢eL¡q সংগঠিত হয় না। তদুপরি বিয়ের প্রস্তাব শুনে পাত্র পালিয়ে যাওয়া, এ বিয়েতে a¡I অসম্মতির পরিচায়ক। তাই, এ ক্ষেত্রে পাত্রী ওই পলাতক পাত্রকে মনে মনে স্বামী মনে করা এবং তাকে স্বামী ভেবে নিজের মূল্যবান জীবন-যৌবন নিঃশেষ করার কোন যৌক্তিকতা নেই এবং এটা সমর্থনযোগ্যও নয়। এ সব দুঃচিন্তা থেকে মুক্ত হওu¡ pÙ জীবন-যাপন করা প্রত্যেকেরই উচিত। সুতরাং, উক্ত মহিলা অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে BhÜ হওয়াতে শরীয়ত মোতাবেক কোন অসুবিধা নেই। দেখুন: শরহে বেকায়া, হেদাu¡, ¢eL¡q Adÿ¡u CaÉ¡¢cz

◈ fÐÀx মুসলমানদের জন্মদিন পালন করা এবং জন্মদিন উপলক্ষে খাওয়া-দাওয়া জায়েয আছে কিনা?

🕮 Eš I x আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে নিজের বা নিজ সন্তান-সন্ততির জন্মদিবস পালন করা জায়েয। তবে জন্মদিন পালন করতে গিয়ে অনৈসলামী রীতি-নীতি যেমন- কেক কাটা, জীব-জন্তুর আকৃতিতে কেক তৈরি করা, মোমবাa জ্বালিয়ে ফুঁক দিয়ে নিভানো, অশ্লীল নাচ-গানের আসর, যুবক-যুবতীদের অবা¡d ¢hQIZ ক্ষেত্র সৃষ্টি করা ইত্যাদি নাজায়েয। হুজূরে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ Abঁv: ""®k hÉ¢š² ®L¡e S¡¢al pcnÉ¡ অবলম্বন করে সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত''-(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত শরীফ, ৪৫৪ পৃষ্ঠা)। সুতরাং, জন্মদিনের শুভমুহূর্তে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতঃ কোরআন nl£g তিলাওয়াত, যিক্‌র-আয্‌কার, দু'আ- দরূদ পড়া বা মাহফিলে মিলাদের ব্যবস্থা LI¡z গরীব- মিসকীনকে দান-খয়রাত আহার করানো ও আত্মীয়- স্বজনদের প্রতি সদ্ব্যবহারের নিমিত্তে তাদেরকে দাওয়াত করা ইত্যাদি নেক আমল আদায়ের মাধ্যমে জন্মদিবস পালন করা অবশ্য জায়েয ও সাওয়াবজনক। এটা মূলতঃ আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া আদায়ের নামান্তর। যেমন- রসূল আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক সোমবার দিবসে নফল রোযা আদায়ের মাধ্যমে শুকরিয়া আদ¡u করেছেন। -pq£q jp¢mj nl£g CaÉ¡¢c

✍ মুহাম্মদ খালেকুজ্জামাল

°cm¡I f¡s¡, LahSj, L„h¡S¡I

◈ fÐÀx আমি একজন প্রবাসী। একটি ফাস্টফুডের দোকানে কাজ করি। আমার অনেক দায়িত্বের মধ্যে একটি হচ্ছে, মাঝে-মধ্যে খাবার প্যাকেট কাস্টমারের বা¡s পৌঁছে দেওয়া। অনেক সময় কাস্টমাররা প্যাকেটের মূল্য পরিশোধ করার পর feS

ইচ্ছায় আরও কিছু টাকা বখশিশ দিয়ে থাকেন। প্রত্যাখ্যান করা যায় না, নারাজ হয়ে যায়। অনেক কাস্টমাররা টিপস দেওয়ার সময় কিছুই বলে না। আবার অনেকেই বলে দেয় যে, এটা তোমার জন্য। সাধারণ টাকা হচ্ছে টিপস এর টাকা ড্রাইভাররা পাবেন, মালিক এর থেকে কিছুই দাবী করতে পারবে না। প্রশ্ন হচ্ছে- এই টাকা কি আমার বা আমার পরিবারের জন্য ব্যবহার করা জায়েয হবে? টিপস বা বখশিশ দেওয়া বা গ্রহণ করা শরীয়তে জায়েয কিনা? অনুগ্রহ করে শরীয়তের আলোকে জানতে চাই।

📖 Eš l x মালিক পক্ষের যদি এ টাকার উপর কোন দাবী না থাকে এবং এটা তার পণ্যের মূল্য না হয়; বরং সেখানকার প্রচলিত নিয়মমত ক্রেতা এ টাকা বখশিশ হিসেবে ড্রাইভার বা পণ্যবাহককে দিয়ে থাকে তবে, ঐ টাকা তার জন্য হালাল। এ সব ক্ষেত্রে বখশিশ গ্রহণ করা ও প্রদান করা জায়েয। পণ্য বাহককে পণ্যের মূল্যের অতিরিক্ত যে টাকা দেয়া হয় তা' মূলতঃ বাহককে খুশী করার জন্যই দেয়া হয়। বিচারক বা কাজীর জন্য বাদী- বিবাদী কারো পক্ষের বখশিশ গ্রহণ করা জায়েয নেই। এ ছাড়া অন্য যে বিষয়ে কেউ কাউকে খুশী করতে বখশিশ দেয়া ও গ্রহণ করা জায়েয।

তবে, বর্তমান সরকারী-বেসরকারী অফিস-আদালতে বখশিশের নামে গোপনে বা প্রকাশ্যে টাকা গ্রহণ অবশ্যই ঘুষ তথা হারাম পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত। যেহেতু উক্ত টাকা এক প্রকার দাবী করে উসূল করার মতই; যা না দিলে কাজ-কর্মের ফাইল বন্দী হয়ে থাকে। অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হয় না। এ ধরনের বখশিশ শরীয়ত সমর্থিত নয়; বরং সম্পূণ হারাম। তবে হ্যাঁ, কোন কাজে বা দায়িত্ব আদায়ে খুশী হয়ে একজন আরেকজনকে দাবী করা ছাড়া কিছু প্রদান করলে তা বখশিশ-হাদিয়া স্বরূপ গ্রহণ করা যাবে।

[শরহে মুসলিম, কৃত: ইমাম মহিউদ্দীন যাকারিয়া নবভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইত্যাদি]

🔶 f ĐÀx কিছুদিন আগে আমরা কয়েক বন্ধু মিলে এক ভ্রমণে গিয়েছি। সেখানে যোহরের নামায আদায়ের জন্য ক্বিবলা নির্ধারণ করতে গিয়ে ব্যর্থ হলাম। কারণ, আকাশ ছিল সম্পূর্ণ মেঘে ঢাকা। জিজ্ঞাসা করার মত কোন লোকও পাওয়া যাচ্ছিল না। এমতাবস্থায়, আমাদের করণীয় কি?

📖 Eš l x কোন ব্যক্তি যদি কোন স্থানে কিবলার দিক নির্ণয় করতে না পারে, এমন কোন মুসলমানও নেই যে, তাকে বলে দেবে। মসজিদের মেহরাবও নেই, চন্দ্র-সূর্য উদিত হয়নি অথবা উদিত হয়েছে সঠিকভাবে দিক নির্ণয় করতে পারছে না। এমতাবস্থায় সে চিন্তা করবে। ক্বিবলার ব্যাপারে অন্তর যেদিকে স্বাক্ষ্য দেবে সেদিকে মুখ করে নামায আদায় করবে। তার জন্য সেটাই ক্বিবলা। চিন্তা করে অন্তরের সাক্ষ্য মতে নামায পড়লো; পরে জানতে পারল যে, ক্বিবলার দিকে নামায পড়েনি, নামায হয়ে যাবে। ওই নামায পুণরায় পড়তে হবে না। চিন্তা করা ছাড়া যে কোন দিকে নামায পড়ে নিলে নামায হবে না। [শরহে বেকায়া, হেদায়া, ফাতহুল কাদীর, সালাত অধ্যায় ইত্যাদি।]

✍ **jqi¢jc j¡Jccl Iqj¡e**

ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

🔶 f ĐÀx হস্তমৈথুন করলে গুনাহ্ হয় কি? দলীলসহ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

📖 Eš l x হস্তমৈথুন হারাম। এ কর্মের কারণে পূর্ববর্তী একটি উম্মতের উপর Bõ¡ql NSh J n¡¢Ù G‡m‡Q। পবিত্র কোরআনে বিবাহিত স্ত্রী অথবা শরীয়ত সম্মত দাসীর সাথে শরীয়তের বিধি মোতাবেক কামনা-বাসনা পূর্ণ করা ব্যতীত কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার অন্য কোন পথ নেই। এরশাদ হচ্ছে: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ Abj¡v ®k (B fe Ùú J j¡¢mL¡e¡d£e c¡p£ R¡s¡) Aeÿ ¢LR কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘণকারী। -[pl¡ j¢je, Bu¡a- 7]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ তাফসীরকারক হস্তমৈথুনকে হারাম বলে অভিমত ব্যক্ত করেন [তাফসীরে কুরতুবী, বাহরে মুহীত, খাযাইনুল ইরফান ও নূরুল ইরফান ইত্যাদি]

উল্লেখ্য, গুনাহ্'র সর্বোচ্চ পর্যায় হল 'হারাম'। সুতরাং, হস্তমৈথুন বড় গুনাহ্। তবে, মাসআলা না জানা বা অজ্ঞতার কারণে প্রবৃত্তির তাড়নায় উক্ত গর্হিত কাজ দু'একবার করে বসলে মাসআলা জানার পর বিশুদ্ধ অন্তকরণে তাওবা করবে। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল। তবে একে অবহেলা করা এবং এ ধরনের কুকর্ম বার বার করা মারাত্মক অপরাধ। আল্লাহ্ সবাইকে হেদায়ত দান করুন; আ-মীন।

🔶 f ĐÀx আমরা জানি সগীরা গুনাহ্ বার বার করতে থাকলে তা কবীরাহ্ গুনাহ্তে পরিণত হয়। কিন্তু কবীরাহ্ গুনাহ্ বার বার করতে থাকলে তার পরিণতি কি হবে?

📖 Eš l x h¡l h¡l Lh£l¡q ...e¡qL¡l£l ®no f¢lZ¡j Aaÿ¿ iu¡hq qJu¡l আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে সতর্কতা ও সজাগ দৃষ্টি অপরিহার্য।

✍ **গাজী মুহাম্মদ হাশেম খান**

উপদেষ্টা: আল্লামা গাজী শেরে বাংলা স্মৃতি সংসদ

পুটিবিলা, মহেশখালী পৌরসভা, কক্সবাজার

🔶 f ĐÀx মরহুম আলী হোসেন এর তিন কানির মত জমি আছে। তার কোন সন্তান নেই। তার স্ত্রী বেঁচে আছে। এখন তার সম্পদের মালিক দাবী করছে ৮জন; ৩ ছেলে, ৪ মেয়ে ও স্ত্রী। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী মরহুম আলী হোসেন'র সম্পদ থেকে কে কতটুকু পাবে জানালে উপকৃত হব।

📖 Eš l x বর্ণনাকারীর বর্ণনা যদি সত্য হয়, মরহুম আলী হোসেনের মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি থেকে তার কাফন-দাফন, কর্জ ও এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত আদায়ের পর তার যাবতীয় সম্পত্তিকে ৮০ ভাগে ভাগ করে তন্মধ্যে তার স্ত্রী পাবে 10 ভাগ, ৩ পুত্র সন্তানের প্রত্যেকে পাবে ১৪ ভাগ করে আর ৪ কন্যা সন্তানের প্রত্যেকে পাবে ৭ ভাগ করে। এ হিসেবে মরহুমের তিন কানি সম্পত্তিসহ অন্যান্য সকল সম্পত্তি ভাগ করা যাবে। -(সিরাজী, কুদূরী, 'ফরায়েজ' অধ্যায় ইত্যাদি)

◈ f‡ÐÀx পায়ে মেহেদী দেওয়া জায়েয আছে কি? অনেকে বলে আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুন্দরের জন্য দাড়িতে মেহেদী দিয়েছেন। এখন fL পায়ে মেহেদী দিলে কোন গুনাহ্ হবে না। জানালে খুশী হব।

📖 Eš l x মেয়েদের জন্য হাতে-পায়ে মেহেদী লাগানো জায়েয। পুরুষের দাড়ি ও চুলে মেহেদীর হিজাব লাগানো জায়েয। কিন্তু হাতে-পায়ে মেয়েদের মত মেহে€ ®cu¡ পুরুষের জন্য জায়েয নেই। বরং মাকরূহ। [মিরকাত ও মিরআত শরহে মিশকাত শরীফ ইত্যাদি।

✍ gnv¤§` Ave`j AwRR

ce evi Lvbb, (fivcKi cvo), Av‡bvqviv, PÆMvg

◈ ckt মসজিদে দুনিয়াবী কথা বললে কী ক্ষতি হয়? একটি মসজিদে চল্লিশ বছরের আরেকটি মসজিদে চল্লিশ দিনের ইবাদত নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথা লোকশ্রুত আছে| G cm‡½ GKRb Bgvg‡K wR‡Ám Kiv n‡j wZwb `B †i l qv‡q‡Z `B iK‡gi eYbv আছে বলে উল্লেখ করেন। কোনটি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

📖 DËit cweÎ †KviAv‡b cig Ki"Yvgq Gikv` K‡ib وان المساجد لله فلا تــدعـوا مــع الـلــه احــدا...الاية অর্থাৎ নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্যে (অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতের জন্যই প্রতিষ্ঠিত)। সুতরাং সেখানে আল্লাহর সাথে অন্য কাD‡K AvnŸvb K‡ivbv|Ó

D³ Avqv‡Zi e¨vL¨vq dKxn I gRZvnx`MY e‡j‡Qb, gmwR‡` Ab_K, Ac‡qvRbxq, †eû`v `wbqvex K_v-evZv ejv nvivg Ges ¸bvn| wcq im j সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রসঙ্গে এরশাদ করেন-

مـن تكلم بكلام الدينا فى خمسة مواضع احبط الله تعالٰى منه عبادة اربعين سنة الاول فـى المسجد والثانى فى تلاوة القران والثالث فى وقت الاذٰن والرابع فى مجلس العلمآء والخامس فى زيارة القبور ـ (الحديث)

Ò‡h e¨w³ পাঁচ স্থানে দুনিয়াবী (বাজে কথাবার্তা) বলবে আল্লাহ্ তা'আ jv Zvi আমলনামা হতে চল্লিশ বছরের ইবাদত মিটিয়ে দেবেন। প্রথমতঃ মসজিদে, দ্বিতীqZt †KviAvb wZjvIqv‡Zi mgq, ZZxqZt Avhv‡bi mgq, PZ_Zt n°vbx Ijvgv‡q †Kiv‡gi gRwj‡m, cÂgZt Kei whqvi‡Zi mgq|Ó

সুতরাং, মসজিদে দুনিয়াবী ও বাজে কথা-বার্তা বললে চল্লিশ বছরের ইবাদত bó n‡q যাওয়ার বর্ণনা হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। চল্লিশ দিনের নয়।

[আত্ তাফসীরাতুল আহমদিয়া, কৃতঃ মোল্লা আহমদ জিওয়ন রহমাতুল্লাহি AvjvBwn, côv- 724]

✍ Zvm jxgv AvLZvi

রাজাপাড়া, শাকতলা, কোতোয়ালী, কুমিল্লা

◈ ck t cwZ gv‡m Avgvi ixwZgZ nv‡qR nq| gv‡S g‡a¨ `ÔGKw`b ev`vgx i‡Oi gZ †`Lv hvq| GwU _vKvKvjxb bvgvh cov hv‡e wKbv; co‡j †Kvb ¸bvn n‡e wK? Rvbv‡j Lkx ne|

📖 DËi t nv‡q‡Ri iO ev`vgx, nj‡`, jvj BZ¨w` i‡Oi n‡Z cv‡i| nv‡qR Ae¯vq bvgvh, †ivhv I †KviAvb kixd wZjvIqvZ I ¯úk Kiv nvivg| nv‡qRKvjxb mg‡qi bvgv‡hi †Kvb KvRv †bB| wKš †ivhvi KvRv cieZx‡Z Avek¨Kxq| AZGe, nv‡qR Ae¯vq bvgvh cov hv‡e bv, co‡j ¸bvnMvi n‡eb| উল্লেখ্য, তিনদিনের কম ও দশদিনের বেশি হলে রোগ হিসেবে ধরতে হবে এবং G mg‡q KvRvKZ bvgvh Aek¨ Av`vq Ki‡Z n‡e|

✍ gnv¤§` †nv‡mb

wW.wm.†ivW, cwðg evKwjqv, PÆMvg

◈ ck t Avgiv GKUv gvhvi kixd‡K †K›` K‡i cwZ gv‡m GKevi LZ‡g MvDwmqv kixd Av`vq K‡i _wK| Avgiv K‡qKRb heK wg‡j D³ gvhvi †K‡›` gvMixe I Gkvi bvgvh Av‡k-cv‡ki gmwR‡`i Avhvb ØvivB BKvgZ mnKv‡i RvgvZmn Av`vq K‡i _wK| ck GUvB, D³ Rvgv‡Zi Rb¨ wb‡R‡`i Avhv‡bi c‡qvRb c‡o wK? Avgiv mbx gZv`‡k wekvmx| ewZj wdiKvi †cQ‡b bvgvh f‡j I cwobv wKš mgm¨v GLv‡b, `‡i KvR Kivi †nZ Av‡kcv‡ki mbx gmwR` bv _vKvq, ev‡Zj †diKvi †cQ‡b igRv‡bi Zvivfxnmn Ab¨vb¨ Iqw³qv bvgvh cov hv‡e wK?

📖 DËi t Av‡k-cv‡ki gmwR‡`i Avhvb ïbv †M‡j IB Avhvb Øviv RvgvZ Av`vq Kiv Rv‡qh| Z‡e Rvgv‡Zi Rb¨ bZb K‡i Avhvb †`qv g¯vnve I cY¨gq| †R‡b-ï‡b †Kvb ewZj wdiKvi Abmvix Bgv‡gi †cQ‡b BKwZ`v Kiv Rv‡qh †bB| BKwZ`v K‡i _vK‡j IB bvgvh Av`vq n‡e bv, cbivq Av`vq Ki‡Z n‡e|

✍ gnv¤§` †Lvi‡k` Avjg

dwUKPv‡`i evox, †cvcw`qv, †evqvjLvjx, PÆMvg

◈ ck t Avgiv †h †KvievbKx Kwi, †Kvievbx cïi bwofwo Ges cv‡qi wb‡Pi Ask A_vr cv‡qi Li †L‡Z cwibv †Kb, G‡Z wK Amweav Av‡Q? Bmjv‡gi `wó‡Z GUv Rv‡qh Av‡Q wKbv Rvb‡Z PvB|

📖 DËi t bwofwo LvIqv‡K dKxnMY gvKi|‡n Zvnixgv e‡j‡Qb| cv‡qi Li LvIqv‡Z Amweav †bB| -[dvZIqv‡q †iRwfqv BZ¨w`]

✍Gb. Gg. hv‡Ki"j Bmjvg R‡qj

ˆZq¨weqv gv`ivmv, P›`‡Nvbv, iv½bxqv, PÆMÖvg

⟐ck t hw` Kv‡iv †ewk mšÍvb fwgó n‡q‡Q Ges mšÍvb‡`i mwk¶vi e¨e¯'v Ki‡Z I fiY-†cvlY Pvjv‡Z A¶g n‡q ‡M‡Q| GgZve¯'vq hw` Av‡iv AwaK mšÍvb fwgó bv nIqvi Rb¨ Jla e¨envi ev jvB‡Mkb Kiv m¤ú‡Ü †KviAvb-nv`x‡mi Av‡jv‡K Av‡jvPbv Ki‡j DcKZ ne|

📖DËi t mšÍv‡bi fiY-‡cvlY I mwk¶v w`‡Z bv cviv BZ¨vw`i f‡q Rb¥wbqšY c×wZ MnY Kiv bvRv‡qh| wih‡Ki gvwjK ivhhvK A_vr gnvb রিয্কদাতা আল্লাহ্। অবশ্য কম সময়ের ব্যবধানে এবং প্রচুর সন্তান প্রসব হওqvi Kvi‡Y gv I wkïi ¯^v¯'¨ I kvixwiK Ae¯'v Lvivc n‡j ZLb Rb¥wbqšY c×wZ MnY Kiv Rv‡qh| Z‡e G e¨vcv‡i Aek¨B mZK _vK‡Z n‡e †hb Jla e¨env‡ii d‡j M‡fi mšÍvb †hb bó bv nq| Jla e¨env‡ii gva¨‡g M‡fi mšÍvb B"QvKZ bó Kiv A‡bK eo ¸bvn|

উল্লেখ্য যে, গর্ভধারণের ১২০ দিন তথা চারমাস পূর্ণ হবার পর গর্ভের সন্তাcbi g‡a¨ আল্লাহর হুকুমে রূহ প্রদান করা হয়। তখন ঔষধ সেবনের মাধ্যমে গর্ভ নষ্ট করা Rvb bó KiviB bvgvšÍi| Zv KL‡bv kixq‡Z Ab‡gw`Z bq| Z‡e gv RwZ Ges †Kv‡ji `»‡cvl¨ mšÍv‡bi kvixwiK ¶wZ n‡Z evPvi Rb¨ we‡kl c‡qvR‡b Mfavi‡Yi 120 w`‡bi c‡eB Jla †me‡bi gva¨‡g Mf bó Kiv dKxnMY ˆea e‡j d‡Zvqv c`vb K‡i‡Qb|

[মা লা বুদ্দা মিনহু, কৃতঃ কাজী সানা উল্লাহ্ পানিপথী রহমাতুল্লাহি আলাBwn BZ¨vw`|]

⟐ck t wKQ w`b c‡e ÔgvÕ Avgv‡`i †Q‡o P‡j †M‡Qb wPiw`‡bi Rb¨| Avwg gv‡qi Zvnjxj c‡owQ| wKš' ¸‡Y †`wLwb| Z‡e Zvnjx‡ji msL¨v `Ôj‡¶i †P‡qI †ewk n‡e| GLb Avgvi Zvnjxjw‡U wK Av`vq n‡e? Avi gv‡qi bv‡g nR Kiv hv‡e wKbv?

📖DËit G‡Z Zvnjxj Av`vq n‡q hv‡e| gingv gv‡qi c¶ n‡q nR Av`vq Kiv Rv‡qh I A‡bK cY¨gq|

✍gnv¤§` Ave`j Kv‡`i

Kv‡`wiqv Zv‡nwiqv mwbqv gv`ivmv, wLjMvI, XvKv-1219

⟐ck t Avgv‡`i †`‡k Avgiv A‡bK iKg Uwc gv_vq w`‡q _wK| wKš' Gi g‡a¨ †Kvb iKg Uwc Lvm mbvZ? Avwg Rwb AvU cKvi Uwc gv_vq †`Iqv mbvZ, কিন্তু এর মধ্যে পাঁচ কল্লি বিশিষ্ট টুপি নেই। সাতক্ষীরায় দেখেছি, সুন্নিরা পাঁচ কল্লি wewkó Uwc gv_vq †`q| wKš' Avgiv †`B bv| ewj GUv Invex‡`i †jevm| K_vUK mZ¨ wKbv, †KviAvb-nv`x‡mi Av‡jv‡K we¯—wiZ Rvbv‡j wPiKZÁ _vKe|

📖DËi t সাধারণতঃ টুপি পরিধান করা সুন্নাত। হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টুপি পরিধান করতেন। যে টুপি মাথা ঢেকে ফেলবে এমন টুপি পiavb করবে। ছয়/পাঁচ কল্লি বা চাঁদ টুপি ইত্যাদি পরিধানে কোন বাধা নেই।

✍gnv¤§` KvDQvi"j Gbvg

ˆmq`evox, iv½bxqv, PÆMÖvg

⟐ck t Avgiv Rwb ¯vgx KZK ¯x‡K ZvjvK †`Iqvi ci ¯x Zvi ¯vgxi Øviv MfeZx Av‡Q wKbv Zv wbiƒc‡Yi Rb¨ ¯x‡K BÏZ cvjb Ki‡Z nq| GLb ck n‡"Q ¯vgx hw` Zvi ¯x‡K †i‡L we‡`‡k P‡j hvIqvi QÔgvm ci †Kvb Kvi‡Y Zvi ¯x‡K Zvjvk †`q, Zvn‡j Zvi ¯x‡K ÔBÏZÕ cvjb Ki‡Z n‡e wKbv? Avi Gw`‡K ¯xi MfeZx nIqvi †Kvb j¶YI bvB ev MfeZx nqwb| Rvbv‡j ewaZ ne|

📖DËi t wZb ZvjvK ev ¯vgxi gZ¨RwbZ Kvi‡Y weevn eÜb wQb nIqvi ci †h mgqmxgvi g‡a¨ †Kvb bvix cbivq weevn eÜ‡b Ave× n‡Z cv‡i bv, Zv‡K BÏZ e‡j| mnxn ev dvwm` weev‡ni †¶‡Î mnevm ev wbRb wgj‡bi ci weevn we‡"Q` n‡j Aek¨B BÏZ cvjb Ki‡Z n‡e| Aek¨ weev‡ni ci ¯vgx-¯x ci®úi wbRb wgjb (†`Lv-mv¶vZ) A_ev mnev‡mi c‡e weevn we‡"Q` nq, G †¶‡Î BÏZ cvjb Kivi c‡qvRb †bB| mZivs, ïa AvK` nIqvi ci ¯vgx-¯x wbR‡b GKwÎZ nIqv ev mnevm Kiv Qvov we‡`‡k P‡j †M‡j, Zvici hw` ZvjvK †`q Z‡e ¯xi Rb¨ BÏZ cvj‡bi c‡qvRb †bB| wKš' AvK` nIqvi ci ¯vgx-¯x wbRbK‡¶ ev wbRb ¯v‡b GK gn‡Zi Rb¨I GKwÎZ n‡j A_ev mnevm K‡i _vK‡j Avi G mnev‡m M‡f mšÍvb Rb¥ †nvK ev bv †nvK meve¯'vq ZvjvKcvßv ¯x‡K Aek¨B BÏZ cvjb Ki‡Z n‡e| ewjMv bvix hvi wbqwgZ FZmve nq Zvi BÏZKvj wZb nv‡qR| nv‡qR Ae¯'vq ZvjvK †`Iqv n‡j BÏZKvj n‡e Zvi c‡ii wZbwU cY nv‡qR| [wmb`qv BZ¨vw`]

✍BqvQwgb AvLZvi cwj ✍‡iwRqv cvifxb

✍Rwgjv AvLZvi mvg

KZeRg Ad-‡mvi nvB¯‹j, g‡nkLvjx, K· evRvi

⟐ck t Avgiv mbx AvKx`vcšx c‡ii wbKU evqÔAvZ MnY K‡iwQ| Avgiv Rwb, cxi mv‡n‡ei wbqwgZ meK cvjb Kiv ZwiKZcšx‡`i Rb¨ diR| Avgv‡`i ck, mvaviYZ ev‡jMv gwnjvi nv‡qR, †bdvm I Bw¯nvRv Ae¯'v nq| ZLb wK AcweÎ Ae¯'vq meK Av`vq Ki‡Z cvie? AbMn K‡i Rvbv‡eb| gv`ivmv, ¯‹j I K‡jR BZ¨vw` wk¶v cwZôv‡b Aviex I BmjvwgK BwZnvm

BZ¨w` eB co‡Z nq| mvaviYZt gwnjv‡`i nv‡qR, wbdvm I Bw¯nvRv Ae¯vq H ai‡bi Bmjvgx wKZve Z_v eB-cÎ ¯úk Ki‡Z cvie wKbv?

📖**DËi t** nv‡qR-wbdvm Ae¯vq †KviAvb gRx` †`‡L †`‡L ev gL¯' cov Ges cweÎ †KviAv‡bi ev †KviAv‡bi †Kvb AvqvZ wjwLZ KvMR ¯úk Kiv nvivg ev ¸bvn| †KviAvb gRx` e¨ZxZ Ab¨vb¨ whKi-AvhKvi, K‡jgv kixd, `iƒ` kixd BZ¨w` cov Rv‡qh| AR ev Kwj K‡i cov DËg| Ggwb co‡j I †Kvb ¶wZ †bB| nv‡qR-‡bdvm m¤úbv gwnjv †KviAvb kixd wk¶v †`Iqvi mgq cwZwU kã wbtkvm †f‡½ cov‡e| Avi evbvb K‡i cov‡j †Kvb Amweav †bB| Z‡e †KviAvb kixd ¯úk Ki‡Z cvi‡e bv|

nv‡qR ev wbdvmm¤úbv gwnjv bvgv‡hi mgq AR K‡i GZUK mgq chš— আল্লাহর যিক্‌র-আযকার, দু'আ-দরূদ ও অন্যান্য ওয়াজীফায় নিয়োজিত থাকে hZUK mgq bvgvh co‡Z mgq jv‡M| †hb Af¨vmUv eRvq _v‡K| ZvB †KviAvb kix‡di AvqvZ ev miv e¨ZxZ ZviK‡Zi Ab¨vb¨ wbKi-AvhKvi, `ôAv-`iƒ` nv‡qR-‡bdvm I AcweÎ Ae¯vq g‡b g‡b co‡Z †Kvb Amweav †bB|

Avi †h me agxq eB-c¯‡K †KviAv‡bi D×wZ i‡q‡Q ïa IBUK ¯vb nv‡qR Ae¯vq ¯úk Ki‡e bv| ewK ¯vb ¯úk Ki‡Z †Kvb Amweav †bB|

-[`i‡i gLZvi I d‡Zvqv‡q wn›`qv BZ¨w`]

✍gnv¤§` bi"j Awgb

cwUqv, PÆMvg

◈**ck t** hw` †Kvb e¨w³ wel ev dvm †L‡q gZ¨ eiY K‡i Zvn‡j H e¨w³i Rvbvhv cov Ges H e¨w³‡K †Mvmj †`Iqv Ges Kv‡di †Zvjv Ges Kei †`Iqv Rv‡qh Av‡Q wKbv?

📖**DËi t** wel ev dvm †L‡q †KD AvZ¥nZ¨v Ki‡j Zv‡K †Mvmj †`qv, Kvdb civ‡bv, gmjgv‡bi Ke‡i `vdb Kiv BZ¨w` AvZ¥nZ¨vKvixi RxweZ AvZ¥xq-¯Rb, Zv‡`i Abcw¯wZ‡Z cvov-cwZ‡ekx gmjgvb‡`i Dci diR| Z‡e GjvKvi Rgv gmwR‡`i Bgvg ev GjvKvi wewkó Av‡jg AvZ¥nZ¨vKvixi Rvbvhvi bvgvh cov‡e bv| †hb AvZ¥nZ¨vi Kdj m¤ú‡K Ab¨ me †jv‡Kiv mRvM nq| AvZ¥nZ¨v Kexiv ¸bvn| ciKv‡j G ¸bvni kw¯— AZ¨š— fqven| ZvB AvZ¥nZ¨vi gZ RNY¨ cvc †_‡K †e‡P _vKv mK‡ji DwPZ|

◈**ck t** Rvbvhv bvgv‡h Pvi ZvKex‡ii †k‡l mvjvg †di‡bvi mgq Wvb w`‡K wdi‡j Wvb nvZ †Q‡o w`‡Z nq Avi evg w`‡K wdi‡j evg nvZ †Q‡o w`‡Z nq -G iKg wbqg Av‡Q wK? Avi nvZ bv Qvo‡j Rvbvhv bvgvh mnxn n‡e wKbv ev †Kvb ¸bvn n‡e wKbv nvZ bv Qvo‡j? `qv K‡i Rvbv‡eb|

📖**DËi t** Rvbvhvi bvgv‡h PZ_ ZvKexi ejvi ci †Kvb `ôAv cov Qvov `B nvZ †Q‡o mvjvg wdiv‡e| (d‡Zvqv‡q AvgRv`xqv BZ¨w`)

✍Gm.Gb.†R.Avjg

DËi Kij‡W½v, †evqvjLvjx, PÆMvg

◈**ck t** বিভিন্ন মসজিদে দেখা যায়, মুসল্লীরা কোন ওজর ছাড়াও দু'জানু হয়ে না e‡m Pvi Rvb n‡q e‡m| Avgvi ck nj, Giƒc emvi e¨vcv‡i †KviAvb- nv`x‡mi Av‡jv‡K †Kvb wewa-weavb Av‡Q wKbv? hw` _v‡K mwe¯v‡i Rvbv‡j mevB DcKZ ne|

📖**DËit** gmwR` ev †Kvb cxi-ehM e¨w³i mvg‡b GKvš— Av`‡ei mv‡_ `ôRvb n‡q bvgv‡h emvi gZB em‡e| nvU Z‡j KK‡ii gZ emv‡K wcqbex সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপছন্দ করেছেন। তাই কুকুরের মত করে বসে bv| gmwR‡` ev evB‡i meve¯vq G cKvi KKi ˆeVK emv wb‡la| IRi ev ¯v¯¨MZ Kvi‡Y `ôRvb n‡q †ewk¶Y emv m¤e bv n‡j `ôcv wewQ‡q ev Pvi Rvb n‡q emv‡Z †Kvb Amweav †bB|

✍GBP.†K.Gg.eLwZqvi ûmvBb wmivRx

IqvBRicvov, evKwjqv, PÆMvg

◈**ck t** hw` †Kvb gmwR‡` wbw`ó Bgvg _v‡K †Kvb c‡qvR‡b A_vr AR, cmve I cvqLvbv, mKv‡j Ng †_‡K RvMZ bv nIqvi `i"Y 2/5 wgwbU wej¤ n‡j এমতাবস্থায় ইমাম সাহেবের অনুমতি ব্যতিরেকে মু'আয্‌যিন বা কোন মুসল্লী bvgvh cov‡j bvgvh n‡e wK? hw` bv nq bvgvh wdwi‡q co‡Z n‡e wKbv †KviAvb-nv`x‡mi Av‡jv‡K Rvbv‡j Lwk ne|

📖**DËi t** gmwR‡` mwbw`ó Bgvg wbh³ _vK‡j IB Bgvg hw` weï× AvKx`vavix bvgv‡hi gvmAvjvmgn AeMZ I weï× wKiAvZ cv‡V m¶g nb Ges Zvi †_‡K †Kvb cKvk¨ ¸bvni KvR msMwVZ bv nq Z‡e Ggb mwbw`ó Bgv‡gi AbgwZ Qvov Ab¨ †KD BgvgwZ Kiv DwPZ bq| KviY, gmwR‡`i mwbw`ó BgvgB ইমামতির অধিক উপযোগী। যেমন- দুররে মুখতার গ্রন্থে উল্লেখ আছে ঃ امـــــــام المسجد الراتب اولٰى بالامامة من غيره مطلقًا ..الخ. وفى رد المختار من التاتارخانية مايفيد المنع ان ام بلا اذن A_vr ÒgmwR‡`i mwbw`ó BgvgB BgvgwZi Rb¨ AwaK Dch³| Zvi AbgwZ Qvov Ab¨ Kv‡iv BgvgwZ wbwl×|Ó ZvB, gmwR‡` wbawiZ Dch³ Bgvg _vK‡Z Ab¨ Kv‡iv BgvgwZ Kiv AbwPZ| Z‡e IB Bgv‡gi AbgwZ‡Z Ab¨ †KD bvgvh cov‡j †Kvb Amweav †bB| AR,

cvqLvbv, cmve ev wb`v †_‡K wej‡¤ RvMZ nIqvi Kvi‡Y hw` Bgvg mv‡ne gmwR‡` Dcw¯Z n‡Z wej¤ K‡i Avi G wej‡¤i `i"b Rvgv‡Zi g¯vnve mgq P‡j bv hvq Z‡e `Ô/cvP wgwbU Bgv‡gi Rb¨ wej¤ Ki‡e| Z‡e Bgv‡gi Rb¨ বিলম্ব না করে মুয়াজ্জিন বা অন্য মুসল্লী যিনি নামায পড়াতে সক্ষম ইমামের AbgwZ wb‡q bvgvh cwo‡q w`‡j D³ bvgvh ïx n‡q hv‡e| wKš †Kvb KviY ekZ †hgb AR, cvqLvbv, cmve ev wb`v †_‡K wVK mg‡q RvMZ bv nIqvi Kvi‡Y Bgv‡gi Rb¨ 2/5 wgwbU A‡c¶v Kiv Aek¨B DwPZ| Avi Bgvg mv‡n‡ei I DwPZ Rvgv‡Zi wbawiZ mg‡qi cwZ †Lqvj ivLv| ZvB Av‡M-fv‡M Rvgv‡Zi Rb¨ Bgv‡gi c¯wZ †bqv DwPZ| Rvgv‡Zi wbw`ó mg‡qi ci 2/5 wgwbU †`wi Kivi অভ্যাস ইমাম সাহেব থেকে প্রায় সময় দেখা গেলে এতে ইমামের প্রতি মুসল্লী`i আস্থা কমে যায়। তবে ঘটনাচক্রে হঠাৎ এরূপ বিলম্ব হলে এতে ২/৫ মিনিট ইমা‡gi Rb¨ A‡c¶v Kiv ˆbwZK `wqZ| [`i‡i gLZvi I ZvZvi Lwbqv BZ¨w`|]

◈ck t bvgv‡hi g‡a¨ hw` Bgvg mv‡n‡ei AR †f‡½ hvq Avgiv Rwb †cQb থেকে একজন মুসল্লী ইমামের জায়গায় দিয়ে দেয়। এই মুসল্লী যদি 'মাসবূক' ev Ôjv‡nKÕ nq| GgZve¯vq gvmeK wKfv‡e bvgvh cov‡e Ges jv‡nK wKfv‡e bvgvh cov‡e kixq‡Zi Av‡jv‡K Rvbv‡j Lwk ne|

📖DËi t †Kvb KviY ekZt bvgv‡hi g‡a¨ Bgv‡gi bvgvh f½ n‡q †M‡j বাকী নামায পড়ানোর জন্য পেছন থেকে কোন যোগ্য মুসল্লীকে ইঙ্গিতে খলিফা wbh³ Ki‡e †h ïi" †_‡K Bgv‡gi mv‡_ bvgv‡h kwgj wQj (A_vr g`wiK) Zv‡K Lwjdv wbh³ Kiv DËg| hw` Bgvg mv‡ne ÔgvmeKÕ A_vr Bgv‡gi GK ev GKwaK ivKvZ Av`v‡qi ci †h e¨w³ bvgv‡h kwgj n‡q‡Q Ggb e¨w³‡K Lwjdv wbh³ Ki‡j, ZLb Bgvg †hLv‡b †kl K‡i‡Q gvmeK †mLvb †_‡KB ïi" Ki‡e| Bgv‡gi bvgvh cY Kivi ci mvjvg wdiv‡bvi Rb¨ †Kvb g`wiK‡K (A_vr whwb bvgv‡hi c_g †_‡K wQ‡jb) mvg‡b GwM‡q †`‡e| wZwbB mvjvg †div‡eb| IB gvmeK Zvi ïi"i w`‡Ki Q‡U hvIqv bvgvh Ôg`wiKÕ Bgvg n‡q mvjvg †div‡bvi ci Av`vq K‡i †b‡e|

hw` †Kvb Ôjv‡nKÕ g³v`x A_vr Bgv‡gi mv‡_ bvgvh ïi" Kivi ci †Kvb KviY বশতঃ সম্পূর্ণ রাকাত বা কয়েক রাকাত যে মুসল্লীর বাদ পড়লো এমন লাহেক g³v`x‡K Ljxdv wbh³ Ki‡j ZLb ûKg nj ZLb †m Rvgv‡Zi w`‡K Bkviv করবে যেন প্রত্যেক মুসল্লী আপন অবস্থায় থাকে। এখন প্রথমে লাহেক তার জিম্§vq ev` cov bvgvh cY K‡i Bgv‡gi ewK bvgvh cwicY Ki‡e| hw` c_‡g Bgv‡gi bvgvh cY K‡i †`q Z‡e mvjv‡gi c‡e Ab¨ KvD‡K Lwjdv evbv‡e †m mvjvg

wdwi‡q bvgvh †kl Ki‡e| jv‡nK Zvi Aewkó bvgvh Av`vq Ki‡e| GUvI জায়েয। উল্লেখ্য যে, এ সংক্রান্ত মাসআলাগুলো অত্যন্ত জটিল। এতদসংক্রান্ত gvmAvjv¸‡jvi wek` eYbv Ôevnv‡i kixqZÕ 3q LÊ, Lwjdv wbh³ Kivi eYbv e½vbev` ev gj D`Mš †`Lvi Ab‡iva iBj|

[AvjgMxix, iÏj gnZvi, `i‡i gLZvi, d‡Zvqv‡q †iRwfqv, i"K‡b `xb BZ¨w`|]

✍মুহাম্মদ আবদুল মালেক

L¡e¡Cj¡c¡I£, Q¾ce¡Cn, Q–NË

◈ f‰À পুরাতন মসজিদ ভাঙ্গার পর মসজিদের তলার মাটি নতুন মসজিদের তলায় ব্যবহার করা যাবে কিনা? জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

📖EšI x পুরাতন মসজিদ ভাঙ্গার পর মসজিদের তলার মাটি নতুন মসজিদে বিশেষ প্রয়োজনে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু ওই মাটি মানুষের চলাচলের পথে, পায়খানায়, প্রস্রাবখানায় ইত্যাদি ভরাট করা যাবে না।

´f‰À বর্তমানে প্রচলিত বিভিন্ন কোম্পানির বা সমিতির লটারি কুপন ড্র দিচ্ছে। এগুলো ইসলামী শরীয়ত মতে বৈধ কিনা? জানতে আগ্রহী।

📖EšI x লটারি এক প্রকার জুয়া। কারণ, জুয়া খেলার মত এখানেও এক পক্ষের বিজয় হয় আর অন্য পক্ষের পরাজয় nq। তদুপরি লটারি ক্রেতার কেউ জানেন্ না যে, হার-জিত কার হবে। বরং প্রত্যেকেই জেতার আশা পোষণ করে। আর কুম্মার (قُمَّارٌ) জুয়ার মূল অর্থও তাই। যেমন- 'তাফসীরে সাভী'তে উল্লেখ আছে যে, **قوله القمار من المقامرة وهى المغالبة لان كلًّا يريد المغالبة لصاحبه** Ab¡v (قُمَّارٌ) LÇ¡I শব্দের অর্থ হল বিজয়ী হওয়া। কেননা, প্রত্যেকেই চাই বিজয়ী হওয়ার জন্য।

-[a¡gp£I-C p¡i£, 1j M™, 263 fù¡]

পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ জুয়া সম্পর্কে বলেন- **يايها الذين اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالانصاب وَالازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبُوْه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ** Ab¡v ®q Dj¡ec¡INZ! jc, Su¡, j¢a Hhw i¡NÉ ¢eZ¡uL phC Af¢hœ nua¡e£ কাজ। সুতরাং তা থেকে বেঁচে থাক, যাতে তোমরা সফলতা লাভ করো।

-[pÉl¡ j¡-Cc¡q, Bu¡a 90]

ইমাম ইবনে আবেদীন শামী রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'রদ্দুল মুহতার' G জুয়ার প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, **سمّى القُمّار قمارا لانه كل واحد من المقامرين ممن يريد ان يذهب ماله الى صاحبه ويريد ان يستفيد مال صاحبه وهو حرام بالنص ـ (رد المحتار، ج٢، ص٤٠٣)** অর্থাৎ জুয়া এ জন্য বলা হয় যে, প্রত্যেক জুয়াড়ী চায় তার প্রতিপক্ষের সম্পদ চলে যাক এবং প্রতিপক্ষের মাল দ্বারা সে উপকৃত হোক; যা হা¡I¡jz

-[IÝm jqa¡l, 2u M™, fù¡ 403]

সুতরাং, লটারি জুয়ার সাথে সাদৃশ্য হওয়ার কারণে তা হারাম। কাজেই লটারিকে সাধারণ জিনিস মনে করা এবং একে জনকল্যাণমূলক কাজের নিমিত্তে জায়েয মনে করা কোনক্রমেই ঠিক নয়। বাহ্যিক দৃষ্টিতে যদিও এতে কিছুটা উপকার আছে বcm মনে হচ্ছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ হচ্ছে জুয়া, ধোঁকা ও প্রতারণাপূর্ণ। কোন মহৎ কাজের জন্য নাজায়েয তরীকা অবলম্বন করা কোনভাবেই বৈধ নয়। জনকল্যাণের ধোঁয়া তুলে মানুষের টাকা হাতিয়ে নেয়াই এসব লটারির লক্ষ্য। তাই ধোঁকা ও প্রতারণার কারণে জুয়ার সাথে লটারি ব্যবসার সম্পূর্ণ মিল। কাজেই শরীয়তের দৃষ্টিতে লটারি হ¡l¡j J ...e¡qz

তবে দেশ-বিদেশে বিভিন্ন অত্যাধুনিক মার্কেটসমূহ পণ্যের বাজার ও মার্কেট চ¡m Ll¡ এবং ক্রেতাদের আকর্ষণ ও মনোযোগ সৃষ্টির নিমিত্তে লেনদেন ও বেচা কেনার স¡ju ক্রেতাসাধারণকে কিছু কুপন দেয়া হয়, যা কোন টাকার বিনিময়ে দেয়া হয়না, ®L¡e নির্দিষ্ট পরিমাণে খরিদ করলেই উক্ত কুপন দেয়া হয়। পণ্য সামগ্রীর মূল্য যথানিয়মে নেওয়ার পর উক্ত কুপন বিনা পয়সায় এমনি দেওয়া হয়; যা পরবর্তীতে ড্র হওয়াl fl বিজয়ীদেরকে বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করা হয়। যেমন নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে প্র¡CShäz যা ব্যাংকে প্রদান করলে তৎক্ষণাৎ টাকা ফেরৎ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে প্রাইজবä XÊ হলে বিজয়ীদেরকে বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করা হয়। ওই নিয়মে যদিও সকলেই পুরস্কa হয় না, তবে কোন পক্ষ লোকসানের ভাগীও হয় না। সুতরাং, তা' হারাম পর্যায়ে অন্তর্ভূক্ত হবে না। কিন্তু নির্দিষ্ট টাকার বিনিময়ে যে সব লটারি নেয়া হয়, যাতে উক্ত টাকা ফেরৎ পাওয়া যায় না। বিধায় তা জুয়ার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত। যা শরীয়ত মোতা¢hL pÇfZ ...e¡q J A¯hdz [তাফসীরে সাভী ও রদ্দুল মুহতার ইত্যাদি।]

✍ j ja¡Sm qL ®Q±dl£

75 M¡aeN", Q–N¢

◈ f**ÐÀ** মেয়েরা সচরাচর হাতের আঙ্গুলে মেহেদী লাগায়। যদি পায়ের আঙ্গুলে মেহেদী লাগায় তবে কোন গুনাহ্ হবে কি?

🕮**Eš l x** মেয়েদের জন্য হাতে-পায়ে মেহেদী ব্যবহার করা জায়েয। পায়ে মেহেদী ব্যবহারে করা কোন দোষ বা গুনাহ্ নেই। কিন্তু পুরুষের জন্য হাতে-পায়ে মেহেদী ব্যবহার করা নাজায়েয ও গুনাহ্। এমনকি ছোট ছেলে সন্তানের হাত-পায়েও মেহেদী লাগাবে না; তাতে যে লাগিয়ে দিবে তার গুনাহ্ হবে। [Bm¡jN£l£ Ca¡¢cz]

✍ ¯puc jq¡Çjc B¢epl lqj¡e

¢je¢Sl£am¡ (j¡Jm¡e¡ h¡s£), h¡nM¡m£, Q–N¢

◈ f**ÐÀ** কোন মানুষ মারা যাওয়ার পর (দাফনের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত) যে সকল কার্যাদি

সম্পন্ন করা হয়। যেমন- গোসল দেওয়া, তার পার্শ্বে বসে কোরআন তিলাওয়াত কl¡, কাফন পড়ানো, জানাযার নামায পড়া এসব কার্যাদি কি মৃতব্যক্তি উপলব্ধি করa পারেন? যে, তার ছেলে-মেয়েরা কোরআন তিলাওয়াত করছে, কারা তাকে গোসল দিচ্ছে, কে তাঁর নামাযে জানাযার ইমামতি করছে? কোরআন হাদীসের দৃষ্টিতে জানতে BN¢z

🕮**Eš l x** মানুষের মৃত্যুর পর ওই ব্যক্তি তাঁর গোসলদাতা, কাফনপরিধানK¡l¡ M¡V বহনকারী এবং তার জানাযায় উপস্থিত সকলকে চিনেন ও তাদের কথা শুনেন। যেqa রূহের কোন মৃত্যু নেই। যেমন- পবিত্র হাদীসে উল্লেখ হয়েছে যে, **وعن ابى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ انّ الميت يعرف من يغسله ويحمله ومن يكفنه ومن يُدْلِيْه فى خفرته- (المسند لاحمد بن حنبل، جلد ٣، صفحة ٢، المعجم الاوسط للطبرانى، جلد٧، صفحة ٢٥٧** Ab¡v qkla Bh সাঈদ খুদরী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু Bm¡C¢q ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় মৃত ব্যক্তি চিনে কে তাকে গোসল দিচ্ছে, ®L তাকে বহন করছে, কে তাকে কাফন পরাচ্ছে এবং কে তাকে কবরে রাখছে।

-[pœx gসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২, মু'জামুল আওসাত্ব তাবরানী, ৭ম M™, 257 fù¡]

তাই, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হল মৃত ব্যক্তি দাফনের পূর্বে ও পরে সবাইকে চিনেন ও দেখেন এমনকি কেউ তাকে সালাম করলে তার সালামের উত্তরও দেয়। কিন্তু জীবিত মানুষ ও জ্বীন তা উপলব্ধি করতে পারে না। এ ব্যাপারে আল্ল¡j¡ Chem L¡¢uÉj ü£u l¢Qa "¢La¡hl l¡q'H, Cj¡j S¡m¡mŸ£e pua£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q ü£u l¢Qa "nlýp pcl' Bl Bõ¡j¡ q¡jcõ¡q c¡Sh£ "¢La¡hm h¡p¡Cl' -এ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, তাব'-এ তাবেঈন এবং আউলিয়ায়ে কামিলীনের বরাত ও উদ্ধৃতি সহকারে একথা প্রমাণ করেছেন যেন, আল্লাহর মাকবূল ও প্রিয় বান্দাদের মধ্যে অনেকেই ইন্তিকালের পর আল্লাহ্ প্রদত্ত বিশেষ ও অলৌকিক ক্ষমতা বলে কথাও বলেছেন। ইমাম মুহিউদ্দীন যাকারিয়া নবব£ রহমাতুল্লাহি আলায়হি সহীহ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে বিশিষ্ট তাবিঈ i¡we ইবনে খেরাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইন্তিকালের পর গোসল দেওয়ার সময় কথাবার্তা বলার ও q¡¢p দেওয়ার বর্ণনা গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করেছেন। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবL¡n নেই। এমনকি কাফির, বেদ্বীন-বেঈমান পর্যন্ত মৃত্যুর পর জীবিতদের কথা-বাতা öe¡ মর্মে ইমামুদ্ দুনয়া ও আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস মুহাম্মদ ইবনে ইসমাDm hM¡l£ রহমাতুল্লাহি আলায়হি সহীহ বুখারী শরীফের কিতাবুল মাগাযী অধ্যায়ে রসূলে BLlj সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[শরহে মুকাদ্দামাহ-ই মুসলিম, কৃতঃ ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলায়হি; 'শা lýp pcl' Lax Cj¡j S¡m¡mŸ£e pua£ lqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q; Cj¡j B"m¡ qkla Bqjc ®lk¡ lqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q La "q¡u¡am j¡Ju¡a g£ h¡u¡¢e ¢pj¡Fm BpJu¡a' Hhw pq£q hM¡l£, ¢La¡hm j¡N¡k£ Ca¡¢cz]

✍ jq¡¢jc el¦m Cpm¡j

রায়পুর, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম

✧ f-ÐÀ আমাদের বাড়িতে গাছ ও টিন দ্বারা নির্মিত পুরাতন একটি ইবাদতখানা আছে। এক লোক একে জামে মসজিদ করে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব করেন। কিন্তু ইবাদতখানার জায়গার মালিক মসজিদের নামে জায়গা ওয়াক্ফ করার জন্য রাজি euz আমরা পার্শ্ববর্তী জমিনে মসজিদ নির্মাণ করেছি। এখন প্রশ্ন হল- গাছ এবং টিনগুলো দ্বারা মকতব ঘর নির্মাণ করা যাবে কিনা এবং পুরাতন ইবাদতখানার জায়গা খা¢m থাকার কারণে আমাদের কোন গুনাহ্ বা ক্ষতি হবে কিনা? জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

📖EšI x পুরাতন ইবাদতখানার প্রকৃত মালিক যদি ওই জায়গা আল্লাহর ওয়াস্তে খালেস নিয়্যতে ইবাদতখানা বা মসজিদের নামে ওয়াক্ফ বা দান না করে (লিMa h¡ মৌখিক) তবে তা শরীয়ত সমর্থিত মসজিদ বা ইবাদতখানারূপে স্বীকৃতি পাবে ন¡z সুতরাং, ওই পুরাতন ইবাদতখানার পুরাতন কাঠ ও টিন প্রকৃত মালিকের অনুম¢a সাপেক্ষে মকতব বা অন্য পবিত্র জায়গায় লাগাতে পারবে। প্রকৃত মালিকের অনুমfa ছাড়া লাগানো যাবে না।

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত স্থানে দীর্ঘদিন যাবৎ পাঞ্জেগানা নামায আদায়ের দরুন JC জায়গাকে সম্মান করা, অপবিত্র না করা বরং পবিত্রতা রক্ষা করা এলাকাবাসীর ঈম¡e£ কর্তব্য। তবে পুরাতন ইবাদতখানার প্রকৃত মালিক জায়গাটি মসজিদ বা ইবাদতখ¡e¡l জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে পূর্বে বা পরে দান বা ওয়াক্ফ না করলে তবে ওই স্থানে j¡¢mL স্বীয় ঘর-বাড়ি, অফিস-আদালত হিসেবে বা প্রয়োজন ব্যবহার করতে পারবে। আর k¢c পূর্বে বা পরে ওই স্থানকে ইবাদতখানা বা মসজিদের নামে দান বা ওয়াক্ফ করলে। (মৌখিক হোক বা লিখিত হোক) তা কখনো দোকান-পাট, ঘর-বাড়ি স্বীয় দুeu¡h£ কাজে ব্যবহার করা যাবে না। অবশ্যই গুনাহ্গার হবে।

[ফতোয়া-ই হিন্দিয়া ও রদ্দুল মুহতার, মসজিদ অধ্যায় ইত্যাদি।]

✧ f-ÐÀ নেসাব পরিমাণ টাকা ব্যাংকে জমা থাকলে যাকাত দেওয়ার সময় ঘরের অলঙ্কারাদির (যা নেসাব পরিমাণ হয়নি) মূল্য নির্ধারণ করে ব্যাংকের জমা টাকার সাথে যুক্ত করতে হবে কি না?

📖EšI x কারো নিকট কিছু নগদ টাকা, কিছু স্বর্ণ বা রৌপ্যের অলঙ্কারাদি থাকলে আর পৃথক পৃথকভাবে কোনটারই নিসাব পরিমাণ যদি না হয়। এমতাবস্থায় ওই ¢ƒ¢h¢d ধরনের মোট মূল্য নিসাব পরিমাণ তথা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্যের pj¡e হলে এর যাকাত আদায় করা ফরজ। অন্যথায় ফরজ নয়। [দুররে মুখতার ও হিন্দিয়া ইত্যাদি।]

✍ jq¡¢jc Bhcp ö‚l

gj¡LÅ¡ Bkj Cpm¡¢ju¡ p¢æu¡ j¡cl¡p¡, hMa¡l, g¢VLR¢s

✧ f-ÐÀ মুসলমানদের যে সব প্রাণীর গোস্ত খাওয়া হালাল তা যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম ছাড়া যবেহ করলে খাওয়া কি হারাম না হালাল? আমাদের গ্রামে Cf¡ÒVÊ ফার্মের মধ্যে হিন্দু ছেলে দোকানে চাকরি করে। তার হাতে যবেহ্ করা মুরN£ M¡Ju¡ ¢L হারাম ? তা বর্ণনা করলে উপকৃত হব।

📖EšI x ইচ্ছাকৃত আল্লাহর নাম না নিয়ে যবেহ্ করলে ওই যবেহকৃত পশু মুসলমানের জন্য হালাল নয়। তবে অনিচ্ছাকৃত ভুলক্রমে আল্লাহর নাম না নিয়ে ®L¡e মুসলমান কোন হালাল প্রাণী যবেহ করলে ওই যবেহ্কৃত পশু খাওয়া জায়েয। অhnÉ কোন অমুসলিম কর্তৃক (আল্লাহর নাম নিলেও ওই) যবেহ্কৃত পশু খাওয়া হারাম। কারণ, যবেহ্কারীর জন্য মুসলমান হওয়া শর্ত। তাই মুসলিম যবেহ্কারী যদি 'তাসমিয়া' (বিস্মিল্লাহ্) উচ্চারণ করতে জানে এবং যবেহ্ করার নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিত থাকে তবে তার যবেহ্কৃত প্রাণীর গোশ্ত খাওয়া হালাল। যদিও সে অপ্রাপ্তবয়স্ক অথবা পাগল অথবা স্ত্রীলোক হোক না কেন। তাই কোন হিন্দু বা Ajp¢m¢j কর্তৃক যবেহ্কৃত পশুর গোশ্ত খাওয়া হারাম।

[আল্ মুখতাসারুল কুদূরী, হেদায়া, ফাতহুল কাদীর ইত্যাদির 'যবেহ' অধ্য¡uz]

✍ jq¡¢jc el p¡m¡j p¢Sh

pl¡Cm, hÉ¡Zh¡s£u¡

✧ f-ÐÀ আমি কোন দোকানে গিয়ে ১০০ টাকার পণ্য কিনে বিক্রেতাকে ৫০০ টাকা দিলাম সে আমাকে আরও ৪৮০ টাকা ফেরত দিল। আমি টাকা নিয়ে বাড়িতে আসার পর দেখলাম যে, আমাকে আরো ৮০ টাকা বেশি দিয়েছে। এখন ওই টাকা ফেরত ন¡ দিলে হাশরের দিন আমাকে কি ওই টাকার হিসেব দেওয়া লাগবে ?

📖EšI x অবশ্যই ওই অতিরিক্ত টাকা ফেরত দিতে হবে। জেনে-শুনে ওই টাকা M¡Ju¡ ®œ²a¡l Se£ LLb ও জায়েয হবে না। বরং হারাম। ইচ্ছাকৃত উক্ত টাকা ফেরত না দিলে অথবা সওদাগর থেকে ক্ষমা চেয়ে না নিলে তা' থেকে কখনও মুক্ত হওয়¡ যাবে না। কারণ, বান্দার হক বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহ্ও ক্ষমা করেন্ না।

✍ jq¡¢jc je£l ®Q±dl£

পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম

✧ f-ÐÀ এক ব্যক্তি তার ছেলের শাশুড়িকে বিয়ে করেছে। যথারীতি পুত্রবধুও তার ঘরে বিদ্যমান। এ বিষয়ে কোরআন-হাদীসের আলোকে ফায়সালা কি হবে জানিয়ে বাধিত করবেন।

📖EšI x ছেলের শাশুড়ি অর্থাৎ বেহান যদি তালাকপ্রাপ্তা হন অথবা স্বামী মারা

যায়, তবে বেহানকে বিবাহ করা শরীয়ত মতে জায়েয। কারণ, যেসব নারীকে চিlÙ¡uÉ ও সাময়িক বিবাহ করা হারাম বা নাজায়েয বেহান সেসব নারীর অন্তর্ভূক্ত নয়z

[শরহে বেকায়া, কানযুদ দাকাইক্ব, আল্ বাহরুর রায়েক, 'কিতাবুন্ নিকাহ' CaÉ¡¢c]

✍BhcQ Rhl, L¢hl Bqjc, AmÉ Bqjc

j¡¢Tl f¡s¡, ¢QLecä£, m¡¢mu¡lqiV, Q–NË

◈ **fÐÀ** জনাব মুহাম্মদ ওসমান আলী ১৯৪৭ সনে নিঃসন্তান অবস্থায় শুধুমাত্র ৩জন চাচাত ভাইয়ের পুত্র (আবদুল বারিক, নেয়ামত আলী ও কবির আহমদ) এবং ২ জন চাচাত ভাইয়ের কন্যা (মুস্তফা খাতুন ও সালেহা খাতুন)কে রেখে মারা যান। a¡l Ù£ মিসরী জান স্বীয় স্বামীর তিন বৎসর পূর্বে মারা গেছেন। উল্লেখ্য যে, তাঁদের (Bhm খায়ের ও নাজীর আহমদ নামে) ২ জন পালকপুত্র আছে। মরহুমের স্ত্রী মিসরী জান পালকপুত্রদ্বয়কে কিছু সম্পত্তি রেজিস্ট্রারীমূলে দান করে যান। মরহুম ওসমান আল£l যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর পরিত্যক্ত সম্পত্তি শরীয়ত তথা ফরাইজুল্লাহ্ মোতাবেক 16 আনা হারে কিভাবে বন্টন করা হবে ? জানিয়ে কৃতার্থ ও ধন্য করবেন।

📖**EšI x** মরহুম ওসমান আলীর দাফন-কাফন, কর্জ ও অছিয়ত আদায়োত্তর তাঁর স্থাবর- অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি শরীয়তের বিধি-বিধান মোতাবেক তাঁর চাচাত ভাইয়ের ৩ ছেলে যথাক্রমে ১. আবদুল বারিক, ২. নেয়ামত আলী ও ৩. কবির আহমদ এর মধ্যে $\frac{1}{3}$ করে বন্টন করা হবে। তার স্ত্রী মিসরী জান মরহুম ওসমান আলীর পূর্বে মারা যাওয়ার কারণে স্বীয় স্বামীর সম্পত্তির ওয়ারিশ/মালিক হবে না। ওসমান আলীর চাQ¡a ভাইয়ের মেয়ে মুস্তফা খাতুন ও সালেহা খাতুন মরহুম ওসমান আলীর সম্পত্তি/তক¡ থেকে বঞ্চিত হবে। যেহেতু তারা ফরায়েজ মোতাবেক আসবা তথা ثم بنوهم Hl অন্তর্ভূক্ত নয়। আর আবুল খায়ের ও নজীর আহমদ উভয় পালকপুত্রদ্বয় ওসমান আলীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক হবে না। যেহেতু পালকপুত্র শরীয়ত মোতাবেক মূল ওয়ারিশানের অন্তর্ভূক্ত নয়। তবে ওসমান আলীর স্ত্রী মিসরী জান পালকপুত্রদ্বয়ের নামে জীবদ্দশায় রেজিস্ট্রারীমূলে যতটুকু সম্পত্তি দান করে গেছেন তা যদি মিসরী জানের নিজস্ব সম্পত্তি হয়ে থাকে তবে সেখান থেকে দান করা বৈধ হবে এবং পালকপুত্রদ্বয় ততটুকু সম্পত্তির মালিক হবে। আর যদি মিসরী জানের নিজের মালিকানাধীন কে¡e সম্পত্তি না থাকে তখন মিসরী জানের দান করা শরীয়ত মোতাবেক শুদ্ধ/সহীহ হবে e¡z fÐÀa j¡pBm¡q এটাই শরীয়তের চূড়ান্ত ফায়সালা। নিম্নে শরীয়ত মোতাবেক ১৬ আনা হারে ফরায়েজের নকশা প্রদত্ত হল ঃ

jlýj Jpj¡e BmÉ x Jg¡a 1947 Cw

j¡pBm¡-3

ابن الاخ لعم	ابن الاخ لعم	ابن الاخ لعم	بنت الاخ لعم	بنت الاخ لعم
চাচাত ভাইয়ের ছেলে	চাচাত ভাইয়ের ছেলে	চাচাত ভাইয়ের ছেলে	চাচাত ভাইয়ের মেয়ে	চাচাত ভাইয়ের মেয়ে
Bhcm h¡¢IL	®eu¡ja BmÉ	L¢hl Bqjc	jÙg¡ M¡ae	সালেহা M¡ae
1	1	1	h¢’a¡	h¢’a¡

16 Avbv wn‡m‡e

œ¢jL	মরহুমের নাম	ওয়ারিশানের নাম	fÐ¡ç Awn	Be¡	Nä¡	Ls¡	œ¡¢¿¹
1.	jlýj Jpj¡e BmÉl চাচাত ভাইয়ের ছেলে	Bhcm h¡¢IL	1	5	6	2	2
2.	jlýj Jpj¡e BmÉl চাচাত ভাইয়ের ছেলে	®eu¡ja BmÉ	1	5	6	2	2
3.	jlýj Jpj¡e BmÉl চাচাত ভাইয়ের ছেলে	L¢hl Bqjc	1	5	6	2	2

®j¡V - 3 = 16 Be¡ j¡œ

✍ýp¡Ce jq¡Çjc Bhcm B¢SS

মীরপাড়া, বায়েজিদ, চট্টগ্রাম।

◈ **fÐÀ** কাঁকড়া এক ধরনের জলজপ্রাণী তা খাওয়াকে কেউ মাকরূহ কেউ হারাম বলে থাকে। আসলে তা খাওয়া জায়েয আছে কিনা?

📖**EšI x** আমাদের হানাফী মাযহাব মতে মাছ ছাড়া কোন সামুদ্রিক বা জলজ প্রাণী হালাল নয়। তাই আমাদের হানাফী মাযহাব মতে কাঁকড়া খাওয়াও নাজায়েয বা q¡l¡jz কারণ, সামুদ্রিক প্রাণীর মধ্যে মাছ ছাড়া অন্যান্য প্রাণী নাপাক। তাই, অন্যান্য fÐ¡ZÉ নাপাক হওয়ার কারণে খাওয়াও হারাম। [®qc¡u¡, Lcl£ J q¡u¡am q¡uJu¡e, 2u M™ CaÉ¡¢cz]

✍মুহাম্মদ রাশেদ মিয়াঁ

j¡CSf¡s¡, N¢ql¡, l¡ES¡e

◈ **fÐÀ** ছ'মাস আগে আমার বাবা মারা গেছেন। অসুস্থতার দরুণ ৬ মাস আমার বাবা নামায আদায় করতে পারেননি। আমি এখন মনস্থ করেছি বাবার এ ৬ মাসেl সমস্ত অনাদায়ী নামাযের কাফ্ফারা প্রদান করব। কিভাবে হিসাব করে কাফ্ফাl¡ পরিশোধ করব শরীয়তের দলিলসহ উত্তর প্রদানে কৃতার্থ করবেন।

📖**EšI x** কারো জিম্মায় যদি নামায ও রোযা অনাদায়ী থাকে এবং এমতাবস্থায় মারা যায়, তখন অসিয়ত করে থাকলে এবং সম্পদ রেখে গেলে সম্পদের এক

তৃতীয়াংশ দ্বারা বিত্রসহ প্রতিদিন ছয় ওয়াক্ত নামায হিসাব করে প্রতি ওয়াক্তে[2] I SeÉ Ad p¡" Nj (2 ®L¢S 50 MË¡j অর্থাৎ এক ফিতরা পরিমাণ) সাদ্কা করবে। প্রত্যেক রোযার ফিদ্য়াও অনুরূপ। মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ যদি ফিদu¡ I SeÉ যথেষ্ট না হয় বা ওয়ারিশদের পক্ষে মৃতের সব কাজা নামায ও রোযার ফিদ্য়া ®cu¡ সম্ভব না হয়, তবে কমপক্ষে ১ দিনের বা ১টি রোযার ফিদ্য়া নির্ধারণ করে মিpL£e®L দিবে। এবার মিসকীন নিজ পক্ষ থেকে তা দান করবে এবং সে তা গ্রহণ করবে। তারপর মিসকীনকে পুনরায় দিবে। এভাবে একে অপরকে আদান-প্রদান করতে থাক¢h যতক্ষণ সব ফিদ্য়া আদায় না হবে। যেমন, দুর্রে মুখতার গ্রন্থে উল্লেখ আছে ¢k لـومـات وعـليه صلوات فائتة واوصى بالكفارة يعطى لكل صلوةنصف صاع من بـر كـالـفـطـرة وكذاحكم الوتر والصوم وانما يعطى من ثلث مالهٖ ولو لم يترك مـالا يستـقـرض وارثه نصف صاع مثلا ويدفعه للفقير ثم يدفعه الفقير للوارث ثم وثـم حتـى يتم – আর মৃত ব্যক্তি যদি প্রচুর ধন-সম্পদ রেখে যায় তখন ছেলেসন্তান ও অলী-ওয়ারিশের উপর একান্ত কর্তব্য তার অনাদায়ী ফরয নামায ও রোযাসমূহ হিসাব-নিকাশ করে বিত্রসহ প্রতি ওয়াক্ত নামায ও প্রতিটি ফরয রোযার জন্য HL জনের ফিত্রা সমতুল্য ফিদ্য়া গরীব-মিসকীনকে সাদ্কা করবে এবং আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে ওই ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য দু‘আ-মুনাজাত করবে।

-[Bc cl¦m jMa¡l, La: Cj¡j BmiEŸ£e M¡RLf£ qieg£ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡u¢qz]

✍হাফেয মুহাম্মদ জসিম উদ্দীন

৩নং, রায়পুর, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম

✧ fÐnÀ আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় কিছু টাকা পেয়েছি। অনেক খোঁজ করেও ওই টাকার মালিক পাওয়া যায়নি। এখন এটাকাগুলো কি করতে পারি?

🕮Eš I x পতিত বস্তু যে তুলে নেবে তার হাতে তা আমানত স্বরূপ। তাই প্রকৃত মালিককে পৌঁছিয়ে দেয়ার নিয়্যতে পতিত বস্তু তুলে নেয়া উত্তম। বরং কোন jmÉh¡e বস্তু ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই তুলে নেয়া ওয়াজিব। যদি পতিত বস্‍V¡ cn দিরহাম মূল্যের কম হয় তবে কিছু দিন তা প্রচার করবে আর দশ দিরহাম বা দn দিরহামের বেশি মূল্যের হয় তবে পূর্ণ এক বছর তার প্রকৃত মালিকের খোঁজে fÐ¢l করতে হবে। যদি ওই সময়ের মধ্যে এসে যায় তবে তো ভালই। অন্যথায় তা প্রকৃa মালিকের পক্ষ থেকে সাদ্কা করে দেবে। [কুদুরী, কিতাবুল লুকতা ও ফতোয়া-ই মিরাজিয়্যাহ্ ইত্যাদি।]

✍মুহাম্মদ সাজেদুল হক

h¡s£-2, ®l¡X-3/H, ®pf I-5, Eš l¡, Y¡L¡-1230

✧ fÐnÀ হিজড়াদের সম্বন্ধে শরীয়তের হুকুম জানতে আগ্রহী। বিশেষতঃ তাদের ব্যাপারে নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতের নিয়ম কি? তদুপরি ওরা মারা গেলে ওদের S¡e¡k¡ I ýLj ¢L?

🕮Eš I x জন্মগতভাবে যার স্ত্রীলিঙ্গ ও পুরুষলিঙ্গ উভয় রয়েছে তাকে আরবীতে ‘খুন্সা’, বাংলায় ‘হিজড়া’ বলে। কোন হিজড়ার যদি পুরুষাঙ্গ দিয়ে প্রস্রাh qu, c¡¢s -গোঁফ গজায় বা স্বপ্নদোষ হয় তবে সে পুরুষের অন্তর্ভূক্ত। আর যে হিজড়ার Ù£m‰ দিয়ে প্রস্রাব হয় বা ঋতুস্রাব ও স্তন স্ফীত হলে তাকে নারী হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। আর তদনুযায়ী নামায, রোযা, হজ্ব ইত্যাদি পালন করবে এবং মীরাসও ব¾Ve হবে। কিন্তু হিজড়া পুরুষ কি নারী তা নির্ণয় করা যদি অসম্ভব হয় তাকে আরবীতে ‘খুনসা-ই মুশকিল’ বলা হয়। এমতাবস্থায় উত্তরাধিকার স্বত্ত্ব (মীরাস) বন্টনের ক্ষেত্রে তাকে নারী বা পুরুষ যা বিবেচনা করলে সে অপেক্ষাকৃত কম অংশ পাবে তাকে a¡C দিবে এবং সে তদনুযায়ী ওয়ারিশী স্বত্ত্ব লাভ করবে। ¢hÙ¡¢la ®cMe- ®qc¡u¡, Lcl£, ¢pl¡S£ CaÉ¡¢cz

✍কাদের হুসাইন শাকিল ✍আমেনা বেগম রিমু

®X¢j lRs¡, ®ha¡N£, I¡‰e£u¡, Q–NË¡j

✧ fÐnÀ আমরা জানি তিলাওয়াতে সাজদাহ্ ১৪টি। এ তিলাওয়াতে সাজ্দাহ্’র কারণ এবং রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কেন তিলাওয়াতে সাজ্দাq দিয়েছিলেন? কোরআন-হাদীসের আলোকে জানালে উপকৃত হব।

🕮Eš I x যেহেতু সাজদা’র আয়াতগুলোয় সাজদা করার কথা উল্লেখ রয়েছে এবং হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওই সব আয়াতে করীমা তিলাওয়াত করার সময় সাজদা করেছিলেন সেহেতু সাজদার আয়াত পাঠ করলে বা শুনলে তিলাওয়াতকারী ও শ্রবণকারী উভয়ের উপর সাজদা করা ওয়াজিব। প্রিয়নবী সাল্লা‎õ¡ý আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ‘‘যখন আদম সন্তান সাজদার আয়াত পড়ে, সাজদা করে, তখন শয়তান পলায়ন করে এবং প্রত্যুত্তরে বলে: হায়! আমার সর্বনাn! আদমসন্তানকে নির্দেশ হয়েছে তারা সাজদা করছে, তাদের জন্য জান্নাত। আমাকেও সাজদার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, আমি অস্বীকার করেছি, তাই আমার জন্য জাহান্নাjz

-[pq£q jp¢mj CaÉ¡¢c]

✍jq¡¿jc Bhcp nLLl

hMaf l, g¢VLR¢s

✧ fÐnÀ সূরা ফাতেহা কোরআন শরীফ এর সূরা কিনা? যদি হয়, কোন্ পারার সূরা বর্ণনা করলে উপকৃত হব।

🕮Eš I x অবশ্যই ‘সূরা ফাতিহা’ পবিত্র কোরআনের ১১৪টি সূরার অন্তর্ভূক্ত। সূরা ফাতিহা অধিকাংশ তাফসীর বিশারদগণের মতে হিজরতের পূর্বে রসূলে পাক সাল্ল¡õ¡ý আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র মক্কী জীবনে অবতীর্ণ হয়েছে। কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন,উক্ত সূরা হিজরতের পূর্বে মক্কা শরীফে একবার এবং হিজরতের পর মদীe¡ শরীফে দ্বিতীয়বার অবতীর্ণ হয়েছে। এ সূরার একটি নাম ‘উম্মুল কোরআন’ অর্থ¡v

কোরআনের মূল বা আসল। সুতরাং, এ সূরা কোরআনের মূল (উম্মুল কোরআন) হওয়ার কারণে অধিক মর্যাদাবান হওয়ায় বরকতের জন্য এ সূরাকে পবিত্র কোরআcel প্রত্যেক পারা ও সূরাসমূহের পূর্বে বিশেষ মর্যাদাস্বরূপ স্থান দেয়া হয়েছে।

[তাফসীরে কাশ্‌শাফ ও তাফসীরে বায়যাভী 'সূরা ফাতিহা' ইত্যাদি।]

✍ j¡¢hu¡ M¡ae

Q¢ce¡Cn, Q–NË¡j

◈ fËnÀ আমি আমার স্বামীর ২য় স্ত্রী। শরীয়ত মোতাবেক আমাদের মধ্যে নিকাহ্ হয়েছে। আমার স্বামীর ১মা স্ত্রী ষড়যন্ত্র করে আমার স্বামী, শ্বাশুর এবং শাশুড়িকে আটকে রেখে আমার স্বামীকে তালাক দেয়ার জন্য আমার উপর চাপ সৃষ্টি করে। তালাক না দিলে সবাইকে বিশেষ করে আমার স্বামীকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি প্রদান করে। এ পরিস্থিতিতে স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিরুপায় হয়ে স্বামীকে তালাক প্রদান করি। প্রকৃত অর্থে মনে-প্রাণে স্বামীকে তালাক দেইনি। ödj¡œ স্বামীর প্রাণ বাঁচানোর জন্যই আমার স্বামীর ১মা স্ত্রীর নিকট জিম্মি হয়ে তাল¡L fËe করেছি। এখন আমি জানতে চাই- শরীয়ত মোতাবেক ওই কারণে আমি এবং আমার স্বামীর মধ্যে নিকাহ্-আক্বদ ছিন্ন হয়েছে কি -না? এবং আমরা পূর্বের ন্যায় ঘl-pwp¡l করতে অসুবিধা আছে কি- না? শরীয়তের আলোকে ফায়সালা প্রদানে বাধিত করchez

🕮Ešl x উল্লিখিত ঘটনায় মাবিয়া খাতুন ও তার স্বামীর মধ্যে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক তালাক সংঘটিত হয়নি। ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, মাবিয়া খাতe a¡l স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে স্বামীর ১মা স্ত্রীর নিকট জিম্মি হয়ে একমাত্র প্রাণের ভয়েই স্বামীকে তালাক প্রদানে বাধ্য হয়েছে। যা শরীয়ত মোতাবেক গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু nl£ua স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা প্রদান করেনি। তালাক প্রদানের একমাত্র ক্ষমতা ও ইখতিয়ার স্বামীর উপর ন্যস্ত। তবে স্বামী কর্তৃক স্বীয় স্ত্রীকে তার নিজের উপর ত¡m¡L প্রদানের বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করলে এবং তা যথাযথ সত্য প্রমাণিত হলে স্ত্রী তখe স্বেচ্ছায় নিজের উপর তালাক প্রদান করতে পারে। কারো প্রতারণা বা ষড়যন্ত্রের ¢nL¡l হয়ে নয় বা প্রাণনাশের হুমকিতে জোরপূর্বক কোন স্ত্রী স্বামীকে তালাক দেয়ার r ja¡ রাখে না। দিলে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। এমনকি কোন স্বামীকে যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে মর্মে লিখে দিতে বাধ্য করে, লিখে না দিলে প্রাণে মারার ব¡ BVL করে রাখার হুমকি প্রদান করে তখন বাধ্য হয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বামী তালাকনামা লিখে দিলে স্ত্রীর উপর তালাক অর্পিত হবে না। এটাই শরীয়তের ফায়সালা। নিম্নে শরীয়তের নির্ভরযোগ্য ফতোয়ার কিতাবসমূহের প্রমাণাদি ও উদ্ধৃতি প্রদত্ত হল:

১ـ رجل اكره بالضرب والحبس على ان يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان فكتب امرأته فلانة بنت فلان طالق لاتطلق امرأته كذا فى فتاوى قاضيخان ـ الفتاوٰى الخاينة ـ صفحة ٤٧٦، جلد ١ ، الفتاوٰى الهندية، صفحة ٣٧٩، جلد ١ ؛

٢ـ اما تفسيره شرعا فهو رفع قيد النكاح حالا او مالابلفظ مخصوص كذا فى البحر الرائق وامار كنه فقوله انت طالق نحوه كذا فى الكافى ـ الفتاوٰى الهندية، صفحة ٣٤٩، جلد ١ ـ

অর্থাৎ: স্বামী কর্তৃক স্বীয় স্ত্রীকে নির্দিষ্ট শব্দ/বাক্য দ্বারা নিকাহের-আক্বদের বåe ¢Ræ করে দেয়ার নামই শরীয়তের পরিভাষায় তালাক। (তার বিপরীতে স্ত্রী স্বামীকে fe¢cø শব্দ/বাক্য দ্বারা নিকাহের-আক্বদের বন্ধনকে ছিন্ন করলে তা শরীয়তের পরিভাষায় তালাক হবে না)। যেহেতু স্বামী **محل طلاق** (তালাকের মহল) নয়। (ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৮) ফতোয়ার নির্ভরযোগ্য প্রত্যেক কিতাবসমূহে ¢kje আদ্‌দুর্‌রুল মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ফতোয়ায়ে কাজী খান এবং সিরাজিয়ায় তালাকের সংজ্ঞায় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাক প্রদানের কথা বলা হয়েছে। প্রশ্নে উল্লিখিত OVe¡u যেহেতু মাবিয়া খাতুনের স্বামী তার ¯»l উপর তালাক প্রদান করেনি বরং বাধ্য হয়ে মাবিয়া খাতুনই স্বামীকে তালাক দিয়েছে। সুতরাং, শরীয়তের পরিভাষায় ওই ত¡m¡L কার্যকর হবে না বিধায়, মাবিয়া খাতুন ও তার স্বামী পূর্বের ন্যায় ঘর-সংসার করতে পারবে। এটাই শরীয়তের ফায়সালা।

✍ Hp.Hj.e¡¢Sj EŸ£e M¡e

phl ®l¡X, f¢Vu¡, Q–NË¡j

◈ fËnÀ বায়'আত কি? এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কেন ও কত বয়সে বায়'আত গ্রহণ করা উত্তম? যে সমস্ত পীর সাহেবের কদমে সাজদা করা হয় সেখানে কি বাu'Ba গ্রহণ করা যাবে বা পীর সাহেবের কি কি বৈশিষ্ট্য থাকা শর্ত? শরীয়তের আলোকে সমাধান জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

🕮Ešl x বায়'আত শব্দটি আরবী। এর অর্থ শপথ, অঙ্গীকার বা কারো হাতে হাত রেখে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়া। (আল্ মুনজিদ ইত্যাদি) আর ইলমে তাসাউফ বা ইলj তরীকতের পরিভাষায় তরীক্বতের শায়খ বা কামিল-হক্কানী পীরের হাতে হাত রেখে ইসলামের বিধি- বিধান মেনে চলা এবং যাবতীয় অসৎ কার্যাদি পরিহার করার অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়া এবং শায়খ বা কামিল পীরের নির্দেশ মত যিক্‌র দু'আ-দরূদ ইত্যাদি অনুশীলনের মাধ্যমে আল্লাহ্ ও রসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করাই হল বায়'আতz হক্কানী সুন্নী পীর বা মুরশিদের হাতে হাত রেখে বায়'আত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাql সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বান্দা তথা আউলিয়া-ই কেরামের দলভুক্ত হওয়া নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যের ব্যাপার। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন **مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ** অর্থাৎ "যে যে সম্প্রদায়ের অনুকরণ করে সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত।" আরো এl n¡c হয়েছে, **هم الجلساء لَايشقى جليسهم** অর্থাৎ তাঁরা ওই সব লোক তাঁদের সাথে উপবেশনকারীও দুর্ভাগা হয় না।"-[pq£q ®h¡M¡l£, 2u M™]

তাই বায়'আতের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্যপ্রাপ্ত বান্দাদের দলে দলভুক্ত হওয়া পরj সৌভাগ্য ও কল্যাণজনক। একজন সত্যিকার হক্কানী কামিল পীর তাঁর মুরিদের ঈমান-আমল ইত্যাদিকে শয়তান ও ধোঁকাবাজদের খপ্পর থেকে বাঁচাতে সর্বদা সতL J সজাগ দৃষ্টি রাখেন। শয়তান কোন অবস্থায় একজন হক্কানী পীরের মুরিদকে বিভ্রা¿ করতে ও ধোঁকায় ফেলতে পারে না। এ রকম হাজারো জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ইতিহাসে ¢hcÉj¡ez তাই নিজের ঈমান ও আমল হেফাজতের নিমিত্তে হক্কানী পীর-মুরশিদের হাতে বায়'আত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অত্যন্ত অপরিসীম।

প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে যেহেতু একজন মুসলিম সন্তানের উপর ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান পালন করা অপরিহার্য হয়। সেহেতু ওই সময় হতেই তরীকcal সিলসিলায় দাখিল হতে পারা উত্তম। তরীকতের বায়'আতের জন্য বয়সের কোন শর্ত নেই। অনেক আউলিয়া কেরাম এমনও আছেন যারা একেবারে অপ্রাপ্ত বয়স্ক অবস্থায় তরীকতের মধ্যে দাখিল হয়েছেন। বরকত ও সৌভাগ্য হাসিলের উদ্দেশ্যে।

তরীকতের দীক্ষা অর্জন বা সিলসিলাভুক্ত হওয়ার জন্য যেকোন পীরের হাতে বায়'Ba গ্রহণ করলে তরীকতের আসল উদ্দেশ্য অর্জন করা অসম্ভব। এমন কি অনেক সময় ভণ্ড, প্রতারক ও বদ আক্বীদাসম্পন্ন নামধারী পীরের হাতে বায়'আত হলে নিজের ঈমান-আমল ধ্বংসের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই, শরীয়ত ও তরীকতের ইমামগণ সত্যিকার পীর-মুরশিদের কিছু বৈশিষ্ট্য ও শর্তাবলী উল্লেখ করেছেন। এLSe সাধারণ পীর-মুরশিদের কাছে নিম্নোক্ত চারটি শর্ত পাওয়া অপরিহার্য। এর ¢L¡e HL¢V পাওয়া না গেলে সে পীর বা মুরশিদের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। শর্ত চার¢V qm:

এক. তরীকতের শায়খের সিলসিলা পরম্পরা (শাজরা) সঠিক পন্থায় হুযূর আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। মধ্যখানে যেন কেউ বাদ পড়ে না যায়। কারণ বাদ পড়ার কারণে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি Ju¡p¡õ¡j fk¿ ®k¡Npœ Ù¡fe Apñhz

দুই. তরীকতের শায়খ বা মুরশিদকে সম্পূর্ণ মনে-প্রাণে ও আমলে আহলে সুন্নাত Ju¡m জামাতের আক্বীদাধারী হতে হবে। বদ-মাযহাব বা বাতিল আক্বীদা পোষণকারীদের সিলসিলা শয়তান পর্যন্ত পৌঁছবে, রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু Bm¡C¢q Ju¡p¡õ¡j fk¿ euz

তিন. তরীকতের শায়খ বা মুরশিদকে শরীয়তের আলিম হতে হবে। অর্থাৎ প্রয়োজe মত ইল্মে ফিকহে যথেষ্ট পারদর্শী হতে হবে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদাগুলো সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকতে হবে। কুফর ও ইসলাম, গোমরাহী J হিদায়তের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে খুব দক্ষ হতে হবে।

Q¡l. f£l ®ke g¡¢pL-C jmDe h¡ fÐ¡nÉ g¡¢pL e¡ quz ®kj e- c¡¢s j ন্ডানো, সুদ ও ঘুষখোর, পরনিন্দাকারী, বে-নামাযী, হারামখোর ইত্যাদি।

উপরিউক্ত চারটি শর্তের ধারক হক্কানী যোগ্য পীর-মুরশিদের হাতে বায়'আত গ্রহণ করা শরীয়তের ফায়সালা অনুযায়ী সুন্নাত। সাহাবা-ই কেরাম হুযূরে আকরj সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র দরবারে ঈমান-আমল শুদ্ধ করার নিমিত্তে এবং ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার জন্য বায়'আত গ্রহণ করত অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছেন এই মর্মে cweÎ †KviAv‡b এরশাদ হয়েছে, "wbðqB hviv Avcbvi হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে তারা নিশ্চয় আল্লাহর হাতেই বাইয়াত গ্রহণ করল। আল্লাহ্ পাকের হাত তাদের হাতের উপর।" -(miv dvZn-10)

আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মা'বূদ বা উপাসনার উপযোগী জেনে সাজদা করা শিরLz আর কাউকে সম্মান জানানোর নিমিত্তে সাজদা করা অধিকাংশ ফক্বীহ ও ইমামগZl মতে হারাম। যাকে পরিভাষায় সাজদা-ই তাজিমী বলা হয়। সুতরাং এ জাতীয় ক¡S থেকে অবশ্যই দূরে থাকবে।

[Bm L¡Emm S¡j£m, La: qkla n¡q Ju¡¢m Eõ¡q gnwÏ‡m ®cqmi£ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q, মালফূজাত-ই আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি, ফতোয়া-ই আফ্রিকা, কৃত: ইমাj Bqjc ®lk¡ Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q CaÉ¡¢cz]

✍ Am£ Bqjc

58, ¢g¢l‰£ h¡S¡l, Q–NË

? fÐnÀ আমার ১০০ মাইল দূরত্ব পর্যন্ত সফর করার নিয়ত আছে। কিন্তু আমি সফর করার আগে ঠিক করলাম যে, প্রথমে আমি ৪৩ মাইল গিয়ে অবস্থান করব। ২য় দিন ৪৭ মাইল গিয়ে, ৩য় দিন ৫১ মাইলে এই ভাবে ক্রমান্বয়ে ৫৮, ৬৬, ৭৫, ৮০ ও 99 মাইল অন্তর অন্তর গিয়ে অবস্থান করে ১০০ মাইল পর্যন্ত সফর করতে থাকি। এমতাবস্থায় আমি সফর শুরু করার পর থেকে নামায কিভাবে আদায় করব। নামায কসর করব নাকি মুক্বীম হিসেবে নামায আদায় করব।

📖Eš¼l x ইসলামী শরীয়তে কোন ব্যক্তি তিনদিনের পথ অর্থাৎ সাড়ে সাতান্ন মাইল বা ততোধিক দূরত্বে সফরের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলে এর কোথাও ১৫ দিনের কম সময় অবস্থানের নিয়্যত করলে সে শরীয়ত মোতাবেক মুসাফির বলে গZÉ হবে। সফরের জন্য এটাও শর্ত যে, যেখান থেকে সফর শুরু হবে ওখান থেকে তিন দিনের পথ উদ্দেশ্য হতে হবে। অর্থাৎ সাড়ে সাতান্ন মাইল দূরত্ব যদি এ রকম নিuÉa করে যে দু'দিনের পথ পৌঁছার পর কিছু কাজকর্ম করবো, তারপর একদিনের পb অতিক্রম করবো, এ জাতীয় সফরের নিয়্যতে যদি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় করে তবে সেও শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে। তখন সে চার রাক'আa বিশিষ্ট ফরয নামাযগুলোতে দু'রাক'আত কসর আদায় করবে। আপনি যেহেতু ঘর থেকে বের হওয়ার সময় ১০০ মাইল দূরত্বে সফর করার নিয়্যত করেছেন বিধায় মাঝপথে দু'/এক ঘন্টা বা দু'/একদিন বিরতি করলেও আপনি মুসাফির হিসেবে NZÉ

হবেন যদি কোথাও ১৫দিন বা তার বেশী অবস্থানের দৃঢ় msKí না থাকে। আপনি ঘর থেকে বের হওয়ার পর থেকে পথিমধ্যে আপনাকে চার রাক্'আত বিশিষ্ট ফরয নামাk দু'রাক্'আত কসর পড়তে হবে।

আর যদি কেউ তিন দিনের কমে বা সাড়ে সাতান্ন মাইলের কমে সফরের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হয়, সেখানে পৌঁছে নতুনভাবে অন্যস্থানে যাওয়ার নিয়্যত করলো, k¡l claÅ তিনদিন বা সাড়ে সাতান্ন মাইলের কম এভাবে নিয়্যত করে কেউ যদি সারা পৃথিhÿJ ঘুরে বেড়ায়। সে শরীয়তের মত মুসাফির হবে না। যেহেতু সে নিজ ঘর থেকে ®hl হওয়ার সময় কমপক্ষে তিন দিন বা সাড়ে সাতান্ন মাইলের দূরত্বে সফর করার নিয়Éa করেনি।-[বিস্তারিত দেখুন, গুনিয়া ও দুররে মুখতার]

◈ fÐÀ মুসলিম পরিবারে কোন লোক মারা যাওয়ার পর জানাযার নামাযের আগে বা পরে ওয়ারিশগণের পক্ষে মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে কিছু বলার পর মৃতব্যক্তির ৪/৩ দিনের অথবা চালিশা, ষান্মাসি, বাৎসরিক ফাতিহাখানির প্রকাশ্যভাবে সর্বসাধারণকে ®k খাওয়ার দাওয়াত দেয় তা শরীয়ত মোতাবেক কিনা? আর বিভিন্ন মাসআলা- মাসাইm কিতাবে যে মাকরূহ বলে তা মাকরূহে তাহরিমী না তানযিহী? সমাধানে উপকৃa qhz

📖Ešl x মুসলিম মৃত ব্যক্তির রূহে ঈসালে সাওয়াব বা সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে মৃত্যুর ৪র্থ, ৪০তম দিবসে বা ষান্মাসিক ও বাৎসরিক যে ফাতিহাখাe J কাঙালি ভোজ ইত্যাদির আয়োজন করা হয় তা অবশ্যই জায়েয ও বরকতময়।

মৃত ব্যক্তির জন্য তিন দিন পর্যন্ত শোক পালন করার মৃতের পরিবারের সদস্যcl Seÿ বিধান রয়েছে। এ সময় লৌকিকতা, যশ-খ্যাতি প্রকাশের জন্য জিয়াফত ইত্যাদি আয়োজন করাকে ফক্বীহগণ মাকরূহ বলেছেন। কারণ ওই সময়টা মূলত আনন্দ-উৎসবের নয় বরং শোক প্রকাশের সময়। কিন্তু ইন্তিকালের পর তিনদিন যc অতিবাহিত হয়ে যায় তারপরে যেকোন সময়ে মৃতের রূহে সাওয়াব পৌঁছানোর নিয়্যতে ইয়াতীম, মিসকীন এবং নিজ আত্মীয়-স্বজনের জন্য মৃতের বয়োঃপ্রাপ্ত কোন ওয়াlln নিজ সম্পদ থেকে খানা-মেজবান বা জিয়াফতের আয়োজন করা সাওয়াবজনক ও বৈধz কিন্তু মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদে যদি কোন অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি বা অনুপÜa ®L¡e উত্তরাধিকার থাকে তাদের অনুমতি ছাড়া সম্পদ বন্টনের আগে ওই সম্পদ থেকে খানা-পিনার আয়োজন করা নিষিদ্ধ। যেমন- খানিয়া, বাযযাযিয়া, কাজী খান J ¢q¢¾cu¡ প্রভৃতি ফতোয়ার কিতাবে উল্লেখ আছে যে, ان اتخذ طعامًا لِلْفُقَرَاءِ كَانَ حَسنًا اِذَا كَانَتَ الوَرِثَة بالغين وان كَانَ فِى الْوَرَثة صَغِيرًا لَمْ يَتخذوا ذلك من التركة অর্থাৎ: মৃত ব্যক্তির ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে ফক্বীর-মিসকীন ও অভাবগ্রস্তcl Seÿ খাবারের আয়োজন করা ভাল, যখন ওয়ারিশগণ সবাই বয়োঃপ্রাপ্ত হয়। আর যদি উত্তরাধিকারের মধ্যে অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান থাকে ZLb পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে জিয়াফতের খানা-পিনা ইত্যাদি তৈরি করবে না।

অতএব, মৃতের রূহে সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশে তাঁর ওয়ারিশগণের পক্ষ হতে 4b, ৪০তম দিবসে এবং ষান্মাসিক ও বাৎসরিক যে ফাতেহাখানি ও কাঙালী ভোজের আয়োজন করা হয় তা অবশ্যই জায়েয ও বরকতময়। আর মৃতের জন্য শোক প্রকাশের দিনগুলোতে যশ-খ্যাতি ও লৌকিকতা প্রদর্শনের নিমিত্তে আনন্দ-উৎসবের সাথে খানা-পিনার আয়োজন করাকে ফক্বীহগণ 'মাকরূহ' বলেছেন।

উল্লেখ্য যে, ফিক্বহ ও ফাত্ওয়ার গ্রন্থসমূহে যেখানে শুধু মাকরূহ বলা হয়েছে সেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাকরূহে তাহ্রীমাকে বুঝানো হয়।

আমাদের দেশে মৃত ব্যক্তির ঈসালে সাওয়াবের জন্য চতুর্থ দিবসে বা তার পরে ®k ph জিয়াফত ও ফাতেহাখানি করা হয় তা অধিকাংশ মৃত ব্যক্তির ছেলে- সন্তান, ভাই-বেরাদর ও আত্মীয়-স্বজন নিজ ব্যক্তিগত ফান্ড থেকে করে থাকেন। মৃত ব্যক্তিl পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে নয়। সুতরাং এমতাবস্থায় মাকরূহ বা আপত্তি থাকার কোe প্রশ্নই আসতে পারে না; বরং সম্পূর্ণ বৈধ ও মঙ্গলজনক। তবে উক্ত জিয়াফত ও ফাতেহাখানি মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে সম্পন্ন করলে আর ওয়ারিশগণের মধ্যে নাবালেগ বা অনুপস্থিত কেউ থাকলে তখন তাদের অনুমতি ব্যতিরেখে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি দিয়ে জিয়াফত ও ফাতেহাখানি করলে ফক্বীহগণ মাকরূq বলে মন্তব্য করেছেন। †KD †KD ফিক্বহের মাসআলা ও ফক্বীহগণের প্রকৃত অর্থ না-বুঝে ঢালাওভাবে মৃতব্যক্তির ঈসালে সাওয়াবের জন্য জিয়াফত ও ফাতেহাখানিকে নিষিদ্ধ ও মাকরূহ হওয়ার আপত্তি তুলে তা শরীয়তের উপর চরম সীমালঙ্গন ও মূর্খa¡l e¡j¡¿¹lz

যেহেতু মৃত ব্যক্তির ঈসালে সাওয়াবের জন্য ছেলে-সন্তান ও আত্মীয়-স্বজনেরপক্ষে জিয়াফত ও ফাতেহাখানি করা শরীয়তমত, অবশ্যই জায়েয ও মঙ্গলময় সুতরাং নামাযে জানাযার আগে ও পরে ঘোষণা দেওয়া এবং উপস্থিত মুসল্লিদেরকে দাওয়াত প্রদাe করা সম্পূর্ণ জায়েয ও বৈধ, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

✍ jqi¢jc Bl¡j¡e Bmÿ

g¢L¢Vmj¡, l¡ES¡e

◈ fÐÀ জনৈক হুজুর সিগারেট খাওয়াকে মুবাহ্ বলেছেন। কিন্তু সিগারেট মানুষের অনেক ক্ষতি করে, যা বর্জনীয়। বর্তমানে অনেক সচেতন ব্যক্তিরাও ধুমপানে অভ্যÚz H সম্বন্ধে সঠিক নির্দেশনা দিলে উপকৃত হব।

📖Ešl x কোন কিছু হারাম হওয়ার জন্য কোরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট দলীলের প্রয়োজন। কোরআন ও হাদীস শরীফের সুস্পষ্ট দলীল ছাড়া কোন কিছুকে হারাম মনে Ll¡ বা হারাম বলে ফতোয়া দেয়ার অধিকার ইসলাম কাউকে দেয়নি। তাই কোন বস্ত

হারাম হওয়ার জন্য পবিত্র কোরআন ও হাদীসের নিষেধাজ্ঞাসূচক দলীলের প্রয়োজez শরীয়তের ফায়সালা হল, اَلْاَصْـلُ فِـى الْاَشْيَـآءِ الْاِبَـاحَةُ Ab¡v "°hda¡ qm hÙl মৌলিক গুণ।' কাজেই, ধুমপান হারাম হওয়া সম্পর্কে যেহেতু কোরআন ও হাদীসের মধ্যে কোথাও স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা নেই, সেহেতু অধিকাংশ মুহাক্কিক উলামায়ে কের¡j a¡ পান করাকে 'মুবাহ্' বা বৈধ বলেছেন। আধুনিক গবেষণায় যেহেতু ধুমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বলে প্রমাণিত, সেহেতু, তা বর্জন করাই উচিত ও স্বাস্থ্যের জন্য উপকারজনক। তবে এটাকে কোরআন ও হাদীসের কোন সুস্পষ্ট দলীল ছাড়া হারাম h¡ গুনাহ্ মনে করা সীমালঙ্ঘনের নামান্তর।

[গময়ু উয়ূনিল বাসাইর শরহে কিতাবু আশবাহ্ ওয়ান্ নাজায়ের, La: Cj¡j ýj i£ Bm qie¡g£ Iqj¡aõ¡q Bm¡C¢qz]

◈ f-DÀ আমাদের এলাকায় এক হিন্দু ছেলে বাস করে। তারসাথে এক বিবাহিতা মহিলার সম্পর্ক গড়ে উঠে। যার ২ ছেলে বর্তমান এবং স্বামী বিদেশে থাকে। এরই মধ্যে ওই ছেলেটি মেয়েটিকে নিয়ে পালানোর সময় তারা ধরা পড়ে তখন এলাকার লোLSe ছেলেটিকে বেদম প্রহার করে। এই ঘটনার বিচারকার্য বর্তমানে চলমান। কেউ ¢LE বলেন এদের মধ্যে বিবাহ দেওয়ার জন্য এবং কেউ কেউ বলেন এদের মধ্যে বিবাহ দেয়া উচিত হবে না। কাজেই, এ বিচারের ফলাফল কিরূপ হওয়া উচিত?

📖Eš l x এ প্রকার অবৈধ মেলামেশা অবশ্যই হারাম। একজনের বিবাহিত স্ত্রী স্বামী তালাক না দেওয়া পর্যন্ত অন্য লোকের জন্য বিবাহ করা হারাম। তদুপরি ¢q¾cl সাথে মুসলমানের বিবাহও হারাম। তাই হিন্দুর ছেলের সাথে মুসলমান নারীর বিয়ে দেওয়ার প্রশ্নই অবান্তর। ইসলামী আইন ও প্রচলিত দেশীয় আইন মতে এ বিয়ে বাতিল। ওই হিন্দুর ছেলে মুসলমান হলেও ওই নারীকে বিবাহ করা তার জন্য জায়েয হবে না। কারণ ওই নারীকে তার স্বামী তালাক দেয়নি। স্বামী থেকে তালাক না নিয়ে কেউ জোর করে অন্য কারো সাথে বিয়ে দিয়ে থাকলে ওই বিয়ে বাতিল বলে গণ£ হবে। জেনে শুনে এ হারাম কাজ করে থাকলে সবাই গুনাহ্গার হবে। মাসআলা না জেনে করে থাকলে জানার পর ওই বিয়ে ভেঙ্গে বা বাতিল করে দেবে এবং এ কাSl জন্য সবাই আল্লাহর দরবারে প্রকাশ্যে তাওবা করবে। তবে ওই মহিলা একজন স্বামীl আক্বদে থাকা সত্ত্বেও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে হিন্দু ছেলের সাথে ব্যভিচারে fmç হয়েছে, যা সম্পূর্ণ হারাম ও শাস্তিযোগ্য জঘণ্যতম অপরাধ। যার প্রায়শ্চিত্ত অhnÉC ®p ভোগ করবে। কিন্তু পূর্বের স্বামীর সাথে আক্বদ বা নিকাহ্ বাতিল হবে না। hlw Ù£ ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া প্রমাণিত হলেও পূর্বের আক্বদ/ নিকাহ্ বহাল থাকবে। karZ পর্যন্ত স্বামী তালাক প্রদান না করে বা স্বামী মারা না যান।

[রদ্দুল মুহতার, দুররুল মুখতার, ফতোয়া-ই হিন্দিয়া ও ফতোয়া-ই খানিয়া "¢eL¡q' AdÉ¡u CaÉ¡¢cz]

✍ আশরাফুল ইসলাম সোহেল

তৈলারদ্বীপ, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম

◈ f-DÀ কিছু জায়নামায কা'বা শরীফ ও রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র রওজা মোবারকের ছবি সম্বলিত। আমাদের জন্য এ দু'টি সমান পরম পবিত্র। এ পবিত্র কাবা শরীফ ও রওজা মোবারক পায়ের নিচে রেখে নামায আদায় করলে বেআদবী হওয়ার কোন সম্ভাবনা রয়েছে কি? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

📖Eš l x কাবা শরীফ ও রওজা-ই আক্বদাস এর ছবি সম্বলিত জায়নামাযে কাবা শরীফ ও রওজা মোবারকের উপর পা রাখা আদবের পরিপন্থী এবং তাক্বওয়ার খেল¡gz কারণ, উলামায়ে দ্বীন কাবা শরীফ, রওজা-ই আক্বদাস ও হুজুরের না'লাইন শরীcgl নকশা বা ছবিকে সেভাবে সম্মান ও মর্যাদা দিতেন, যেভাবে মূল কাবা ও রওজ¡-C আক্বদাসকে দিতেন। তাই এসব পবিত্র স্থানের ছবি পায়ের নিচে রাখা অবশ্যই আদবের পরিপন্থী। এগুলো আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভূক্ত। পবিত্র কোরআন শরীফে মহাe আল্লাহ এরশাদ করেন **وَمَـنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرِ اللّٰه فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰى الْقُلُوْب...الاية** Ab¡v আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করা অন্তরে তাক্বওয়া বা খোদাভীতি থাকার পlÖ¡uLz সুতরাং, এ সমস্ত জায়নামাযে নামায আদায় করতে অসুবিধা নাই। তবে সাবধান থাকতে হবে যেন পবিত্র কাবা শরীফ ও রওজা শরীফের মূল ছবির উপর পা না লাগে ও না বসে। এ ব্যাপারে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি একান্ত বাঞ্ছনীয়।

[ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলাইহি কৃত: 'আহকামে তাসভীর' ইত্যাদি।]

✍ ইমতিয়াজ হোসেন

®h¡u¡mM¡m£

◈ f-DÀ ছোট বেলা থেকেই সব সময় আমার ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয় এমনকি এখনও। এমতাবস্থায় ওজূ করে যদি নামায পড়ি তাহলে গুনাহ্গার হবো কিনা? অন্যথায় নামায হবে কিনা? আর যদি ওজু করার পর কিংবা নামাযের মধ্যে ফোঁ¡V¡ প্রস্রাব হয় তবে সে অবস্থায় কি করা যায়? দয়া করে আলোকপাত করবেন।

📖Eš l x কারো ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব করার রোগ হলে সে প্রতি ওয়াক্তের জন্য নতুনভাবে ওজু করবে। ওই ওজূ দিয়ে ওই ওয়াক্তের সকল ফরজ, সুন্নাত ও নফল নামায ও কোরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি আদায় করতে পারবে। যেমন- যোহরের নামাযের জন্য ওজু করলে আসরের ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত ওই ওজু থাকবে, যদি JC নির্দিষ্ট রোগ ছাড়া অন্য কোন কারণে ওজু ভঙ্গ না হয়। আসরের ওয়াক্ত আসার সাথে সাথে যোহরের সময় কৃত ওজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। আসরের জন্য নতুনভাবে ওজূ করca হবে। এটা ওজর হিসেবে ধর্তব্য, বিধায় এ কারণে রোগী গুনাহ্গার হবে না। এ নিয়মে e¡j¡k J AeÉ¡eÉ Bev`Z আদায় হয়ে যাবে। [শরহে বেকায়া ও রদ্দুল মুহতার ইত্যাদি।]

✍ jqi¢jc Bmi BSj niq

মসজিদ মার্কেট, কোর্ট হিল, চট্টগ্রাম

� fÖDÀ আমি এশার ফরজের নামাযের জন্য নিয়্যত করি, এশার নামাযের নিয়্যতের সময় আমি ভুলে মাগরীবের নামাযের নিয়্যত করে †dwj Hhw Hn¡l নামাযের রুকু'তে যাওয়ার সময় মনে পড়ল আমি তো এশার নামায আদায় করছি। কিন্তু ভুলে যে মাগরীবের নামাযের নিয়্যত করলাম। আমার ওই সময় করণীয় কি? B¢j কি নিয়্যত ভেঙ্গে পুনরায় নিয়্যত করবো, নাকি এ নিয়্যতে নামায আদায় করতে পারবো।

📖Eš I x 'নিয়্যত' এর আসল অর্থ অন্তরের দৃঢ় সংকল্প। নিয়্যতে মৌখিক উচ্চারণ মুখ্য নয়। তাই কেউ যদি অন্তরে এশার নামাযের দৃঢ় সংকল্প করে মুcM ভুলবশতঃ মাগরীবের নিয়্যত করলে এতে এশার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। নিয়্যত মুখে উচ্চারণ করে বলা মুস্তাহাব। মূলতঃ অন্তরের দৃঢ় msKí B নিয়্যতের ক্ষেত্রে aZe¨z

[দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার এবং কিতাবুল আশবাহ্ ওয়ান্ নাজাইর ইত্যা¢cz]

✍ BmL¡p ¢ju¡

j¡¢Vl¡‰¡, M¡Ns¡R¢s

� fÖDÀ বর্তমানে আমার বয়স প্রায় ৭০ বছর। বৃদ্ধ অবস্থায় জীবন-যাপন করছি। আমি এবং আমার স্ত্রীর ঘরে ৯জন সন্তান-সন্তুতি রয়েছে। তারা বিয়ে-শাদী করে B fe আপন পরিবার নিয়ে বাইরে বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করে। ফলে বৃদ্ধাবস্থায় আমাCL অনেক কষ্ট স্বীকার করে রোজগার করে জীবন-যাপন করতে হয়। প্রথমতঃ বৃদ্ধাবস্থাu, দ্বিতীয়তঃ বৃদ্ধ বয়সে অনেক কষ্টের জীবন-যাপন। এসব কারণে প্রায়ই আমার মেজায চরমে পৌঁছে যায়। অনেক সময় আমার স্ত্রীর সাথে তর্ক ও ঝগড়া লেগে যায়। চরj রাগে অস্থির হয়ে অনেক কিছু বলে ফেলি এবং গালমন্দ করি। আজ থেকে মাস দুয়েক আগে আমার স্ত্রীর সাথে আমার ছোট ছেলেকে নিয়ে ঝগড়া লেগে যায়। একে অপরCL অনেক খারাপ ব্যবহার করি। ঝগড়ার এক পর্যায়ে আমার স্ত্রী আমাকে বলে তোমার ছেলে তোমার কারণে শয়তান হয়েছে। আমিও চরম রাগে অস্থির হয়ে এবং অসহ্য হয়ে বলি- '১,২,৩ আবার বলি ১,২,৩ তালাক দিলাম' আরো অনেক দুর্ব্যবহার করেিR, সেও করেছে। এ ব্যাপারে শরীয়তের ফায়সালা কামনা করি।

📖Eš I x ইসলামী শরীয়তের নির্ভরযোগ্য ফাত্ওয়ার কিতাবসমূহের বরাত ও উদ্ধৃতিসমূহের ïভত্তিতে ফায়সালা প্রদান করা হচ্ছে যে, আপনার স্ত্রীর উপর প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তালাক সংঘটিত হবে না। যেহেতু অত্যন্ত বৃদ্ধ বয়সে এবং উভয়ের মধ্যে ঝগড়া বিবাদের সময় চরম রাগে অস্থির হয়ে স্বামী কর্তৃক স্বীয় স্ত্রীকে তালাক প্রদান করায় শরীয়ত মোতাবেক তা গ্রহণযোগ্য হবে না। বৃদ্ধাবস্থায় এhw চরমরাগের মুহূর্তে মানুষেi হুঁশ-আক্বল, বিবেক-বুদ্ধি স্থির থাকে না। কাজেই ওই

সময়ের কার্যকলাপ গ্রহণযোগ্য n‡e না। তদুপরি, শুধু ১, ২, ৩ তালাক বললে শরীয়ত মোতাবেক তালাক হয় না বরং তালাক স্ত্রীর দিকে সম্পর্কিত করতে হয়। উপরোক্ত² ঘটনায় 'স্ত্রীর দিকে তালাকের সম্পর্ক' করা হয়নি। নিম্নে নির্ভরযোগ্য ফাতওয়া গ্রন্থের jm EÜ¢a J hl¡apjq fÐš qm:

١. كما فى رد المحتار لابن عابدين الشامى ص-٤٤٢، ج ٣

فالذى ينبغى التعويل عليه فى المدهوش ونحوه اناطة الحكم بغلبة الخلل فى اقواله وافعاله الخارجة عن عادته وكذا يقال فيمن اختل عقله لكبر او لمرض او لمصيبة فاجأته فما دام فى حال غلبة الخلل فى الاقوال والافعال لاتعتبر اقواله وان كان يعلمها ويريدها لان هذه المعرفة والارادة غير معتبرة لعدم حصولها عن ادراك صحيح -

٢. وفى كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ص-٢٩٤، ج ٤

والحنفية قالو---والتحقيق عند الحنفية ان الغضبان الذى يخرجه غضبه عن طبيعته وعادته بحيث يغلب الهذيان على اقواله وافعاله فان طلاقه لايقع، وان كان يعلم مايقول ويقصده لانه يكون فى حالة يتغير فيها ادراكه، فلايكون قصده مبنيا على ادراك صحيح، فيكون كالمجنون -

٣. ولايقع الطلاق لعدم الاضافة الى المراة كما فى رد المحتار وكتاب الفقه على المذاهب الاربعة

✍ jqi¢jc el¦m B¢je

®L¢mnql, f¢Vu¡, Q–NË

� fÖDÀ আকীকা করা কি সুন্নাত? আমাদের দেশে দেখা যায় আKÉL¡ LI¡l SeÉ গরু বা ছাগল যবেহ করে এদের পেট (ভূঁড়ি) ঘরের সামনে কাপড় আর স্বর্ণ দিCu Na করে পুঁতে ফেলে আর পুঁতে ফেলার সময় তার পাশে দাঁড়িয়ে আযান দেয়। এ রLj করা জায়েয আছে কি? কোরআন-হাদীসের আলোকে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবz

📖EšI x নবজাতক সন্তানের পিতার পক্ষে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় পূর্বক La'a¡l ¢ecneÑe¦f BKীকা করা মুস্তাহাব। সম্ভব হলে নবজাতকের জন্মের সপ্তম দিনে আKীকা করা উত্তম। সপ্তম দিনে সম্ভব না হলে চতুর্দশতম বা ২১তম বা যে দিন pñh qu BKীকা করা যায়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে জন্মের সপ্তম দিনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উত্তম। উল্লেখ্য যে, নবজাত শিশু জন্মের ৭ম দিবসে আKীকা করা হলে আKÉL¡l fö যবেহ করার পূর্বে তার মাথা মুন্ডন করা সুন্নাত। এবং নবজাতকের কর্তিত চুলেl pj f¢lj¡Z üZ h¡ ®l±fÉ Abh¡ a¡l jmÉ pcL¡ LI¡J jÙ¡q¡hz ehS¡aL p¿¡e ছেলে হলে দু'টি ছাগল বা দু'টি ভেড়া অথবা গরু-মহিষের দুই অংশের আKীকা করবে।

আর সন্তান মেয়ে হলে একটি ছাগল বা একটি ভেড়া অথবা গরু-মহিষের এক অংশ BKীকা করবে। কোরবানীতে যে সমস্ত পশু যবেহ করা যায় এবং কোরবানীর পশুর প্রকারভেদে বয়সের যে তারতম্য লক্ষ্যণীয় আKীকার পশুর ক্ষেত্রেও হুবহু তাই mrÉZ£uz k¢cJ ®L¡Ih¡e£l Efkš² ph fÐ£ à¡l¡ BK£L¡ LI¡ k¡u; ¢L¿ºhL¢l à¡l¡ BK£L¡ LI¡ Ešjz ®L¡Ih¡e£l föl eÉ¡u BK£L¡l föl ®N¡naJ ¢ae i¡N করে এক তৃতীয়াংশ নিজের জন্য, এক তৃতীয়াংশ গরীব-মিসকীনদের জন্য সাদকা করে দিয়ে বাকি এক তৃতীয়াংশ আত্মিয়-স্বজনের মধ্যে বন্টন করে দেয়া সুন্নাত। AhnÉ ঘরের মানুষ বেশি হলে সব গোশত ঘরেও রেখে দেয়া যায়। আবার সব বিলিও করে দেয়া যাবে। আKীকার গোশত স্বচ্ছল আত্মীয়-স্বজনকেও দেয়া যায়। আK£L¡l ®N¡na মা-বাবা, দাদা-দাদী ও নানা-নানী সবার জন্য খাওয়া জায়েয আছে। আK£L¡l à¡l¡ সন্তানের উপর থেকে বালা-মুসীবত দূর হয়ে যায়, দানশীলতার বিকাশ ঘটে, গরীব-মিসকীন ও আত্মীয়-স্বজনের হক আদায় হয়। পরস্পর হৃদ্যতা ও আন্তরিকতাপূণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

সুতরাং, উপরিউক্ত সুন্নাতসম্মত পন্থায় আকীকা করবে। তাই আKীকার পশু যবেহ করার পর পশুর নাড়ি-ভূঁড়ি ঘরের দরজায় কাপড় দিয়ে জড়িয়ে পুঁতে ফেলা এবং পুঁতে ফেলার সময় আযান দেয়া নিছক কুসংস্কার মাত্র। তদুপরি নাড়িভূঁড়ির সাথে স্বর্ণ J রৌপ্য পুঁতে ফেলা অনর্থক সম্পদ নষ্ট করার শামিল। যা অবশ্যই গুনাহ। নিম্নে BK£L¡ সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস শরীফ উল্লেখ করা হল:

وعـن عائشة رضى الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة۔ جامع ترمذی،ج١،ص١٨٣؛ ابوداؤد،ج٢،ص٤٤

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, "রসূলÕ¡q সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নবজাতক ছেলে সন্তানের জন্য দু'টি সমবয়সী ছাগল আর মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল আকীকা করার জন্য নির্দেশ করেছেন।" -[¢al¢jk£ nl£g, 1j M™, fª¡ 183; Bh¤ c¡Ec nl£g, 2u M™, fª¡ 44]

وعـن على ابن ابى طالب رضى الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاةٍ

অর্থাৎ, হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্ল¡Õ¡ý আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান-এর জন্য একটি ছাগল দ্বারা আকীকা করেছিলেন।

-[¢al¢jk£ J Bh¤ c¡Ec nl£g, 2u M™, f. 44]

অর্থাৎ প্রয়োজনে আর্থিক অসুবিধা হলে ছেলে সন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল à¡l¡J আকীকা করা জায়েয। তবে ছেলে সন্তানের পক্ষে দু'টি ছাগল দ্বারা আকীকা করা Ešj J pæ¡a al£L¡z

نذرت امرأة مـن اٰل عبـد الـرحمٰن بن ابى بكر ان ولدت امرأة عبد الرحمٰن سحرها

نَحَرَهَا جَزُوْرًا فقالت لابل السنَّةُ افضل عن الغلام شاتانُ مكافئتان وعن الجارية شاة

অর্থাৎ আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের এক মহিলা মান্নত করল যে, আবদুর রহমানের স্ত্রীর ঘরে কোন নবজাতকের জন্ম হলে আমরা উV যবেহ করে আকীকা করব। হযরত আয়েশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা বললেন, এ রকম না করে উত্তম হল নবজাতক ছেলে হলে দু'টি সমবয়সী ছাগল আর মেয়ে হলে একটি ছাগল যবেহ করবে। -[মুস্তাদরাকে হাকেম, ৪র্থ/২৩৮পৃ.]

وعـن على ابن ابى طالب رضى الله عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عـن الـحسـن بشاةٍ وقال يافاطمةُ اِحْلِقِىْ رَأْسهٗ اِصْدِقِىْ بوزنة شعرهٖ فضّة فوز نتُه فكان وزنه درهماً او بعض درهم۔

অর্থাৎ "হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ স¡Õ¡Õ¡ý আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান এর পক্ষ থেকে একটি ছাগল দ্বারা আকীকা করেছিলেন আর বলেছিলেন, হে ফাতিমা! হাসান-এর মাথা মুন্ডিয়ে দাও আর তার চুলের সমপরিমাণ ওজনে রৌপ্য সাদকা করে দাও। (হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন) তারপর আমি হাসানের কর্তিত চুল ওজন করে দেখলাম যে, সেগুলোর ওজন ছিল এL দিরহাম বা তার অংশ বিশেষ ওযনের সমান।"-[¢al¢jk£ nl£g, 1j M™, fª¡ 183]

আকীকা সংক্রান্ত হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে আরো হাদীস শরীফ পাওয়¡ k¡uz

[মিশকাত শরীফ, জামে তিরমিযী ও সুনানি আবূ দাঊদ শরীফ ইত্যাদি।]

✍ **jq¡¦jc Bhcp ö‚l**

hMaf‚l, g¢VLR¢s, Q–NË¡j

⊘ fÐnÀ নিজের কাফ্ফারা নিজে খাওয়া কি জায়েয, জানিয়ে উপকৃত করবেন।

📖Ešl x যেসব কারণে সাদকা ওয়াজিব হয়, যেমন সাদকা-ই ফিত্‌র, নামায-রোযার ফিদ্‌য়া, শপথ ও যিহারের কারণে ওয়াজিবকৃত সাদকা ইত্যাদি নিজের উপর ওয়াজিব হয়ে থাকলে নিজের সাদকার বস্তু নিজে খাওয়া ও গ্রহণ করা জা¢uk নেই। তা অন্য গরীব-মিসকীন ও অভাবীদেরকে দান করবে। তদ্রুপ স্বীয় সাদ্‌কা, ¢gal¡, k¡L¡a, L¡gg¡l¡ J e¡j¡k-®l¡k¡l ¢gcu¡ ül¡ j¡a¡-¢fa¡, KIনজাত ছেলে সন্তান এবং স্বামী-স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে প্রদান করতে পারবে না।

[শরহে বেকায়া, হেদায়া ও ফাতহুল কাদীর, কৃত: ইমাম কামালুদ্দীন ইবনুল হুস্j¡e Bm qe¡g£ Iqj¡aõ¢q Bm¡C¢q CaÉ¡¢cz]

✍ **হাফেয মুহাম্মদ আহমদ রেযা হুসাইন**

Q¡¢ceeNl, °puc fl, e£mg¡j¡l£

⊘ fÐnÀ মেয়ের বিয়ের পর নাকে দুল পরা কি জরুরি বিষয়? জানালে খুশি হব।

📖Ešlx মহিলাদের জন্য বিয়ের আগে বা পরে নাক, কান ও গলায় অলঙ্কার

পরিধান করা জায়েয। অলঙ্কার পরিধানের জন্য নাক ও কান ছিদ্র করাও যায়। বিCuI পর নাকে দুল পরিধান করা জরুরি কোন বিষয় নয়। এটা সম্পূর্ণ মহিলাদের ইচ্ছাধীন। তবে পুরুষের নাক-কান ছেদন করা এবং মহিলাদের মত অলঙ্কার পরিধান করা নাজায়েয। -[IŸm jqa¡I]

✍ Bhcm S¢mm
আনোয়ারা উপজেলা

⊘ f-ÐÀ একজন মেয়ের স্বামী মাত্র নয় মাস এক দিন সংসার করার পর মারা যান। মেয়েটি ১৯ বৎসর বয়সে বিধবা হয়। কোন সন্তান গর্ভধারন করেনি। মেয়েটি এMe পিত্রালয়ে। তাকে আর দ্বিতীয় বিবাহ না দেয়ার জন্য সে তার মা-বাবাকে জানিCu দিয়েছে। সে কারণে বিবাহের অনেক প্রস্তাব আসলেও তা প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছেz মা-বাবা এ ব্যাপারে খুবই চিন্তিত। এ ১৯ বছরের শিক্ষিতা বিধবা মেয়েটি জীবনে যদি ২য় সংসার না করে ধর্মমতে কোন পাপ হবে কি? মৃত স্বামীর ভক্তির উপর আর সwp¡I জীবনযাপন না করলে সাওয়াব আছে কি? মেয়েটি নামাযী ও পর্দানশীন।

📖EšI x কোন স্বাধীন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা বিয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করা বা না করা সম্পূর্ণ তার ইখতিয়ারাধীন। এ ব্যাপারে অভিভাবক বা মা-বাবা তাকে জোর করে বিয়েতে বাধ্য করা অনুচিত। স্বামী নেয়ার মত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোন বিdh¡ মহিলা স্বামী না নিয়ে স্বীয় ইজ্জত-আবরূ হেফাযত করতে যদি আত্মবিশ্বাসী হয়, তবে সে স্বামী গ্রহণ না করলেও কোন অসুবিধv ®eCz Ab¡v 1j J ja ü¡j£I মায়া-মুহাব্বতের উপর যদি ওই অল্প বয়স্ক শিক্ষিত বিধবা রমনী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহZ e¡ করে স্বীয় ইজ্জত-আবরূকে হেফাযত করে পর্দার মধ্যে জীবন যাপন করলে গুনাহ্ বা আপত্তির কোন প্রশ্ন আসে না। তবে গুনাহের আশঙ্কা হলে অথবা ফিৎনা-ফ্যাসাদের সম্ভাবনা দেখা দিলে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করাই উত্তম ও মঙ্গলজনক।

⊘ f-ÐÀ একজন সচ্চরিত্র মহিলা কিভাবে পাব? আমি এক আলেমের পুস্তকে পেয়েছি 'রব্বানা হাবলানা মিন আয্ওয়াজিনা ওয়া যুর্‌রিয়্যাতিনা' এটা পড়লে Bõ¡qI পক্ষ হতে সচ্চরিত্র মহিলা মিলে যাবে? এ ছাড়া কোরআন হাদীসে অন্য কিছু আছে ¢L? দয়া করে বলবেন।

📖EšI x পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ এরশাদ করেছেন الخبيثت للخبيثين والخبيثون للخبيثت والطيبت للطيبين والطيبون للطيبت Ab¡v Af¢hœ e¡I£I¡ অপবিত্র পুরুষদের জন্য এবং অপবিত্র পুরুষগণ অপবিত্র নারীদের জন্য, আর পবিত্র নারীগণ পবিত্র পুরুষদের জন্য এবং পবিত্র পুরুষগণ পবিত্র নারীদের জন্য।

-[pl¡ el, Bu¡a 26]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কতেক তাফসীরকারক বলেছেন: যে পুরুষ নিজের চরিত্রকে অশ্লীল-পাপাচার, ব্যাভিচার ইত্যাদি থেকে সংরক্ষণ করতে পেরেছে, আল্লাহ্ তাCL

সচ্চরিত্র স্ত্রী দান করবেন। আর যে নারী নিজের চরিত্র ও সতীত্বকে রক্ষা করতে পেরেছে ব্যাভিচার ইত্যাদি পাপচার থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছে আল্লাহ্ তাকে সচ্চ¢Iœ স্বামী দান করবেন।

প্রশ্নে বর্ণিত এ সব দু'আ-প্রার্থনার মাধ্যমে সতী-সাধ্বী ও নেককার স্ত্রীর প্রার্থনার সাথে সাথে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার এ যুগে নিজের চরিত্র ও সতীত্বকে পুতঃপবিত্র রাখতে পারলে ইন্‌শাআল্লাহ্ এ আয়াতের ওয়াদা মতে আল্লাহ্ ZvevivKv Iqv ZvÔAvjv নেক্‌কার ও সৎপুরুষকে সতী স্ত্রী এবং সৎনারীকে সচ্চরিত্রবান স্বামী দিয়ে ধন্য করবেন নিঃসন্দেহে।

[তাফসীর-ই কবীর, তাফসীরে খাযেন, তাফসীরে রূহুল বয়ান, তাফসীরে নূরুল ইরফান ও তাফসীরে M¡k¡Cem Ĉlg¡e, pl¡ el Ca£¢cz]

✍ jq¡¿¢jc BMa¡I L¡j¡m M¡e
জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া

⊘ f-ÐÀ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে কাফের বলা যাবে কি না ?

📖EšI x আজকাল ইউরোপ-আমেরিকায় বিরাট সংখ্যক ইহুদী ও খ্রিস্টান রয়েছে, যারা শুধু আদম শুমারীর দিক দিয়েই ইহুদী-খ্রিস্টান বলে কথিত হয়। পÐa পক্ষে তাদের বেশির ভাগ আল্লাহর অস্তিত্ব ও কোন ধর্মে-কর্মে বিশ্বাস করেনা। a¡JI£a ও ইঞ্জীলকে আল্লাহর গ্রন্থ মনে করেনা এবং হযরত মূসা ও হযরত ঈসা আলাইহিমাস সালামকে আল্লাহ্র নবী বলে স্বীকার করে না। আবার অনেক খ্রিস্টান ত্রিতত্ত্ববাদেI বিশ্বাসী আবার অনেক ইহুদী হযরত উযাইর আলাইহিস্ সালামকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে বিশ্বাস করে থাকে। তদ্রুপ বর্তমান বিশ্বের অধিকাংশ ইহুদী-নাসারা আমাদের প্রিয় নবী রসূলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নুবূয়্যত ও রিসালাতCL অস্বীকার করে। সুতরাং এ প্রকারের ইহুদী ও খ্রিস্টানরা অবশ্যই মুশরিক ও কাফিরের A¿iš²z

⊘ f-ÐÀ আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব সূরা তারাভীহ্ নামায পড়ান। ইমাম সাহেব তারাবীহর নামাযের নিয়্যত বাধার পর প্রথম রাকাতে সানা পড়েন। কিন্তHIfI থেকে অন্য সব রাকাতে নিয়্যত বাঁধার পর সানা পড়েন্ না। নিয়্যত বাঁধার পI fI সূরার তিলাওয়াত আরম্ভ করে দেন। আমার প্রশ্ন হল, ইসলামী শরীয়তের বিধান ক£? ফিক্বহ শাস্ত্রের আলোকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

📖EšI x নিয়্যত বাধার পর প্রথম রাকাতে 'সানা' পড়া সুন্নাত-ই মুআক্কাদাহ্ , দ্বিতীয় রাকাতে সিজদা থেকে দাঁড়িয়ে শুধু মনে মনে বিসমিল্লাহ্ বলে ক্বিরআত öl¦ করবে। কেউ প্রথম রাকাতে নিয়্যত বাধার পর 'সানা' না পড়লে সুন্নাতে মুআক্কাc¡q ইচ্ছাকৃত তরক করার কারণে অবশ্যB গুনাহ্গার হবে যদিও বা নামায আদায় হয়ে যাবে। [ফতোয়া-ই হিন্দিয়া ও কিতাবুল ফিক্বহ্ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ ইত্যাদি।]

✍ jq¡¢jc Bhcl Iq¡£j

পুটিবিলা, গোরকঘাটা, মহেশখালী, কক্সবাজার

◈ **f**‑**ÐÀ** কোন মেয়ে বা মা যদি শিশুদের রমজানে দিনের বেলায় দুধ পান করায় তাহলে কি তার অযু ও রোযা ভঙ্গ হবে? জানালে খুশি হব।

🕮**EšI x** j¡ h¡ Ù—ন্যদাত্রী দুগ্ধপায়ী শিশুকে অযু ও রোযা পালনকালে দিনের বেলায় স্তনের দুধ পান করালে অযু ও রোযা ভঙ্গ হবে না।

✍ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

e¡ef l, g¢VLR¢s, QV²¡j

◈ **f**‑**ÐÀ** কোন স্বামী তাঁর স্ত্রীর স্তন চুষলে স্ত্রীর উপর কি তালাক অর্পিত হবে? জানাm
EfLa qhz

🕮**EšI x** স্বামী আপন স্ত্রীর স্তন্য মুখে নিলে বা স্ত্রীর দুধ পান করলে এতে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে না। তবে স্ত্রীর স্তন থেকে স্বামীর দুধ পান করা মাকরূহ।

✍ আবু তালেব

১২৮, চিটাগাং শপিং কমপ্লেক্স, ষোলশহর, চট্টগ্রাম

◈ **f**‑**ÐÀ** মসজিদের ইমাম হওয়ার জন্য কি কি গুণাবলী প্রয়োজন ? কি কি কারণে একজন মাওলানা ইমাম হওয়ার অযোগ্য হয় ?

🕮**EšI x** একজন ইমামের জন্য ছয়টি শর্ত অপরিহার্য। ১. মুসলমান হওয়া, ২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া, ৩. সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়া, ৪.পুরুষ হওয়া, ৫. বিশুদ্ধভাবে ক্বিরআত পঠনে সক্ষম হওয়া ও নামাযের বিধি-বিধান সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাm qJu¡ Hhw 6. j¡"kl (f‑ah¢å) h¡ JSIpÇf æ e¡ qJu¡z

তদুপরি বদ-মাযহাব তথা বাতিল মতাদর্শে বিশ্বাসী এবং ফাসিক-ই মুলিন বা প্রকাশ্যে গুনাহকারী যেমন মদ্যপায়ী, জুয়াড়ি, ব্যাভিচারি, সুদখোর, ঘুষখোর, চুগলখোর প্রমুখ। প্রকাশ্যে গুনাহে কবীরাহ্ সম্পন্নকারীকে ইমাম নিয়োগ করা মাকরূহে তাহরীমা h¡ মারাত্মক গুনাহ্। এ ধরনের ইমামের পেছনে নামায আদায় করা মাকরূহে তাহরী j¡z ভুলে ইক্বতিদা করে থাকলে জানার পর ওই নামায পুনরায় পড়ে নিতে হবে।

[el¦m Ck¡, Bccl l¦m jMa¡l J lŸm jqa¡l "Cj¡ja' Adÿ¡u Caÿ¡¢cz]

সুতরাং উপরোক্ত শর্তসমূহ পাওয়া না গেলে সে ইমামের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। এমন অযোগ্য ইমাম নিয়োগ করা বা নিয়োগ দেওয়া গুনাহের কারণ। তাই ইমাম J খতীব নিয়োগ দেওয়ার ব্যাপারে শরীয়ত সম্পর্কে অভিজ্ঞ, যোগ্য আলিম ও মুফতীগণের মাধ্যমে ইমামের যোগ্যতা যাচাইয়ের পর তাঁদের পরামর্শ মত ইমাম নিয়োগ cCJu¡ jp¢Sc L¢j¢V h¡ ja¡Ju¡¢õl Seÿ Af¢lq¡kz

✍ jq¡¢jc IjS¡e Bm£

h¡¢clh¡e ®L¡V, h¡¢clh¡e

◈ **f**‑**ÐÀ** HL¢V j¡¢pL f¢œL¡u "cII¦m jMa¡l g£ n¡l¢q a¡e¡£l¦m Bhp¡l' কিতাবের বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে- ''যে ব্যক্তি আযান শুনবে তাদের সকmেl জন্যই মৌখিক বা শাব্দিকভাবে মুখে আযানের জবাব দেওয়া ওয়াজিব। যদিও সে নাপাক অবস্থায় থাকে।'' এখন আমার প্রশ্ন- কিতাবের ওই ইবv la¢V LaVL গ্রহণযোগ্য? নাপাক অবস্থায়ওকি সত্যিই আযা‡bi- Sh¡h ®cJu¡ Ju¡¢Shz

🕮**EšIx** আযানের জবাব দু'ধরনের হয়ে থাকে। ১. মৌখিকভাবে আযানের জবাব দেওয়া। ফিক্বহ্ শাস্ত্রের পরিভাষায় যাকে اَلْاِجَابَةُ بِالْقَوْلِ (®j±¢Lক উত্তর দেয়া) বলে। ২. আযান শুনে নামাযের জামাতে উপস্থিত হওয়া। ফিক্বহের পরিভাষায় যাকে اَلْاِجَابَةُ بِالْفِعْلِ বা কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে উত্তর প্রদান বলা হয়। তাই, মৌখিকভাবে উত্তর দেয়া (অর্থাৎ মুয়াজ্জিন যা বলবে শ্রোতা প্রত্যুত্তরে তাই বলবে, আর 'হাইয়া Bm¡p সালাহ্' ও 'হাইয়া আলাল ফালাহ্'-এর উত্তরে 'লা- হাওলা ওয়ালা- ক্বুওয়াতা Cõ¡-¢hõ¡-¢qm B¢m¢uÉm Bk£-j' hm¡) jÙ¡q¡hz Hje¢L e¡f¡¢L AhÙ¡uJz aবে আমাদের হানাফীদের মতে- ঋতুস্রাব ও নেফাস চলাকালীন অবস্থায় আযানের মৌ¢ML Sh¡h ®cJu¡ jÙ¡q¡h euz

আর দ্বিতীয় প্রকারের আযানের জবাব দেওয়া, অর্থাৎ আযান শুনে জামাতে শরীক হওয়া। শরীয়ত সম্মত কোন ওজর বা আপত্তি না থাকলে আযান শুনে জামাতে শরীক qJu¡l Seÿ Nje Ll¡ Ju¡¢Shz ®kje- ph¡j¡eÉ gLÀ Cj¡j Bhcl Iqj¡e S¡k£l Iqj¡aõ¡¢q Bm¡C¢q "Bm ¢gLÀ B"m¡m j¡k¡¢q¢hm Bl h¡"Bq Nÿের اِجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ مبَاحثُ الْاَذَانِ অধ্যায়ের পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন যে,

اجابة المؤذن مندوبة لمن يسمع الاذان ولوكان جنباً...ان الحنفية اشترطوا ان لاتكون حائضا او نفسآء فان كانت فلا تندب لها الاجابة بخلاف باقى الائمة - لانهما ليست من اهل الاجابة بالفعل فكذا بالقول -

(الفقه على مذاهب الاربعة، جـ١، صـ ٣١٨-٣١٧)

অর্থাৎ, যে আযান শুনবে তার জন্য মুয়াজ্জিনের আযানের মৌখিক জবাব দেওয়া মুস্তাহাব। যদিও সে নাপাকি অবস্থায় থাকে। কিন্তু হানাফীদের মতে ঋতুস্রাব J ®eg¡p সম্পন্না মহিলাদের জন্য আযানের জবাব দেওয়া মুস্তাহাব নয়। কিন্তু অন্যান্য ইমামগণের মতে মুস্তাহাব। যেহেতু ঋতুস্রাব ও নেফাস সম্পন্না মহিলা হায়েজ ও নেফাসের কারণে আযানের بِالْفِعْلِ তথা কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে জবাব দেওয়ার উপযুক্ত নয়। তেমনিভাবে মৌখিকভাবেও জবাব দেবেনা।

[Bm ¢gLÀ B"m¡ j¡k¡¢q¢hm Bl h¡B, 1j i¡N, f.317-318, CÙ¡ðm ®bকে প্রকাশিত]

fÐÜ ¢gLÅ NÈ "Bm jMa¡p¡l¦ ¢mm LÅl£'l hÉ¡MÉ¡NÈ "Bm S¡Jq¡l¡ae নাইয়্যারাহ'তে উল্লেখ আছে যে- ويستحب متابعة المؤذن فيما يقول الا فى الحيعلتين فانه يقول لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم- (الجوهرة النيرة، ص٥٧) Ab¡v, মুয়াজ্জিন যা বলবে তা বলা মুস্তাহাব। কিন্তু 'হাইয়া আলাস্ সালাহ' ও 'হাCu¡ Bm¡m ফালাহ'র জবাবে বলবে, 'লা-হাওলা ওয়ালা- কুওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হিল্ আলিm¢uÉm Bk£jz'[Bm S¡Jq¡l¡q, fªù¡ 57]

আর ইক্বামাতের জবাব দেওয়াও মুস্তাহাব। দুররুল মুখতার প্রণেতা এ প্রসঙ্গে লিখেছেন ®k, (ويجيب) وجوبًا وقال الحلوانى ندبًا والواجب الاجابة بالقدم (من سمع الاذان) ولو جنبا অর্থাৎ, যে আযান শুনবে তার জন্য আযানের জবাব দেওয়া ওয়াজিব, যদিও সে নাপাকী অবস্থায় থাকে। ইমাম হালওয়ানী বলেন, আযানের জh¡h দেওয়া মুস্তাহাব। আযানের জবাবে জামাতে উপস্থিত হওয়া ওয়াজিব।

ইমাম ইবনে আবেদীন শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করে বলেন, (وقال الحلوانى ندبًا) اى قال الحلوانى ان الاجابة باللسان مندوبة والواجبة هى الاجابة بالقدم অর্থাৎ, ইমাম হালওয়ানী বলেন, আযানের মৌখিক জবাব দেওয়া মুস্তাহাব। আর আযানের জবাবে জামাতে উপস্থিত হওয়া হলো ওয়াজিব।

আল্লামা ইমাম ইবনে আবেদীন শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'দুররুল মুখতার' গ্রন্থের ব্যাখ্যায়, 'আযানের মৌখিক জবাব দেওয়া ওয়াজিব বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করে মৌখিক জবাব দেয়া মুস্তাহাব হওয়ার অভিমতকে প্রাধান্য দেন। সুতরাং ইমাম ইবনে আবেদীন শামী nvbvdx রহমাতুল্লাহি আলাইহি এর গবেষণা মতে আযানের মৌকিক জবাব দেওয়া মুস্তাহাব। তিনি ইমাম হালওয়ানীর অভিমতকেই প্রাধান্য দেন। আl HV¡ অধিকাংশ ইমাম ও ফক্বীহ্গণের অভিমত বলে মত পোষণ করেন। আর ইক্বামতের মৌখিক জবাব দেওয়া সকলের ঐকমত্যে মুস্তাহাব। উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথাই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, আযানের মৌখিক জবাব হানাফীদের মধ্যে যদিও কেউ কেউ ওয়াজিব বলেছেন, তবে অধিকাংশ হানাফী ফক্বীহ্ ও ইমামগণ আযানের মৌখিক জবাবকে মুস্তাহাব বলেন। আর আযান শুনে নামায ও জামাতের দিকে হাজির হওয়াকে ওয়াজিব বলে ফায়সালা প্রদান করেছেন।

[Bm ¢gLÅ Bm¡ j¡k¡¢qhm Blh¡"B J lŸm jqa¡l CaÉ¡¢cz]

✍ jq¡¢jc e¡Dj EŸ£e

®hah¢eu¡, l¡P¡j¡¢V

◈ fÐÀ শুনেছি ৪০ জুমা হলে নাকি ঐ মসজিদ ভাঙ্গা যায় না। আমাদের মসজিদটি স্থাপিত হয় ১৯৬১ সালে। বর্তমানে এ মসজিদটির পরিবর্তে আরো একটি মসজিদেl টেন্ডার হয় ১২ লক্ষ টাকার এবং বর্তমানে কাজ সম্পন্ন হয়। এখন আমার প্রশ্ন হল, মসজিদটি কি কাজে আসতে পারে তা জানালে উপকৃত হব।

📖Eš¡l কেউ যদি মসজিদ নির্মাণ করে তথায় জামাত পড়ার জন্য মুসলিম

জনসাধারণকে আ'ম অনুমতি দিয়ে দেয় এবং একজন ব্যক্তিও যদি আযান-ইক্বামতসহকারে নামায আদায় করে তা' চিরকালের জন্য মসজিদে পরিণত হবে। ওC মসজিদের জায়গা সঙ্কীর্ণ হওয়ার কারণে জামাতে মুসল্লীদের সঙ্কুলান না হয় এবং মসজিদ সম্প্রসারণ করার ও আশে-পাশে জায়গা না থাকে, তবে ওই পুরাতন মসজিদের পরিবর্তে অন্যত্র মসজিদ নির্মাণ করা যাবে। কিন্তু ওই পুরাতন মসজিcেl জায়গা যেন অপবিত্র না হয় সে দিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। ওই পুরাতন মসজিদের জায়গায় দোকান- পাট, ঘর-বাড়ি, অফিস-আদালত ইত্যাদি নির্মাণ কর¡ যাবে না। বরং চতুর্দিকে ঘেরাও দিয়ে হেফাযত ও সংরক্ষণ করতে হবে; এটা Af¢lq¡kÑ eah¡ jqõ¡h¡p£ h¡ jp¢Sc f¢lQ¡me¡ L¢j¢V AhnÉC ...e¡qN¡l হবে।

[ফতোয়া-ই খানিয়া ও ফতোয়া-ই রেজভিয়া ইত্যাদি]

✍ jq¡¢jc Bhcp ö‚l

j¢Sc h¡¢s, hMaf‚l, g¢VLR¢s

◈ fÐÀ দ্বীনী ইল্ম তলব করা প্রত্যেক মুসলমান নর -নারীর উপর ফরজ। কতটুকু ইল্ম তলব করলে ফরজ আদায় হয়ে যাবে। বর্ণনা করলে উপকৃত হব।

📖Eš¡l x জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরজ হলেও সকল প্রকার ইল্ম অর্জন করা কিন্তু এক পর্যায়ের ফরজ নয়। সে হিসেবে ইল্ম অSe করার বিভিন্ন পর্যায় বা স্তর রয়েছে। যেমন-

১. ফরজে আইন : দ্বীন সম্পর্কীয় অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদির ইল্ম অর্জন করা ফরজে আইন। যা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। অর্থাৎ অবস্থার চাহিদানুযায়ী জ্ঞানাSe করা ফরজ। তাই একজন মুসলমানের উপর যেহেতু দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরS, সেহেতু নামায আদায়ের জন্য যে সব শর্তাদি রয়েছে তা জানাও ফরজ। অনুরূপভাবে রোযা, হজ্ব ও যাকাতের আহকাম জানাও ফরজ। যদি তার উপর তা' ফরজ হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে সে যদি ব্যবসায়ী হয়, তবে ব্যবসা সংক্রান্ত ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা তার জন্য ফরজ।

মোটকথা, নামায-রোযাসহ অন্যান্য ফরজ ওয়াজিব ইবাদত এবং হারাম ও মাকরূq বিষয়সমূহ সম্পর্কে ইল্ম অর্জন করা ফরজে আইন। যার উপর হজ্ব ফরজ তার জন্য হজ্বের মাসআলা জানা, বেচা-কেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পকারখানায় নিয়োSa ব্যক্তি তার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানার্জন করা এবং বিয়ে-শাদীর উদ্যোগ গ্রহণকাl£l SeÉ বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত জ্ঞানার্জন করা ফরজে আইন।

২. ফরযে কিফায়া : যে সমস্ত ইল্ম জরুরি, কিন্তু সকলের জন্য ব্যক্তিগতভাবে অর্জন করা অপরিহার্য নয়, সমাজের শ্রেণীবিশেষ তা অর্জন করলেই গোটা সমাজ দায়িaÅ² হয়ে যায় -এ ধরনের ইল্মকে ফরজে কিফায়ার পর্যায়ভুক্ত করা হয়। যেমন- কোlBe ও হাদীসের উপর গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করা, মু'আমালাত, অসিয়ত ও ফরাইজ বা উত্তরাধিকার বন্টনের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যা অর্জন করা। কারণ, কোরআন, হাদ£p,

ফিক্হ ও ফতোয়ার উপর গভীর ব্যুৎপত্তি অর্জন করা এত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ L¡S ®k গোটা জীবন ব্যয় করেও এতে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সম¡S বা রাষ্ট্রের কিছু সংখ্যক লোক এ সকল জ্ঞান অর্জন করে নিলেই অন্যরা দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

3. egm Cmj : শরীয়তের দৃষ্টিতে ফরজ, ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যক পর্যায়ের নয়, অথচ এর বিনিময়ে সাওয়াব লাভ হয়, এগুলোর ইল্ম হাসিল করা নফল।

সুতরাং একজন মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনে যা পালন করা অত্যাবশ্যকীয়, ওই বিষয়ে শরীয়তের জ্ঞানার্জন করা ফরজ। এতটুকু জ্ঞান অর্জন না করলে সে অবশ্যই ফরজ অনাদায়ের দরুন গুনাহ্গার হবে।

[রদ্দুল মুহতার, ১ম খণ্ড, কৃত. আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহমাতুল্লাহি আলাই¢q J "a¡m£j m ja¡B‡õ¡' Ca£¡‡cz]

✍ মুহাম্মদ লোকমান হোসেন

ch¡C, CE.H.C.

✧ f‡DÀ আমি বাল্যকালে অন্যজনের মাছ ধরে এনে খেয়েছিলাম। কিন্তু প্রকৃত মালিক কে আমি জানিনা। এখন আমি কিভাবে ওই ব্যক্তির হক আদায় করতে পারি? জানালে উপকৃত হব।

🕮Eš I x কেউ কারো হক খেয়ে থাকলে আর প্রকৃত হকদার জানা না থাকলে ওই হকের পরিমাণ নির্ধারণ করে ওই পরিমাণ টাকা-পয়সা বা অন্য কিছু প্রকৃত হকদারের পক্ষ হয়ে সাদক্বাহ্ করে দেবে এবং এ পাপকর্মের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রাbe¡ করবে। তবে হকদারের ওলী-ওয়ারিশ, ছেলে সন্তান জীবিত থাকলে উক্ত হক অর্থাv মাছের মূল্য তাদের নিকট পরিশোধ করবে অথবা ক্ষমা চেয়ে নেবে। ["¡pl¡‡Suª¡q' Ca£¡‡cz]

✍ মুহাম্মদ ইফতেখার উদ্দীন জাবেদ

j‡eleNI, h¡cI, Q–N¦

✧ f‡DÀ কোন ব্যক্তি যদি চট্টগ্রাম হতে ফেনী ১৫ দিনের কম সময়ের জন্য বেড়াতে যেতে ইচ্ছে করে তাহলে কি সে মুসাফির হবে এবং তাকে কি নামায কসর করতে হবে? জানালে উপকৃত হব।

🕮Eš I x কোন ব্যক্তি ৩ দিনের পথ অর্থাৎ সাড়ে সাতান্ন মাইল বা ততোধিক দূরত্বে সফরের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হলে এবং ওই জায়গায় ১৫ দিনের কম সমu অবস্থানের নিয়্যত করলে সে শরীয়ত মোতাবেক মুসাফির বলে গণ্য হবে। যেহেতু চট্টগ্রাম থেকে ফেনীর দূরত্ব সফরের দূরত্বের চেয়ে বেশি হবে তাই সফরের নিয়্যতে ফেনীর উদ্দেশ্যে বের হলে এবং তথায় ১৫ দিনের কম সময় অবস্থানের নিয়্যত করme ওই ব্যক্তি মুসাফির বলে গণ্য হবে। তাকে কসর পড়তেই হবে। অর্থাৎ চার রাক"Ba বিশিষ্ট ফরজ নামায দু'রাক্'আত আদায় করবে। হ্যাঁ, যদি কোন মুক্বীম ইমামের পেছনে bামায পড়ে তবে মুক্বীম ইমামের পেছনে পূর্ণ চার রাক্'আত আদায় করবে।

[...teu¡ J cll¦m jMa¡l]

✍ jq¡Çjc n¡qe¡Ju¡S

h¡nM¡m£, PÆMvg

✧ f‡DÀ আমি ১৯৮৬ সালে মহান অলী-ই কামিল গাউস-ই যামান আল্লামা হাফেয ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যেব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র কাছে বায়'আত্ qJu¡l f‡l থেকে বিগত ১৮/১৯ বছর আমাদের মহল্লার মসজিদে বাতেল ইমামের পেছনে নামায পড়া বাদ দিয়েছি। মাঝে-মধ্যে শুক্রবারে বাড়িতে থাকলে হয়তো জুমার পরিবর্তে যোহরের নামায পড়ে থাকি। নতুবা আমাদের বাড়ি থেকে দেড় মাইল দূরে একট¡ pæ£ মসজিদে জুমা পড়ে থাকি। ঈদের নামাযও ওখানে পড়ে থাকি ছেলেদের নিয়ে। এ নিয়ে আমার মহল্লার (সমাজের) সর্দারগণ ও মসজিদ কমিটি আমার বিরুদ্ধে বহু ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ওসব ষড়যন্ত্র আমার মুর্শেদে বরহক্ব'র নজরে করমে দমে গেছে। কিছুদিন পূর্বে 'দাক্বায়েকুল আখবার' বইটার 'জামা'আতে নামায পড়ার ফজীলত' অধ্যায়ে 'জামা'আতে' না পড়লে ক্ষতির বিবরণটায় চোখ বুলাতেই আমার সমস্ত দেহ-মন অhn হয়ে গেল। দারুন দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হলাম। আর তাই অনন্যোপায় হয়ে আপনার কাছে লিখতে বাধ্য হলাম। বিগত দিনে জামা'আতে নামায পড়তে ও জুমু'আর নামায পড়তে (সুন্নী ইমামের পেছনে) কোন অসুবিধা ছিল না। কারণ, চাকুরি করার জন্য শহরে থাকতে হত। এখন চাকুরি থেকে অবসর নিয়েছি- বাড়িতে (গ্রামে) না থেকে উপ¡q‡a¡ নাই। আমার বাড়ির চতুর্দিকে (পূর্বে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে) দেড় মাইলের ¢ial কোন সুন্নী ইমামের মসজিদ নেই সেখানে ৫ ওয়াক্ত নামায জামাতে আদায় করা pñh নয় জুমার নামায ব্যতীত। হুজুর! আমিতো মহা পেরেশানিতে পড়ে গেলাম। জামা'আতের ফজীলত খুব বেশী জানতাম। কিন্তু, জামা'আত তরক করলে এমন জঘন্য ক্ষতি -এটা জানা ছিল না। এখন আমার কী করণীয় তা জানালে উপকৃত হব।

🕮Eš I x খারেজী, ওহাবী, মওদূদী, কাদিয়ানী ও শিয়াসহ যে সব লোকের বদআকীদা ও বিশ্বাসকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের হক্কানী আলিম ও মুফ্তীগণ কুফরী বলে সাব্যস্ত করেছেন এমন বদ আকীদা পোষণকারী ইমাম/খতীবের পেছনে নামায পড়া নাজায়েয। ভুলবশত নামায আদায় করে থাকলে ওই নামায পুনরায় আc¡u করে নিতে হবে। যেমন ইমাম হালবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'গুনিয়া' গ্রন্থে বme-

يكره تقديم المبتدع لانه فاسق من حيث الاعتقاد وهو اشد من الفسق من حيث العمل يعترف بانه فسق يخاف ويستغفر بخلاف المبتدع والمراد بالمبتدع من يعتقد شيئًا على خلاف مايعتقده اهل السنة۔

অর্থাৎ,''কোন বদআকীদা পোষণকারী লোককে ইমাম বানানো মাকরূহে তাহর£j¡z কেননা, আমলগত ফাসিক্ব থেকে আক্বীদাগত ফাসিক মারাত্মক। কারণ, আমলগত ফাসিক তার ফিস্ক্ব বা পাপকে স্বীকার করে, এ জন্য আল্লাহ্কে ভয় করে এবং ক্ষম¡ প্রার্থনা কামনা করে। কিন্তু আক্বীদাগত ফাসিক তার বিপরীত। আর আক্বীদাগত ফ¡‡pL

ওই ব্যক্তিকে বলে, যে আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা পরিপন্থী বদআL£c¡ পোষণ করে।'' [...¢eu¡, fù¡ 480]

তাই কোন অবস্থায় কোন বদ-আকীদা পোষণকারী ইমাম ও লোকের পেছনে জেনে-শুনে নামায আদায় করা যাবে না। ফিত্না-ফ্যাসাদের আশঙ্কা না থাকলে pbL জামাত আদায় করবে। নতুবা একাকী নামায আদায় করবে। এটাই ইমাম ও ফক্বীহ্গণের বিশুদ্ধ মত। আর কোন অপরিচিত স্থানে কোন অপরিচিত ইমামের পেছনে ইক্বতিদা করার পর ওই ইমামের আচরণ- বিচরণে বা বক্তব্যে আক্বীদাগত সন্দেহ p¢ø হলে তার পেছনে আদায়কৃত নামাযও সতর্কতাস্বরূপ পুনরায় আদায় করবে।

সুতরাং ইমামের বদ আকীদা সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার পর তার পেছনে ইক্বতিদা করা যাবে না। আর এ জন্য জামাত ত্যাগ করলে জামাত ত্যাগকারীর ভয়াবহ পরিণতি ওC সুন্নী মুক্বতাদীকে ভোগ করতে হবে না। হাদীস শরীফে নামাযে জামাত ত্যাগক¡l£l ®k ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা ওই সময় প্রযোজ্য হবে যখন ইমাম/খতীব সুন্নী হওয়া এবং জামাতে শরিক হওয়ার শরঈ কোন বাঁধা না থাকা সত্ত্বেও অলসতা বশতঃ জামাতে শরিক না হয়। সুতরাং আপনি যেহেতু ওই ইমামের আক্বীদাগত ভ্রান্তির কারণে মহল্লার ইমামের পেছনে জামাত সহকারে নামায পড়েন e¡, কিন্তু আল্লাহ্- রসূল, মৃত্যু, কবর, হাশর-নশর ইত্যাদিকে ভয় ও বিশ্বাস করেনz ¢hd¡u, আপনি অলসতাবশতঃ ইচ্ছাকৃত জামাত ত্যাগকারীর ভয়াবহ শাস্তির অধিকারী হবেন না। এ ব্যাপারে আপনাকে চিন্তামগ্ন হওয়ার দরকার নেই। আপনার অবস্থা সম্পকে আল্লাহ্-রসূল অবগত আছেন।

✍ jq¡¢j c Bnl¡g EŸ£e

হাজ্বী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ, চট্টগ্রাম

� f¤nÀ খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী নারী ও পুরুষ বিবাহ সম্পন্ন করেছে। কিছুদিন পর তারা ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এই শান্তির ধর্মের মর্মার্থ অনুধাবন করতঃ ঈম¡e আনয়ন করেছে। এখন প্রশ্ন হল, যেহেতু তারা খ্রিস্টান ধর্মের বিধান মতে তা¢cl ¢hh¡q সম্পন্ন করেছিল সেহেতু তারা কি পূর্বের বিবাহ্ বলবৎ রাখবে নাকি ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে আবার নতুন করে বিবাহ্ সম্পন্ন করবে? তারা খ্রিস্টান মা-বাবা ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক তথা তাদের পূর্বের বাড়িতে যাওয়া আসা বা খাওu¡- দাওয়া করতে পারবে কিনা? ইসলামী বিধান মতে এর সঠিক সমাধান অবগত করে বাধিত করবেন।

🕮Eš l x কোন অমুসলিম স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মুসলমান হলে তাদের পূর্বের নিকাহ্ বহাল থাকবে। মুসলমান হওয়ার কারণে পূর্বের নিকাহ্ বাতিল হবে না এবং এ Se£ নতুনভাবে নিকাহ্ বা আক্বদের প্রয়োজন নেই। তবে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যদি Hje qu

যে, তাদের মধ্যে বিবাহ হওয়া ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক নিষেধ। যেমন চৌদ্দ Se মুহ্রামাত (যাদেরকে বিয়ে করা নিষেধ), তবে ইসলাম গ্রহণের পর কাজী তা¢cl বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেবেন। স্ত্রী ইদ্দত পালন করার পর অন্য মুসলিম পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। অর্থাৎ পূর্বের স্বামী যদি মুহ্রিমদের মধ্যে A¿iš² হয়। যেমন- ছেলে, আপন ভাই, আপন ভাতিজা, আপন ভাগিনা, আপন চাচা ইত্যাদি তখন অমুসলিম অবস্থায় তাদের সাথে বিবাহ বন্ধন হলে ইসলাম গ্রহণের পর উক্ত বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে।

অমুসলিম মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয় স্বজনদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা এবং প্রয়োজনে তাদের দেখা-শোনা করা মুসলিম সন্তান-সন্ততিদের জন্য জায়েয। তবে তারা আõ¡ql নাফরমানির নির্দেশ করলে তা মান্য করা যাবে না। অমুসলিম আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে হালাল দ্রব্যাদি খাওয়া জায়েয। তবে তাদের যবেহ্কৃত কোন পশু-পাখির মাংস খেতে পারবে না। কারণ, অমুসলিমদের যবেহ্কৃত পশু-পাখি খাওয়া মুসলমানদের জন্য জায়েয নেই। [শরহে বেকায়া ও হেদায়া 'নিকাহ' অধ্যায় ইত্যাদি]

✍ jq¡¢j c nq¡S¡q¡e

Hu¡¢Re eNl, g¢L l¢Vm¡ h¡S¡l, l¡ES¡e

� f¤nÀ গত ডিসেম্বরে আমার মায়ের ইন্তিকালের পর ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তাঁর কবরে ৪০ দিন পর্যন্ত কোরআন শরীফ তিলাওয়াতের জন্য এক মাওলানা সাহেবকে নিযুক্ত করেছি। মাঝে মধ্যে সময় সাপেক্ষে আমিও মায়ের কবর যিয়ারত করি। প্রশ্ন হল- আমার মায়ের কাছে সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য আমাকে কি কি করতে হবে? বিস্তারিত জানালে খুশি হব।

🕮Eš l x HLc¡ S¯eL Bep¡l£ p¡q¡h£ (l¢àu¡õ¡ý Beý) ýSl flel সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল, মাতা-পিতার তিরোধানের পর তাঁদের সাথে সদাচরণ করার কোন পন্থা h¡¢L আছে কি? যা আমি করে ধন্য হই। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্ল¡j এরশাদ করলেন-

نَعَمْ اَرْبَعَةَ اَلصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِىْ لَارَحْمَ لَکَ اِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا فَهٰذَا الَّذِىْ بَقِىَ مِنْ بِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا ـ (رواه البيهقى)

অর্থাৎ, ''হ্যাঁ, চারটি পন্থা রয়েছে- তাঁদের (ঈসালে সাওয়াবের) জন্য নাম¡k fs¡, তাঁদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তিরোধানের পর তাঁদের প্রতিশ্রুত অসিয়ত L¡kLl করা এবং তাঁদের বন্ধুমহলের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা; শুধুমাত্র তাঁদের পক্ষ

হতে যারা আত্মীয় হিসেবে মনোনীত তাঁদের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখা। এটা এমe সদাচরণ যে তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের সাথে সদ্ভাব বহাল রাখাi bvgvŠiz''

[hZe¡u Cj¡j h¡uq¡L£ (Iq.)]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন, اِسْتِغْفَارُ الْوَلَدِ لِاَبِيْهِ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنَ الْبِرِّ (ابن النجار) ''পিতার তিরোধানের পর সন্তান-সন্ততিগণ তাঁর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করাই (মাতাপিতার সাথে) সদাচরণ করার অন্তর্ভুক্ত।''

وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُوْلُ يَارَبِّ اَنّٰى لِىْ هٰذِهٖ فَيَقُوْلُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ ـ (رواه احمد)

''হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ p¡õ¡õ¡ý আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ আযযা ওয়া জাল্লা নেক্কার বান্দার জন্য জান্নাতে দরজা এবং মর্তবাকে বুলন্দ করেন। তখন বান্দা বলেন, cq আমার রব! এত উঁচু মহান মর্তবা আমার জন্য কিভাবে হল? তখন আল্লাহ্ বলেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ইস্তিগফার ও দো'আ-প্রার্থনার কারণে।''

[®jnL¡a nl£g, 206, hZe¡u Cj¡j Bqjc Iq.]

وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَاالْمَيِّتُ فِى الْقَبْرِ اِلَّا كَالْغَرِيْقِ الْمُتَغَوِّثِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحِقُهٗ مِنْ اَبٍ اَوْ اُمٍّ اَوْ اَخٍ اَوْ صَدِيْقٍ فَاِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيُدْخِلُ عَلٰى اَهْلِ الْقُبُوْرِ مِنْ دُعَآءِ اَهْلِ الْاَرْضِ اَمْثَالَ الْجِبَالِ وَاِنَّ هَدِيَّةَ الْاَحْيَآءِ اِلَى الْاَمْوَاتِ الْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ ـ (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

''হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূmõ¡q সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কবরে মৃত ব্যক্তির অবস্থা পানিতে ডুবন্ত সাহায্যের প্রার্থনাকারী ব্যক্তির ন্যায়। (কবরে মৃত ব্যক্তি) দো'আ-পÐe¡l অপেক্ষায় থাকে, যা তার নিকট স্বীয় পিতা, মাতা, ভাই এবং বন্ধু-বান্ধব হতে পৌঁছে। যখন দুনিয়ার জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দো'আ-প্রার্থনা মৃত ব্যক্তির নিকট কবরে পৌঁছে, তখন তার কাছে তা দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ থেকে অধিক প্রিয় হয় এবw ¢eÕQu আল্লাহ্ তা'আলা কবরবাসীর নিকট পৃথিবীর জীবিত ব্যক্তিদের দো'আ-প্রার্থনাগুলো বিশাল বিশাল পর্বতসমূহের ন্যায় করে (সাওয়াবের পর্বতগুলো) প্রবেশ করান। BI জীবিত ব্যক্তিদের অন্যতম হাদিয়া মৃতব্যক্তির জন্য দো'আ ও ইস্তিগফার।

[¢jnL¡a nl£g, 206 f., hZe¡u Cj¡j a¡h l¡e£ Iq.]

হুযূর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন যে,

اِذَا تَصَدَّقَ اَحَدُكُمْ بِصَدَقَةٍ تَطَوُّعًا فَلْيَجْعَلْهَا عَنْ اَبَوَيْهِ فَيَكُوْنُ لَهُمَا اَجْرُهَا وَلَايَنْقَصُ مِنْ اَجْرِهَا شَيْئًا ـ (رواه الطبرانى)

''যখন তোমাদের কেউ নফল সাদক্বাহ্ প্রদান করে, তাহলে এ সাদক্বাহ্ তাI পিতা-মাতার পক্ষ থেকে প্রদান করা উচিত। এ সাদক্বাহ্‌র সাওয়াব উভয়ের নিকV পৌঁছবে এবং বিন্দুমাত্র তার সাওয়াব হ্রাস পাবে না।'' [hZe¡u Cj¡j c¡l Lae£ Iq.]

HLc¡ S¯eL p¡q¡h£ ¢fÐeh£ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে হাজির হয়ে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমি আমার মাতাপিতার জীবদ্দশায় তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতাম, এখন তাঁরা উভয়ই এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন, তাঁদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার কোন পন্থা আছে কি? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যুত্তরে এরশাদ করলেন,

اِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الْمَوْتِ اَنْ تُصَلِّىَ لَهُمَا مَعَ صَلٰوتِكَ وَتَصُوْمَ لَهُمَا مَعَ صِيَامِكَ ـ (رواه دار قطنى)

অর্থাৎ, ''মৃত্যুর পর তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার পন্থা এই যে, তোমার নামাযের সাথে তাঁদের জন্যও নামায পড় এবং তোমার রোযার সাথে তাঁদের জন্যও রোযা রাMz''

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আহমদ রেযা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, ''যদি ত¥j সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের জন্য নফল নামায পড় কিংবা রোযা রাখ, তাহলে তাঁদের পক্ষ থেকেও কিছু নফল নামায পড়, তবে তাঁদের নিকট এ সাওয়াব পৌঁছবে। অথবা নামায রোযা ও তোমার সম্পাদিত সকল নেককাজের সাওয়াব তাঁদের নিকV পৌঁছানোর নিয়্যত কর, তবে তাঁদের নিকট এ সাওয়াব (অবশ্যই) পৌঁছবে, আI তোমার এ সাওয়াব কিছুমাত্র হ্রাস পাবে না।'' [ফতোয়া-ই রজভিয়া, ৮ম খণ্ড]

এভাবে মাতাপিতার ইন্তিকালের পরও কবর যিয়ারত, নামায, রোযা, হজ্ব ও সাদক্বাহ্-খয়রাত ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং সাওয়াব পৌঁছানো প্রত্যেক সন্তানের জন্য অবশ্যই কর্তব্য। মাতাপিতার মৃত্যুর পর ছেলে-সন্তানের উপর যেসব হক বা কর্তব্য বর্তায় পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীfgl আলোকে তা নিম্নে পেশ করা হল:

১. মাতাপিতার ইন্তিকালের পর সর্বপ্রথম কর্তব্য হল- তাঁদের জানাযা প্রস্তুতLIZ, গোসল, নামায, কাফন ও দাফন ইত্যাদি কার্যাদি সম্পন্ন করা। এসব কাজের মধেÉ অতিযত্নসহকারে সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহ পালন করা, যাতে তাদের জন্য সকল ®p±ck, hILa, Iqja J Eæ¢a m¡i LI¡C L¡¢´Ma quz

২. তাঁদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ক্ষমাপ্রার্থনা করা।

৩. স্বীয় সাদক্বাহ্-খয়রাত ও নেক্‌কাজসমূহের সাওয়াব তাঁদের নিকট পৌঁছাতে থাকা।

সাধ্যমত এসব পুণ্যকাজ অব্যাহত রাখা। স্বীয় নামায, রোযা ও হজ্বের সাথে j¡a¡¢fa¡l SeÉJ p¢f¡ce LI¡z

৪. তাঁদের উপর যদি কারো কর্জ থাকে, যথাশীঘ্রই তা পরিশোধ করার ব্যবস্থ¡ LI¡z নিজের সামর্থ না থাকলে আত্মীয়-স্বজন বা শুভাকাঙ্খীর নিকট থেকে কর্জ পরিশোd LI¡l SeÉ p¡q¡kÉ L¡j e¡ LI¡z

৫. যদি তাঁদের উপর কোন ফরয কাজ অনাদায়ী থেকে যায়, তাহলে সাধ্য মোতাবেক তা পালন করার জন্য চেষ্টা করা। যদি তাঁরা হজ্জব্রত পালন না করে থাকে, তাহলে তাঁদের পক্ষ হয়ে নিজে বা অন্য কারো দ্বারা হজ্জ আদায়ের ব্যবস্থা করা। যদি তাঁদের উপর যাকাত কিংবা ‘ওশর’ (ফসলের যাকাত) অনাদায়ী থাকে, তা’ আদ¡u করার ব্যবস্থা করা। আর যদি নামায কিংবা রোযা অনাদায়ী থাকে, তাহলে তাl ফিদ্য়াহ্ বা কাফ্ফারা (ক্ষতিপূরণ) আদায় করা। এভাবে তাঁদেরকে দায়মুক্ত LI¡l ®Qø¡ LI¡z

৬. মাতাপিতা শরীয়তসম্মত কোন অসিয়ত করে থাকলে তা যথাসম্ভব বাস্তবায়নের চেষ্টা করা। যদিও শরীয়তের দৃষ্টিতে সন্তানের উপর তা পালন করা ওয়াজিব বা কর্তব্য নয়। তবে অনেক উপকারী।

৭. প্রতি শুক্রবার তাদের কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে গমন করা এবং তথায় এমন স্বIl সূরা ইয়াসীন বা অন্য সূরা পাঠ করা যাতে তারা শুনতে পান এবং এর সাওয়াব তাঁদের রূহে পৌঁছানো। তাঁদের কবরের পাশ দিয়ে গমনকালে সালাম ও ফাaq¡ পাঠ না করে অতিক্রম না করা।

৮. তাঁদের আত্মীয়-স্বজন এবং বন্দু-বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। সব সju তাঁদের সম্মান করা।

৯. কোন সময় অন্য কারো মাতাপিতাকে অশালীন ভাষায় গালি-গালাজ করার দর¦e নিজ মাতাপিতাকে গালি না শুনানো।

10. jaÉl fl j¡a¡¢fa¡l fÐa H LahÉ¢V ph¡¢dL L¢We, p¡hS¢ee J ¢Ql¿e ®k, কখনো কোন পাপ কাজ করে তাঁদেরকে কষ্ট না দেওয়া। কারণ, মাতাপিতার নিকV সন্তান-সন্ততিদের যাবতীয় কাজের সংবাদ পৌঁছে থাকে। যখন তাঁরা সন্তানের নেককাজ প্রত্যক্ষ করেন তখন তাঁরা পুলকিত হন। আর যখন তাঁরা সন্তানের কোন পাপকাজ অবলোকন করেন তখন তাঁরা ব্যথিত হন এবং দুঃখ পান। কবরের মধ্যে মাতাপিতাকে কষ্ট প্রদান করা সন্তান-সন্ততিদের Rb¨ Awfkv‡di KviY n‡q hvqz মৃত্যুর পর মাতাপিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য সম্পর্কিত উল্লিখিত সকল বিধান f¢hœ হাদীস থেকে নেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা‘আলা ও তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাদ্কায় আমাদের সকলকে এসব নেক্কাজ পালন করার a¡Jg£L ¢ce; B-j£ez

✍ jq¡Çjc Cj¢au¡S

রথের পুকুরপাড়, নন্দনকানন, চট্টগ্রাম

◈ fÐDÀ শুক্রবার জুমার দিনে অনেক মসজিদে দেখা যায় খোত্বা শুরু হওয়ার সাথে সাথে মসজিদের টাকা তোলা শুরু করে দেয়। কি নিয়মে টাকা তুলা উচিa জানালে খুশি হব।

🕮Ešl x জুমা, দু’ঈদ ও বিবাহের খোত্বা শ্রবণ করা ওয়াজিব। যখন ইমাম খোত্বা দেওয়ার জন্য দাঁড়াবে, ওই সময় থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত নাম¡k, যিক্র-আয্কার এবং সবধরনের কথাবার্তা নিষেধ। অবশ্য সাহেবে তারতীব ব্যক্তি² üÉu কাযা নামায পড়ে নিবে। যে সব জিনিস নামাযে হারাম, যেমন- পানাহার, সাm¡j J সালামের উত্তরদান ইত্যাদি এসব খোত্বার অবস্থায়ও হারাম। এমনকি সৎকাজের নির্দেশ দেওয়াও। যখন খোত্বা পড়া হয় তখন সমবেত সকলের জন্য শ্রবণ করা ও নীরব থাকা ফরয। যে সব লোক ইমাম থেকে দূরে রয়েছে, খোত্বার আওয়াজ যাদের কান পর্যন্ত পৌঁছেনা ওদেরও চুপ থাকা ওয়াজিব। কাউকে মন্দকথা বলতে দেখলে q¡a বা মাথার ইশারায় নিষেধ করবে। কিন্তু মুখে বলা যাবে না। তাই, খতীব সাহেবের খোতবাহ্ প্রদানের সময় শ্রবণকারীরা অনর্থক নড়াচড়া করা, হাঁটাচলা করা, Lb¡h¡a¡ বলা সবই হারাম। এমনকি প্রয়োজন ছাড়া দাঁড়িয়ে খোত্বাহ্ শ্রবণ করাও সুন্নাতের খেলাফ। সুতরাং খোত্বাহ্ প্রদানকালে মসজিদের বিশেষ প্রয়োজনে টাকা-পয়p¡ উত্তোলন করা যাবে। তবে উত্তম হল খোত্বা প্রদানের পূর্বে বা নামাযের পর V¡L¡ উত্তোলন করা। আর যদি খোত্বার পূর্বে বা নামাযের পর নামাযী না থাকে বা চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে দ্বিতীয় খোত্বার সময় মসজিদের প্রয়োজনে ও বিcno স্বার্থে একেবারে নীরবে টাকা উত্তোলন করা যাবে। কিন্তু উত্তোলনকারী বা টাক¡ প্রদানকারী কেউ কোন কথাবার্তা বলবে না; বরং নিশ্চুপ থাকবে, আর খোত্ব¡ nÐhZ করবে। তাও একমাত্র ওইসব মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে সরকারিভাবে পরিচালনার কোন ব্যবস্থাপনা নাই বা মসজিদে ফান্ডের সঙ্কট রয়েছে। যেমন, কিa¡hm আশবাহ্ ওয়ান্ নাযায়েরে ইমাম ইবনে নুজাইম আল্ হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাC¢q ইসলামী ফিক্বহের ধারাসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে একটি ধারা উল্লেখ করেছেন, اَلضَّـرُوْرَةُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتُ অর্থাৎ বিশেষ প্রয়োজনে অনেক সময় নিষিদ্ধ কর্মসমূহ মুবাহ্ বা বৈধ হয়ে যায়। তবে ইমাম আ’লা হযরত শাহ্ আহমদ রেযা রহমাতুল্ল¡¢q আলাইহিসহ অনেকেই উভয় খোত্বার সময় চাঁদা বা টাকা উত্তোলন করা নিষেধ করেছেন। সেহেতু উক্ত অবস্থায় নড়াচড়া ও কিছু কথাবার্তা হয়ে যায়, যা খোত্বা শ্রবণে hÉ¡O¡a p¢ø quz pal¡w ®kph jp¢Sc üuw pÇfZ, ®M¡ah¡l pju jpõ£গণ হতে টাকা উত্তোলন করার প্রতি মুখোপেক্ষী নয়, সেসব মসজিদে খোত্বা চলাকালীন V¡L¡

উত্তোলন করার প্রশ্নই উঠেনা। তবে যে সব মসজিদ মুখাপেক্ষী সেখানে বিশেষ প্রয়োজনে খোত্‌বার সময় টাকা উত্তোলন করতে পারে, তবে খোত্‌বা শ্রবণে সামান্যতমও ব্যাঘাত সৃষ্টি যেন না হয়, সেদিকে বিশেষভাবে সতর্কদৃষ্টি রাখা Cj¡j, মুয়াজ্জিন ও মুসল্লীসহ সকলের উপর একান্ত কর্তব্য।

✍ Hj. Hp. Bqjc

Bm-g¡m¡q N¤m, fh e¡¢RI¡h¡c, Q®NË¡j

❖ f÷ÀÀ মসজিদের চারি দেয়ালের বাইরের ভবনের বর্ধিত অংশ ভাড়ার ঘর করে ব্যাচেলার ভাড়া দেওয়া যাবে কিনা? নিচ তলা হতে ৩য় তলা পর্যন্ত এ ঘর সিঁড়ির অংশে এসে গেলে ক্ষতি হবে কি? মসজিদের ৪র্থ তলায় ইমাম সাহেবের জন্য ঘর তৈরি করে শুধু বাথরুমগুলো ভবনের বর্ধিত অংশে স্থাপন করা হলে ওই ঘরে ইমাম সাহেবেl Ù£ J ছেলে-মেয়ে নিয়ে বসবাস করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি? এমনকি, ছেলে-মেয়েকে বিবাহ দেওয়া হলে, পুত্রবধুসহ ছেলে বাবার সাথে (ইমাম সাহেh) বসবাস করতে পারবে কিনা? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব

📖 EšI x মসজিদ ওই ভূখণ্ডকে বলে যা পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার জন্য একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে ওয়াকফ করা হয়েছে। সুতরাং ওয়াকফকারী মসজিদের জন্য যে Qatসীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন ওই ভূমিই মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। এ ছাড়া মসজিদের আশ্‌পাশের জায়গা মসজিদের ûK‡g পড়বে না। অতএব, মসজিদের চার দেয়ালের বাইরে বর্ধিত অংশ মসজিদের জন্য নির্ধারণ করে না থাকলে তাতে বসবাসের ঘর নির্মাণ করা যাবে। পায়খানা-প্রস্রাবখানার গন্ধ মসজিদের মধ্যে আসলে মসজিদের সাথে বাথরুম নির্মাণ করা যাবে না। মসজিদ নির্মাণ করার পূর্বেই যদি মসজিদের ছাদের উপর ইমাম বা মুয়াজ্জিনের জন্য ঘর তৈরি করার নিয়্যত করা হয়, তবে তা জায়েয। ওই ঘরে ইমাম বা মুয়াজ্জিন বসবাস করতে পারবে। তবে যেহেতু নীচে মসজিদ বিধায় ইমাম-মুয়াজ্জিনকে বসবাস করার সময় অতীব সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করা অপরিহার্য। কিন্তু মসজিদ হয়ে যাওয়ার পর মসজিদের ছাদের উপর ইমাম- মুয়াজ্জিন থাকার জন্য ঘর নির্মাণ করা যাবে না। যদি নির্মাণ করা হয় তবে ওই ঘর ভেঙ্গে দেওয়া ওয়াজিব। যেহেতু তখন জমি থেকে আসমান পর্যন্ত ওই নির্ধারিa Ù¡e মসজিদ হিসেবে গণ্য হয়ে গেছে। [দুররে মুখতার ইত্যাদি]

✍ jq¡¿jc p¡m¡q EŸ¡e

I¢pc¡h¡c, ®n¡ieca¡, f¢Vu¡

❖ f÷ÀÀ আমরা ৬ বন্ধু মাদরাসার হোস্টেলে থাকি। একদিন আমাদের রুমে একজন বন্ধুর পিতা আগমন করেন। তখন আমরা সবাই তাঁকে শ্রদ্ধার সাথে সালাম বিনিময় করলাম। আমাদের অন্য এক বন্ধু হাসনাতের পিতার সাথে মুসাফাহা করলেez

ওই বন্ধুর পিতা চলে যাওয়ার পর অন্যরা বলতে লাগল পিতার সমতুল্য ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করা ঠিক হয়নি। তার প্রতি আদবের বরখেলাফ হয়েছে। হুজুরের কাছে আমার প্রশ্ন হল- পিতার বয়সী কোন ব্যক্তির সাথে মুসাফাহা করার উদ্দেশ্যে হ¡a বাড়ানো কি বেআদবী হবে? প্রমাণসহ জানালে উপকৃত হব।

📖 EšI x নিজ সম্মানিত পিতা কিংবা উস্তাদের সমতুল্য ব্যক্তিকে সালাম বা কদমবুসি করাই সুন্নাত ও অধিক আদব। অনুরূপ বড় বা মুরব্বিদের সাথে মুসাফাq¡ করতেও কোন অসুবিধা নেই বরং উত্তম তরীকা।

✍ মুহাম্মদ মুজাম্মেল হক

®f¡f¡¢cu¡, ®h¡u¡mM¡m£, Q®NË¡j

❖ f÷ÀÀ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের এলাকার মসজিদের পেশ ইমাম প্রকাশ্যে সাদ্‌ক্বাহ্‌-ফিত্‌রার টাকা নিয়ে থাকে। অথচ তিনি নিজে মোবাইল ফোনও ব্যhq¡l করেন। তার চলাফেরার মধ্যে সচ্ছলভাব স্পষ্ট। পর্যাপ্ত বেতনও তাকে দেওয়া হয়। তারপরও ওই ইমাম সাদকাহ্‌ -ফিত্‌রা ও কোরবানির চামড়ার টাকা গ্রহণ করেনz HMe এলাকার মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে যে, ওই ইমামের পেছনে নামায পড়া যাবে কিনা এ ব্যাপারে জানানোর জন্য অনুরোধ করছি।

📖 EšI x ®j¡h¡Cm ®g¡e hÉhq¡l LI¡, e¡ LI¡ de£-NI£h qJu¡l j¡ec™ euz বরং শরীয়তের পরিভাষায় ওই ব্যক্তিই ধনী যার কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। আর নেসাব হল সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের পরিমাণ সম্পদের বা সাড়ে সাত ca¡m¡ স্বর্ণের সমপরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। সুতরাং ইমাম সাহেব যদি গরীব হন Ab¡v তার নিকট যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকে, বা ঋণগ্রস্ত হন অথবা তিনি ck আয়-রোজগার করেন ওই পরিমাণ আয় তাঁর পরিবারের খরচ নির্বাহে যথেষ্ট নয় তবে এমন ইমাম বা খতীবের জন্য যাকাত-ফিত্‌রা ও কোরবানীর চামড়ার বিক্রয়লব্ধ টাকাসহ যাবতীয় সাদক্বাহ্‌-খয়রাত গ্রহণ করা জায়েয। এমন ইমাম-খতীবের পেছনে ইক্বতিদা করতে অসুবিধা নেই। যদি ইমাম সাহেব তাঁর আয়-রোজগার দিয়ে নিS J পারিবারিক খরচ নির্বাহ করতে পারেন এবং নেসাব পরিমাণ সম্পদের যদি মালিL qe তখন টাকা-পয়সার লোভ-লালসার বশীভূত হয়ে সাদক্বাহ্‌-ফিত্‌রা গ্রহণ করা স¿fZ হারাম। হারাম হওয়া সত্ত্বেও যদি উক্ত ইমাম- খতীব-মুয়াজ্জিন যাকাত-সাদক্বাহ h¡ ফিতরা ইত্যাদি গ্রহণ করে এবং তা প্রমাণিত হয়, তবে উক্ত ইমাম ফাসিক্ব হিসেবে পরিগণিত হবে, বিধায় তার পেছনে ইক্বতিদা করা মাকরূহ-ই তাহ্‌রীমা। উল্লেখÉ ®k, কারো কাছে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করা একজন সম্মানিত ইমাম, খতীব বা আলেমেl উচিত নয়। যেহেতু সবদেশে ও সমাজে ইমাম, খতীব ও আলেমসমাজকে জনসাধারণ খুব সম্মানের চোখে দেখে থাকেন। তাই তাঁদের ওই সম্মান অটুট রাখতে একা¿ প্রয়োজন ছাড়া যাকাত- ফিত্‌রা ইত্যাদির জন্য কারো কাছে হাত প্রসারিত কর¡ Ae¤Qaz

✍ **হাফেজ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম**

h¡Nj¢el¡j, Q—N¤!

◈ fÐnÀ আযানের উত্তর দেওয়া কি? আর জুমার নামাযের খোত্বার আযানের উত্তর দিতে ও মুনাজাত করতে হবে কি? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

📖Eš¡l x আযানের মৌখিক উত্তর দেওয়া অর্থাৎ মুয়াজ্জিন যা বলবে শ্রোতা প্রত্যুত্তরে তা বলা ‘হাইয়া আলাস্ সালাহ্’ ও ‘হাইয়া আলাল ফালাহ্’ এর উত্তl ""m¡-q¡Jm¡ Ju¡m¡- LÅu¡a¡ Cõ¡- ¢hõ¡¢qm B¢m¢uÉm Bk£j" hm¡ jÙ¡q¡h B l nl£ua সম্মত কোন ওজর বা আপত্তি না থাকলে আযান শুনে জামাতে শরীক হওয়ার জন্য Nje Ll¡ Ju¡¢Shz

জুমার দ্বিতীয় আযানের জবাব বড় আওয়াজে দেবেনা, বরং মনে মনে দেবে। আযান শুনে মুনাজাত করা সুন্নাত এবং এতে রয়েছে অনেক ফযীলত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস রদ্বিয়াল্লাহু আনহুম থেকে বর্ণিত, হুজূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যখন তোমরা মুয়াজ্জিনের আযান শুনবে তখন সে যা বলবে তার অনুরূপ বলবে। অতঃপর আমার উপর দরূদ পাঠ করবে। কারণ, যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ্ তার উপর দশবার শান্তি (রহমত) বর্ষণ করবেন। তারপর আমার জন্য আল্লাহর নিকট ওসীলা প্রার্থনা করবে। আর তা’ হল বেহেশ্তেl একটি সম্মানিত স্থান যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজন ব্যতীত অন্য কারো জন£ নয়। আমি আশা করি, ওই বান্দা আমিই হব। যে আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা করh তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হবে। [jpmj nl£g]

সুতরাং আযানের জবাব ও মুনাজাত করা অত্যন্ত ফযীলতময়। সময়-সুযোগ থাকতে a¡ নষ্ট করা ঠিক নয়। তাই যখন আযান হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সালাম-কালাম, সালামের উš¡ দান এবং অন্যসব কাজকর্ম বন্ধ রাখবে। এমনকি কোরআন শরীফ পাঠকালে আযানের আওয়াজ পৌঁছলে তৎক্ষণাৎ তিলাওয়াত স্থগিত রাখবে এবং মনোযোগ দিয়ে আযান শুনবে এবং আযানের উত্তর দেবে। এমনকি রাস্তায় চলাচল অবস্থায়ও যদি আযানের në কানে পৌঁছে আযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত সম্ভব হলে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং শুনh J জবাব দিবে। ইক্বামতের জবাব দেওয়াও মুস্তাহাব। যে ব্যক্তি আযানের সময় কথ¡h¡a¡u লিপ্ত থাকে (আল্লাহ্ না করুক!) তার শেষ পরিণতি খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। অনুরূপ, জুমার দ্বিতীয় আযানের মুনাজাত করাও মুস্তাহাব ও ফযীলতময়। তবে Sj¡l দ্বিতীয় আযানের জবাবের ন্যায় দ্বিতীয় আযানের মুনাজাতও উচ্চস্বরে করবে না বরw মনে মনে করবে। [দুররে মুখতার, আরবী হাশিয়া হেদায়া ও ফতোয়ায়ে রজভিয়া ইত্যাদি]

✍ **jq¡ÇjcBhcp öLLl**

hMafl, g¢VLR¢s, Q—N¤!

◈ fÐnÀ মসজিদ নির্মাণকালে কারো নাম জুড়ে দিলে সেই মসজিদে নামায পড়লে আদায় হবে কিনা। মসজিদে দরজা বন্ধ করে নামায পড়লে হবে কিনা এবং মসজিদে লাল বাতি জ্বালানো জায়েয আছে কি না, বর্ণনা করলে উপকৃত হব।

📖Eš¡l x ব্যক্তিগতভাবে কারো অর্থায়নে কেউ মসজিদ নির্মাণ করলে ওই ব্যক্তি ইচ্ছা করলে নিজের বা অন্য কারো নামে মসজিদের নামকরণ করা নিঃসন্দেহে জায়েয। যেমন, ‘তাফসীর-এ জুমল’ ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২১-এ পবিত্র কোরআনের বর্ণিত اِنَّ الْمَسْجِدَ لِلّٰه আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ আছে,

اِضَافَةُ الْمَسْجِدِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اِضَافَةُ تَشْرِيْفٍ اَوْتَكْرِيْمٍ وَقَدْ تنسبَ اِلٰى غَيْرِهٖ تَعْرِيْفًا قَالَ ﷺ صَلَاةٌ فِىْ مَسْجِدِىْ هٰذَا خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ اِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ـ

অর্থাৎ, ‘‘আল্লাহ্ তা‘আলার প্রতি মসজিদের সম্বন্ধ করাটা তাঁর মহত্বের কারণে। Bõ¡q তা‘আলা ছাড়া অন্য কারো দিকেও মসজিদের সম্বন্ধ করা যায়। যেমন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার এ মসজিদে (মসজিদে নববী) নামায পড়া অন্য সব মসজিদে হাজার নামায পড়ার চেয়ে উত্তম মসজিদে হ¡l¡j R¡s¡z"

উক্ত হাদীসে পবিত্র মদীনার মসজিদে নববী শরীফকে আমার মসজিদ বলে নবী করীj সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের সম্বন্ধ নিজের দিকে করেছেন। তদুপরি মক্ক¡ শরীফে মসজিদে আবূ বকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু, মসজিদে আয়েশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহ¡ J মসজিদে জিন আর মদীনা শরীফে মসজিদে আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু, মসজিদে উবাই রদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও মসজিদে বনী কুরায়জা প্রভৃতি নামে মসজিদের নামকlZ করা হয়েছে। কোন প্রয়োজন ছাড়া মসজিদের দরজা বন্ধ করে রাখা অনুচিত। অত্যাধিক শীত বা প্রবল ঝড়-বাদলের কারণে মসজিদের দরজা বন্ধ করে রাখলে কো¡e অসুবিধা নেই। মসজিদের দরজা বন্ধ করে ভেতরে নামায পড়লে এই নামায আদায় হয়ে যাবে। নামাযের জামাতের সময় মুসল্লীকে অবগত করানোর জন্য লালবাতি ইত্যাদি জ্বালানোতে কোন অসুবিধা নেই।

◈ fÐnÀ নামায পড়া অবস্থায় ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল যদি স্থান থেকে নড়ে যায়। তাহলে নামায শুদ্ধ হবে কিনা জানালে উপকৃত হব।

📖Eš¡l x সাজদার সময় উভয় পায়ের দশ আঙ্গুলের পেট মাটিতে লাগিয়ে রাখা সুন্নাত। প্রত্যেক পায়ের তিন তিনটি আঙ্গুলের পেট জমিনে লাগিয়ে রাখা ওয়াজিhz Bl উভয় পায়ের কমপক্ষে একটি আঙ্গুলের পেট মাটির সাথে লাগিয়ে রাখাটা শর্ত ও

ফরজ। সাজদাকালে উভয় পা জমিন থেকে উঠে গেলে নামায আদায় হবে না। এমনিL শুধু আঙ্গুলের নখ মাটিতে লাগলেও নামায হবে না; বরং আঙ্গুলের পেট মাটির সাথে লাগাতে হবেই। অধিকাংশ লোক এ মাসআলা সম্পর্কে গাফিল। তাই এ সম্পর্কে সতL দৃষ্টি কাম্য। অবশ্য নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় উভয় পাকে জমিনে স্থির রাখা e¡j¡¢kl কর্তব্য। অহেতুক নড়া-চড়া করা মাকরূহ ও গুনাহ্। অহেতুক নড়া-চড়া করাতে ন¡j¡k নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বিধায় এসব বিষয়ে সজাগদৃষ্টি রাখা অপরিহার্য। তবে, নামাযের মধ্যে হঠাৎ ডান বা বাম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল যদি স্থানচ্যুত হলে e¡ নড়ে গেলে নামায নষ্ট না হলেও ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযের মধ্যে দাঁড়ানো ও রুকূ' অবস্থা¢u h¡ যেকোন রুকনে উক্ত² কর্ম বার বার করলে নামায ফাসেদ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ¢hcÉj¡ez [দুররে মুখতার ও ফতোয়া-ই রজভিয়া]

✍ jq¡¢j¢c R¡e¡Eõ¡q ¢Cu¡

L¡Qu¡, Q¡amf¡s, e¡¢pleNl, h¡w‑Zh¡¢su¡

◈ f¤nÀ আমাদের গ্রামের পাশে এক গোরস্থান। এখানে অনেক দিন পূর্ব থেকে কবর দেয়া হচ্ছে। গত ১৫ বৎসর পূর্বে কবরস্থানটি নির্দিষ্ট কয়েকজন মালিকের নামে ®l¢S¢øÌ করা হয়। কিন্তু কয়েকদিন পূর্বে মালিকদের মধ্য থেকে দু'/তিন জন মিলে উল্লে¢Ma কবরস্থানের উপর একটি মসজিদ নির্মাণ করে। এতে অন্য মালিকগণ রাজি নয়। এমতাবস্থায় ওই মসজিদে নামায কতটুকু শরীয়ত সম্মত। জানালে খুশি হব।

🕮Eš l x কোন মুসলমানের কবর বা কবরস্থানের উপর যদিও তা পুরাতন হোক না কেন ঘর-বাড়ি বা মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ করা নাজায়েয ও হারাম। এমনকি মুসলমানের এমন পুরাতন কবরস্থান যেখানে কবরের নিশানা একেবারে মুছে গিয়ে সমান হয়ে গেছে, মৃত ব্যক্তিদের হাড্ডিসমূহেরও কোন অস্তিত্ব নেই তবুও ওই কবরস্থানকে ক্ষেত-খামার বা ঘর-বাড়ি মসজিদ- মাদরাসা ইত্যাদিতে পরিণত করা নাজায়েয ও হারাম। হুজূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন **ان المیت یتأذی ممّا یتأذی منه الحی** Ab¡v S£¢ha h¢š²l¡ ®kph কাজে কষ্ট পায় মৃতরাও ওই সব কাজের দরুন কষ্ট অনুভব করেন। হুজূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন **لا تصلّوا علی قبر** ''তোমরা কবরের উপর নামায পড়োনা।'' নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেন-

لان یجلس احدکم علی جمرة، فتحرق ثیابه حتی تخلص الی جلدهٖ خیرله من ان یجلس علی قبرٍ۔ (ابوداؤد) ''তোমাদের মধ্যে কেউ জ্বলন্ত আগুনের অঙ্গারে বসলো, অতঃপর ওই আগুন তার কাপড় জ্বালিয়ে তার শরীরের চামড়া পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল, HV¡ তার জন্য কবরের উপর বসা থেকে উত্তম। (আবূ দাউদ, কিতাবুল জানায়েয, পৃষ্ঠা 104) আমাদের হানাফী আলিম ও মুফ্‌তীগণ কবরের উপরের ছাদকে মৃত ব্যক্তির অধিকাl

বলে লিখেছেন। যেমন- ফতোয়া-ই আলমগীরীর মধ্যে উল্লেখ আছে যে,

عن القنیة قال علاء الدین الترجمانی یاثم بوطی القبور لان سقف القبر حق المیت

কুনিয়া নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, ফক্বীহ্ আ'লা উদ্দীন তরজুমানী বলেছেe, কবরের উপর দিয়ে চলাফেরা করা গুনাহ্। কেননা কবরের ছাদ মৃতের অধিকারভু¢š²z'' ফতোয়া-ই আলমগীরী **کتاب الوقف** Hl **الباب الثانی**তে উল্লেখ আছে যে,

سئل و (ای الامام شمس الائمة محمود الازوجندی) عن المقبرة فی القریٰ اذا اندرست ولم یبق فیها ثر الموتی ولا العظم ولا غیرہ هل یجوز زرعها واتنغلا لها قال لا ولها حکم المقبرة کذا فی المحیط

অর্থাৎ শামসুল আইম্মা কাজী মাহমূদ থেকে লোকেরা ফতোয়া তলব করলেন যে, গ্রামের এমন পুরাতন কবরস্থান, যাতে কবরের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই, এমনকি মৃত ব্য¢š²l হাড্ডি ইত্যাদিরও কোন অস্তিত্ব নেই, সুতরাং সেখানে ক্ষেত-খামার করা জায়েয ¢Le¡? তিনি উত্তরে বললেন, না জায়েয নেই, এটা কবরস্থানের অন্তর্ভুক্ত। মুহীত নামক গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

সুতরাং যে কোন নতুন বা পুরাতন কবরস্থানের উপর মসজিদ, মাদরাসা, দালাe, ঘর-বাড়ি বা ক্ষেত-খামার ইত্যাদি করা নাজায়েয ও হারাম। কেউ কবরস্থানে বা ®L¡e কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করলে ওই মসজিদ ভেঙ্গে দেওয়া মুসলমানদের উপর একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। তবে মসজিদের ভেতরে যদি কোন কবর থেকে যায় বা সামনে পিছনে ও ডানে-বামে মসজিদ সম্প্রসারণ জরুরি হলে আর বর্ধিত স্থানে ২/১টি Lhl পড়লে বিশেষ কারণে ওই কবরের চতুর্পাশে স্তম্ভ দিয়ে কবরের মাটি থেকে চার B‰m h¡ এক বিঘত পরিমাণ ফাঁক রেখে উপরে ছাদ ঢালাই করতঃ সেখানে নামায ইত্যাদি Bc¡u করবে। আর ওই ছাদ পর্দার মত হয়ে যাবে। কিন্তু বিনা কারণে বা বিশেষ প্রয়ে¡Se R¡s¡ মুসলিম কবরস্থানের (নতুন বা পুরাতন) উপর ঘর-মসজিদ ইত্যাদি নির্মাণ করা p¢fZ হারাম এবং মুর্দাকে কষ্ট দেওয়ার নামান্তর।

[সুনানি আবূ দাউদ, কুনিয়া, মুহীত ও ফতোয়া-ই হিন্দিয়া ইত্যাদি।]

-----<0>----